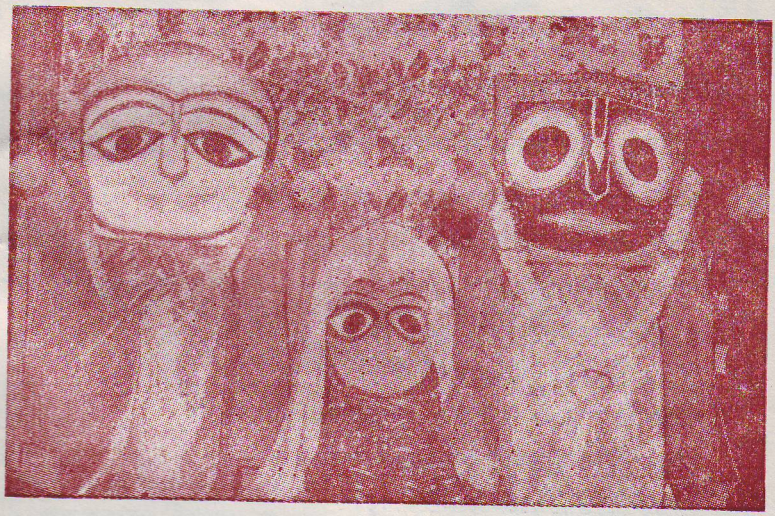
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪১শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৯৫ { ২য় সংখ্যা



শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে সেবিত
শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়ঃ—
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫-৭২২৭
২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

( ত্রিদণ্ডিস্বামী ) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

( মাসিক )

একচত্বারিংশ-বর্ষ ( ১ম-১২শ সংখ্যা )

( শ্রীগৌরাব্দ ৫০২ গোবিন্দ হইতে ৫০৩ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৯৫ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৬ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৮৯ মার্চ্চ হইতে ১৯৯০ ফেব্রুয়ারী। )

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া ) পঃ বঃ।

# একচত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

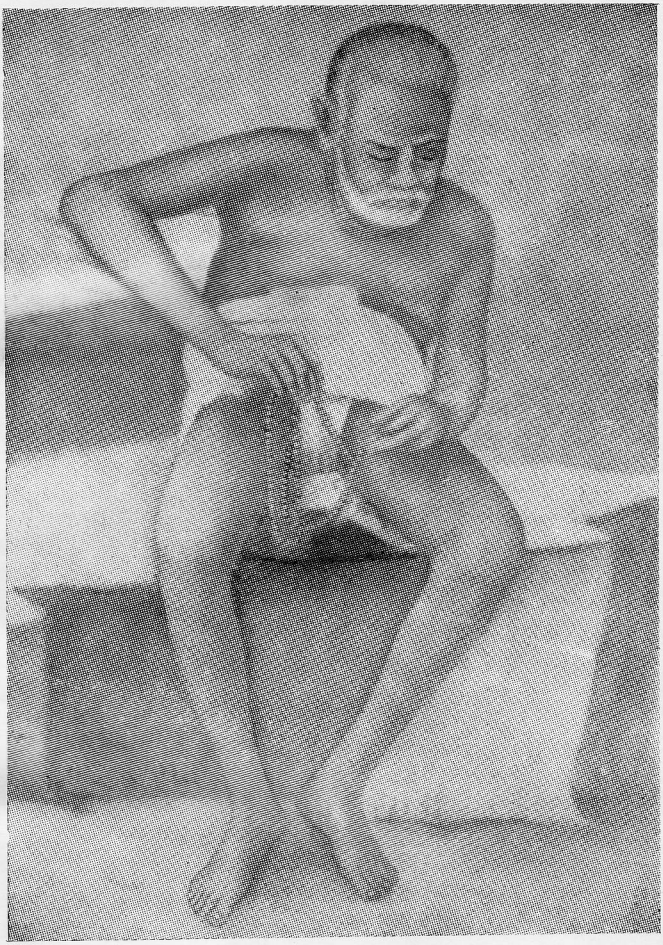
# প্রবন্ধাদির সূচীপত্র


| প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক |
|---|---|
| অন্যাভিলাষ [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] | ১।৯ |
| অনন্ত-শয়ন [ কবিতা ] | ৭।২৭০ |
| অযোগ্য সন্তান [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] | ১২।৪৪৭ |
| আধুনিক বাদ [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] | ২।৪৮, ৩।৮৬ |
| আদর্শ গৃহস্থের সদাচার | ৪।১৪০, ৫।১৭২ |
| "আসামহো চরণরেণু" | ৪।১৫০, ৫।১৭৬ |
| ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী | ৯।৩৪৪, ১০।৩৭৭ |
| কৃপাদেশ [ কবিতা ] | ১।১৫ |
| কৃষ্ণসখা সুদামা-বিপ্র—শ্রী | ১।২৩, ৩।১০৬ |
| কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-অজ্ঞানতা [ কবিতা ] | ২।৫৭ |
| কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা—শ্রী [ কবিতা ] | ৫।১৯০ |
| কৃষ্ণ—শ্রী [ কবিতা ] | ৬।২৩২ |
| গীতা ও সনাতন ধর্ম্ম | ৮।৩০৪, ৯।৩৫০ |
| গুরুপূজার আরতি—শ্রীশ্রী [ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-তিথিবাসরে ] | ১।১৬, ২।৫৩ |
| গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [ শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী-তিথিতে শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত ] | ১।৩০, ২।৫৯, ৩।১০৯, ৪।১৫৩ |
| গুরুপাদপদ্মের প্রকট-তিথিপূজা—শ্রীশ্রী | ২।৭৪ |
| গুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য—শ্রী [ পত্র ] | ৩।৯১ |
| গুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনা—শ্রী [ কবিতা ] | ৫।১৭১ |
| গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল [ কলিকাতার বৈঠকখানা রোডে প্রদত্ত ] | ৫।১৮৩, ৬।২২৭, ৭।২৭২, ৮।৩০৯, ১০।৩৯২, ১১।৪২৭, ১২।৪৬৫ |
| গুরুভক্তি—শ্রী [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] | ৭।২৪৭ |
| গুরুপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [ বিবরণ ] | ১১।৪৩৫ |
| গুরু-প্রশস্তি—শ্রী [ কবিতা ] | ১১।৪৩৮ |
| গৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ষারম্ভে নিবেদন—শ্রী | ১।১৯ |
| গৌড়ীয়ের একচত্বারিংশ-বর্ষ | ১।৩৫ |

গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট বর্জ্জনীয় ? ৪।১৪৪
গৌড়ীয়ে প্রীতি [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ৬।২০৬
চ্যুতগোত্র [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ৮।২৯২
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] ৪।১৫৯
জগন্নাথ-ক্ষেত্রানুসারেই রথযাত্রানুষ্ঠানাদি কর্ত্তব্য—শ্রী [ পত্র ] ১০।৩৭১
জ্যোতিষশাস্ত্র—বেদাঙ্গ, ভ্রান্ত নহে ৬।২২২, ৭।২৬১
জ্ঞান [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ১১।৪০৩, ১২।৪৪৪
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] ৫।২০০ ( ক )
দীনের প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি [ কবিতা ] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে ৩।৯২
ধর্ম্মানুশীলনে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্ত্তন কি অপরিহার্য্য ? ৩।১০০
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [ বিবরণ ] ২।৭১
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] ১১।৪৩৯
নীলাচল যাত্রা [ কবিতা ] ৬।২১৩
নৃমাত্রাধিকার [ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ] ৯।৩২৬
পরমার্থে শ্রেষ্ঠ কে ? ২।৬৬
পরহিংসা ও দয়া [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ৯।৩২৪
পাণ্ডিত্যে অসাধুত্ব [ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ] ৫।১৬৯
প্রভুপাদ-প্রণতি—শ্রীল [ কবিতা ] ১।৩৪
প্রকৃত সুখ ৩।৯৬
প্রকৃত বৈরাগী কে ? ৪।১৩৭
প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর [ শ্রীচৈতন্যমঠের একাদশ দফা হুকুনামার ] ৫।১৯৭
প্রকৃত সুখী কে ? ৬।২০৯
প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত ৮।২৯৬
প্রাকৃতাপ্রাকৃত জ্ঞান [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ৪।১২৭
প্রার্থনা [ কবিতা ] ১২।৪৭৪
প্রীতি [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ১।৫, ২।৪৪
বকলমে "হায় ! ধন্য গুরুবাদ !" প্রবন্ধ-মুদ্রণের প্রতিবাদ [ পত্র ] ২।৫৮, ৪।১৫৭, ৬।২৩৯
বক্তা—সরাগ ও নীরাগ ৬।২৩৩, ৭।২৬৫

বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিধি-ব্যবস্থা—শ্রী [ পত্র ] ২।৫২
বিরহসূচক দৈন্যোক্তি [ পত্র ] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজায় ৪।১৩৪
বিশুদ্ধ ভজন [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ৫।১৬৫, ৮।২৮৮
'বিজ্ঞান'-শব্দের বাস্তব অর্থ [ পত্র ] ৫।১৭০
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি [ পত্রিকার ভিক্ষাবৃদ্ধির বিজ্ঞাপন ] ৯।৩৫৯
বিষয় ও বৈরাগ্য [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ১০।৩৬৪
বিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ [ কবিতা ] ১১।৪৩৪
বৈষ্ণবের সঞ্চয় [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ৩।৮৪
বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সারার্থ ৬।২১৫, ৭।২৫৪
বৈষ্ণব ও অভৃতক [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ১১।৪০৬
ব্যবহারের দোষ-গুণেই অর্থ—অনর্থ ও পরমার্থ ; সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য-বর্ণন [ পত্র ] ৯।৩২৯
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] ১০।৪০০
ব্যাঙের সর্দ্দি ১১।৪২০
ভক্তির প্রতি অপরাধ [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ৬।২০৪
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [ নিমন্ত্রণ-পত্র ] ৮।৩১৯
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [ বিবরণ ] ৯।৩৬০
ভক্তি-অর্ঘ্য [ কবিতা ] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজায় ১০।৩৯০
ভাগবত-মাহাত্ম্যম্—শ্রীমদ্ ১।১, ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১
ভৃতক শ্রোতা [ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ] ১০।৩৬৭
ভোগবাদ ৯।৩৩৭, ১০।৩৮২, ১১।৪১০, ১২।৪৫৫
ভ্রম-সংশোধন ২।৪৩, ৫।১৮২, ১২।৪৪৬
মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে—শ্রীমন্ [ পত্র ] ১।১৪
'মহাজন' সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার [ পত্র ] ৭।২৫৩
মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ১১।৪১৪, ১২।৪৬০
মালা ও তিলক-ধারণের নিত্যতা [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ] ৪।১২৪

মায়াপুরের প্রতি—শ্রী [ কবিতা ] ৪।১৩৬
মাধুর্য্যরসাশ্রয়ীকে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার-প্রচারমুখে নিরপেক্ষভাবে শ্রীহরিসেবার উপদেশ [ পত্র ] ৮।২৯৪
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী [ বিবরণ ] ৮।৩১৭
রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মঠ-মিশন পরিচালনার সদুপদেশ [ পত্র ] ৪।১৩২
রাধাষ্টমী-বাসরে তিথি-বন্দনা-গীতি—শ্রীশ্রী [ কবিতা ] ৮।৩০২
রাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব—শ্রী ৯।৩৩০, ১০।৩৭৩, ১১।৪২৩, ১২।৪৫০
শ্রদ্ধাঞ্জলি [ কবিতা ] ১২।৪৭০
সদ্‌গুরু ও অবতার ৬।২১৯
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা [ বিজ্ঞাপন ] ৬।২৩৮, ৯।৩৪৩, ১০।৩৭০
সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত তীর্থাদি-দর্শন [ বিজ্ঞাপন ] ৬।২৪০
সামাজিক ভেদ [ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ] ৭।২৫০
স্বধামে শ্রীমৎ নিতাইদাস বাবাজী মহারাজ ৫।১৯৪
স্বধামে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ ১২।
স্বহস্ত-পাচিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ সর্ব্বাবস্থায় গ্রহীতব্য ; ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ দণ্ডনীয় অপরাধ [ পত্র ] ১১।৪০৯
স্মার্ত্তাচার ও বৈষ্ণব-মহাজনগণের সাত্বতস্মৃতির অনুগমন [ পত্র ] ৬।২০৭
স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেয়ঃ ; শ্রীনামাশ্রয়েই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন-কৃপালাভ [ পত্র ] ১২।৪৫৯
হরিভজনোদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ কি উচ্ছৃঙ্খলতা ? ১।২৬, ২।৬৯
"হায় ! ধন্য গুরুবাদ !" প্রবন্ধ-পাঠে জনৈক পাঠকের তীব্র প্রতিবাদের জন্য অনুরোধ [ পত্র ] ৩।১১৭
হায় ! ধন্য সম্পাদক !! [ প্রতিবাদ ] ৫।১৯১
হায় ! অন্ধ সম্পাদক !! [ প্রতিবাদ ] ৯।৩৫৬
হিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্—শ্রী [ সানুবাদং শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতম্ ] ৭।২৪১, ৮।২৮১
হিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্—শ্রী [ সানুবাদং শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতম্ ] ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১
Statement about Shri Goudiya-Patrika ১।৪০



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরনম্র।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম স্থূলরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ২২ গোবিন্দ, প্রদ্যুম্ন, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৯৫, ইং ১৪।৩।৮৯ | ১ম সংখ্যা

সাবন্বাদং

# শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

## [ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে চতুর্থেঽধ্যায়ে ]

সূত উবাচ,—

১। বৈকুণ্ঠবাসিনো যে চ বৈষ্ণবা উদ্ধবাদয়ঃ।
তৎকথা-শ্রবণার্থং তে গূঢ়রূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীসূত কহিলেন,—( পরমানন্দ চিন্ময়বিগ্রহ মধুরাতিমধুর মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন মূর্ত্তি স্বভক্তগণের নির্ম্মলহৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। ) শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠনিবাসী লীলাপরিকর শ্রীউদ্ধবাদি বৈষ্ণবগণ সেখানে গুপ্তভাবে শ্রীভাগবতী কথা শ্রবণের নিমিত্ত আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

২। অলৌকিকোঽয়ং মহিমা মুনীশ্বরাঃ
সপ্তাহজন্যোঽস্য বিলোকিতো ময়া।

মূঢ়া শঠা যে পশু-পক্ষিণোঽত্র
সর্ব্বেঽপি নিষ্পাপতমা ভবন্তি ॥ ৮ ॥

হে মুনীশ্বরগণ! আজ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণের অলৌকিক মহিমা দর্শন করিলাম। এখানে যে অতিমূর্খ ও দুষ্টব্যক্তি এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি আছে, ইহারাও সকলেই একেবারে নিষ্পাপ হইয়া গেল ॥ ২ ॥

৩। অতো নৃলোকে নন্থ নাস্তি কিঞ্চি-
চিত্তস্য শোধায় কলৌ পবিত্রম্।
অঘৌঘ-বিধ্বংসকরং তথৈব
কথা-সমানং ভুবি নাস্তি চান্যৎ ॥ ৯ ॥

অতএব এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই কলিকালে চিত্তশুদ্ধির জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথার সমান মর্ত্ত্যলোকে পাপনাশকারী অন্য কোন পবিত্রতম সাধন নাই ॥ ৩ ॥

৪। কে কে বিশুদ্ধ্যন্তি বদন্তু মহ্যং
সপ্তাহ-যজ্ঞেন কথাময়েন।
কৃপালুভির্লোকহিতং বিচার্য্য
প্রকাশিতঃ কোঽপি নবীনমার্গঃ ॥ ১০ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা পরম কৃপালু, আপনারা সকল মানবগণের কল্যাণ চিন্তা করিয়াই বর্ত্তমানে এই নবীন মার্গ প্রকাশ করিলেন। আপনারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, শ্রীমদ্ভাগবত-কথারূপ সপ্তাহ-যজ্ঞদ্বারা কাহারা কাহারা শুদ্ধিলাভ করিবেন? ৪ ॥

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

৫। যে মানবাঃ পাপকৃতস্তু সর্ব্বদা
সদা দুরাচার-রতা বিমার্গগাঃ।
ক্রোধাগ্নি-দগ্ধাঃ কুটিলাশ্চ কামিনঃ
সপ্তাহ-যজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে ॥ ১১ ॥

শ্রীসনৎকুমারগণ বলিলেন,—যে মানবগণ সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম করে, নিরন্তর দুরাচারে রত, অসৎপথগামী, ক্রোধাগ্নি-দগ্ধ, কুটিল ও কামুক, তাহারা কলিযুগে সপ্তাহ-যজ্ঞদ্বারা পবিত্র হইবে ॥ ৫ ॥

৬। সত্যেন হীনাঃ পিতৃ-মাতৃ-দূষকা-
স্তৃষ্ণাকুলাশ্চাশ্রম-ধর্ম্ম-বর্জ্জিতাঃ।
যে দাম্ভিকা মৎসরিণোঽপি হিংসকাঃ
সপ্তাহ-যজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে ॥ ১২ ॥

যাহারা সত্যভ্রষ্ট, মাতাপিতার নিন্দুক, বিষয়-তৃষ্ণায় ব্যাকুল, ব্রহ্মচর্য্যাদি-আশ্রমধর্ম্ম-রহিত, দাম্ভিক, মাৎসর্য্যপরায়ণ ও হিংসাশ্রয়ী, তাহারা কলিকালে সপ্তাহ-যজ্ঞদ্বারা পবিত্র হইবে ॥ ৬ ॥

৭। পঞ্চোগ্র-পাপাশ্ছল-ছদ্মকারিণঃ
ক্রূরাঃ পিশাচা ইব নির্দ্দয়াশ্চ যে।
ব্রহ্মস্ব-পুষ্টা ব্যভিচারকারিণঃ
সপ্তাহ-যজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে ॥ ১৩ ॥

যাহারা মদ্যপান, ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণচুরি, গুরুস্ত্রী-গমন ও বিশ্বাসঘাতকতা—এই পঞ্চবিধ মহাপাপ করে, যাহারা ছল-চাতুরীর আশ্রয় লয়, যাহারা ক্রূর, পিশাচের ন্যায় নির্দ্দয়, ব্রাহ্মণের ধনে পুষ্ট ও ব্যভিচারী, তাহারাও কলিযুগে সপ্তাহ-যজ্ঞদ্বারা পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

৮। কায়েন বাচা মনসাপি পাতকং
নিত্যং প্রকুর্ব্বন্তি শঠা হঠেন যে।
পরস্ব-পুষ্টা মলিনা দুরাশয়াঃ
সপ্তাহ-যজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে ॥ ১৪ ॥

যে শঠ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা পাপকর্ম্ম করে, যাহারা অপরের ধনে পুষ্ট, যাহারা মলিনচিত্ত ও দুষ্টহৃদয়, তাহারাও কলিকালে সপ্তাহ-যজ্ঞদ্বারা পবিত্র হইয়া যাইবে ॥ ৮ ॥

গোকর্ণ উবাচ,—

৯। অসারঃ খলু সংসারো দুঃখরূপী বিমোহকঃ ॥
সুতঃ কস্য ধনং কস্য স্নেহবান্ জ্বলতেঽর্নিশম্ ॥ ৭৪ ॥

শ্রীগোকর্ণ পিতা আত্মদেবকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া কহিলেন,—হে পিতঃ! এই সংসার অসার, ইহা কেবল দুঃখময় ও মোহকারী। পুত্র কাহার? ধনই বা কাহার? জড়স্নেহ-মমতাসক্ত ব্যক্তি সংসারে অহর্নিশ কেবল জ্বালা-যন্ত্রণাই ভোগ করে ॥ ৯ ॥

১০। ন চেন্দ্রস্য সুখং কিঞ্চিন্ন সুখং চক্রবর্ত্তিনঃ।
সুখমস্তি বিরক্তস্য মুনেরেকান্ত-জীবিনঃ ॥ ৭৫ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের সুখ নাই এবং চক্রবর্ত্তী রাজারও সুখ নাই। সুখ কেবল বিরক্ত নির্জ্জনবাসী মুনিগণেই বিদ্যমান ॥ ১০ ॥

১১। মুঞ্চাজ্ঞানং প্রজারূপং মোহতো নরকে গতিঃ।
নিপতিষ্যতি দেহোঽয়ং সর্ব্বং ত্যক্ত্বা বনং ব্রজ ॥ ৭৬ ॥

'এ আমার পুত্র'—এইরূপ অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করুন; কারণ মোহ হইতেই মানুষের নরকপ্রাপ্তি হয়। এই জড়দেহের নাশ একদিন হইবেই; সুতরাং সব পরিত্যাগ করিয়া (পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত) বনে গমন করুন ॥ ১১ ॥

১২। দেহেঽস্থি-মাংস-রুধিরেঽভিমতিং ত্যজ ত্বং
জায়া-সুতাদিষু সদা মমতাং বিমুঞ্চ।
পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং
বৈরাগ্যরাগ-রসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ ॥ ৭৯ ॥

(হে পুত্র! বনে গিয়া আমাকে কি করিতে হইবে, সেই তত্ত্ব বিস্তারিত-ভাবে বল। আমি অত্যন্ত মূর্খ; এখনও কর্ম্ম-বশবর্ত্তী হইয়া স্নেহপাশে আবদ্ধ থাকিয়া পঙ্গুর ন্যায় গৃহান্ধকূপে পতিত আছি; তুমি দয়ালু, আমাকে উদ্ধার কর।) তদুত্তরে গোকর্ণ বলিলেন,—(হে পিতঃ!) এই জড়দেহ অস্থি-মাংস ও রক্তের পিণ্ড; ইহাতে আপনি অহং-বুদ্ধি ত্যাগ করুন এবং স্ত্রী-পুত্রাদির উপরও মমতা পরিহার করুন। এই জগৎকে সর্ব্বদা ক্ষণভঙ্গুর দর্শন করুন; ইহার কোন বস্তুকেই স্থায়ী মনে করিয়া তাহাতে অনুরাগ করিবেন না। আপনি বৈরাগ্য-রস-রসিক হইয়া ভগবদ্ ভক্তিতে একনিষ্ঠ হউন ॥ ১২ ॥

১৩। ধর্ম্মং ভজস্ব সততং ত্যজ লোকধর্ম্মান্
সেবস্ব সাধু-পুরুষান্ জহি কামতৃষ্ণাম্ ॥
অন্যস্য দোষ-গুণ-চিন্তনমাশু মুক্ত্বা
সেবাকথা-রসমহো নিতরাং পিব ত্বম্ ॥ ৮০ ॥

ভগবদ্ভজনই উত্তম ধর্ম্ম; অন্য যাবতীয় লৌকিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন। কোনরূপ ভোগবাসনা যাহাতে না আসে, সেইভাবে মনকে বিচারপরায়ণ করুন এবং সর্ব্বদা সাধু-সজ্জনগণের সেবায়

নিরত থাকুন। অতিসত্বর অন্যের দোষ-গুণ-বিচার ছাড়িয়া একমাত্র ভগবৎ-সেবা ও ভগবৎকথা-রস সর্ব্বদা পান করুন ॥ ১৩ ॥

১৪। এবং সুতোক্তি-বশতোঽপি গৃহং বিহায়
যাতো বনং স্থিরমতির্গত-ষষ্টিবর্ষঃ।
যুক্তো হরেরনুদিনং পরিচর্য্যয়াসৌ
শ্রীকৃষ্ণমাপ নিয়তং দশমস্য পাঠাৎ ॥ ৮১ ॥

এইরূপে পুত্রের বাক্যে প্রভাবিত হইয়া আত্মদেব গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। ৬০ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেও, তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা তখনও অধিক ছিল। তিনি দিবারাত্র শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিয়মপূর্ব্বক প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

---

# প্রীতি

## প্রীতি-শব্দের মাধুর্য্য

প্রীতি—এই শব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটী তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ-নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

## জীবমাত্রই প্রীতির বশ

প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা নহে। প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয়-বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয়, সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয়—তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানব-জীবন প্রীতির অধীন

বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

## ভুক্তি ও মুক্তির প্রতি প্রীতিহেতুই তাহাদের অন্বেষণ

পরমার্থ-তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধনধান্য, রাজ্য-সম্পদ্, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত, অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব-দেবত্বে ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত, তাঁহাদের সেই সেই ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তির অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতি-লাভের আশা করেন। মুক্তিবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতিলাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য।

## প্রীতি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর ॥
বিধি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাহে উপজিল "রী"
পুনঃ যে মথিয়া অমিয়া হইল,
তাহে ভিঁয়াইল "তি"।
সকল সুখের এ তিন আখর,
তুলনা দিব সে কি ?

যাহার মরমে　　পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম,　　সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এহেন পিরীতি　　না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন　　বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

### জড়বস্তু চিদ্বস্তুর ছায়া

পদার্থ দুই প্রকার—চিৎ ও জড়। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহার কিয়ৎ স্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূলবস্তুরূপ চিত্তত্বে যাহা আছে, জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

### প্রীতিই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম এবং সেই প্রীতির বিকৃতি জড়ে লক্ষিত হয়

চিৎ পদার্থে কি ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত-রূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎ স্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, 'আকর্ষণ ও গতি' তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, প্রীতির স্বরূপ কি?

### প্রীতির স্বরূপ

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভুচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভুচৈতন্য এবং অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্ম-বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়াপ্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতিমাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে

আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণদ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। স্বতন্ত্র গতিশক্তিদ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি, তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

## প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণ-বিকর্ষণ

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধ জীবরূপে বর্ত্তমান। জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতি-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতি ধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে, অথচ প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রভাবশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়। জড়জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে একবস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক হইয়া যাইতে চায়। বৃহৎ জড় ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি ( ৮।১।৩ ) বলিয়াছেন ;—

স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥

## জড়-সূর্য্যাদি ও চিৎ-সূর্য্যাদির পার্থক্য

প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছি। সে-সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড়জগতে ঐ সমস্ত হেয়-পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক। ( ক্রমশঃ )

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

# অন্যাভিলাষ

'আচার' বলিলেই অনেকে স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম্মকেই বুঝিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ বুঝেন, তাঁহাদের সহিত পারমার্থিক আচারিগণের লৌকিক ভেদ ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃত-বিবেক-বলে বরাবর নির্ণয় করিতে গেলে রুচিভেদে স্মৃতি-শাস্ত্রের আদেশ-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। স্বীয় স্বভাব হইতে সঙ্গের কারকতায় রুচির উৎপত্তি হয়। অনাদি-বাসনা হইতে স্বভাব গঠিত হয় এবং সঞ্চিত অজ্ঞাত বাসনার দ্বারা পুষ্ট হইয়া সেই জীব-স্বভাব অজ্ঞাতভাবে স্বীয় উপযোগী সঙ্গ লাভ করে। প্রাকৃত-বাসনা প্রকাশমান জগতে নবীন-কর্ম্ম-প্রারম্ভকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু অজ্ঞাত বাসনা তাহার অনুকূল হইলে প্রাকৃত-জগতে অভিলাষমত সিদ্ধি প্রদান করে, প্রাক্তন-বাসনা অনেক সময়ে প্রকাশমান-বাসনাকে প্রতিহত করে। এই পরস্পর সঙ্ঘাতেই ভেদ-জগতে অপ্রীতির উদয় করায়। বাসনাই যে ভবরোগের মূল, তাহা জগতের সকল শ্রেণীর প্রবুদ্ধগণের বিশ্বাস। বাসনা-বিনাশই জীবমাত্রের বৃত্তি। মানবের যাবতীয় ক্রিয়াই বাসনা-তৃপ্তির জন্য। বাসনা-মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত না হইলে তৃপ্ত হয় না। পারমার্থিকগণ স্বীয় বাসনাকে যে যেরূপ-ভাবে খর্ব্ব করিতে পারিয়াছেন, তিনি তাঁহার চরিত্রে বাসনা-বিনাশের ততই সুখকর বর্ত্ম দেখাইতে পারিয়াছেন।

লৌকিক বিবেক সম্বল করিয়া এই বাসনা লইয়া খেলা করিতে গিয়া জগতের মনুষ্যের ত্রিবিধ আচার পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক আচারিগণের মধ্যে অভিজ্ঞান-সেবকের সংখ্যাই অতি বহুল। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বাসনাকে সুবৃহৎ করিয়া বাসনা-তৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। আমার অস্তিত্ব-জ্ঞানই আমার প্রীতির উদ্দেশক। যাহাতে আমার মুখ্য বা গৌণভাবে স্বার্থ-লাভ-জনিত প্রীতি নাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নরের প্রকাশের প্রথমদিন হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই এই বাসনা-জাত প্রীতির অনুসন্ধান সকল প্রাণীতেই লক্ষিত হয়। যে-ক্ষণেই মানব স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করেন, সেই অনুভবই তাহাকে অনুভূত আনন্দের দিকে লইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে অভিলাষ-জাত বৃত্তি-সমূহ সঙ্গগুণে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। দৃশ্য-পদার্থের অনুশীলনে চক্ষু ব্যস্ত হইয়া উঠে, শ্রোতব্য পদার্থের উদ্দেশে কর্ণের ক্রিয়া দেখা যায়, গন্ধ-সংগ্রহের জন্য নাসিকার বৃত্তি উন্মুখ হয়, রস-গ্রহণের জন্য জিহ্বার চেষ্টা বুঝা যায় এবং স্পর্শানুভূতির জন্য ত্বকের ক্রিয়া

পরিলক্ষিত হয়। বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহ চক্ষু-কর্ণাদি বৃত্তির সহায়ে স্ব-স্ব উপযোগী কর্ম্ম-সমূহের অভিব্যক্তি করে। অস্তিত্বানুভূতির সমৃদ্ধি-বলে উদ্দেশ্যের স্বরূপানুভূতি প্রাণীমাত্রেরই সেই একমাত্র স্বীয় আনন্দেই পর্য্য-বসিত হয়। মানব তখন সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। প্রাকৃত জগতের ভোক্তৃস্বরূপ অহংকারে প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ করেন। প্রাক্তন-বাসনা-দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া প্রতি-পদেই তাঁহাকে এক অভিলাষ হইতে অপর অভিলাষের আশ্রয়ে ভ্রমণ করাইতে থাকে।

প্রকাশমান বাসনা যে-স্থলে প্রাক্তন বাসনাদ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হয়, তৎকালাবধি জীব বাসনা-দ্বয়ের প্রীতিতে প্রীতি লাভ করেন। যে-স্থলে বাসনা-দ্বয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব, তথায় অপ্রীতি লাভ করত প্রীত্যনুসন্ধিৎসু-জীব সেই বিফল-নাম বাসনা-পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া অপর পুত্রোৎপত্তির চেষ্টায় ব্যস্ত হন। কোথায়ও বা বাসনানুকূল পুত্রফল লাভ করিয়া প্রাকৃত-বিষয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া বহু ফল-লাভে যত্ন করেন। অভিলাষ-সহকারে প্রবৃত্ত-মানব স্বীয় প্রাক্তন-বাসনার বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত-বাসনার বল-সমূহ প্রয়োগ করিতে থাকেন। এই যুদ্ধই অভিলাষিতাযুক্ত প্রীতির অনুসন্ধান। লৌকিক-বুদ্ধি হইতে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি এই স্থলে বিরোধ করে। যে-কাল-পর্য্যন্ত অভিলাষ-দূষিত-বুদ্ধি প্রবল থাকে, তৎকালে উহা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য অপ্রাকৃত-বৃত্তিকে থাকিতে দেয় না। লৌকিক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মানব বাসনাজাত জড়ীয় সরলতার আশ্রয়ে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সংজ্ঞা করিবার জন্য চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। সেই চাঞ্চল্য-বশে তাঁহার জড়ীয় সরলতা-রূপ মূর্খতা তাঁহাকে বঞ্চিত-দলে স্থাপন করে। দুর্ভাগা প্রীতির দাস প্রীতির জন্য অপ্রাকৃত নির্ণয় করিতে গিয়া—বাসনাজাত অভিলাষিতা-শূন্য-অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া জড়ীয় অপ্রীতির ঘোরতর অন্ধকারে পড়িয়া যান। অভিলাষিতা-শূন্য-অবস্থা তাঁহার সরল-বুদ্ধিতে যাহা কল্পনা করিয়া উদ্ভব করিল, তাহাও অভিলাষ-সাগরের একটী মাত্র ঊর্ম্মিতে পরিণত হইল। প্রাক্তন-দুর্ব্বাসনা তাঁহাকে এরূপভাবে বঞ্চিত করিল যে, তিনি সেই বঞ্চনার হাত হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে না পারিয়া সেই অভিলাষ-পঙ্কেই হাবুডুবু খাইতে থাকিলেন। অভিলাষিতা-শূন্যাভিমানী বঞ্চিত সরল বিবেকী অভিলাষ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যেরূপ সরলভাবে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-বিচার-ভেদ স্থাপন করেন, সেই বঞ্চিত বিশ্বাসক্রমে তাঁহার নিকট জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয় —প্রবৃত্ত জগৎ ও নিবৃত্ত-জীবন। অভিলাষযুক্ত ব্যক্তি প্রবৃত্ত-জগৎকে

**প্রাকৃত আখ্যা দিয়া নিবৃত্ত-অবস্থাকে অপ্রাকৃত-ভূষণে ভূষিত করেন।**

মানবের প্রবৃত্তি-সমূহের বিকাশ-স্থল প্রবৃত্ত-জগৎ। তথায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—**এই ছয়জন মন্ত্রী** নিরূপটে প্রবৃত্ত-রাজ্য-শাসনের সহায়তা করেন। প্রবৃত্ত-মানব মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত হইয়া বস্তু-বিশেষের অনুশীলন আরম্ভ করিলেই **প্রধান মন্ত্রী** কামের মূল সাহায্য লাভ করেন, তখন অবশিষ্ট পাঁচজনও কার্য্যকারিতা দেখান।

প্রবৃত্ত-মানবের মুখ্যাশ্রয় প্রাকৃত শরীর। শরীরের বৃত্তি—প্রতিগ্রহ ও দান। বাহ্য-পঞ্চভূত-জাত শরীরে যেরূপ স্থূল-বস্তুর গ্রহণ ও বিসর্জ্জন আছে, সেইপ্রকার অন্তঃশরীরেও **সূক্ষ্ম-জ্ঞান ও প্রতিগ্রহ আছে।** বাহ্য-শরীর রক্ষার জন্য যেরূপ বাহ্যদ্রব্যের প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তদ্রূপ বাহ্য-বিসর্জ্জনেরও উপযোগিতা আছে। নিবৃত্ত-জীবনে বাহিক বা আন্তরিক গ্রহণ বা প্রতিগ্রহণের ব্যবস্থা নাই। প্রবৃত্ত-পুরুষ স্বীয় বৃত্তিলোভে বিমুগ্ধ হইয়া বৃত্তির বিকাশের সম্মুখীন। নিবৃত্ত-জীব বৃত্তি-বিনাশ-লোভে প্রবৃত্ত হইয়া প্রবৃত্তি-সঙ্কোচনে ব্যস্ত। প্রবৃত্ত-পুরুষ বৃত্তি-সঙ্কোচকে 'পাপ' বলেন। কিন্তু নিবৃত্ত-পুরুষ তাহাকেই 'পুণ্য' বলেন। পক্ষান্তরে নিবৃত্ত-ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে বহুমানন করেন না ও প্রবৃত্তিই অপ্রীতির আধার বলিয়া প্রবৃত্তির বিপরীত-ধর্ম্মই উপাসনা করেন। বাস্তবিক উভয়ের চেষ্টাই প্রাকৃত-বুদ্ধি-প্রসূত। ব্যবায়, মদ্য ও মাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি প্রবৃত্ত-পুরুষের স্বাভাবিক-বৃত্তিনিচয় নিবৃত্ত-চক্ষে দোষের বিষয়। এজন্য ঐগুলি পরিহার করার ব্যবস্থা নিবৃত্ত-পুরুষগণের কণ্ঠে গীত হয়। বৈষ্ণবপ্রবর মনু এবং শ্রীমদ্ভাগবত নিরপেক্ষ-ভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিভেদজনিত বিবাদের মীমাংসা লিখিয়াছেন। **এই প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই যে শুভফল পাওয়া যাইবে, এরূপ বিশ্বাস নিবৃত্ত সরল বিশ্বাসিগণেরই শোভা পায়। আবার প্রবৃত্তি-দ্বারা অভিলাষের উদ্দণ্ড-নৃত্য করাইলেই যে বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এরূপ নয়।** অভিলাষের সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া কতকগুলি ব্যক্তি স্বীয় রুচিক্রমে নিবৃত্তিকেই পরম উচ্চ করিয়া পরম-জড়ীভূত হইলেন। কেহ বা প্রবৃত্তি-তরঙ্গে ভুবন-সকলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ঘাত-প্রতিঘাতে দোদুল্যমান হইয়া পরস্পর বিবাদ-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ-মালায় পাপ-পুণ্যের সৃষ্টি করিয়া কি প্রকারের প্রীতি পাইলেন, তাঁহারাই জানেন।

প্রবৃত্ত-পুরুষ কিছুকাল কল্পিত-বিশ্বাসানুসারে কর্ম্ম-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া তাঁহার প্রবৃত্তিকে প্রতিহত দেখিয়া নিবৃত্তিকে প্রবৃত্তির পরিণাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বার্থ ও পরার্থ নামক প্রবৃত্তিগত ভেদদ্বয় তাঁহার নয়ন-পথে আসিল। তিনি পরার্থ-সাধনে স্বার্থোপার্জ্জনকে স্বার্থ-সাধনে স্বার্থোপার্জ্জন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে স্থান দিলেন। এক্ষণে তাঁহার আনন্দে স্বার্থ ও পরার্থ-ভেদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিল। শরীর রক্ষা করিতে হইলে গ্রহণ, বিসর্জ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া-সমূহে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে যত্ন প্রকাশ করিলেন। তাহার ফলে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বিষয়-গ্রহণ-তালিকার মধ্যেও দুই শ্রেণীর দ্রব্য-অভিনিবেশ আছে। এক শ্রেণীর দ্রব্য তাঁহার প্রীতির কারণ হইলেও অপরের অপ্রীতির কারণ হয়। অপরের প্রীতির দ্বারা তাঁহার অপ্রীতি বর্দ্ধিত হয় দেখিয়া উভয়ে উভয়ের সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এক্ষণে এই প্রীতি-সূত্র বিচ্ছিন্ন না হইবার উপায়-স্বরূপ পুণ্য ও পাপ ভেদ করত পুণ্যারাধনে নিযুক্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি আর প্রবৃত্তির নামে যে-কোন উপায়ে ব্যবায় বৃদ্ধি করেন না, মত্ততার উৎপাদনকারী মদ্যসেবা ও শরীর-বল-বিধানকারী আমিষ-সেবনদ্বারা যথেচ্ছাচার-অভিলাষের সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। যে-কোন উপায়ে বিষয়-গ্রহণের মূর্ত্তি-স্বরূপ ধন-সংগ্রহ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। পুণ্য-কর্ম্মের জন্য ধন-সংগ্রহের পিপাসা প্রবল থাকে বলিয়া তিনি অর্থ-সংগ্রহে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ সেই চেষ্টাকে পাপ-পথে প্রধাবিত করিয়া কাহারও ক্ষতি করেন না; বিদ্যা-সংগ্রহ-পিপাসা প্রবল থাকে বলিয়া তিনি বিদ্যার সংগ্রহে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সেই উদ্যমকে পাপ-পথে চালাইয়া কাহারও উপর আধিপত্য করেন না। স্বাদু-ভোজনে প্রবল চেষ্টা থাকিলেও তিনি দুর্ব্বল প্রাণী বধ করিয়া আত্ম-শরীর পুষ্ট করেন না। ভোগের বিষয় তৎকালে অনেক খর্ব্ব হইয়া পড়ে। নিবৃত্ত-জীবনের সম্পত্তি-সমূহ অলক্ষিতভাবে তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করে। জগতের সকলের সুখোদয় হউক, এরূপ বিশ্বজনীন উদার ভাব আসিয়া তাঁহার পুণ্যাগ্রহ বৃদ্ধি করে। তিনি নিবৃত্ত-পুরুষকে আদর করিতে থাকেন। নিবৃত্ত-চিহ্ন তাঁহার নিকট ক্রমে ভাল বলিয়া বোধ হয়। অভিলাষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় ,নিবৃত্তি' বলিয়াই স্থির করেন। কিন্তু এরূপ সরল জড়ীয় বিশ্বাস অভিলাষের মূর্ত্তিভেদ ব্যতীত আর অধিক দেখাইতে সমর্থ নয়।

জগতে সরল জড়ীয় বিশ্বাসজাত ধর্ম্ম-সমূহের অত্যুচ্চ চিন্তা ইহাতেই আবদ্ধ।

পারমার্থিকের কিন্তু এরূপ সরল বিশ্বাস নহে। তিনি **জড়ীয়-সরল-বিশ্বাসিগণকে** তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। যে-সকল জড়বুদ্ধি সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার অন্যাভিলাষিতা-শূন্যত্বের স্বরূপ কৃষ্ণভক্তির কথা শুনেন, তাঁহারাই তাঁহাকে নিতান্ত বুদ্ধিহীন বলিয়া মনে করেন। পরম-কারুণিক পরমেশ্বর ইহাদ্বারা দুইটী কৌশল রক্ষা করেন। প্রথমতঃ **অনধিকারী ব্যক্তি স্বীয় অযোগ্যতাবশতঃ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাস চিনিয়া লইতে অক্ষম এবং সেই অযোগ্যতারূপ সাধন কখনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসের কৃপা-সংগ্রহে সক্ষম নহে।**

ভক্তবেষধারী জড়ীয় সরল-বিশ্বাসীর অশান্ত হৃদয় কৃষ্ণদাস্যের অভিমানে কপটতাক্রমে প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য অন্তরে লালায়িত। কিন্তু প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠা বিনষ্ট হইলে তাঁহার বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জাগরূক হয়। তজ্জন্য প্রাকৃত-জগতে প্রতি-ব্যক্তির হস্তে তাঁহার নিগ্রহ-বিধানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ অন্যাভিলাষিতা-শূন্য কৃষ্ণদাসের নিগ্রহ-বিধান প্রাকৃত-জীবের দূরের কথা, সরল বিশ্বাসীর কল্পিত ফলদাতারও করায়ত্ত নহে। "আশ্লিষ্যং বা পাদরতাং" —শ্লোকের ভাব হইতেই তাহা অভিব্যক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ কৃষ্ণদাসের পরিচয় অন্যাভিলাষিতা-শূন্য কৃষ্ণদাসই জানেন। **অন্যাভিলাষিতা থাকিলেও অপ্রাকৃত পারমার্থিক কপট-অভিলাষীকে নিজ-স্বরূপ দেখান না।**

এজন্যই অন্যাভিলাষিতাশূন্য-ভক্ত প্রাকৃত চিন্তাতীত কৃষ্ণ ব্যতীত অপর যাবতীয় পুণ্য-বিগ্রহকে, অব্যক্ত-প্রকৃতিকে বা জ্ঞেয় ব্রহ্ম-সাযুজ্যকে নরক অপেক্ষা কোন অংশে অপ্রাকৃতিক-বিচারে শ্রেষ্ঠ দেখেন না। তিনি কুণ্ঠবুদ্ধি সরল-ব্যক্তিকে প্রবল কৃপার পাত্র জানেন ও স্বয়ং **সরল অযোগ্য ব্যক্তির নিকট প্রতিকূলানুশীলনের বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হন।**

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )

স্নেহাস্পদেষু—

ইং ৬।৯।৬০

* * * *! **ভক্তিতে কোন প্রাদেশিকতা নাই।** স্বয়ং ভগবান্ দেশকালের অতীত বলিয়া দেশকালাতীত চিত্তই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—কোন দেশকালের অন্তর্গত নহে।** তবে কোন কোন মহাজন বাংলাদেশের অধিবাসীদের কৃপা করিয়া বাংলা ভাষায় কিছু গ্রন্থ লিখিলেও তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী মনে করা উচিত নহে।

**যে কোন ভাষাতেই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতে পারে।** প্রফেসর সান্যাল প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিমানন্দ প্রভু আসামী ভাষায় এবং নারায়ণ মহারাজ হিন্দী ভাষায়, মধুসূদন মহারাজ প্রভৃতি উড়িয়া ভাষায় মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি। মহাপ্রভুর কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ়তার সহিত আসামদেশে আসামী ভাষায় প্রচার করিতে থাকুন। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মই সমগ্র বিশ্বে শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতি আনয়ন করিবে।** কোন দেশই আজ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কারণে শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক চিন্তা অত্যন্ত প্রাকৃত ও জড়ীয়-ভাবপুষ্ট, সুতরাং অনিত্য। অনিত্য চিন্তাধারা কখনই মানুষকে নিত্যসুখশান্তি দিতে পারে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম, দেহমনের উচ্ছ্বাসপোষক জড়ীয় অনাত্মধর্ম্ম নহে। দেহ ও মন—জড়বস্তু। ইহাতে আবদ্ধ থাকাই বদ্ধতা। আপনি নিষ্ঠাবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। সুতরাং সর্ব্বদা নিত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার আবশ্যক নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

# কৃপাদেশ

জয় জয় জয় ভকতিবিনোদ জয় পতিতের বন্ধু।
এ অধম জনে কর দয়া নাথ! তুমি ত' করুণাসিন্ধু॥
জীবনের দিন, দিন দিন গত,
প্রতিদিন হয় আয়ুকাল হত,
জড়ীয় সুখের আবাহন যত,
আর কতদিন শুনিব।
আশ্রয়রূপী গোরাপদ ধন,
বিনা আনধন জানে না যে জন,
এ হেন নিত্য বৈষ্ণবজন,
তাঁর পদে কবে লুটিব॥
গোদ্রুমে বসি' যে আদেশ তুমি,
করেছিলে নাথ! অধম জনে।
সে আদেশ নাথ ভুলি নাই আমি,
সতত আছে ও থাকিবে মনে॥
তারপরে আর শুনি নাই, প্রভো!
তোমার অমল বাক্যসুধা!
যাহা শুনি' হত দুর্ব্বল হৃদে,
উৎসাহ রাশি মিটিত ক্ষুধা॥
বহুদিন পরে আজিকে আবার,
পাইয়া আদেশ তব সুধাধার,
নব উৎসাহ জাগিয়াছে আবার,
এ পতিত জন হৃদয়ে।
পারি যেন নাথ! করিতে পালন,
যেরূপ করা'বে, করিব তেমন,
বিক্রীত পশু করে না যতন,
নিজ রক্ষণ বিষয়ে॥
শরণাগতি প্রকাশ করিতে পেয়েছি আদেশ তব।
শীঘ্র পারিব প্রকাশ করিতে পেলে তব কৃপালব॥

—শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী ঠাকুরের প্রকট-তিথিবাসরে

# শ্রীশ্রীগুরুপূজার আরতি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অধোক্ষজ পরতত্ত্বের অমন্দোদয়কারিণী করুণার প্রকাশমূর্ত্তি। একজগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী অদ্বয়জ্ঞান শ্রীগৌরসুন্দরেই প্রকাশ বিশেষ করুণাবতার মহান্তগুরুরূপে জগতের মঙ্গলবিধান করেন। অধোক্ষজ ভগবদ্‌-বিষয়বস্তুর আশ্রয়াধারে যে জগদ্‌গুরুত্ব নিহিত, তাঁহারই করুণা গোলোক হইতে ভূলোকরূপ স্থানে, কালের অভ্যন্তরে পাত্ররাজরূপে আনন্দময়মূর্ত্তিতে অবতরণ করেন। তিনি অনুকূল-কৃষ্ণের সেবানুশীলন-শিক্ষাপ্রদাতা, তিনি একমাত্র বাস্তবসত্য প্রদর্শনে Transparent medium, তিনি সর্ব্বাতিশায়িণী-সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাধিক বশীভূত করিয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমিক শ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য গুণাবলীর অনুসরণ এবং তাঁহার সর্ব্বশুভদায়িনী শিক্ষাসমূহের নিজ-জীবনে প্রতিফলনই প্রকৃত গুরুপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত গুণাবলী তাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত ভূতলে পুনঃ সংস্থাপনের জন্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নাম ধারণপূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহরূপে, ভক্তি-সিদ্ধান্ত-জ্ঞতাগুণভূষিত ও ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎপরিকর বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন-লীলা-বন্যার প্লাবন প্রবাহিত করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সিদ্ধান্তামৃতসিন্দুর এক কণাও যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

সাধারণ শিক্ষকগণ জড়জগতের খণ্ডজ্ঞানের শিক্ষক, কিন্তু শ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রাকৃত লোকের পরম চমৎকারিতাপূর্ণ অখণ্ড-জ্ঞানের শিক্ষক। জড় জ্ঞান-বিজ্ঞান মৃত্যুর পরে আর মানবের কোনপ্রকার উপকারে আসে না, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সকলপ্রকার সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। কর্ম্মী বা অভক্তের যাবতীয় শিক্ষা মানবকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না, অধিকন্তু পরিশেষে আশ্রয়কারীকে মৃত্যুর কবলে পাতিত করে। অপ্রাকৃত চেতনবাণীবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা এই প্রকার অনিত্যা শিক্ষা নহে; মৃত্যুর করাল কবলে নিষ্পেষিত করিবে—এই প্রকার শিক্ষা নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষা অবর শিক্ষা বা অবর ভূমিকার শিক্ষা নহে, তাঁহার শিক্ষা—চেতনোদ্বুদ্ধকারিণী

শিক্ষা, বরভূমিকার নিত্য নবনবায়মান পরমানন্দ-হিল্লোলোৎপাদনকারিণী সেবাসুধাময়ী পরমা শিক্ষা।

শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীরূপ শিক্ষা নির্দ্দেশে সিদ্ধান্তসিন্ধু মন্থন করিয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে উৎকর্ষাপকর্ষাশ্রয়ের অনুষ্ঠান ও নিষ্ঠার পার্থক্য ও ক্রম প্রদর্শন করিয়া শ্রীহরির প্রিয়তার তারতম্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি জানাইলেন—কর্ম্মিকুলের সর্ব্বোন্নত কর্ম্মচেষ্টার গতি অমরজগৎ—স্বর্গ পর্য্যন্ত; কর্ম্মচেষ্টা ততোধিক সুষ্ঠুতাপ্রাপ্ত হইলে তদুন্নত মহঃ, জন, তপ ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গতি লাভ হয়; কিন্তু ব্রহ্মার ধাম সত্যলোক চতুর্দ্দশ ভুবনই পুনরাবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্মযুক্ত হওয়ায় তাহা অনিত্য-ধর্ম্মাশ্রিত। জ্ঞানানুশীলনকারিগণ কর্ম্মিকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ বিচারভেদে দ্বিবিধ জ্ঞানীর মধ্যে সবিশেষ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, ঐশ্বর্য্য ও মহিমজ্ঞানে তাঁহারা মুগ্ধ। তাঁহাদের গতি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত। শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে নিবেদিত পুষ্প-তুলসীর আঘ্রাণে মোহিত, বশীভূত ও চঞ্চল হইয়া চপলতা লাভ করেন। তাঁহাদের অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সেবাবিধানকারী ভক্ত অম্বরীষাদি শ্রেষ্ঠ; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহারা ইষ্টদেব-সেবায় ব্যস্ত। ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদও এবম্প্রকার ভক্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের অপেক্ষা প্রেমভক্ত শ্রীহনুমান শ্রেষ্ঠ। অম্বরীষাদি ভক্তগণ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সেবাবিধান করিলেও শ্রীহনুমানের ইষ্টসেবন-বৃত্তি তাঁহাদিগের হইতে আরও উন্নত স্তরে অবস্থিত। শ্রীব্রজাঙ্গজী মহারাজ কেবল মহিমজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইয়া সেবন-তৎপরতা প্রদর্শন করেন নাই—তিনি পরিচর্য্যাবুদ্ধির প্রেরণায় বশীভূত হইয়া পরিচর্য্যা করিয়াছেন। বজ্রাঙ্গজী অপেক্ষা আবার প্রেমপর ভক্ত পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সেবনচেষ্টায় ইষ্টদেবের সহিত স্বজনবুদ্ধি মমতা অধিক প্রকাশিত। তাঁহাদের মধ্যে আবার অর্জ্জুনের গৌরবসখ্যে মমত্ববোধের আধিক্য প্রকাশিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণ অপেক্ষা আবার প্রেমাতুর ভক্ত যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। যাদবগণের বিচার—কৃষ্ণ আমাদের বান্ধব—আত্মীয়, স্বজন। সেই সম্বন্ধের মধ্যেও গৌরব ও ঐশ্বর্য্যভাব সংমিশ্রণ আছে। যাদবগণের মধ্যে আবার উদ্ধবের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বিহ্বল। তিনি একাধারে শ্রীভগবানের স্বজন, সখা ও সচিব। তাঁহার অপেক্ষা আবার প্রেমৈকনিষ্ঠ মথুরাবাসী ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। তথায় শ্রীভগবান্ সকলের একমাত্র সহায় হইয়াও অসহায়ের ন্যায় ভক্তের উপর নির্ভরশীল; ভক্তের বৎসল প্রেমের অধীন। এইস্থানে শ্রীভগবানের দেবলীলা সঙ্কুচিত

হইয়া নরসাম্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে। বসুদেব-দেবকী পুত্রজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। তথা হইতে শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলা আরও মধুর। ব্রজগোকুলবাসী শ্রীনন্দের অভিমান—কৃষ্ণ তাঁহার অঙ্গসম্ভূত; যশোমতীর অভিমান—ভগবান্ তাঁহারই প্রসূত—তাঁহারই লাল্য-পাল্য শিশু। তাঁহাদের অপেক্ষা আবার পঙ্কজনয়নী গোপাঙ্গনাগণের সেবা শ্রীকৃষ্ণকে অধিক বশীভূত করিয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেমসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রীতি তুলনাসীমার পরপারে অবস্থিতা। কৃষ্ণই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব-ধন—কৃষ্ণই তাঁহাদের জীবন, ধন, প্রাণ। ইহাদের মধ্যে আবার শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বতোমুখিনী প্রেমসেবায় কৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বশীভূত। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু—তিনি মূর্ত্তিমতী প্রেমস্বরূপিণী। তিনি ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিন্মদভৃঙ্গ মঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী এবং শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণিস্বরূপা অংশিনী। তাঁহার সরসী তাঁহারই তুল্যা। এই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রীতির কথা বলিতে গেলেই যিনি প্রেম-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, বাক্য গদ্গদ্ ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত, সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তিমাভায় বিমণ্ডিত হইত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের রেণুকণ সর্ব্বতোভাবে আমার শিরোভূষণ হউক।

শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-ধর্ম্মের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদিগের বিচারধারা হইতে ক্রমোন্নতিতে পরতত্ত্বের অনুভূতি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পরম চমৎকারিতার সহিত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—অধোক্ষজ বস্তু পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত হন। (১) অর্চ্চা, (২) অন্তর্যামী, (৩) বৈভব, (৪) ব্যূহ ও (৫) পর—এই পাঁচপ্রকার ক্রমবিকশিত নিত্যস্বরূপ অধোক্ষজ-বস্তু-সেবকের সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশানুসারে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রাকৃত মনোধর্ম্মের বিচার নিরাস করিবার জন্য স্থূলাধারে ও সেবাধিকারের প্রাকৃত ভূমিকায় অর্চ্চাবতার শ্রীগুরুকৃপায় স্থূলতম বস্তুরূপে প্রকাশিত হন। অর্চ্চা-বিগ্রহ বাস্তব বস্তুর অবতার বিশেষ। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চবিধ প্রকাশ-বিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সম্মুখীন হইতে পারেন। অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, উহা বৈভবান্তর্গত। ব্যূহ হইতে শ্রীভগবানের বৈভব প্রকাশ। মূলবস্তু পরতত্ত্ব; তাঁহারই অভেদকায় ব্যূহও তাহা হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাঁহারা অর্চ্চাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শন করেন। ভগবদ্-বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কালবিশেষে

অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবিগ্রহ—সর্ব্বকালিকী সেবাপ্রবৃত্তির অধিগম্য। মধ্যমাধিকারীর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃত বস্তুবিশেষের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, তদভ্যন্তরে বৈভব ও তাহার কারণরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব পর্য্যন্ত উপাস্য বিচার উন্নত হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভব-প্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্যও অন্তর্যামীসূত্রে অর্চ্চাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে জীবের অধিগম্যের বিষয় হন।

মধমাধিকারে অবস্থিত হইয়া যখন ভজনের পরিপাকাবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বৈভব-প্রকাশ বিশেষের অন্তর্যামিত্ব ও প্রাকৃত জ্ঞানোপযোগী উপলব্ধির আধার-বিগ্রহ অর্চ্চাকে ভগবদবতার শ্রেণী-বিচারে বৈভব-প্রকাশের ভাবসমূহে পরিপ্লুত হন। বৈভব-প্রকাশসমূহ ব্যূহান্তর্গত এবং ব্যূহ-পরতত্ত্ব বাসুদেবে অবস্থিত এবং বাসুদেব-পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশত্বে অবস্থিত এবং স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব পরমপরাৎপর অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবস্থিত, এই সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চার পর অন্তর্যামীর কথা জানাইয়াছেন; অন্তর্যামী-তত্ত্ব মিশ্র প্রাকৃতাপ্রাকৃতেন্দ্রিয়াধারে উপলব্ধির বিষয় হয়। যেস্থানে সেবকের চিত্তবৃত্তি অত্যল্প চিৎ ও প্রচুর অচিৎ মিশ্রিত ভাবাপন্ন, সেস্থানে অধোক্ষজ বস্তু অন্তর্যামীও পরমাত্মারূপে প্রকাশিত। অর্চ্চাবতার হইতে অন্তর্যামি-তত্ত্ব দুর্ল্লভতর। তিনি অন্তর্যামীর পর বৈভবের দুর্ল্লভতরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীবলদেব হইতে বৈভবের প্রকাশ। বৈভব হইতে ব্যূহ দুর্ল্লভতর, তদপেক্ষা 'পর' (শ্রীরাধাগোবিন্দ) দুর্ল্লভতম। অন্তর্যামী পর্য্যন্ত প্রাকৃতাপ্রাকৃত মিশ্র ইন্দ্রিয়াধার, আর 'বৈভব' হইতে 'পর' পর্য্যন্ত অবিমিশ্র চিদিন্দ্রিয়ের সেবাবৃত্তির তারতম্যে প্রকাশ তারতম্য। ( ক্রমশঃ )

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

---

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ষারম্ভে নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৪১শ বর্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রোজ্ঝিতকৈতব নির্ম্মৎসর সাধুগণই এই পত্রিকার মুখ্য সেবক। যাঁহারা চতুর্ব্বর্গের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং যাঁহারা অপ্রাকৃত চিন্ময় রসসিন্ধুর কণামাত্রও স্পর্শ করিতে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন,

তাঁহারা শ্রীপত্রিকাখানিকে জীবাতু জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইঁহার প্রকাশকালের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। সেই তৃষাতুর চাতক পাঠক-পাঠিকাগণকে শ্রীপত্রিকার নববর্ষারম্ভে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা নিজ-মাহাত্ম্যে বর্দ্ধমান হইয়া শ্রীপত্রিকার সঙ্গ করত অধিকতর আনন্দিত হউন।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ( ভাঃ ১১।২০।৯ )

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচন হইতে ভক্ত্যধিকার বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কর্ম্মাধিকারই বদ্ধজীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। যদিও তাহার স্বাভাবিক বা স্বরূপ-ধর্ম্ম ভক্তি। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর তথা বেদাদি শাস্ত্রের শিক্ষা—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' তথাপি মায়ার নিসর্গহেতু তাহার এই বিপর্য্যয়। সে-কারণে ভোগবাদ তাহার রুচিকর ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিচার হইয়াছে। মায়াপ্রদত্ত জড় দেহকে অহং জ্ঞান করিয়া ভোগবাদ বা জড়েন্দ্রিয় তর্পণ করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন বিচারে আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদি কার্য্যে সে সতত ব্যস্ত। অনাদিকাল হইতে সে এইরূপ ইন্দ্রিয়সেবায় সুখী হইবে বিচার করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যে রত। পরন্তু কোন জন্মেই এই ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার শান্তিলাভ হয় নাই। এইরূপে সে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়াও জড়েন্দ্রিয়-তর্পণদ্বারা শান্তিলাভ কখনই সম্ভবপর নহে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। তাহার এই ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যে সুখলাভের পরিবর্ত্তে প্রতি জন্মেই সে বিপরীত পরিণাম লাভ করিয়াও অর্থাৎ দুঃখ এবং অশান্তি লাভ করিয়াও এই চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয় না। শ্রীভগবানের মায়ার এমনই প্রভাব যে তাহাতে সে মোহগ্রস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ একইপ্রকার কার্য্য করিতেছে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। তাহার এই মোহ কবে ভঙ্গ হইবে এবং এই কর্ম্ম অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকার্য্য সে কবে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে, তাহার জন্যই বা তাহার কি কর্ত্তব্য সে কথা এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও সে বুঝিতে পারিতেছে না। তাহাকে এই মোহসিন্ধু হইতে কে উদ্ধার করিবে? তাহা বিচার করিলে দেখা যায়,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ॥

মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়াসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বেদাদি পুরাণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই শাস্ত্রাদির কৃপা বা সঙ্গব্যতীত জীবের

মায়ানিষ্কৃতি অসম্ভব। মায়াবদ্ধ জীব নিজবলে মায়াকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু মায়ার শক্তি জীবের শক্তি অপেক্ষা অসীমগুণে প্রবল। এই মায়া অনন্ত ও অচিন্ত্য শক্তিমান্ শ্রীভগবানের মায়া; জীব নিজে নিজে তাহাকে জয় করিতে কোনদিনই সক্ষম হইতে পারে না। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যতে গৃহব্রতানাম্।" বদ্ধজীব নিজ-চেষ্টাদ্বারা নিজকে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে না—ইহা ধ্রুবসত্য। মায়িক জ্ঞান ও বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়াও তাহাদিগকে মায়া কবলিত দেখা যায়। মূর্খ ব্যক্তি যেরূপ আহার-নিদ্রাদি কার্য্যে রত, বিদ্বান্ বা জড়বিদ্যায় পারদর্শী বহু উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তিকেও সেইরূপ কার্য্যই করিতে দেখা যায়। এই জড়বিদ্যা তাহাকে ভোগবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না বা আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় না, বরং তাহাকে অধিকতর ভোগী করিয়া ফেলে। এমন কি, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও বিদ্বান্ আখ্যা লাভপূর্ব্বক মায়ায় হাবুডুবু খাইতে দেখা যায়। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ইহাই জানাইয়াছেন,—

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাবস্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ॥ ( ভাঃ ৭।৬।১৬ )

এখানে তর্ক হইতে পারে—শাস্ত্রপাঠ করিয়া বিদ্বান্ হইয়াও যদি মায়াতে হাবুডুবু খায়, তবে জীবকে মায়া হইতে মুক্ত করিবার জন্যই কৃষ্ণ শাস্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন—এই কথার সার্থকতা কোথায়? এতদুত্তরে জ্ঞাতব্য এই যে—কেবল শাস্ত্রমুখস্থ করিলে হইবে না, চিনি বহনকারী বলদ না হইয়া চিনি খাওয়ায় দরকার। অর্থাৎ শাস্ত্রের শিক্ষার আচরণ না করিয়া কেবল মুখস্থ করিয়াই সুফল লাভ হইতে পারে না। উপনিষদ্ বাক্যেও এরূপ দেখা যায়,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন ন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" বড় চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ঔষধগুলি কেবল ক্রয় করিলেই রোগমুক্তি ঘটে না, পরন্তু সেই ঔষধ সেবন করিলেই রোগ হইতে পরিত্রাণ হয়। তদ্রূপ শাস্ত্র ক্রয় করিয়া প্রত্যহ তাহার পূজা ও কেবল পাঠ করিব, কিন্তু তাহার আচরণ করিব না—এইরূপ পাঠের দ্বারা শাস্ত্র হইতে সুফল লাভ হয় না। পরন্তু শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন্ বন্ধু আমাদিগকে মায়া ত্যাগ করিতে বলিবেন? মায়াগ্রস্ত পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি তাঁহাদিগের সেবা না করিয়া শ্রীভগবানের

সেবা করিলে জীবন ধন্য হইবে এবং পরাশান্তি লাভ হইবে—একথা কোন পুত্রকে কখনও বলিতে পারেন না। পরন্তু ইহার বিপরীত শিক্ষাই বাল্যকাল হইতে পুত্রকে পিতামাতা দিয়া থাকেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রতি তাঁহার মাতাপিতার আচরণ ইহার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের জীবন্ত মূর্ত্তি শাস্ত্রবাণীর সম্যক্ আচরণকারী ভক্ত বা সাধুগণই জীবের নিষ্কপট বন্ধু। তাঁহারাই জীবের মায়াবদ্ধতারূপ দুর্দ্দশার ক্লেশ সম্যক্‌রূপে অনুভবকারী এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় বিষয়েও অভিজ্ঞ। সে-কারণ যতদিন পর্য্যন্ত না জীবের সাধু-শাস্ত্রের সঙ্গ বা কৃপালাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইবার অবস্থা লাভ হয় না। সাধু এবং শাস্ত্রই আমাদিগকে মায়ার স্বরূপ জানাইয়া দিয়া তাহার ছলনা হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন। তাঁহাদের কৃপা হইতেই শ্রীভগবানই যে একমাত্র আত্মীয় ও বন্ধু জীব তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়। "সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥" এরূপ অবস্থায় জীবের মায়ার সেবারূপ দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা লাভ ঘটে এবং তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় এবং সে ক্রন্দন করিতে করিতে বলে,—"কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥ কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার। মায়াবন্ধ হ'তে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥" এই সাধু ও শাস্ত্র ব্যতীত জীবের উদ্ধারের অন্য পথ নাই —একথা সমস্ত শাস্ত্রেই পরিলক্ষিত হয়। সাধু ও শাস্ত্রই আমাদের নিকট বৈকুণ্ঠবার্ত্তা বহন করিয়া আনেন এবং তাহারই সৌগন্ধে জীবের মোহ অপনোদিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাখানি সৎশাস্ত্র ও ভক্তসাধুগণের বিচারধারায় পরিপূর্ণ বলিয়া মায়ান্ধকার নাশকারী সূর্য্যসম দীপ্যমানা থাকিয়া জীবের পরম কল্যাণ বিতরণ করিতেছেন। তজ্জন্যই ভক্তগণ ইহাকে সমাদর করিয়া ইহার সেবালাভ করিতে আগ্রহী। অতএব শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, পত্রিকার মহান্ প্রতিষ্ঠাতা, প্রকাশক এবং পাঠক-পাঠিকাগণের অশেষ জয়গান করিয়া আত্মকল্যাণ কামনা করিতেছি। তাঁহারা জয়যুক্ত হউন্।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

---

# শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামা-বিপ্র

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীদামা বিপ্র যিনি জগতে 'সুদামা-বিপ্র'-নামে পূজিত, তাঁহার লীলাকথা বর্ণন মাদৃশ অধমের পক্ষে অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আত্মকল্যাণ সাধনে ব্রতী হইলাম।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণমহিমা শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ের বাসনা পূরণ না হওয়ায় পুনরায় অনন্তলীল শ্রীকৃষ্ণলীলা চরিত কীর্ত্তনের জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে বলিলেন,—

কো নু শ্রুত্বা সকৃদ্‌ব্রহ্মন্ উত্তমঃশ্লোক সৎকথাঃ।
বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ॥ (ভাঃ ১০।৮০।২)

হে ব্রহ্মন্! নিরন্তর বিষয়-সন্ধানে বিষণ্ণ-চিত্ত মানব একবার শ্রীকৃষ্ণের মনোহর চরিত শ্রবণ করিয়া তাহার সার অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য অবগত হইতে পারিলে পুনরায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে কি?

হে বিশ্ববাসী! শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রবণ-পিপাসায় সন্তুষ্টচিত্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখনিঃসৃত ভক্তচরিত-কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া মানব জনম সফল করুন।

দ্বাপর যুগে গুর্জ্জর দেশে শ্রীদামা-নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বিষয়াসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, প্রফুল্লমনা, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিপ্রা নদীর ধারে উজ্জয়িণীতে সান্দীপনি মুনির বিদ্যালয়ে শ্রীদামা বিপ্র পাঠশিক্ষা করিতেন। তাঁহার সহপাঠী হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব প্রভুও লোকশিক্ষার জন্য সান্দীপনি মুনির গৃহে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের লোকশিক্ষার নিমিত্ত এরূপ আচরণ কৃষ্ণসখা সুদামা বিপ্রের বিসদৃশ অনুকরণ বলিয়াই মনে হইল। শাস্ত্র বলেন,—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা ৩।২১)

বিপ্র সান্দীপনি মুনির গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণের সহপাঠী হইয়া একত্রে পড়াশুনা ও শ্রীগুরুদেবের ও গুরুপত্নীর নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালন করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট শ্রীদামা বিপ্র দারিদ্র নিরসনে ব্যর্থ হন। একদিন তিনি আহার্য্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া

পড়িলেন। তখন তাঁহার শীর্ণকায়া, জীর্ণবসনা সাধ্বী পত্নী অতি করুণভাবে বিপ্রসান্নিধ্যে আসিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ-হিতরত শরণ্য সাক্ষাৎ শ্রীপতি যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা। হে মহাভাগ! আপনি সাধুগণের পরমগতিস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করুন, তাহা হইলে তিনি বহুপোষ্যপালনে অসমর্থতা নিবন্ধন আপনাকে অবসন্ন দেখিয়া প্রভূত ধনদান করিবেন।

ভার্য্যার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ব্রাহ্মণ "অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোক-দর্শনম্" অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনই পরমলাভস্বরূপ" মনে করিয়া যাত্রার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া পতিব্রতা পত্নীকে বলিলেন,—হে কল্যাণি! গৃহে যদি কিছু উপহারযোগ্য বস্তু থাকে, তবে তাহা আনয়ন কর। শাস্ত্রের আদেশ—সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সন্দর্শনে, দেবমন্দিরে গমনকালে কিছু উপায়নহস্তে তৎসান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়াই বিধান। লোকশিক্ষার জন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ আচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ব্রাহ্মণী প্রতিবেশীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে চারমুষ্টি চালের ন্যায় চিড়া ভিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের জীর্ণ-মলিন বস্ত্রে বন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপহাররূপে স্বামীহস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীদামা বিপ্র উহা গ্রহণ করিয়া কিরূপে কৃষ্ণ সন্দর্শনলাভ হইবে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া তিনটী দ্বার অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর গৃহ সকলের মধ্যে সৌন্দর্য্যসম্পন্ন প্রধানতম রুক্মিণী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। বহুদিন পর প্রিয়সখাকে দেখিয়া কমলোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখাকে প্রীতিপূর্ব্বক পালঙ্কে উপবেশন করাইলেন। তাঁহার পাদযুগল ধৌতপূর্ব্বক উক্ত পাদশৌচদক রুক্মিণীর সহিত পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং ষোড়শোপচারে ব্রাহ্মণকে অর্চ্চন করিলেন। প্রভুর সেবাদর্শন করিয়া রুক্মিণীদেবীও তৎকালে মলিনবসন ক্ষীণকায় ব্রাহ্মণকে চামরব্যজনদ্বারা সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্তঃপুরবাসি-জনগণ মলিন ও শ্রীহীন এই বিপ্রকে পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত দেখিয়া ভাবিলেন,—এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এমন কি সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন?

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এবং বিপ্র উভয়ে পরস্পরের হস্তধারণপূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থানকালীন ঘটনাপরম্পরা নিজেদের পুরাতন ও রমণীয় চরিতসমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে বিদ্বন্! আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে যে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও আপনার চিত্ত বিষয়সমূহদ্বারা বাধিত কিম্বা বস্ত্রাদি কাম্যবস্তুতে অতিসন্তুষ্ট নহে। হে বিপ্রবর! আমি যেরূপ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্মসমূহের আচরণ করিতেছি, সেইরূপ বিষয়ে অনাসক্ত কোন কোন পুরুষ ঈশ্বরমায়া রচিত বিষয়বাসনা পরিহার-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখা সুদামা বিপ্রকে গুরুগৃহে বাসকালীন প্রাচীন স্মৃতিচারণ করিয়া অবশেষে গুরুপত্নীকর্ত্তৃক কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়া মহাবনে প্রবেশ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। একদিন অকালে প্রবল বর্ষণ, মেঘের হুঙ্কার, প্রবল শৈত্যপ্রবাহ, চারিদিক অন্ধকারাবৃত, সমস্তস্থান জলমগ্ন, গন্তব্যস্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া কাতরভাবে পরস্পরের হস্তধারণপূর্ব্বক কাঠের ভার ধারণ করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের রূপলাবণ্যে ও তাঁহার অমৃতপীযূষ কথাতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পত্নীর অনুরোধে যে জন্য কৃষ্ণসমীপে আগমন তাহা ভুলিয়া গেলেন—ইহাই কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য।

প্রাতঃকাল হইলে সদাচারসম্পন্ন গুরু সান্দীপনি মুনি ও গুরুপত্নী আমাদের আশ্রমে প্রত্যাগমন সংবাদ না পাইয়া গুরুপত্নীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া গুরুদেব স্বয়ং অন্বেষণ করিতে করিতে আমাদিগকে কাতরাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বলিলেন—হে বৎসগণ! এই শরীর সমস্ত প্রাণীগণেরই অতিপ্রিয়। অহো! তোমরা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া তাদৃশ শরীরের অনাদরপূর্ব্বক আমার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অতিশয় কষ্টভোগ করিয়াছ।

গুরুদেবের উদ্দেশে এইরূপ ভক্তিসহকারে সর্ব্বার্থসাধক শরীর সমর্পণ করিয়া উত্তম শিষ্যগণ গুরুর প্রত্যুপকার সাধন করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাদের মনোরথ সফল হউক এবং অধীত বেদশাস্ত্রসকল ইহলোক ও পরলোকে সারযুক্ত হইয়া অবস্থান করুক্। ( ক্রমশঃ )

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

# হরিভজনোদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ কি উচ্ছৃঙ্খলতা ?

বর্ত্তমানে গৃহত্যাগী ত্যক্তাশ্রমী মঠবাসিগণের প্রায়ই বিবিধ সমালোচনামূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। তন্মধ্যে আমি একটী প্রশ্নের দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াসী হইতেছি। প্রশ্নটী হইল এই যে,—"আপনারা যে গৃহত্যাগ করিয়া পিতামাতার সেবা বাদ দিয়া মঠবাসী হইয়াছেন, এটা নিছক হরিভজনের অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে পিতামাতা হইতে সংসারে আসিয়াছি, যাঁহারা শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক আমাদের লালন-পালন করিয়াছেন এবং আমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট; যাঁহারা সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের পরিণত বয়সে দুঃখ-কষ্টের লাঘব করিবে বলিয়া আশাপোষণ করেন, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করা অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কাজ।"

এই ধরণের প্রশ্নকর্ত্তারা হরিভজনস্পৃহায় সন্তানের গৃহত্যাগকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া অভিহিত করিবেন—ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা কি এবং সন্তান যে উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহার বাস্তব ফলই বা কি, তাহা তাঁহাদের জড়মস্তিকে চিন্তার অগম্য। যদি তাঁহারা নিজস্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে এইরূপ অভিমত পোষণ কখনই করিতে পারেন না।

কবি গাহিয়াছেন,—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভগবৎসৃষ্ট জীবসমূহ মধ্যে মানুষ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা নিশ্চয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু কেন যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, সে কথা কাহারও অবিদিত নয়! আহার, নিদ্রা, ভয়, ও বংশবিস্তারাদি ব্যাপারে মানুষে ও পশুতে কোন পার্থক্য নাই। কেবলমাত্র একটী জিনিষ যাহা মনুষ্যকুলকে ভগবৎসৃষ্ট সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে, তাহাই হইল "**ধর্ম্ম**"।

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণাও সর্ব্বসাধারণের নাই। সেই কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন।

কেহ কেহ বলেন,—"সংসার ধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম।" সংসারে থাকিয়া বিবাহাদি করিয়া পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী-পুত্রাদি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালন

সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম। আবার কেহ কেহ বলেন,—বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পান্থশালা নির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, অন্ন-বস্ত্রদান প্রভৃতি মানব-জীবনের প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং এইগুলির সাধনাই হরিভজন। আবার কাহাকেও বলিতে শোনা যায়,—"Service to man is service to God." "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে এইগুলি হরিভজন নহে। এইগুলির দ্বারা কিছু পুণ্য অর্জ্জিত হইতে পারে বটে—যাহাদ্বারা ইহ ও পরজন্মে কিছু ভোগসুখ মিলিতে পারে, যাহার ফল ক্ষণস্থায়ী। পুণ্য শেষ হইলে পুনরায় মর্ত্তলোকে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ( গীতা ৯।২১ )

অতএব পশুগণের সহিত ঐ বৃত্তি চতুষ্টয়ের সাম্য থাকিলেও ভগবান্ একটী বিশেষ ক্ষমতা ও শক্তি দিয়া মানুষকে এই ভৌমজগতে পাঠাইয়াছেন। তাহা হইল—'বিচার-বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছাশক্তি ( Will force )', যদ্দ্বারা মানুষ স্বতন্ত্র ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য ও প্রকৃত ধর্ম্মানুশীলন করিতে পারে। এই ইচ্ছাশক্তি হইতে পশুগণ বঞ্চিত বলিয়া তাহারা যাহা করে তাহা সহজাত প্রেরণা-শক্তিতেই করিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের এইপ্রকার কর্ম্মে ভাল-মন্দ বা পাপ-পুণ্য বিচার করা হয় না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা স্বতন্ত্রবুদ্ধি থাকার ফলে তাহার কর্ম্মফলের বিচার হয়—সৎকর্ম্মের জন্য ঊর্দ্ধগতি এবং অসৎকর্ম্মের জন্য অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যে কর্ম্ম ঊর্দ্ধগতি লাভ করাইবে তদ্রূপ প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যাঁহাদের ধারণা পিতৃ-মাতৃসেবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পিতামাতা সাক্ষাৎ দেব-দেবী।

"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

তাঁহারা এই সকল বাক্যের বহুমানন করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য ইহাপেক্ষা উন্নততম কথায় কর্ণপাত করেন না। তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করিলেও দেখা যাইবে যিনি প্রকৃত পিতা তাঁহার সেবায় প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু যিনি কেবলমাত্র জন্মদাতা ও পালনকারী বলিয়া প্রকৃত পিতৃত্বের দাবী করেন,

তাঁহার সেবায় জাগতিক কিছু সুখ-সুবিধা লাভ হইলেও পারমার্থিক কল্যাণ লাভ হইবে না।

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥" ( ভাঃ ৫।৫।১৮ )

"সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥ ( শ্রীচৈতন্যমঙ্গল )

সুতরাং ভক্তিপথের উপদেশাদিদ্বারা যিনি আসন্ন মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধারের পথ দেখাইতে পারিবেন না, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন—তিনি কেবল জন্মদাতা পিতা হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পিতা নহেন, সেই মাতা 'মাতা' নহেন, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে-সকল দেবতা জীবের সংসারবন্ধন মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদের মানবের নিকট পূজাগ্রহণ অনুচিত, আর সেই পতি 'পতি' নহেন—তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে। তাঁহারাই প্রকৃত পিতামাতা যাঁহারা পুত্রের পারমার্থিক কল্যাণ-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

এখন সমালোচনাকারিগণ হয়ত' বলিবেন,—পিতামাতার উপর কথা বলার অধিকার পুত্রের নাই। যেহেতু সে পুত্র, সেইহেতু তাঁহাদের কথার ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া অবনত মস্তকে তাঁহাদের আদেশ পালন ও সেবা করা উচিত। কিন্তু পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীগোকর্ণ তৎপিতা আত্মদেবকে বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং পিতা পুত্রের নিকট হইতে আত্মকল্যাণপথ শ্রবণপূর্ব্বক তদনুরূপ আচরণ করিতেছেন। তাঁহারা হয়ত' জমদগ্নি-পুত্র পরশুরামের উদাহরণ দিবেন। যিনি পুত্রের পারমার্থিক কল্যাণের উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, যিনি পুত্রের প্রার্থনায় স্বপত্নীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় পিতা জমদগ্নির আদেশ পালন করিয়াছিলেন পরশুরামের ন্যায় পুত্র। তাঁহারা উভয়েই ছিলেন তেজীয়ান্। শাস্ত্র বলেন,—"তেজীয়সাং ন দোষায়।"

কিন্তু প্রাকৃত জনক-জননী যাঁহারা পুত্রের প্রকৃত কল্যাণমূলক উপদেশ দানের পরিবর্ত্তে তাহাকে এই মহামায়ার মায়াময় কারাগারে ( সংসারে ) মায়ার দাসত্ব করিবার উপদেশ প্রদান করেন, আর পুত্র যদি তাঁহাদের সেই অন্যায় প্রচেষ্টা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহা হইলে সে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত

করিবে কেন ? কারণ সে বুঝিয়াছে ইহাতে তাহার পারমার্থিক কল্যাণ ত' দূরের কথা, সংসার-বন্ধন দৃঢ় হইবে। সুতরাং তখন সে যদি পিতামাতার ভ্রান্তি বিনীতভাবে তাঁহাদের গোচরীভূত করে, তাহা তাহার অন্যায় ত' হইবেই না, বরং সৎপুত্র বা প্রকৃত পুত্রের কর্ত্তব্য করা হইবে।

সাধুগণ বলেন,—"দোষাঃ বাচ্যাঃ গুরোরপি।" ভগবান্ রামচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ভরত মাতা কৈকেয়ীর আদেশ ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণু-বিদ্বেষী ও বিষ্ণুর আরাধনায় বাধাপ্রদানকারী পিতা হিরণ্যকশিপুর কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়াও নির্ভয়ে তাঁহার আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তবে অনধিকারী ও বিচার-বুদ্ধিহীন পুত্রের পক্ষে পিতৃমাতৃ নির্দ্দেশ অবশ্যই পালনীয়। অতএব ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বক্ষেত্রেই পুত্রকে পিতা-মাতার আদেশ নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে—ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কাহারও কাহারও মতে "পুত্র পুন্নামক নরকের ত্রাণকর্ত্তা"—এই শাস্ত্র-বচনানুসারে পুত্র দারপরিগ্রহপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করত সংসার ধর্ম্ম পালন করিলে পিতা পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার পাইবেন। ইহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও না হয় পিতা একটী নরক হইতে উদ্ধার পাইলেন, অন্যান্য বহুপ্রকার নরক হইতে তিনি কিরূপে উদ্ধার পাইবেন—সে বিষয়টীও চিন্তার। কিন্তু পুত্র যদি হরিভজনরূপ প্রকৃত কল্যাণের পথ অবলম্বন করে তাহা হইলে শুধু পিতা কেন, উপরিতন সপ্তপুরুষ ও অধঃস্তন সপ্তপুরুষ সেই ভজনপ্রভাবে অনন্ত নরক হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারেন। সুতরাং জাগতিক দৃষ্টিতে পুত্র পিতামাতার ভরণপোষণরূপ অর্থাদি উপার্জ্জন করিতে পারিল না বলিয়া পুত্রের কর্ত্তব্যচ্যুত হইল—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

অনেকে বলেন,—এত অল্প বয়সে হরিভজন করিবার আবশ্যকতা কি ? তাঁহাদের বিচারানুসারে সংসার ধর্ম্ম পালনান্তে পরিণত বয়সে হরিভজনাদি করা যাইতে পারে। এই প্রকার বিচার যেমন ভ্রমাত্মক ও তেমন হাস্যোদ্দীপক। কারণ জীবনকাল অনিত্য। কখন যে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। ( ক্রমশঃ )

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী-তিথিতে

# শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা-৪, তাং ৩১।১।১৯৮৮ ]

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কথা আলোচনা করতে গেলে এ সম্পর্কে ত্রেতাযুগের ইতিহাস আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বলা হয় বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ এবং শ্রীগুরুদেবকেও বলা হয় নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ। অর্থাৎ গুরুতত্ত্বের বিষয়বস্তু, তাঁর যা দায়িত্ব, কর্ত্তব্য, অধিকার, সেটা নিত্যানন্দ-স্বরূপে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে, আবার বলদেবস্বরূপও তাহাই প্রকাশ করেছেন। শ্রীবলদেব-নিতানন্দস্বরূপের পূর্ব্বে যে তত্ত্ব—যাঁকে বলা হয় শ্রীলক্ষ্মণ-তত্ত্ব, তিনিও গুরুর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। আপনারা জানেন, ত্রেতাযুগে মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র লীলা করতে এসেছেন। সেখানে লক্ষ্মণ ছোট ভাই। বনবাসকালে লক্ষ্মণ অতন্দ্র প্রহরী। রাম-সীতা যখন নিদ্রা যাচ্ছেন তখন তিনি সারারাত তীর-ধনুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অতুলনীয়া সেবানিষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি একদিনও ঘুমান নাই চৌদ্দ বৎসর বনবাসকালে। কিছু খানও নাই। ধরতে বলেছেন, ধরে রেখেছেন—ফল-মূলও খান নাই। সেইরকম ধরণের যে সেবানিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি-আদর্শের তত্ত্ব, তিনিই হলেন গুরুতত্ত্ব।

যখন লঙ্কার রাজা রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা হাজির হয়েছিল পঞ্চবটী বনে, সেখানে লক্ষ্মণের কিছু দায়িত্ব-কৃত্য ছিল। তিনি গুরুর যে স্বভাব তা ব্যক্ত করেছেন সেখানে। শ্রীরামচন্দ্র শূর্পণখাকে বললেন,—আমি একপত্নী ব্রতধর। রহস্য করে শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন—লক্ষ্মণ বিয়ে করে নাই, ওর কাছে যাও তুমি। তার পরে কি ঘটনা ঘটেছিল তা ত' আপনাদের জানা আছে। যারা শ্রীগুরু ও ভগবানের নিকট কপটতার আশ্রয়ে প্রাকৃত বিষয়ের আদান-প্রদানে লাভবান্ হইতে চায়, তারা চরমে সেবা-বঞ্চিত হয়।

একসময় বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র পম্পা সরোবরের তীরে গিয়েছেন। সেই সময় কতকগুলো বক সেই সরোবরের তীরে ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে চলছে। তা দেখে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন,—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপতি পাদৌ প্রাণিনাং বধ-শঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ! পম্পায়াং বকঃ পরমো ধার্ম্মিক॥

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন—দেখ লক্ষণ, এই যে বক এ কেমন ধার্ম্মিক। কেমন আস্তে আস্তে করে পা ফেলছে। পাছে ওর পায়ের চাপে পড়ে কোন পোকা-মাকড় বা প্রাণী মারা যায়, সেইজন্য কত সন্তর্পণে ও পা ফেলছে! রহস্য করে লক্ষ্মণের কাছে কথাটা বলেছেন। লক্ষ্মণ তখন বলছেন,—

ন জানাসি রাঘব ত্বং বকঃ পরমো দারুণঃ।
নির্জ্জীবো ভক্ষ্যতে গৃধ্রঃ সজীবো ভক্ষ্যতে বকঃ॥

হে রাঘব! তুমি কি জান না এই যে বক এ কেমন নিদারুণ। মানুষ বা অন্য জন্তু-জানোয়ার মরে গেলে সেটা শকুনি খায়, আর এই বক জীবন্ত প্রাণীই ভক্ষণ করে। শ্রীরামচন্দ্র তত্ত্বদর্শনটা যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন লক্ষ্মণের মারফৎ, লক্ষ্মণ সেটা বলে দিলেন। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শন মানে কপটতা। সাধন-ভজন যাঁরা করবেন অর্থাৎ সাধন-ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভিতরে আন্তরদর্শন সরলতা থাকবে। যদি সরলতা থাকে তাহলে তাঁর সব আছে। যদি সরলতা আছে তাহলে তাঁর জন্যে ভগবানের সবকিছু কৃপা, অনুগ্রহ বর্ত্তমান আছে। সেই কথাটা ব্যাখা করেছেন এখানে। কপটতার প্রতিমূর্ত্তি পূতনার ইতিহাসটাও ঐরূপ। শ্রীগুরু ও ভগবান্ কপট ব্যক্তিকে কৃপা করেন না।

দ্বাপর যুগে দেখতে পাই,—লক্ষ্মণ বড়দা হয়েছেন আর রামচন্দ্র ছোটদা হয়েছেন। কৃষ্ণকে বলা হচ্ছে—"কৃষ্ণ কানাইয়া দাউজীকে ভাইয়া।" পূর্ব্বলীলায় যে সেবা-পরিচর্য্যা করেছেন তজ্জন্য এখন দাদা বলছেন,—ভাই হলে বড় কষ্ট করতে হয়। একটী কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়—'কনিষ্ঠ পাপীষ্ঠ।' কথাটা শাস্ত্রে আছে। কনিষ্ঠ পাপীষ্ঠ মানে যিনি কনিষ্ঠ সেবক, তার ঘাড়ে সেবার অনেক দায়-দায়িত্ব পড়ে। অনেক ফরমায়েস্ খাটতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়। আসলে ছোট যে—তদধীন ব্যক্তি যে তার ত' উপরওয়ালার কিছু কাজ করতেই হয়, সেবা করতেই হয়। কারণ মানুষ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সেবাধর্ম্মী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাই করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের বেলায়। সেই কারণে শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় যেমন হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণলীলায় কিছু হেরফের হয়ে গেল। এ লীলায় দাদা ভাই হয়ে গেলেন, আর ভাই দাদার Part play করতে লাগলেন। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র হলেন ছোট ভাই, আর হলায়ুধ হয়ে গেলেন বড় ভাই। নাম হল সঙ্কর্ষণ, বলদেব, বলরাম। বলদেব বা বলরাম কৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্ত্তিই একমাত্র কর্ত্তব্য বলে বেছে নিয়েছেন। 'কৃষ্ণ যাতে সন্তুষ্ট হন আমি তাই করব, অন্য কিছু করব না'—এই ছিল প্রতিজ্ঞা। কৃষ্ণলীলাতে দেখা যায়, বলদেব যত কাজ করেছেন

সবই কৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্ত্তি-মানসে ও কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে করেছেন। একমাত্র দ্বারকায় অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণের সময়ে একটু এদিক-ওদিক করেছেন। এটা দরকার ছিল। এছাড়া সবসময় কৃষ্ণ যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তিনি তাহাই করেছেন দেখা যায়।

কৃষ্ণলীলার ভিতরে বলদেব-তত্ত্বের যে-সব লীলা দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিশেষ শিক্ষা আছে। তিনি ধেনুকাসুরকে বধ করেছেন। ধেনুকাসুরের চেহারাটা ছিল গর্দ্দভের ন্যায়। ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম তালবনে সে থাকত। তালবনে সব তাল পেকেছে, সখারা সে-সব খেতে পারে না। কৃষ্ণ-বলদেবের নিকট সবাই নালিশ করেছে, এই তালবনে প্রচুর সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি তাল, আমরা কিছু খেতে পারি না, আমাদের খাওয়াতে হবে। সখাগণকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম দুজনে সেখানে গেছেন। তাঁরা যখন তাল পাড়তে শুরু করেছেন তখন ধেনুকাসুর তাঁদের আক্রমণ করেছে। বলরাম পিছনের পা দুটো ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরাতে ঘুরাতে সেই অসুরকে ঊর্দ্ধে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তখন মৃত সানুচর অসুরের ভারে বহু তালগাছ ভেঙে পড়ল আর সেই সঙ্গে অনেক তালও পড়ল। ধেনুকাসুরকে বধ করেছেন—তত্ত্বটা কি? ধেনুক হল গর্দ্দভরূপী—অজ্ঞানরূপী। গর্দ্দভ কি করে?—মালপত্র বহন করে নিয়ে যায়। বোঝা ( চিনি ) বহন করে সে, কিন্তু বোঝার মধ্যে কি আছে তার ( চিনির ) আস্বাদ পায় না। গর্দ্দভের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাদের যারা শাস্ত্রগ্রন্থ ঠিকমত আলোচনা করে না এবং শাস্ত্রগ্রন্থকে সাধারণ পুঁথি ( বাজারের বইয়ের মত নাটক, নোবেল ইত্যাদি ) মনে করে। শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য যে ভক্তিবৃত্তি, সেটা যারা বুঝতে চায় না তারাই গর্দ্দভতুল্য ব্যক্তি। এইজন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বললেন,—

পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসব বঞ্চিল তাহারে॥

মহাপ্রভু যখন ফিরে যাচ্ছেন গয়া থেকে তখন ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত মিলন হয়েছে। সেইসময় ফিরে গিয়ে তিনি পড়াশুনা সব বন্ধ করে দিলেন। আর তিনি অধ্যাপনাও করছেন না। পড়ুয়া ছাত্ররা তাঁর কাছে পড়তে চায়। উনি বললেন—আমি আর তোমাদের পড়াতে পারব না। তখন তিনি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন,—

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্রবৃত্তি টীকার সকল হরিনাম॥

আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে প্রেমভক্তি ধন॥
মূর্খ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥

শিক্ষাটা কি দিচ্ছেন?—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হচ্ছে ভগবানে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। শাস্ত্র পড়ে যদি এটা কারও জ্ঞান হয় তাহলে তার শাস্ত্র পড়ার সার্থকতা। যদি না হয় তাহলে "গর্দ্দভের ন্যায় শাস্ত্র বহি' মরে" বলে দিলেন। এখানে গর্দ্দভাসুর বধ করা মানে—'স্থূলবুদ্ধি, সজ্‌জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা ও স্বরূপজ্ঞানবিরোধ'কেই লক্ষ্য করে। অজ্ঞানরূপ যে তম সেই অজ্ঞান অন্ধকারকে যিনি বিনাশ করেন, তিনি হলেন বলদেব তত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব—এইটাই শিক্ষা। আবার দেখা যায়, তিনি প্রলম্বাসুরকে বধ করছেন। প্রলম্বাসুরের ব্যাখ্যা করেছেন—কপটাসুর—'স্ত্রী-লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা দূরীকরণ।' ছলচাতুরী করে সে কৃষ্ণের সখাদের দলে মিশে গিয়েছিল। এগুলো বলদেব তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি সবসময় কৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্ত্তি করেছেন। কৃষ্ণ যাহাতে সুখী হন তদনুকূলেই তাঁহার আচরণ।

কিন্তু তত্ত্বতঃ বলদেব কি?—কৃষ্ণ, নারায়ণ। নারায়ণের অংশী। যাঁর নাম হচ্ছে সেখানে মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁরই বিলাসবিগ্রহ বৈকুণ্ঠে, নাম মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণ থেকে পুরুষাবতারত্রয়—কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীও ক্ষীরাব্ধীশায়ী। এইভাবে অবতার সংস্থান বর্ণনা করেছেন শাস্ত্রে। অবতার যত সব আসছেন সবই মূলসঙ্কর্ষণ বলদেব থেকে। শাস্ত্রে কৃষ্ণকে অবতারী বলা হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণের এসব Function নয়। তিনি হলেন নিত্যলীলা অনুরক্ত, লীলা-পুরুষোত্তম তাঁর নাম। যত অবতার Generated হয়েছেন সব এই বলদেব প্রভু থেকে। সেইজন্য বলতে গেলে তত্ত্বতঃ এই বলদেবই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের মূলপুরুষ। কৃষ্ণ সর্ব্বোপরি তত্ত্ব বলিয়াই তাঁহাকে 'অবতারাবলী-বীজম্' বলা হইয়াছে শাস্ত্রে। বলদেব তত্ত্ব কখনই তিনি তাঁর পরমোপাস্য উপরওয়ালাকে অবজ্ঞা করেন নাই। সেই বলদেবস্বরূপ আবার গৌরাঙ্গলীলায় এসেছেন শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপে। শিক্ষাটা দিয়েছেন ঠিক সেইরকম আনুগত্যের শিক্ষা। ভক্তের যেমন আনুগত্য থাকে ভগবানের সেবালাভ করতে গেলে, ঠিক তদ্রূপ নিত্যানন্দ প্রভুর রয়েছে। ( ক্রমশঃ )

———

# শ্রীল প্রভুপাদ-প্রণতি

জয় জয় প্রভুপাদ পতিত-পাবন।
শ্রীভক্তিবিনোদ-গৃহে হৈল আগমন॥
"হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" শাস্ত্রবাণী হৈল।
নীলাচলে অবতরি' প্রমাণ করিল॥
উপবীত ল'য়ে প্রভু আবির্ভূত হৈল।
অন্নপ্রাশন-কালে ভাগবতে হাত দিল॥
কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত করিয়া পালন।
চাতুর্ম্মাস্য-শিক্ষা দিলা জগৎ-কারণ॥
ভূমিতে পরমানন্দে আহার-শয়ন।
নিরবধি কৃষ্ণনাম করিলা গ্রহণ॥
শ্রীবাষভানবী-দয়িতদাস বলি যাঁ'রে।
সেই প্রভুপাদ জয় প্রণমি তাঁহারে॥
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর আদেশ পাইয়া।
নবদ্বীপ-মাঝে আইলা প্রফুল্লিত হইয়া॥
গৌর-জন্মস্থলী—শ্রীধাম মায়াপুর হয়।
শ্রীচৈতন্য মঠ সেথা স্থাপন করয়॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী।
সেবা প্রকাশ কৈলা প্রভু অতি যত্ন করি'॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নাম লৈয়া।
ভাবোন্মাদে মত্ত হৈলা 'হা গৌর' বলিয়া॥
চতুঃষষ্ঠী শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিলা।
শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা প্রকাশ করিলা॥
অগণিত ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিল।
ব্রহ্মচারী হৈল কেবা, সন্ন্যাস লৈল॥
দিকে দিকে প্রেরিলা তেঁহ প্রচারকগণ।
জাগাইলা বিশ্বজনে করি' আলোড়ন॥
'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্রে মেদিনী কাঁপিল।
জীবেরে করুণা করি' কৃষ্ণনাম দিল॥
এ জগ-মাঝারে সব গ্রামে ও নগরে।
গৌরবাণী প্রচার করিলা দ্বারে দ্বারে॥

জীবের কল্যাণ লাগি' প্রদর্শনী কৈল।
সৎশিক্ষা দিয়া সবার হৃদয় শোধিল॥
শ্রীবৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ প্রকাশ করিয়া।
গ্রাম্যবার্ত্তা নিষেধিল জগৎ ভরিয়া॥
ধাম-পরিক্রমা করি' মঙ্গল করিল।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম জীবেরে শিখাল॥
গৌর-পাদপীঠ কত স্থাপন করিল।
গৌর-পাদপদ্মে নিষ্ঠা সকলে দেখিল॥
কি আর বলিব বল, প্রভুর মহিমা।
কেবা আছে এ জগতে দিতে পারে সীমা॥
তাঁহার করুণা হ'লে ভব-ভয় নাই।
জয় জয় প্রভুপাদ বলহ সদাই॥
প্রভুপাদ-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন হরিদাস করে প্রভু-গুণগান॥

শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী

---

# গৌড়ীয়ের একচত্বারিংশ-বর্ষ

## আত্মকল্যাণ-চিন্তাই মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" ৪১শ বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন। বিগত বর্ষের রাজনৈতিক-ধর্ম্মনৈতিকাদি বিচিত্র ঘটনাবলী মানব-গোষ্ঠীকে অন্বয়-ব্যতিরেক-ভাবে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ দান করিয়াছে। ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করিলে প্রতিটী ঘটনা হইতেই চিন্তাশীল মানব বহুপ্রকার শিক্ষালাভ করিতে পারেন। স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জড়ীয় যাবতীয় অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আত্মকল্যাণ-চিন্তাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বিকশিত অভিজ্ঞান—ইহা বিশ্বের বিদ্বজ্জন ও মনীষিগণ অবশ্যই স্বীকার করিয়াছেন।

## শ্রীপত্রিকার অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে উপদেশ

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবেই শাস্ত্রে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তাহার সদুত্তর বা সৎ-সমালোচনার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যাহারা তত্ত্বদর্শী নহেন তাহারা ব্যতিরেকমুখী আলোচনায় নিজদিকে আবদ্ধ রাখেন, আর যাঁহারা নিরপেক্ষ বা তত্ত্বদর্শী

তাঁহারা মুখ্য-গৌণভাবে বিষয়বস্তু অনুশীলন করিলেও লক্ষণা অপেক্ষা অভিধা-বৃত্তিরই প্রাধান্য স্থাপন করেন। সজ্জনবৃন্দের সন্তোষ-বিধানের জন্য শ্রীপত্রিকার আবির্ভাব। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ স্ব-স্ব বিচার-অনুসারে সদসৎ বস্তুর সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতে পূর্ণতার অভাব থাকিয়া যায়। যাহা নিত্যসেব্য-সেবক-ভাবরূপ অনুভূতি-যুক্ত হইয়া ভক্তিধর্ম্মে নিত্য-অবস্থিত এবং যে বস্তুতে অবস্থান্তর লক্ষিত হয় না, তাহাই সদ্বস্তু। শ্রীপত্রিকা সেই তত্ত্ববস্তুর সন্ধান প্রদানেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-বিশিষ্ট।

## শ্রীপত্রিকায় নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম উপদিষ্ট

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত বিষয়বাহিনী নহেন। জড়বিষয়িগণ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-শব্দদূতীকে প্রাকৃত গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ মনে করিয়া বঞ্চিত হইতে পারেন। কিন্তু তাহারা ইহাঁর বাস্তব শুদ্ধস্বরূপের পরিচয় পাইলেই ইহাঁকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের নিত্যসেবোপকরণের অন্যতম বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেন। শ্রীপত্রিকা রূপানুগ-স্বরূপিণী। প্রাকৃত বিচারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কোনদিন অপ্রাকৃত কল্যাণ লাভ হইলে, তাঁহারাও শ্রীপত্রিকার নিরপেক্ষ, নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম ইহাঁতে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য্যাদি ষড়্‌রিপুর সহিত সাধু-সজ্জনগণের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। শ্রীপত্রিকা কখনই ঐরূপ রিপু-ষট্‌কের প্রশ্রয়দাতা নহেন।

## উন্নতাধিকারী গুরুবর্গের সমালোচনা—মর্য্যাদালঙ্ঘনকারক

হরিভজন করিতে হইলে—ভগবৎপ্রাপ্তির প্রয়োজন হইলে ভক্তিপথই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়। ভক্তিপথ—বিচার-প্রধান ও রুচি-প্রধান। যাঁহাদের অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রথমমুখে রুচির অভাব, তাঁহাদের ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে ভক্তিবাধাগুলি অতিক্রম করা প্রয়োজন। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব সেই বাধার অন্যতম। স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন মহাপুরুষ নিজরুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণানুশীলন জানিয়া অপরকে বিচারপ্রধান মার্গেরও সন্ধান দিতে সমর্থ। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাঁহাদের উভয়মার্গেই সমান অধিকার। অপ্রাকৃত ব্যাপারে প্রাকৃত বিচার আরোপ করা কখনই কল্যাণজনক নহে। রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ কেহই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় উন্নতাধিকারী গুরুবর্গকে 'বৈধভক্ত' বলিয়া ও মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অধোগতি বরণ করেন না। শ্রীপত্রিকা ঐরূপ গুরু-বৈষ্ণব-অবজ্ঞাকারী ও মর্য্যাদালঙ্ঘনকারীকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই ও দিবেন না।

## জড়লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী—বাহ্যাড়ম্বরে বিমুগ্ধ

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ বলেন,—"জীব যে কৃপা-রজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করেন, উহাই ভক্তি। ভক্তি উদিত হইলে জীব 'ভক্ত'-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চমপুরুষার্থ লাভ করেন। কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। ভক্তের নিজ-ফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের অন্তর্ভুক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। যথেচ্ছাচারী, কুকর্ম্মকারী ও অজ্ঞান-সেবী কুজ্ঞানিগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণ করিয়া আনুকূল্য-সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও 'ভক্ত' হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণাশা-সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষ-সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিস্তারশীল, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-নিষিদ্ধাচার-কুটীনাটী-জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক-স্বর্গসুখ-ভোগরত, বেষ বা আশ্রমের মাহাত্ম্য-লোলুপ হইয়া কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান কপটতা ও অন্যাভিলাষযুক্ত।" পারমার্থিক শ্রীমঠ-মিশনের মূলনীতি শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভ ও তত্ত্বসিদ্ধান্তের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া বাহ্য আড়ম্বর ও চাকচিক্য প্রদর্শনই মঠ-মন্দিরের বাস্তবসেবা নহে। "দালান-কোঠার না কর প্রয়াস" বা "আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র" প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। খোদার উপর খোদ্‌গিরি, গুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশক সাজিতে গেলে বা পরোপদেশে- পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে গেলে কোনদিনই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে না, উহা নির্ব্বিশেষবাদীর প্রতিকূলানুশীলন হইয়া যাইবে, যাহাতে সেবা-বিপর্য্যয় ঘটে।

## পরদোষানুসন্ধিৎসু চিরদিনই সংশয়াত্মা ও সুবিধাবাদী

ভক্তের অন্তরে অন্যাভিলাষ থাকিলে তাহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করে। শুদ্ধভক্তিকে যাঁহারা বণিগ্‌বৃত্তির অন্যতম মনে করেন, তাঁহারা পরিণামে অহংগ্রহোপাসক হইয়া পড়েন। অনেকে মনে করেন, সাধুসঙ্গে শ্রীধাম-তীর্থাদি দর্শন কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্যাপার। ইহার মধ্যে তাঁহারা ব্যবসা ও বণিগ্‌বৃত্তির পূতিগন্ধ আবিষ্কার করেন। তাঁহারা নিজেরাও

কিন্তু ঐরূপ দোষে দুষ্ট হইয়াও সাফাই গাহিয়া বলিয়া থাকেন—"মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিলেন,—"গৌর আমার যে-সব স্থান, করল ভ্রমণ-রঙ্গে। সে-সব-স্থান হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও আশা প্রকাশ করিলেন,—"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে-স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥" ঈর্ষা-হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও কাহারও ভাল দেখিতে পারেন না। নিজে নামের পূর্ব্বে "ত্রিদণ্ডিস্বামী" ব্যবহার করিয়াও অপরকে "ত্রিদণ্ডিভিক্ষু" ব্যবহার করিবার অহৈতুকী উপদেশ প্রদান করেন। ইহা সকলের হাস্যাস্পদ। ইহাই তাঁহাদের জন্মান্তরীণ সংস্কার! বৃথা তর্কদ্বারা তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে আচ্ছাদন করিতে চাহেন। ভক্তিবিরোধী কর্ম্মি-জ্ঞানী পরিশেষে আত্মবঞ্চনাই লাভ করেন। ভুক্তি-পিশাচিনী ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তিনি বিপথে পরিচালিত হন এবং গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি দ্রোহাচরণপূর্ব্বক চিরতরে অধোগতি বরণ করেন। অপরের ভুল-দোষ-ত্রুটী দেখিতে অভ্যস্ত ব্যক্তি সকলের দোষানুসন্ধানে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া পড়েন; তিনি কখনও কাহারও সদ্‌গুণ খুঁজিয়া পান না। "মণিময় মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"—ইহাই তাঁহার চরম দুর্গতি।

## শ্রীধামের উন্নতির নামে রাজানুগ্রহলাভ ( লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ) কিরূপ ভিক্ষার অন্তর্গত ?

"বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী। শুষ্কক্রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥"—বাক্যে 'স্থূলভিক্ষা'-অর্থে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এবং 'মাধুকরী' অর্থাৎ সামান্য আহার্য্যবস্তুকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা দাতার ( রাজপুরুষগণের ) নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা এককালীন গ্রহণ করিয়া হরিভজনকারীর আদর্শ ( ? ) প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা কি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন? গদীনসীন মহান্তগিরি কি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল? "পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন। তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহেন।"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ উপদেশ। তবে কেন গুরু-বৈষ্ণবগণকে নিজের শাসনাধীনে রাখিয়া তাঁহাদের উপর গুরুগিরির ফতোয়া জারী করা হইতেছে? এইরূপ অশালীন আচরণ শ্রীভগবান্ কখনও সহ্য করিবেন না।

## জগদ্‌গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিরোভাবে অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়ের আরোপ

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু,

তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।" এস্থলে "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" বাক্য অস্বীকারের কারণ কি? সমালোচক মহাশয় তাঁহার গুরুই 'জগদ্‌গুরু' ও তাঁহার 'আবির্ভাব' স্বীকার করিয়াছেন। অন্য কেহ ঐ অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার অভিমত। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একান্ত অনুগত একাধিক বিশ্রম্ভ শিষ্যের গৌড়ীয়-পত্রে যে প্রশংসা বা প্রশস্তিগাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের ক্ষেত্রেই উক্ত বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা বা তাঁহারা সকলেই রূপানুগ কিনা? "সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করার" তাৎপর্য্য কি? "রূপানুগগণের কৈঙ্কর্য্য" কাহাকে বলে জানিতে আগ্রহান্বিত। আমরা গুরুবর্গের উপদেশ-বাণীর মধ্যে পাইয়াছি,—"সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।" সরলতার আবরণে কপটতার আশ্রয়ে (আমি গুরুর আসনে বসিতে পারিলাম না, আমাকে কেহ চিনিল না!) স্থূল-সূক্ষ্ম ত্যাগের আবাহন কখনই হরিভজন বা গুরুসেবা নহে। আমরা প্রাকৃত ভোগত্যাগী বা ত্যাগত্যাগী নহি—"আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।" গুরু-বৈষ্ণবগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারাকাঙ্ক্ষা ও মর্য্যাদালঙ্ঘন কখনই আত্মকল্যাণজনক নহে। উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। পরম দয়ালু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ এ সকলকে শুভবুদ্ধি দান করুন্—ইহাই প্রার্থনা।

## শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গের নিকট আবেদন

পরিশেষে আমরা শ্রীপত্রিকার গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহারা নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত শ্রীপত্রিকার পঠন-পাঠনে নিশ্চয়ই পারমার্থিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা যেন তাঁহাদের শ্রীপত্রিকার সেবানুকূল্য (২০·০০ টাকা) যথারীতি প্রেরণ করিয়া শ্রীপত্রিকার সেবাসৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করেন—ইহাই গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের নিবেদন। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের বাজারে কাগজের মূল্য, মুদ্রণ ব্যয় ও ডাক খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও আমরা শ্রীপত্রিকার গ্রাহক-মূল্য বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীপত্রিকার কার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তজ্জন্য সহৃদয় উদারচেতা **গ্রাহকগণকে ১০০৲ (এক হাজার এক) টাকা দিয়া আজীবন সদস্য হইতে আহ্বান জানান হইতেছে।** ইহা প্রকৃতপক্ষে শ্রীপত্রিকা-তহবিলে এককালীন দানস্বরূপ গৃহীত হইবে। আশা করি উদারচেতা পাঠকগণ ইহাতে সম্মতি দান করিবেন।

# FORM—IV

## STATEMENT ABOUT OWNERSHIP

## PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

## "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[ Under Rule 6 of Registration of Newspapers ( Central ) Rules, 1956 ]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ), W. B.
   Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i.e. once in month.

3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ) W. B.

4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ), W. B.

6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

*Sd./-Swami B. V. Acharyya*

Dated—28.2.89 Signature of Publisher.




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ২২ বিষ্ণু, কারণোদশায়ী, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ৩০শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৫, ইং ১৩।৪।৮৯ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে পঞ্চমেঽধ্যায়ে ]

ধুন্ধুকারী-প্রেত উবাচ,—

১। ধন্যা ভাগবতী বার্ত্তা প্রেতপীড়া-বিনাশিনী।
সপ্তাহোঽপি তথা ধন্যঃ কৃষ্ণলোক-ফলপ্রদঃ॥ ৫৩॥

[ "শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ইহার মুক্তি হইবে; তুমি প্রেতের উদ্ধারের নিমিত্ত যত্নের সহিত সপ্তাহব্যাপী দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করাও"—শ্রীসূর্য্য-দেবের এই বাক্যানুসারে গোকর্ণ ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগবতী কথা ১ম স্কন্ধ হইতে স্পষ্টস্বরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুন্ধুকারী দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণের পর প্রেতযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোকর্ণকে সত্বর প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,— ]

প্রেতপীড়া-নাশকারিণী শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ধন্য এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ধাম-প্রাপ্তিকর ইহার সপ্তাহ-পারায়ণও ধন্য ॥ ১ ॥

২। কম্পান্তে সর্ব্বপাপানি সপ্তাহ-শ্রবণে স্থিতে।
অস্মাকং প্রণয়ং সদ্যঃ কথা চেয়ং করিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণের নিমিত্ত মানব যখন উপবিষ্ট হয়, তখনই পাপসকল কাঁপিতে থাকে। কারণ এই ভাগবতী কথা আমাদিগকে সদ্যই ধ্বংস করিবে ॥ ২ ॥

৩। আর্দ্রং শুষ্কং লঘু স্থূলং বাঙ্মনঃ কর্ম্মভিঃ কৃতম্।
শ্রবণং বিদহেৎ পাপং পাবকঃ সমিধো যথা ॥ ৫৫ ॥

যেরূপ অগ্নি আর্দ্র ও শুষ্ক এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কাষ্ঠকেই ভস্মীভূত করে, সেইরূপ এই শ্রীভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণ বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা কৃত নূতন ও পুরাতন এবং অল্প ও অধিক সর্ব্ববিধ পাপ ভস্মীভূত করে ॥ ৩ ॥

৪। অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে সুরিভির্দেব-সংসদি।
অকথা-শ্রাবিণাং পুংসাং নিষ্ফলং জন্ম কীর্ত্তিতম্ ॥ ৫৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানিগণ দেবতাদিগের সভায় বলিয়াছিলেন, যাহারা এই ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ করে নাই, তাহাদের জন্মই বৃথা ॥ ৪ ॥

৫। কিং মোহতো রক্ষিতেন সুপুষ্টেন বলীয়সা।
অধ্রুবেণ শরীরেণ শুকশাস্ত্র-কথাং বিনা ॥ ৫৭ ॥

মোহবশতঃ লালন-পালনদ্বারা এই অনিত্য শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান্ করত শ্রীশুকদেব-কথিত শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র-কথা যদি শ্রবণ না করাও, তবে কি লাভ হইবে? ৫ ॥

৬। যৎপ্রাতঃ সংস্কৃতঞ্চান্নং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি।
তদীয়রস-সম্পুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা ॥ ৬১ ॥

প্রাতঃকালে প্রস্তুত যে অন্ন সায়ংকালে বিকৃত ( শুষ্ক ও পর্য্যুষিত ) হইয়া যায়, সেই অন্ন-রসে পুষ্ট হইয়া এই শরীর কিরূপে নিত্যতা লাভ করিবে? ( জরা-শোকগ্রস্ত, ক্ষণভঙ্গুর, ব্যাধিমন্দির, কৃমি-বিড্-ভস্ম-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত অস্থির ক্ষণস্থায়ী জড়শরীরদ্বারা মানব নিত্য-ফলদায়ক কর্ম্ম কেন করে না? ) ॥ ৬ ॥

৭। সপ্তাহ-শ্রবণাল্লোকে প্রাপ্যতে নিকটে হরিঃ।
অতো দোষ-নিবৃত্ত্যর্থমেতদেব হি সাধনম্ ॥ ৬২ ॥

এই পৃথিবীতে সপ্তাহ-শ্রবণ (যথাবিধি সপ্তদিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ) করিলে মানব তাঁহার অতি নিকটেই ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করে। তজ্জন্য সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত ইহাই একমাত্র সাধন ॥ ৭ ॥

৮। বুদ্‌বুদা ইব তোয়েষু মশকা ইব জন্তুষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব কথা-শ্রবণ-বর্জ্জিতাঃ ॥ ৬৩ ॥

যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা হইতে বঞ্চিত, তাহারা জলমধ্যে বুদ্‌বুদ ও জন্তু-মধ্যে মশকের ন্যায় কেবল মৃত্যুর ( বিনাশের ) জন্যই জন্মিয়াছে ॥ ৮ ॥

৯। জড়স্য শুষ্কবংশস্য যত্র গ্রন্থি-বিভেদনম্।
চিত্রং কিমু তদা চিত্তগ্রন্থি-ভেদঃ কথা-শ্রবনাৎ ॥ ৬৪ ॥

যাঁহার প্রভাবে জড় ও শুষ্ক বংশদণ্ডেরও গ্রন্থিভেদ হইয়া যায়, সেই শ্রীভাগবত-কথাশ্রবণে যে চিত্তের গ্রন্থিসমূহ খুলিয়া যায়, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ৯ ॥

১০। ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি সপ্তাহ-শ্রবণে কৃতে ॥ ৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণ করিলে হৃদয়ের গ্রন্থিসকল উন্মোচিত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন ( দূরীভূত ) হইয়া যায় এবং পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

১১। সংসার-কর্দ্দমালেপ-প্রক্ষালন-পটীয়সী।
কথাতীর্থে স্থিতে চিত্তে মুক্তিরেব বুধৈঃ স্মৃতা ॥ ৬৬ ॥

তত্ত্বদর্শিগণ বলেন,—এই ভাগবত-কথারূপ তীর্থ সংসাররূপ কর্দ্দমের প্রলেপ প্রক্ষালন করিতে অতিশয় পটু। উহা হৃদয়ে ধারণ করিলে মুক্তি (সর্ব্বার্থসিদ্ধি) লাভ হয় ॥ ১১ ॥

---

## ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠায় ২৬শ পঙ্‌ক্তিতে "আত্মধর্ম্মে" স্থলে "অনাত্মধর্ম্মে" হইবে।

# প্রীতি

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃষ্ঠার পর ]

## প্রীতিই চিজ্জগতের ধর্ম্ম

এখন দেখুন, চিজ্জগতের মূলধর্ম্ম প্রীতি। অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে-জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে-জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥
'পিরীতি' 'পিরীতি' তিনটী আখর
পি-রী-তি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত॥"

## সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জীবকে মণ্ডলাকারে আকর্ষণ ও তাঁহার নিত্যরাস

চিন্ময় বৃন্দাবন-বিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলা-পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও **জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস।** তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধন-সিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

## মুক্তজীব কৃষ্ণাকর্ষণে অধিক আকৃষ্ট

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন, তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট

অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ মুক্ত জীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্।

## বদ্ধজীব কৃষ্ণাকর্ষণে আকৃষ্ট না হইবার কারণ

বদ্ধজীব দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ, তাঁহাদের প্রীতি-ধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড়সুখসমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহু-মাননদ্বারা জড় পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া—এইরূপ প্রলাপবাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করত আত্মজগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন।

## বদ্ধজীব বিবেক, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে কৃষ্ণাকৃষ্ট হন

বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করত কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব, তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছেন, যথা ;—

কানু যে জীবন,　　জাতি প্রাণধন,
এ দুটী নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে　　পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী　　ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু　　শ্যাম-বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও　　ধরম-করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈঞা　　পিরীতি-আরতি
আর কার জানি হয়॥

যে মোর করম কপালে আছিলা
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
থাক্ ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন-চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া॥
পড়সী দুর্জ্জন বলে কুবচন,
না যাব সে লোক, পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয় কানুর পিরীতি
জাতি-কুল-শীল ছাড়া॥

## স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের স্বভাব

জীব এ-জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটী নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানকে সম্মান করত নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূল দেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন, কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান, ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটী মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন, আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করত একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

## কৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ব্বরাগ, অভিসার ও মিলন

এস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥　　( চৈঃ চঃ মঃ ১।২১১ )

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধিবদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এই প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণগুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণী শক্তি স্মরণ, বংশীনাদ শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিত-পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতিয়াশয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

## শুদ্ধা ও অশুদ্ধা প্রীতি

চিজ্জগৎরূপ ব্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে, সেইরূপ চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা জড়-বিজ্ঞান-প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাবগত-প্রীতি—শুদ্ধ-প্রীতির বিকৃতিমাত্র। ইহারা প্রীতি নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে আনুরক্তি, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতি শব্দের অর্থ; যথা বৃহদারণ্যকে ( ৪।৫।৬ )—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ( ইত্যুপক্রম্য ) ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি।

## প্রেমের আদর্শ

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড় জগতে ও লিঙ্গ জগতে বিরাগ লাভ করত স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে মৈত্রেয়ী! স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতি কামনায় পতি প্রিয় হন না, কিন্তু

সকলের প্রিয় যে আত্মা, তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম-কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড় জগতে ও লিঙ্গ শরীরে বিরাগ-প্রাপ্ত জীব পরম প্রিয়বস্তু যে আত্মা, তাঁহাকে দর্শন, মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান-লাভ করিবে; তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে-কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্ম-সম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মপ্রতি যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধা প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। **বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র।** আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। ( ভাঃ ১০।১৪।৫৫ )

### কৃষ্ণপ্রীতিই চরম উপদেশ

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহাগুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান-ইতি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। ভাইসকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করত জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন্।

—**জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

---

# আধুনিক বাদ

কোন এক সাম্প্রদায়িক সাময়িক পত্র পাঠ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ-বর্ত্মে ভ্রমণশীল জনৈক পথিক সঙ্কীর্ণ-জ্ঞানে আত্মহারা হইয়া উপাদেয়-গ্রহণে যোগ্যতা-লাভের পূর্ব্বেই শ্রীধর্ম্ম-সম্বন্ধে নবীন ব্যবস্থা করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, লেখকের সমুদয় দর্শন-শাস্ত্র ও বেদান্তের আলোচনা এবং আচার্য্যের অনুগমন-ধর্ম্ম একত্রিত করিয়া জ্ঞানালোচনা সত্ত্বেও

তাঁহার পরিপুষ্ট ধর্ম্মভাবে আত্মম্ভরিতা আশ্রয় করিয়াছে। এইরূপ জ্ঞানালোচনা-দ্বারা আত্মম্ভরিতা-রূপ ধর্ম্ম পুষ্টি না করাই ভাল। লেখকের চিহ্নিত কুকর্ম্মকারিগণ তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম; যেহেতু, অনন্ত-জ্ঞানসিন্ধু পতিতপাবন শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রই তাঁহাদের আত্মম্ভরিতা শিক্ষা করার প্রতিপক্ষে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—এই আজ্ঞা দিয়াছেন। 'সজ্জনতোষণী'র পবিত্র কলেবরকে এই প্রকার প্রলপিত ও কলুষিত কথা অবতারণা করিয়া আপ্লুত করা অনুচিত হইলেও শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়ের অকারণে ক্লেশ দিয়া ভ্রান্ত আধুনিকবাদী শুদ্ধভক্তি-পথ কণ্টকিত না করেন, তজ্জন্যই কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। লেখকের পঙ্‌ক্তি কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"জ্ঞানালোচনা ব্যতীত ধর্ম্মভাব কখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হয় না এবং আপনাকে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতে পারে না।-প্রেমের প্রবল বন্যায় যখন শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন ধর্ম্মক্ষেত্রে যে আবার জ্ঞানের কোনও আবশ্যকতা আছে, তাহা না বুঝিলেও সে-ক্ষেত্রে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহারা আজ ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পারিতেন জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের সেই প্রেম দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃই বলিতেন, জ্ঞানকে উপেক্ষা করা কি কুকর্ম্মই হইয়াছিল।"

লেখক জ্ঞানমার্গীর সেবক। তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কথা ভাল লাগে না। বিশুদ্ধ প্রেমকেও জ্ঞানকঙ্করদ্বারা মিশ্রিত না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। রুচি এমনই পদার্থ যে, পরম-জ্ঞানলভ্য প্রীতিকেও জ্ঞানের সহিত সাম্য করিতে প্রয়াসযুক্ত হইতে হয়! যাহা হউক, এস্থলে অল্প কথায় ও সাধারণ ভাষায় উক্ত লেখককে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধ কিছু জানাইয়া দেওয়া উচিত। শক্তিমান্ ও শক্তি-সম্বন্ধ-জ্ঞানই 'পর জ্ঞান', এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান 'অপর জ্ঞান' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অন্য কথায় ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব যথার্থভাবে অবগতিই জ্ঞান। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ব্যতীত আর কোন ক্রিয়া নাই। এখানেই জ্ঞানের শেষ-সীমা। জ্ঞানবাদী আর অধিক দূর যাইবার অধিকারী নহেন। যাঁহার অনন্ত শক্তির একটীমাত্র বহিরঙ্গা শক্তি লইয়া জ্ঞানবাদিগণ অহঙ্কার-শৈলের পরমোচ্চ-শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহের শক্তির এক কণ লাভ করিবামাত্র লব্ধ-জ্ঞান ও উদ্বুদ্ধ-স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে খদ্যোতময়ূখ জ্ঞান করিয়া প্রেম-কণা পাইবার জন্য জীব উন্মত্ত হন। এরূপ

অবস্থায়ও যদি জ্ঞানবাদী পরব্রহ্মের সহিত আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করাইবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। জ্ঞানবাদী সম্বন্ধ-জ্ঞানেই আবদ্ধ। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রয়োজন-সিদ্ধি নহে।

**শ্রীধর্ম্মের প্রবেশিকা পরিক্ষাই জ্ঞানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া।** মানব যে-কাল-পর্য্যন্ত কর্ম্ম-গর্ত্তে পতিত থাকেন, তৎকাল-পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ-বাসনা প্রবল থাকে। যখন তিনি কর্ম্মচক্রে ক্লান্ত হন, তখন কর্ম্মের বিরামই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইয়া পড়ে। তিনি যে উপাদানে গঠিত, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানের অনুশীলনই বাড়িয়া যায়। কর্ম্ম-আবরণ উন্মুক্ত হইলে জ্ঞানময় জীব জ্ঞানের চক্রে পড়িয়া থাকেন। জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত দুর্দ্দম কর্ম্মচক্র হইতে মুক্তি নাই। জ্ঞানের চরম ফল—কর্ম্মের বিনাশ। কর্ম্ম-রাহিত্যে জ্ঞানের গৌণ লভ্য বিষয়। জ্ঞানানুশীলন চরমে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত পরিচয় করাইয়া নিরস্ত হয়। এতদূর্দ্ধে জ্ঞানের চলৎশক্তির আর অধিক গতি নাই। জ্ঞান কিছু প্রাপ্যবস্তু নহে। ইহার সাহায্যে অভীষ্ট লাভ হয়। **জ্ঞান কেবল উপায়মাত্র, ইহা উপেয় নহে।** জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়াই যে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না; তবে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। **জীবের স্বরূপ জ্ঞানময়, এজন্য জ্ঞান একটী মুখ্য পদার্থ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু জ্ঞান মুখ্য পদার্থ হইলেও উদ্দিষ্ট প্রাপ্য পদার্থ নহে,** উদ্দেশ জ্ঞান নহে, ইহা অপর বস্তু; ইহাই ভক্তি বা প্রেম। ভক্তি বা প্রেম উপায় হইয়াও তাহাই উপেয়। উপায়-জ্ঞানের সাহায্যে উপেয়-বস্তু লাভ হইলে জ্ঞানী জীব কখনই আর জ্ঞান আলোচনা করিবেন না; তাঁহার জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন নাই। আমার লক্ষ মুদ্রা আছে বলিলেই দুই কড়া, চারি কড়া আছে—এরূপ পৃথক্ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, তবে জ্ঞানবাদীর সম্পত্তি সর্ব্বশুদ্ধ এক কড়া; তিনি উহার অধিক গণনা করিতে শিখেন নাই। সুতরাং লক্ষপতির সম্পত্তির পরিমাণ করিতে সক্ষম না হইয়া অপগণ্ড শিশুর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কুবাক্য বলিয়া ফেলেন। জ্ঞানানুশীলন পরিপক্ক হইলে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। জ্ঞানীর অভিজ্ঞতা-লাভই প্রেমানুশীলন।

শিশু জ্ঞানবাদী নিজ জ্ঞান-কাচকেই অধিক মূল্যবান জ্ঞান করত প্রেম-চিন্তামণিকেও সমজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অভিজ্ঞ ভক্তগণ জানিয়াছেন যে, ক্ষুধাবশ-যোগ্য মানবের সুখাদ্য ভোজনদ্বারাই ক্ষুন্নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই

ক্ষুন্নিবারণ-ব্যাপারে যদি অনধিকারী জ্ঞানবাদী আসিয়া বলেন যে, ক্ষুধাটা কি, কেবল তাহার আলোচনা করাই কর্ত্তব্য, আস্বাদন না করিয়া কেবল আলোচনা করিলেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তবে তাহা জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কি? যে-কাল-পর্য্যন্ত আলোচনা ভোজন-প্রবৃত্তি হইতে ন্যূন থাকে, সেইকাল পর্য্যন্তই ব্রহ্মজ্ঞান, সম্বন্ধজ্ঞান প্রভৃতি কথায় সময়-ক্ষেপ ভাল লাগে। জ্ঞানানুশীলন বা আলোচনাই যদি কেবল ধর্ম্ম হয় এবং আলোচনায়ই যদি তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্থপতিগণের উদ্দেশ্য—প্রাসাদ-প্রস্তুতকরণ এবং রাজন্যবৃন্দের উদ্দেশ্য—উহাতে অবস্থিতি। মোদকের উদ্দেশ্য—মিষ্টান্ন-রন্ধন, ক্ষুধিতের উদ্দেশ্য—উহার আস্বাদন বা ভোজন। জ্ঞানবাদী ও ভক্তের যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-সেবককে ভক্তের সহিত সমীকরণ-প্রয়াস ত্যাগ করিতেই অনুরোধ করি।

ভক্ত—বুভুক্ষু ( অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের আস্বাদক ); তিনি যে-কোন প্রকারেই হউক না কেন, তাঁহার অভীষ্টখাদ্য-সম্বন্ধে প্রয়োজন মত জ্ঞান-সংগ্রহ অবশ্যই করিয়াছেন; তিনি ভোজনকালে হরিদাস মোদক বা রামদাস মোদকের পূর্ব্ব-পুরুষ জাতিতে নরসুন্দর ছিল, বা শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় মোদকত্ব লাভ করিয়াছে, এই প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডাকে ভোজনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। ভোজনের পূর্ব্বে তিনি এই আশ্বাস পাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে মহাজনগণ ঐ খাদ্য লাভ করিয়া অভীষ্টপ্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা মায়াবাদ-বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্মবিনাশ সাধন করেন নাই। কেবল-ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান, কপিলের প্রকৃতি-জ্ঞান প্রভৃতি শিশু-প্রমোদকারী বিষময় লড্ডুক তাঁহাদের গ্রহণীয় বিষয় নহে। আত্মজ্ঞান, আত্মানুভূতি, শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধজ্ঞান প্রেমিকের আস্বাদনীয় পদার্থের চমৎকারিতা সাধন করে। অমৃতময় ও বিষময় খাদ্যের ভেদ-বিচারে তাঁহাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। কত ছানা ও কত মিষ্ট লাগিয়াছে এবং কি-প্রকারে কাহারদ্বারা কিরূপভাবে খাদ্য প্রস্তুত হইল, তাহাতেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এ কথা বলিয়া অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা অপগণ্ড জ্ঞানবাদীর পক্ষেই শোভা পায়।

( ক্রমশঃ )

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

# শ্রীবিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিধি-ব্যবস্থা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া
হুগলী, পঃ বঃ
ইং ২৬।৮।৬৩

স্নেহাস্পদেষু—

* * * *! তোমার ২৭শে শ্রাবণের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। রমানাথ প্রভু উড়িষ্যার কোরষ্ট মঠে গিয়াছিলেন। তারপরে তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। ওখানকার জমিগুলির ভাল চাষ হইয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ওখানকার চাষাবাদ তোমার উপর নির্ভর। তুমি তোমার গ্রামে থাকিয়াও মঠে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছ—ইহা বিশেষ ভাগ্যের কথা।

* * * * বাড়ীতে ঠাকুর বসান সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমরা বিশুদ্ধমতে চলিতে ইচ্ছা করিলে এই বিগ্রহ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা করা প্রয়োজন। অশুদ্ধ বৈষ্ণবের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং পুরাতন বিগ্রহের ভাল করিয়া অঙ্গরাগ করাইতে হইবে এবং অভিষেক করিয়া সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা'-শব্দ অযৌক্তিক। সুতরাং ঐ মূর্ত্তি পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এইরূপ মনে করিতে হইবে। ইহাই বিশুদ্ধ মত। এইভাবে খুব সংক্ষেপমত তোমরা ঠাকুর অভিষেক করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে।

অতি প্রাচীন বিগ্রহ হইলে তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। কেবল অভিষেক করিয়াই তাঁহার পূজার্চ্চন চলিতে পারে। **প্রাচীন বিগ্রহ বলিতে সাধারণতঃ ৩০০ বৎসর যাবৎ যাঁহার সেবাপূজা চলিতেছিল, সেইরূপ বিগ্রহকে বুঝায়।** তোমাদের ক্ষেত্র সেরূপ নহে। তবে অনেক ক্ষেত্রে লোকাচারবশতঃ এইরূপ বিশুদ্ধ মত গ্রহণ না করিয়া এবং সাধারণ লোক অন্তঃকরণে ব্যথা পাইবে মনে করিয়া গোঁজামিল দিয়া কেবলমাত্র ঠাকুরের অঙ্গরাগ করিয়া অভিষেক করত মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেওয়া হয়। তোমরা যাহা সঙ্গত বিবেচনা করিবে তাহা করিবে।

* * * * নিজগৃহে পৃথক্‌ভাবে ঠাকুর রাখিতে কোন আপত্তি নাই। তবে দক্ষিণমুখো পৃথক্ ঘর বা মন্দির করিলে ভাল হয়, নচেৎ সেবাপরাধ হইতে পারে, তবে উহার বাড়ীতে ছোট ছেলেপিলে নাই। আমার শরীর ভাল নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
**শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব**

# শ্রীশ্রীগুরুপূজার আরতি

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যালোচনায় একদিকে যেমন অর্চ্চা হইতে পরতত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বপঞ্চকের নিগূঢ় স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়া সেব্য সম্বন্ধে সেবকের অনুভূতি-বৈচিত্র্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন ; অপরপক্ষে আবার প্রাকৃতা-প্রাকৃত-জ্ঞান-ভূমিকায় অধিষ্ঠিতের বিচারবৈশিষ্ট্য প্রদর্শনমুখে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-জ্ঞানভূমিকার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন যে,—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনোধর্ম্মের রাজ্যে আর অধোক্ষজ সিদ্ধান্ত হইতে আত্ম-ধর্ম্ম আরম্ভ। অধোক্ষজ সিদ্ধান্তে ইতর-ব্যোমের অবকাশ ও নির্ব্বিশেষভাব নিরস্ত হইয়া পরব্যোমের রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে প্রচুর গবেষণামূলক বহু তথ্যের আবিষ্কার হইলেও সে সমস্তই জড় প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষানুভূতিরই দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন মাত্র। সে জ্ঞানভূমিকা চতুর্দ্দশ ভুবনেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার্য্য বা মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য সুপ্রচুর শাস্ত্রগ্রন্থে, বিভিন্ন লেখনী ও উক্তিতে যে তথ্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতিরিক্ত হইলেও অপরোক্ষানুভূতি মাত্র। এই অপরোক্ষানুভূতির গতি নির্গুণ বিরজা অথবা নির্ব্বিশেষ ক্লীব ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। সুতরাং এবম্প্রকার দান শ্রৌত দান নহে, তাহা শ্রৌতক্রব অশ্রৌত দান। ভগবন্নিহত অদৈব ব্যক্তিগণের প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ লোক পর্য্যন্ত সেই দানের গতি। নির্ব্বিশেষ-লোকের তট হইতে জীবের কখনও পতন, কখনও বা তাহাতে আত্মবিনাশরূপ ফললাভ। সুতরাং প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দান প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ সম্বন্ধবিহীন মনোধর্ম্ম বিষয়ক মাত্র।

পরদুঃখ-দুঃখী, নিখিল জীব-বান্ধব, অহৈতুক কৃপাবারিধি শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারকের নামে প্রতারক ছিলেন না। তিনি অপরের ন্যায় কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জগতের বস্তু দান করিয়া জগদ্বাসীকে বঞ্চনা করেন নাই। তিনি ভূরিদাজনরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অধোক্ষজতত্ত্বের মহিমার গীতি গান করিয়া জগদ্‌বাসীর কর্ণবেধ সংস্কার করিয়া-

ছিলেন। তিনি অধোক্ষজের অসমোর্দ্ধ নাম-রূপ-গুণ-লীলা চরিতসুধা বিতরণ করিয়া জীবের আত্মধর্ম্মে অটুট স্বাস্থ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই দান তিনি পরব্যোমের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের নিগূঢ় ভাণ্ডার হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই দানই প্রকৃত শ্রৌত দান। অধোক্ষজের সেবকগণই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিচিত্র-বিলাস-বৈভবানুভূতি ও দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমদ্ রামানুজ, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাকাচার্য্য প্রভৃতি সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণও এই অধোক্ষজ তত্ত্বের মাহাত্ম্য বিভিন্নভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনর্পিতচর-দানের দাতাশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দান উপর্য্যুক্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের দান-সীমাকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ ভক্তিবিনোদ ধারায় আগত অপ্রাকৃত দানের বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। প্রাচীন পূর্ব্বাচার্য্যগণের শিক্ষা অধোক্ষজের বা পরব্যোমের নিম্নার্দ্ধের শিক্ষা। কিন্তু পরব্যোমের উত্তরার্দ্ধের শিক্ষা অর্থাৎ কেবল বা অপ্রাকৃত রাজ্যের শিক্ষা একমাত্র উন্নতোজ্জ্বল রসের আচার্য্য ভক্তিরসামৃত-প্রদাতা শ্রীরূপানুগত্যেই লভ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দ তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত অত্যধিক সেবানিরত হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত-বিচিত্রতাময়ী ও অপ্রাকৃত রসময়ী; অপ্রাকৃত শব্দ চেতন বা অধোক্ষজ সেবাবৃত্তির প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষটী কিন্তু অচিদ্‌ভোগময় প্রাকৃত নহে—ইহা জানাইবার জন্যই অপ্রাকৃত শব্দের আবিষ্কার। অধোক্ষজ-শব্দে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ স্বমাধুর্য্যভাব প্রচুর। জড় প্রত্যক্ষের অতীত ভোগ্য জড়ময় পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত জড়ভোগাতীত নির্ব্বিশেষ, অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত চিদ্বিলাসময় অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। জড়ভোগ, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নির্ব্বিশেষ পরোক্ষ চিন্ময়বিলাসযুক্ত অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত; কিন্তু 'অধোক্ষজ' প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত নহেন। অধোক্ষজ অপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত। সেই অপ্রাকৃতে চিৎপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ ও চিন্ময় অধোক্ষজতত্ত্ব ব্যক্ত।

আকাশের গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক-দুই-তিন-চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ )

—বিচারের ন্যায় অপ্রাকৃতে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দ্দোষভাবে

বিরাজিত এবং অধোক্ষজ-তত্ত্বও তদন্তর্গত।" অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান ভূমিকা —মথুরা, কৃষ্ণেন্দ্রিয় বিলাসের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধাম—বৃন্দাবন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় বিলাসের শ্রেষ্ঠতম স্থান—শ্রীরাধাকুণ্ড। এই সকল ধামে অপ্রাকৃত কামদেব নরসদৃশ রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বিলাসী বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকারিতাপূর্ণ। এই অতুলনীয় শিক্ষা যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে আবির্ভূত হইয়া অমায়ায় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেই অমন্দোদয় দয়া নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন্।

শ্রীল প্রভুপাদ একদিকে যেমন পরতত্ত্বের—বিষয়-বিগ্রহের চমৎকারিতার প্রতি আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ ও তদ্‌বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ পরিপূর্ণতম অভিজ্ঞান প্রদানের যত্ন করিয়াছেন; অপরদিকে তিনি আশ্রয়-বিগ্রহের স্বরূপের পরিচয় প্রদানমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তন্মধ্যে আবার আশ্রয়-বিগ্রহ শিরোমণির পরিচয়ের দুর্ল্লভতা এবং আশ্রয়-বিগ্রহ শিরোমণির আশ্রিতগণের সুদুর্ল্লভতার বিষয় শ্রীল প্রভুপাদের উক্তিতে পরম বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। "এই দেবীধামের ভোগ্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়; সেই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অধিশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ও তাঁহার পরিকরগণের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ-রসের রসিক আশ্রয়তত্ত্বসমূহের সহিত বিষয়-তত্ত্বের কেহ যেন গোলমাল না করিয়া ফেলেন। ঐ তত্ত্ব আলঙ্কারিকের পরিভাষায় 'বিষয়' ও 'আশ্রয়',—দার্শনিকের ভাষায় 'শক্তিমান্' ও 'শক্তি', ভক্তের ভাষায় 'সেব্য' ও 'সেবক' বলিয়া উক্ত হন। আমরা যদি নিত্য আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর 'সুদুর্ল্লভাদপি সুদুর্ল্লভ' চরণাশ্রয়—বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় লোভনীয় ব্যাপার, তাহা শ্রীগৌর-লীলার পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত, 'অনর্পিতচর প্রেম-প্রদাতা' মহাবদান্য শ্রীগৌর-সুন্দরই এই গুহ্যতম কথা জগজ্জীবকে সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন।

আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উপাসনার কথা বলিলেও তাহাতে ততদূর সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই; কারণ তাহাতে স্বকীয়বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের উপাসনা তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্যবিচারে লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থে মধুর রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-

প্রচারিত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক লীলার পরম চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই ; এমন কি, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই।

শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে,—শ্রীমতী বার্ষভানবী রাসক্রীড়াকালে 'সাধারণী' বিচারে অন্যান্য গোপীগণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিতা হওয়ায় অভিমানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাসস্থলী পরিহারপূর্ব্বক শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সঙ্গলাভ আশায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক একমাত্র তাঁহারই অনুসন্ধান কার্য্যের দ্বারা, শ্রীমতী যে কিরূপ কৃষ্ণাকর্ষিণী, তাহাই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

বৃষভানুনন্দিনীর গূঢ় কথা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিতরূপে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতীব গোপনীয় ও গুহ্য ব্যাপার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অর্ব্বাচীন বহির্ম্মুখ পাঠকগণের নিকট ঐরূপ অস্পষ্ট-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবার্ষভানবী—জগন্মাতা ; তিনি যাবতীয় শক্তি জাতীয় বস্তুসমূহের জননী ; তিনি বিভিন্ন শক্তিপরিচয়োত্থ ধর্ম্ম ও সংজ্ঞাসমূহেরও আকর ; তিনি স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর কৃষ্ণের পরমেশ্বরী 'পরাশক্তি'। শক্তিমদ্বস্তু বলিতে যাহা বুঝায়, শক্তি বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী—বলদেবাদিরও পূজ্যা ; শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই অনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ বলদেব প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর শ্রীচরণাশ্রয়কে পরম লোভনীয় বলিয়া জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্! বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণই পরম ধন্য। সেই বার্ষভানবীর আশ্রিতজনগণের সুমহান আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই মঙ্গল হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এবম্প্রকার অতুলনীয় শিক্ষাসমূহের মধ্যে তাঁহার আশ্রয়-শিরোমণির আনুগত্যের অর্থাৎ রাধাদাস্যময়ী ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রদর্শন-দ্বারা স্বীয় রূপানুগবরত্ব ও গৌড়ীয়াচার্য্যবরত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশিত করিয়া ফেলিয়াছেন। পরম সুখদা ও পরম রসদা শুদ্ধাভক্তির সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সুসিদ্ধান্তসমূহ যাঁহার সুশিক্ষায় সম্প্রকাশিত হইয়াছে সেই রাধানিজজন শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুর পদনখপ্রান্ত আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আরতির বিষয় হউক্।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

———

# কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-অজ্ঞানতা

প্রাকৃত বিজ্ঞানের দুর্দ্দশা যে এই।
স্বীয় অধিকারাতীত জানিবে যে সেই॥
অপ্রাকৃত তত্ত্বে তার অধিকার নাই।
তথাপি নির্লজ্জভাবে জানিতে চায় সবাই॥
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া।
শেষে নিজে নিরস্ত হয় বিকৃত হইয়া॥
জড়ীয় বিচারদ্বারা কৃষ্ণ নহে গোচরীভূত।
সাধু-শাস্ত্র-গুরু বিনা সবই অজ্ঞাত॥
জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি হয় খুবই সীমিত।
ভুল হয় তাই অসীম তত্ত্বে সিদ্ধান্ত॥
কুঁয়োয় থাকিলে ব্যাঙের চিন্তা হয় এমত।
প্রশান্ত মহাসাগরও হয় কুঁয়োর মত॥
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছু নাহি জানা যায় সবই অজ্ঞাত রহে॥
বিশ্ববিজ্ঞানী নিউটন বলে কি জান ভাই?—
"জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে দু-একটা নুড়ি কুড়াই॥"
অতএব প্রাকৃত জ্ঞানে কৃষ্ণে নাহি জানা যায়।
অজ্ঞানতা দূর হয় যদি সাধুসঙ্গ পায়॥
পর্ব্বত-পরিমাণ তুষে চাল নাহি পাওয়া যায়।
ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে কৃষ্ণে নাহি জানা যায়॥
মনোধর্ম্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা সবই নিরর্থক।
ভগবৎ ভক্তের সঙ্গ হ'লে জীবন হয় সার্থক॥
চিত্ত সর্ব্বদা কলুষমুক্ত—হয় যদি নির্ম্মল।
কৃষ্ণে তবে জানা যায়, জীবন হয় উজ্জ্বল॥
চিত্ত নির্ম্মল হবে তাঁর কীর্ত্তন-প্রভাবে।
"হরে কৃষ্ণ"—মহামন্ত্র যে সর্ব্বদা জপিবে॥

—শ্রীশঙ্কর কুমার রায়,
আদাসিমলা ( মেদিনীপুর )

# বকলমে "হায়! ধন্য গুরুবাদ!"
# প্রবন্ধ-মুদ্রণের প্রতিবাদ

All Glory to Sri Sri Guru and Gouranga

TRIDANDISWAMI
*B. K. Santa Maharaj*
FOUNDER & PRESIDENT

SHRI CHAITANYA ASHRAM
23, BHUPEN ROY ROAD
Behala, Cal.—34

*Ref. No.....*

*Dated 4/3/1989*
২০শে ফাল্গুন, ১৩৯৫

স্নেহাস্পদেষু—

স্নেহের যতি মহারাজ! আমার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যাইবার কথা ছিল। স্নেহের সাধু মহারাজকে বলিয়াছিলাম এবং 'বৈষ্ণব সম্মেলনী'র জন্য ৫০১্ টাকা দিয়াও ছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার শ্রীচৈতন্যমঠে যাওয়ার বাধক হইয়াছে আপনার "এগারো দফা শ্রীচৈতন্যমঠের নিয়মাবলী" পড়িয়া। আপনি এত বাড় বাড়িয়াছেন, তাহা ধারণাতীত। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণকে মান্য করেন না, যাঁহারা পৃথক্ মঠ করিয়াছেন তাঁহাদেরও মান্য করেন না। আপনি একজন মহাজ্ঞানী, মহাশাস্ত্র-তত্ত্ববিদ্ হইয়াছেন। আপনাকে কি আমরা অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যরা গুরু বা উপদেষ্টা বলিয়া মান্য করিব, না আপনার কথা মানিয়া লইব? 'শিষ্য করিবে, গুরু বলিবে না—আচার্য্য বলিতে হইবে, তাহার ফটো পূজা করিবে না, তাহার জয় দিবে না'—ইহা আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রবণ করি নাই। আপনি শিষ্য করেন নাই ঠিক, কিন্তু Dictatorship চালাইতেছেন। ইহাতে প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ এবং প্রভুপাদের প্রশিষ্যবর্গ যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ মঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আক্রান্ত। জানিনা, আপনি কি জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। 'ধন্য গুরুবাদ' প্রবন্ধ আমাকে দুইখানি পড়াইয়া আমার মন্তব্য "গৌড়ীয়"তে আমার অজ্ঞাতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমার অসুবিধা হইয়াছে, কারণ পরে আপনি গুরুবাদের মধ্যদিয়া সমস্ত গুরুভ্রাতাদের আক্রমণই করিয়াছেন। গুরুবাদ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য যাহা গৌড়ীয়তে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আর অন্য কোথাও প্রকাশ করিবেন না।

আপনি সেইদিন মঠে আসিয়াছেন। আপনার সন্ন্যাসকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। আপনি মাদ্রাজ হইতে আপনার গুরুদেবকে যে পত্র দিয়াছিলেন, সে মন্তব্য আপনার গুরুদেব আমার নিকট করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ আপনাকে "ত্যাঁদড়" বলিয়াছিলেন। আপনি যে লাইনে চলিতেছেন, সে লাইনে চলিলে আপনাকে একদিন Reaction ভোগ করিতে হইবে, জানিবেন। আপনার গুরুদেব প্রকটকালে আমাকে আচার্য্য করিতে চাহিয়াছিলেন। আপনারাও একদিন আমাকে President করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক মনে করেন না। 'বৈষ্ণব সম্মেলনী'তে আমার নাম দিলেন, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করিলেন না। এমনকি, পরিক্রমার একখানা কাগজও আমাদের মঠে আসে নাই। যাক্, পরিক্রমায় আমি শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজের মঠে উঠিব। আপনাদের পরিক্রমায়ও যাইব না এবং সভাতেও যাইব না। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটের পর বাসুদেব প্রভুর আমলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও আমরা আলাদা হইয়া গিয়াছিলাম। যাক্, অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

---

# শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠার পর ]

নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যজীবন আলোচনা করলে দেখা যায়—তিনি রাঢ় দেশের একচক্রাগ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের ( ওঝা ) পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। পদ্মাবতী তাঁর মা। প্রায় ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতে ছিলেন। শৈশবে কৃষ্ণলীলায় তুইভাই সখাগণকে নিয়ে যে-সব অনুষ্ঠান করেছিলেন, গৌর-লীলায়ও সেইগুলো Part play করতেন। বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন, হাড়াই ওঝাকে বললেন,—আমি তীর্থ পর্য্যটনে যাচ্ছি। তোমার ছেলেটাকে দাও আমার সঙ্গে থাকবে। চেয়ে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সমগ্র তীর্থ পর্য্যটন করলেন। তারপর মিলিত হয়েছেন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীপাদের সঙ্গে। তীর্থ ঘুরে এসে হাজির হয়েছেন নবদ্বীপ-মায়াপুরে।

তার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। বয়সে বড় নিত্যানন্দ প্রভু। এসে হাজির হয়েছিলেন কোথায়?—নন্দনাচার্য্যের গৃহে, পরে নিমাই এসেছেন দেখা করতে। দুজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এমন হচ্ছে এ যেন বহুকালের আলাপ, বহুপ্রাচীন, বহুজানাশুনা। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কোথা থেকে আসছ?' তখন বললেন,—এইসব ঘুরে ঘুরে আসছি। এখন নিত্যানন্দ প্রভুকে ত' সবাই চিনতে পারছেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের একটা শ্লোক যেই উচ্চারণ করেছেন তখন সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন সেখানে। কিছুক্ষণ পরে যখন মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছে তখন আবার একটা শ্লোক বললেন। আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর বুঝলেন ইনি যে সে ব্যক্তি নন। এইভাবে নিত্যানন্দ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছেন। প্রায়ই মাঝে মাঝে তিনি বলেন,—বিশ্বম্ভর আমার প্রভু, নিমাই আমার প্রভু—জগতের কল্যাণ বিধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন নদীয়ায়। নিমাই ও নিতাই এক মায়ের গর্ভজাত সন্তান নয়। তথাপিও শচীমায়ের কাছে স্নেহ-বাৎসল্যে দুইভাই সমানভাবে ছিলেন। তাই পদকর্ত্তা গাহিলেন,—

হা গৌর-নিতাই, তোরা দু'টী ভাই,
পতিত জনার বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥

ভাই কি করে হচ্ছেন? এ পূর্ব্বলীলার ভাই। সেই ভাই আবার দুজনে দুজায়গায় অবতীর্ণ হয়ে এখানে মিলিত হয়েছেন। সে কথাটা বুঝাচ্ছেন এখানে। নিত্যানন্দ প্রভু এখানে এসে খুব আব্দার করছেন শচীমায়ের কাছে। এমন আব্দার করছেন শচীমায়ের কাছে যেন বাচ্চা শিশুর মত। আপনারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়ছেন সব, তার ভিতরে লেখা আছে।

একদিন নিত্যানন্দ প্রভু মার কাছে খাবার চেয়েছেন। অমনি ছয়টা লাড্ডু দিয়েছেন। দুটো খেয়েছেন আর চারটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তখন শচীমা অবাক হয়ে গেলেন: আমি খেতে দিলাম আর কিনা ছুঁড়ে ফেলে দিল! কিছুক্ষণ পরে আবার বলছেন—আমার খাবার দাও। তখন শচীমা ভিতরে আনতে গিয়ে দেখেন সেই চারটে লাড্ডু তোলা আছে। কি ব্যাপার! আবার যখন ঐটা নিয়ে এসে নিত্যানন্দ প্রভুকে দিতে যাবেন, তখন দেখেন চারটে লাড্ডু মাটীতে পড়ে আছে। ঐটাই উনি তুলে খেতে যাচ্ছেন। তখন মা বলছেন,—এ ত' বেশ ভেলকী, ভোজবাজী দেখাচ্ছে।

বুঝতে পারলেন নিত্যানন্দ প্রভুকে। এইরকম বিভিন্ন হাবভাব, বিভিন্ন বিষয়ে এদের দুজনের পূর্ব্বে কি সম্পর্ক ছিল, সেটা বুঝতে পারলেন শচীমা। পরে দেখা যাচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ( নিমাইয়ের ) প্রচারের সহায়ক। সকলেই জানত নিমাই বাগাড়ম্বর করে, বাক্য বাগিষতা করে, যত সব ন্যায়ের পণ্ডিত আছে তাদের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে ঠকায়। নবদ্বীপের নব্য ন্যায়ের পণ্ডিত সমাজ তাঁর বিশেষণ দিয়েছিলেন 'বাদিরাজ'। ওর সঙ্গে তোমরা কেউ পেরে উঠবে না, ওর সঙ্গে কেউ তর্ক করতে যেও না।

কিন্তু সেই লোক যখন গয়া থেকে ফিরে এসেছেন, তখন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। গয়ায় যাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের ভাবটা প্রচার করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন তাঁর সহায়ক। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে সে সময় মিলন হয়েছিল এখানে। আমরা জানি হরিদাস ঠাকুর যবন কুলেতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্রহ্ম-হরিদাস। ব্রহ্মা কৃষ্ণলীলায় গোবৎস্য ও গোপবালকগণকে চুরি করে ভগবানের লীলায় ব্যাঘাত করেছিলেন। পরে কৃষ্ণ তাঁর প্রার্থনানুসারে সর্ব্বক্ষণ নামগ্রহণেরই বর প্রদান করেছিলেন। অপরাধক্ষালনের জন্য তিনি গৌরলীলায় ব্রহ্ম-হরিদাসরূপে যবন কুলেতে এসেছেন। তাঁর মধ্যে ব্রহ্মার সেই ভাব এবং প্রহ্লাদের ভাব আংশিক প্রবেশ করেছে। তিনি এসেছেন নামাচার্য্য হরিদাস হয়ে। ভগবান্ তাঁর ভক্তকে যে কোন কুলেতে অবতীর্ণ করে দেখাচ্ছেন,—

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

সেই জিনিসটা শিখাচ্ছেন। সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু, নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর, মুকুন্দাদি সব আছেন। মহাপ্রভু বললেন, নাম প্রচার কর তোমরা এই নবদ্বীপ ধামে। তাঁদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে—

শোন শোন নিত্যানন্দ, শোন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর কিছু না বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥

তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
তবে আমি চক্র হস্তে সবারে কাটিব॥

ওরা ত' সবাই হরিবোল, হরিবোল বলে যাচ্ছেন নদীয়ার অলিতে-গলিতে রাস্তাঘাটে সর্ব্বত্র। এইরকম করতে করতে একদিন দুই মাতালের পাল্লায় পড়েছেন। কে রে তোরা? মড়া-নেওয়া-নাম করিস্। মাধাই প্রথমে মারতে গিয়েছিল, জগাই তাকে নিবারণ করল। তারা ত' ভীষণ মাতাল। কলসীর কাণা ছিল, সেই কলসীর কাণা ছুঁড়ে মেরেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর কপাল কেটে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ছে। খবরটা চলে গেছে মহাপ্রভুর কাছে। মহাপ্রভু তখন ছুটে এসেছেন। আমার দ্বিতীয় অঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভু। তাঁর উপর এরকম আঘাত করল। আমি একে রক্ষা করব না। "চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।" ভুলে গেছেন তাঁর লীলাটা। তিনি ক্রোধ প্রকাশ করে চক্রকে আহ্বান করছেন। চক্র এসে হাজির হয়েছেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু বললেন,—প্রভু! তোমার এ লীলায় ত' এইরূপ কঠোর শাসন নয়।—

রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে,
অসুরেও করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিবে, প্রাণে কারে না মারিবে,
চিত্তশুদ্ধি করিবে সবার॥

তুমি এসব কি করছ! চক্র আহ্বান করছ কেন? না, এসব হবে না। এ দুটী প্রাণ ভিক্ষা দিতে হবে আমাকে। নিত্যানন্দ প্রভু যখন কৃপা করেছেন তখন মহাপ্রভু বললেন আমার কিছু বলবার নাই। প্রথমে একজনকে কৃপা করলেন, দয়া করলেন। তখন আর একজন বলল—দুজনে একইসঙ্গে অন্যায় করলাম, আর ও উদ্ধার পেয়ে গেল। এই বলে নিত্যানন্দ প্রভুর ও মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে গেছে। এইভাবে জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর করুণায় উদ্ধার পেয়ে গেল।

পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হইল পতিতপাবন।

যাদের নাম ছিল দুর্ম্মতি, তারা হল পতিতপাবন। এই পৃথিবীতে কি একজোড়া জগাই-মাধাই ছিল বা আছে আজও। সহস্র সহস্র জোড়া জগাই-মাধাই আজও আছে, তখনও ছিল। কোন বিশেষ একজোড়া জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করে গৌরসুন্দর জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে,—মানুষের চিত্তবৃত্তির এইভাবে পরিবর্ত্তন হতে পারে—ভক্তসঙ্গে, সদ্‌গুরুসঙ্গে।

নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনী আলোচনা করতে গেলে পাশাপাশি বহু কিছু রয়েছে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে কাটোয়ায় যাচ্ছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভাবাবেশে তিনি বৃন্দাবন যাবেন বলছেন। বহুদূর চলে গেছেন গঙ্গার তীরে তীরে। যেতে যেতে বীরভূমের পানুড়িয়া গ্রামে উপস্থিত। ঐ জায়গাটাতে গিয়ে মহাপ্রভু কাহারও মুখে হরিনাম শুনতে পাচ্ছেন না। পাষণ্ড দেশ নাকি এটা! পরে পাষণ্ড গ্রাম নাম হয়েছিল। তার থেকে সংক্ষেপে পানুড়িয়া নাম হল। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে ওখানে বসিয়েছিলেন। সে স্থানটা এখনও বাঁধান আছে—নিম ও তমাল গাছের যুগ্ম জায়গাটা। বললেন আমি বৃন্দাবনে এসেছি। বললেন হ্যাঁ, বৃন্দাবনে এসেছ। নিত্যানন্দ প্রভু কৌশল করে আবার উল্টোদিকে ঘুরলেন। গঙ্গা তীরে তীরে এসে হাজির হয়েছিলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাড়ীতে। পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী অদ্বৈতপ্রভু এসে হাজির হয়েছিলেন গঙ্গাতীরে। তখন অদ্বৈতপ্রভুকে দেখে মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করছেন—কোথায় আমাকে নিয়ে এলে? অদ্বৈতপ্রভু বললেন,—প্রভু! এখানেই ত' আমার ভজন কুটীর। খবর দিয়েছেন শচীমাকে, তিনিও এসেছেন। এসে দেখছেন নিমাইয়ের আর সে কেশ নাই, সন্ন্যাসী বেশ, সন্ন্যাসী ভাব। এই দেখে তিনি কান্নাকাটি করছেন আর বলছেন,—তোর বড়দা বিশ্বরূপ কাঁদিয়ে গেল। সে লেখাপড়া করছিল অদ্বৈতাচার্য্যের টোলেতে। লেখাপড়া শিখে শেষে সে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। ভাবলাম যাক্, ছোট ছেলেটা ত' ঘরে আছে। তা তুই আবার চলে যাবি। মহাপ্রভু সান্ত্বনা দিয়েছেন মাকে। মা বললেন,—তুই কাছে কাছে থাক্। তখন মহাপ্রভু বললেন,—দেখ, সন্ন্যাসীর ত' জন্মস্থানে থাকতে নাই, জন্মস্থান থেকে দূরে থাকতে হয়। সন্ন্যাসী জন্মস্থানে ১২ বৎসরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। আমি কি করে থাকব মা, শাস্ত্রের ত' একটা বিধি-নিষেধ আছে। সেটা ত' আমাকে মানতে হবে। তখন মহাপ্রভু বললেন,—আচ্ছা, তোমার কথামত আমি তাহলে কাছাকাছি পুরীতে থাকব। মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। অনুমোদন করলেন মা। আমরা এই যে কলিকাতায় বসে আছি এই পথ দিয়ে তিনি গেছেন। এখন যে মথুরাপুর, কাশীনগর, চক্রতীর্থ ঐদিক দিয়ে গেছেন। এখানে চৈতন্য পাদপীঠ রয়েছে। পিছলদা, বৃদ্ধ মন্ত্রেশ্বর হয়ে তিনি হাজির হলেন বালেশ্বরের রেমুণাতে। রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গে আছেন। নিত্যানন্দ প্রভু ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মহিমা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন মহাপ্রভুর নিকট।—

গোপালের সেবক ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী। তাঁকে স্বপ্নাদেশ করলেন। তিনি বহু জঙ্গল কেটে গোপালকে মাটী থেকে তুললেন। তারপর গিরিরাজের উপরে স্থাপন করে তাঁর সেবা প্রকাশ করলেন। গোপাল বলছেন,—হে মাধবপুরী! বহুদিন শীত, গ্রীষ্ম, দাবাগ্নিতে বহু কষ্ট পাই। আমার গায়ের জ্বালা মিটছে না। কি করতে হবে ঠাকুর? মলয়জ চন্দন আর কর্পূর এনে আমার গায়ে মাখাও, তবে আমার অঙ্গ শীতল হবে। ভক্তকে পরীক্ষা করছেন, দেখি ও আমার জন্য কেমন কষ্ট স্বীকার করে। 'কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে'—শিক্ষা দিচ্ছেন। সেই সময় ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত দেশ। পায়ে হাঁটা কত কষ্ট, কত ভয়। সেইসব তুচ্ছ করে তিনি চলেছেন। এইখানে (রেমুণায়) এসে শুনলেন যে, গোপালের ১২ খানা ক্ষীর ভোগ লাগে। তখন মনে মনে ভাবছেন, যদি ঐ ক্ষীরের আস্বাদ একটু পেতাম, তাহলে আমার গোপালকেও ঐ ধরণের ক্ষীর তৈরী করে ভোগ দিতাম। তখন গোপাল কি করছেন?—তিনি ১ খানা ক্ষীর আঁচলের তলে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এদিকে পূজারী ত' শয়ন দিয়ে সমস্ত মন্দির-দরজা বন্ধ করে বাড়ী চলে গেছেন। তারপর আবার আদেশ—ওগো আমি ঘুমাতে পারিনি। আমি মাধবপুরীর জন্য একখানা ক্ষীর রেখেছি। তোমরা ত' কিছু বুঝলে না। তুমি এস। আবার পূজারী এসে মন্দিরের দরজা খোলেন। তখন ঠাকুর দেখাচ্ছেন, ঐ দেখ ক্ষীর আছে। মাধবপুরীকে দাও। সেই ক্ষীর হাতে নিয়ে পূজারী ঘুরতে লাগলেন ওখানকার হাটে এবং মনে মনে বলতে লাগলেন,—

ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী'।
তোমা' লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥

কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথ যেমন নির্দ্দেশ করেছিলেন ঠিক সেইভাবে মাধবপুরীকে পেয়ে গেলেন। এই নাও, গোপাল তোমার জন্য ক্ষীর চুরি করে রেখেছেন। বা! বা! তুমি কেমন সৌভাগ্যবান্! তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করে আবার পূজারী ঘরে ফিরে গেলেন। এদিকে মাধবপুরী দেখছেন যে ঠাকুর আমাকে এত কৃপা করে দিচ্ছেন। সর্ব্বনাশ! এখানে আর থাকা চলবে না। ভোর হতে না হতে সে স্থান ছেড়ে চললেন। তিনি আস্তে আস্তে জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে রাজাকে বললেন,—আমার গোপাল স্বপ্নাদেশ করেছেন পুরী থেকে মলয়জ চন্দন আর কর্পূর নিয়ে আমার গায়ে মাখাও। তা দয়া করে আপনি ব্যবস্থা করে দেন। রাজা মনখানেক চন্দন আর কর্পূর দিয়ে পাঠালেন। ফিরবার সময় আবার ঐখানে এসে

পৌঁছেছেন। গোপাল দেখছেন ভক্তের কত কষ্ট, আমার কথা রাখল। তখন গোপাল বলল—দেখ ওগুলো আর আনতে হবে না। তুমি এই গ্রীষ্মকালে গোপীনাথের অঙ্গে ঘসে ঘসে লাগাবার চেষ্টা কর। তাহলে আমার অঙ্গ শীতল হবে। ভক্তের যে ধৈর্য্যের পরীক্ষা, কষ্টের পরীক্ষা, সেটা ওখানে শেষ হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিকট এইসব প্রসঙ্গগুলো বর্ণনা করছেন, আর মহাপ্রভু শুনে খুব আনন্দিত হচ্ছেন। ভক্তগণকে সব শোনাচ্ছেন। এ শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে? ভগবান্ ভক্তকে কত ভালবাসে। তাঁর প্রাণ আছে, অন্তর আছে। সেজন্য ভক্তকে খাওয়াবার জন্য ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছেন। রেমুণার দর্শন শেষ করে আবার চলেছেন।

ওখান থেকে এলেন যাজপুরে। সেখানে বরাহদেব দর্শন করে কটকের ভার্গীনদী পার হওয়ার সময় মহাপ্রভুর দণ্ড নিত্যানন্দ প্রভুর হাতে ছিল। তিনি ইচ্ছা করে দণ্ডটা ভেঙ্গে ফেললেন। আর মহাপ্রভু যখন জিজ্ঞাসা করছেন আমার দণ্ড কোথায়, তখন নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন,—আমায় মার, কাট, যা সাজা দিতে হয় দাও, দণ্ডটা আমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। আমি কি করব। অন্যায় করে ফেলেছি। মহাপ্রভু বললেন,—আমি ত' সন্ন্যাসী, দণ্ড-কমণ্ডলু আমার একমাত্র সম্বল। সে দণ্ডটা তোমাকে রক্ষা করতে দিলাম, আর তুমি ভেঙ্গে ফেললে। ভাঙ্গলেন কেন?—একজন প্রশ্ন করেছিলেন,—মহাপ্রভুর যে দণ্ড ছিল সে ত' একদণ্ড। তিনি একদণ্ডী সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীরা ত' ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন—কায়-মন-বাক্য ও জীবদণ্ড। কিন্তু এখানে একদণ্ড কেন? সেখানে উত্তর ছিল—তিনি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেছেন। যাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একদণ্ডী সন্ন্যাসী হলেও তাঁকে কৃপা করার জন্য মহাপ্রভু তাঁকে সন্ন্যাস-গুরুরূপে মেনে নিয়েছেন এবং সন্ন্যাসের যে নামটা সেটা তিনি নিজেই Suggest করে তাঁর কাণে বলেছেন। অর্থাৎ উল্টো করে তিনি নিজেই তাঁকে দীক্ষিত করেছেন সন্ন্যাস মন্ত্রেতে। আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামটা তাঁর কাণে কাণে বললে তিনি উহা অনুমোদন করলেন। তিনি যে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী সেটা নিত্যানন্দ প্রভু প্রকাশ করেছেন ভার্গীনদীর তীরে দণ্ডখানা তিন খণ্ড করে ভেঙ্গে। কেন না, ঐ এক দণ্ডের মধ্যে যে ত্রিদণ্ড অনুস্যূত আছে সেটা জানাবার জন্য। আর এক বিচারে দণ্ড ভাঙ্গলেন কেন, সেটা নিত্যানন্দ প্রভু নিজেই বলেছেন,—

ওহে দণ্ড আমি যারে বহয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ ত' যুক্ত নহে॥
এত বলি' বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ভাঙ্গিলেন দণ্ড, করি' তিন খণ্ড॥

( ক্রমশঃ )

---

# পরমার্থে শ্রেষ্ঠ কে ?

পুরাকালে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানরত মুনিগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ভিতর কে শ্রেষ্ঠ—তদ্বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। তাই তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে যথার্থ তত্ত্ব অবগতির জন্য পাঠাইলেন।

অতঃপর ভৃগুঋষিও ব্রহ্মার প্রভাব পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। ব্রহ্মা তখন সভাসদ্‌বেষ্টিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল ও সুরম্য সভায় আপন পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ভৃগু ব্রহ্মার প্রভাব পরীক্ষার জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম বা কোনরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ না করায় তিনি আপনতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভৃগুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মা আপনার ক্রোধকে স্বয়ং সম্বরণ করিলেন। ভৃগু ব্রহ্মার ক্রোধবহ্নির কারণ বুঝিতে পারিলেন। এখানে রাজস অহঙ্কার পরাভূত হইল।

ভৃগু ভাবিলেন,—'যিনি বিশুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট তাঁহাতে প্রাকৃত ক্রোধ থাকিতে পারে না।' ব্রহ্মার ক্রোধে স্তব্ধ না হইয়া তিনি মহেশ্বরের দর্শনাশায় কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেবী সন্নিধানে মহাদেবকে পরম শান্ত-সৌম্যমূর্ত্তিতে বিরাজমান্ দেখিলেন। শঙ্কর আপনভ্রাতা ভৃগুকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভৃগু তাঁহার প্রীতিকর অনুষ্ঠান করিলেন না, পরন্তু 'তুমি অতিশয় উন্মার্গগামী'—এই কথা বলিয়া শঙ্করকে অবজ্ঞা করিলেন। তদীয় আলিঙ্গন গ্রহণে সম্মত হইলেন না। মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করত ত্রিশূলহস্তে ভৃগু ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহা অনর্থ দেখিয়া পার্ব্বতী তাঁহাকে অনেক স্তব-স্তুতিদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার পদযুগলে পতিতা হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। এক্ষেত্রে তামস অহঙ্কার পরাভূত হইল।

মনে মনে ওদিকে শঙ্করের নিকট হইতে রক্ষা পাইয়া ভৃগু ধূর্জ্জটীর মহা-প্রলয়কারী ক্রোধের কথা ভাবিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আবাসস্থান বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। অপ্রাকৃত সেই চিন্ময়ধামে ভগবান্ শ্রীহরি তখন জগদীশ্বরীর ক্রোড়দেশে শয়ান ছিলেন।

ভৃগু তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়দেশে শয়ান ভগবান্ শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। ভৃগু-পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া সাধুজন-শরণ ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত হইলেন। অতঃপর শয্যা হইতে অবতীর্ণ হইয়া অবনত মস্তকে মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—"হে মুনিবর! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? হে ব্রহ্মন্! এই আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করুন। হে প্রভো! আমরা আপনার আগমন জানিতে না পারায় যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহকেও বিশুদ্ধ করে, আপনি তাদৃশ পাদোদকদ্বারা আমাকে ও এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করুন। হে ভগবন্! অদ্য আমি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় হইলাম। আপনার পাদস্পর্শে সর্ব্বপাপ নষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী অতঃপর আমার বক্ষঃস্থলে নিশ্চলা হইয়া বসিবেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিলে তদীয় গম্ভীর বচনে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়া ভৃগু অশ্রুপূর্ণনয়নে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ আপন কর্ম্মের জন্য ঋষিবরের দুঃখ অপনোদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য বলিলেন। কিন্তু ভৃগু কিছুতেই সান্ত্বনা না পাইয়া শ্রীহরির পদতলে পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীভগবান্ গম্ভীরস্বরে ও সস্নেহে ভৃগুকে বলিতে লাগিলেন,—হে বৎস! তুমি বিশেষভাবে জানিবে, আমার ইচ্ছা বিনা কিছুই হয় না। তুমি আমারই প্রেরণামূলে আমার বক্ষে পদাঘাত করিতে পারিয়াছ। ঋষিগণ যে সত্য নিরূপণের নিমিত্ত তোমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি সেই ইপ্সিত সত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। এই কারণে আমার বক্ষে তোমার পদচিহ্ন নিত্যকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। তুমি দুঃখ করিও না। অনন্তর ভৃগু শান্ত হইলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু কৃপালুতার পরম-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনাকাঙ্ক্ষায় বলিলেন,—তবে তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে মুনে! তুমি তোমার আপন কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া যে কর্ম্মের জন্য দুঃখ করিতেছ, উহা আমার ইচ্ছায় আমার

নিমিত্ত হইয়াছে। এই প্রকার আর একটী কর্ম্ম করিয়া তুমি আমার লীলাপুষ্টিতে সাহায্য করিলে আমি অত্যন্ত প্রীত হইব। তুমি দ্বাপর যুগে জরাব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে অসুরনিধনাদি লীলা, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রজবাসিগণের পরিপালনান্তে আমার লীলাবসানকালে তুমি আমাকে বাণবিদ্ধ করিবে। তাহা হইলে তোমার আর কোন অপরাধ থাকিবে না।

অতঃপর ভৃগুঋষি ( প্রথমে জরাব্যাধ ) শবররাজ বিশ্বাবসুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নীলমাধবের সেবা-পূজা লাভ করেন। অনন্তর শ্রীভগবান্ শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ ( বলদেব-সুভদ্রা ) রূপে সেবা গ্রহণ করিতেছেন। অতঃপর ভৃগু সেই ব্রহ্মবাদী মুনিগণের নিকট নিজের অনুভূত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। মুনিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও সংশয়শূন্য হইলেন এবং যাঁহা হইতে শান্তি, অভয়, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য ও নিখিল পাপ-বিনাশন যশঃ উৎপন্ন হয়, যিনি রাগদ্বেষাদি শূন্য সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শান্তচিত্ত, মুনিধর্ম্মযুক্ত অকিঞ্চন সাধুগণের পরমগতিরূপে শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহাশ্রিত, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রিয়ত্বহেতু ইষ্টদেবতুল্য আদরণীয় এবং নিষ্কাম, শান্তবুদ্ধি বিবেকিগণ যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকেই দেবত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে নির্ণয় করিলেন।

যদিও সেই ভগবানেরই ত্রিগুণযুক্তা মায়াকর্ত্তৃক রাক্ষস, অসুর, সুর—এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি রচিত হইয়াছে, তথাপি তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই পুরুষার্থ-সাধক হইয়া থাকে।

সরস্বতী-তীরবাসী মুনিগণ মানবগণের সংশয়-নিরাসের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবাদ্বারা মুক্তিলাভ করেন। শ্রীহরির উদারকীর্ত্তিযুক্ত এই সংসার-ভয়নাশন চরিত যে সংসার-পথিক মানব কর্ণরূপ পাত্রদ্বারা সর্ব্বদা পান করেন, তিনি সংসারমার্গে ভ্রমণজনিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্তির্ব্রাহ্মণাস্তিষ্টদেবতাঃ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তাংযং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ॥

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

# হরিভজনোদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ কি উচ্ছৃঙ্খলতা ?

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৯ পৃষ্ঠার পর ]

শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

'জীবন-সমাপ্তি-কালে করিব ভজন, এবে করি গৃহসুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞ-জন, এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ, জীবনের ঠিক নাই॥

*  *  *

এমন দুরাশা-বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে, না হইবে দীনবন্ধু-চরণ সেবন॥'

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—'কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।' শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—'নলিনী দলগত জলমতি তরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্॥' সুতরাং বৃদ্ধবয়সে হরিভজন করিব, এখন বিষয়সুখ ভোগ করিয়া লই—এই অতীব তুচ্ছ ধারণা করা নিতান্ত মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয়।

অনেকে সংসারে থাকিয়া হরিভজন করা যাইতে পারে, এই যুক্তিতে গৃহত্যাগের পক্ষপাতী নহেন। অবশ্য ইহা সত্য কথা যে গৃহে থাকিয়াও হরিভজন করা যায়। কিন্তু গৃহে ভজনানুকূল পরিবেশ না থাকিলে ভজনে বিশেষ বাধা উপস্থিত হয়। আবার সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভজনোন্নতির কোন আশা নাই। বর্ত্তমানে সংসারে বা গৃহে অধিকাংশই অসাধু, ভজন-বিমুখ; ফলে সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ। তাহারা ভজনে উৎসাহ প্রদান করা ত' দূরের কথা, বাধাপ্রদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এমতাবস্থায় ভজনপিপাসু বা ভজনাকাঙ্ক্ষীর গৃহত্যাগ ব্যতীত অন্য উপায় কি ?

উপনিষদ্ আলোচনায় আমরা জানিতে পারি,—পিতা পুত্রকে হরিভজন করিতে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ হওয়ায় তিরস্কার করিতেছেন এবং তদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত গৃহত্যাগ করিয়া গুরুর আশ্রমে থাকিবার নির্দ্দেশ দিতেছেন। আর বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর জড়বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে পুত্র যদি অসহনীয় গর্হিত আচরণ করিয়াও কেবলমাত্র সংসারে থাকে, তাহা হইলে পিতামাতা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন! পুত্রের কল্যাণবিষয়ে তাঁহারা জন্মান্ধ ( পুত্রস্নেহে অন্ধ ) ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায়।

প্রকৃত পিতার কর্ত্তব্য কুমার বয়সেই সন্তানের উর্ব্বর মস্তিকে হরিভজনের

বীজ বপন করা। তরুণ-চিত্তে ভজনানুরাগ সঞ্চারিত না হইলে বৃদ্ধবয়সে অন্তর্ম্মুখি হইয়া তত্ত্বসিদ্ধান্ত-সাগরে ডুব দিয়া মাটী না পাওয়ার ন্যায় অবস্থা দাঁড়াইবে। কথায় বলে,—"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাঁস ট্যাঁস।" অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায়—পঞ্চরোগগ্রস্ত অবস্থায় সাধন-ভজন কোনক্রমেই সম্ভব নহে—ইহাই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব ও সৎশাস্ত্রের অভিমত। যখন দেখা যায় 'সত্যকাম' শৈশবেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য মাতা জাবালার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া একাকী গুরু গৌতমঋষির আশ্রমে চলিয়াছেন, অথবা 'উদ্দালক' ঋষিপুত্র শ্বেতকেতুকে ডাকিয়া তিরস্কার করিতেছেন, তখন বুঝিতে পারা যায় সেই যুগে আকুমার ব্রহ্মবিদ্যার কি অপূর্ব্ব অনুশীলন হইত এবং পিতামাতা ব্যাকুলতার সহিত সন্তানকে তদুদ্দেশ্যে প্রেরণা দান করিতেন। আর আজকাল কোন সুকৃতিফলে যদি পুত্রের একটু ভগবদ্ভজনে রতিমতি জন্মে, তাহলে পিতামাতা প্রমাদ গণিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া হা-হুতাশ করিতে থাকেন!

অতএব সর্ব্বপ্রকার বিবেচনায় দেখা যাইতেছে যে,—হরিভজন বা তদুদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ আদৌ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, পরন্তু ইহাই মানব-জীবনের প্রকৃত কল্যাণজনক। পিতামাতার সন্তোষবিধান যদি পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা একমাত্র হরিভজনে সম্যক্ সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ।" অর্থাৎ ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেই কীট-পতঙ্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ, দেবতা প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট হন। পিতামাতাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না। সুতরাং হরিভজনাকাঙ্ক্ষীর যেমন ভয়ের বা দুঃখের কোন কারণ নাই, তদ্রূপ তাঁহার জনক-জননীরও কোনপ্রকার দুঃখিত হইবার কারণ নাই।

পরিশেষে সমালোচক প্রশ্নকর্ত্তাগণের নিকট আমার নিবেদন,—তাঁহারা যদি একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দেখিবেন গৃহত্যাগী সন্তানের তুলনায় সংসারধর্ম্ম পালনে (?) রত সন্তানের সংখ্যা অনেক বেশী। তথাপিও তাহাদের পিতামাতারা ক্ষুধার তাড়নায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তাঁহারা লাঞ্ছিত, গঞ্জিত, অবহেলিত অবস্থায় পুত্র-পুত্রবধূর চক্ষুঃশূল হইয়া মৃতবৎ জীবন-যাপন করিতেছেন। এহেন দৃশ্য কি তাঁহাদের চর্ম্মচক্ষে দর্শন সৌভাগ্য লাভ হয় না! তখন যেন তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। কারণ অনুরূপ ব্যবহার নিজেরাও ত' পিতামাতার প্রতি করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

দেখিয়া না দেখে যৈছে অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

অতএব তাঁহাদের নিকট আমার একান্ত নম্র নিবেদন,—শুধু গৃহত্যাগীর কি পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য করণীয়, আর গৃহীসন্তান কি উক্ত কর্ত্তব্য থেকে অব্যাহতি পাইবেন? তাঁহারা যেন সর্ব্বদা শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত সুবিচার-পূর্ব্বক এ ধরণের মন্তব্য করেন।—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে, ভজহ হিয়ায়॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

---

# শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ প্রতি বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছিলেন। সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণের পরিচালনায় সপ্তাহব্যাপী এই বিরাট্ মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবে বাংলার প্রায় সকল জেলার, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় পঞ্চসহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। আসাম প্রদেশে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্য আসাম, মেঘালয়, মণিপুর প্রভৃতি স্থানের যাত্রিগণ অধিক সংখ্যায় পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বপ্রচারিত পরিক্রমাপঞ্জী অনুযায়ী গত ২রা চৈত্র ( ১৬।৩।৮৯ ) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অধিবাস-বাসরে শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। পরদিবস অর্থাৎ ৩রা চৈত্র ( ১৭।৩।৮৯ ) শুক্রবার গঙ্গাপার হইয়া প্রথমেই কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসহযোগেই নববিধা ভক্ত্যঙ্গসমূহের অন্যান্য অঙ্গসমূহ যাজন করাই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের শিক্ষা। সর্ব্বোপরি এই শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রবর্ত্তনকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মধূলি শিরে ধারণপূর্ব্বক পরিক্রমায় যাত্রা করিলে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে—এইরূপ বিচারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কৃপাপ্রার্থনাপূর্ব্বক পরিক্রমা আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ আত্মনিবেদন অবস্থাটী সর্ব্বশেষেই উদিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষায় নবধাভক্তির চরমেই তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তজ্জন্য আমরা আত্মনিবেদন ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর সর্ব্বশেষেই পরিক্রমা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবগণ যেরূপ স্বীয় পদধূলি দান করিতে সর্ব্বতোভাবে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেও ঐকান্তিক ভক্ত সেই বাধা ও নিষেধকে লঙ্ঘন করিয়াই তদীয় পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিজ-কৃত পরিক্রমা-বিধিকে আপাতদর্শনে যেন লঙ্ঘন করিয়াই শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণান্তিকে শ্রীধাম-পরিক্রমা-কালে প্রথম দিবসেই গোষ্ঠীসহ সমাগত হইতেন। ভক্তিকার্য্যটী কোন বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপদ্বারা অনুধাবন করা যায় না। পরন্তু ইহার অন্তর্নিহিত ভাবই গ্রহণ করা আবশ্যক। সেবার উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিয়মাগ্রহ করিলে ভক্তির ব্যাঘাতই হইয়া থাকে—ইহাই শ্রীরূপ-শিক্ষা।

যাহা হউক, আমরা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিক্রমামুখে প্রথমে কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপের সুরভিকুঞ্জ, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি ও ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ দর্শনান্তে সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র ও নৃসিংহপল্লীতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে উপনীত হই। শ্রীনৃসিংহদেবই ভজনরাজ্যের সকলপ্রকার বাধা-বিঘ্ন হইতে ভক্ত-বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করেন; অতএব পরিক্রমাকালে হরিভক্তি-বিরোধী সকল বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে তাঁহার আশীর্ব্বাদই ভক্তগণের একমাত্র জীবাতু। এই কারণে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতি বৎসর শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের পারমার্থিক মাসিক বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র নববর্ষের ১ম সংখ্যা, শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা ও অন্যান্য নব-প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাদি অঞ্জলি প্রদান করেন। অনন্তর

শ্রীমধ্যদ্বীপের হংসবাহন দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় যাত্রিগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৪ঠা চৈত্র ( ১৮।৩।৮৯ ) শনিবার হইতে ৭ই চৈত্র ( ২১।৩।৮৯ ) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে ঋতুদ্বীপে রাধাকুণ্ডাভিন্নস্থান ; কোলদ্বীপের অন্তর্গত সমুদ্রসেন রাজার অধুনালুপ্ত বাসস্থলী সমুদ্রগড় ও চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধর দর্শন ; জহ্নু দ্বীপের বিদ্যানগরে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান ও ব্যাসগাদি, শ্রীজহ্নু-মুনির স্থান দর্শন ; মোদদ্রুমদ্বীপে পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ; রুদ্রদ্বীপে প্রৌঢ়া মায়া ( পোড়া মা ) ও শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির ; অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক পরিক্রমা সমাপ্ত করা হয়।

পরিক্রমাকালে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডি-পাদগণ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য', 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাব-তরঙ্গ' ও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-বিরচিত 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠমুখে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি-সহযোগে যাত্রিগণকে ধামের অপ্রাকৃত চিন্ময়-মহিমা সম্বন্ধে অবহিত করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে প্রদত্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণের সম্প্রদায়-সংরক্ষণমূলক বক্তৃতা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের প্রতিবাদ-বক্তৃতাও প্রকাশিত হইবেন।

৮ই চৈত্র ( ২২।৩।৮৯ ) বুধবার—শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-বাসরে যথাবিধি সারাদিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া যাত্রিগণ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ-কর্ত্তৃক পঠিত ও ব্যাখ্যাত শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যায় গৌরাবির্ভাব-কালে অর্চ্চন ও ভোগরাগাদি দর্শন করত যাত্রিগণ সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবের আরাধনা করেন। রাত্রি ১১টা হইতে V. D. O. যোগে শ্রীসমিতি পরিচালিত শ্রীধাম-বৃন্দাবন পরিক্রমা এবং শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবের চিত্রসমূহ প্রদর্শন করান হইয়া থাকে।

অতঃপর ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার সাধারণ-মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতঃ ৬ ঘটিকা হইতে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতে থাকে। ইহাতেই উপস্থিত যাত্রিগণ ব্যতীত স্থানীয় ও বহিরাগত ব্যক্তিগণ অকুণ্ঠভাবে আসিয়া প্রসাদ সেবা করিতে থাকেন। এই পরিক্রমায় কয়দিনে আনুমানিক লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

পরিশেষে, শ্রীপরিক্রমার মহোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যাঁহারা নানাপ্রকারে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাদি জ্ঞাপন করিতেছি। সর্ব্বোপরি শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকগণ—যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক্—মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিকট ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

---

# শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট-তিথিপূজা

"অদ্য শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদাচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্না প্রকটতিথি—আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীগোবিন্দপঞ্চমী কৃপাপূর্ব্বক সমুদিতা হইয়াছেন। আমরা এই শুভ-তিথিবরাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করিতেছি। যিনি আজ মাদৃশ পতিতাধমগণের নিকট পতিতের একমাত্র বান্ধব—ভবাব্ধ্যুত্তরণানুকূল জীবন-তরণীর একমাত্র কর্ণধার, নিখিল-কল্যাণগুণ-মহাসমুদ্র মহামহাবদান্য পরম করুণাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-বার্ত্তা লইয়া আবির্ভূতা, সেই বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবাহিনী পতিতপাবনী তিথিবরার প্রকৃষ্ট পূজা বিধান করিবার উপযুক্ত উপায়ন দীনহীন অকিঞ্চন আমরা কোথায় পাইব? তবে তিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন; শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট স্মৃতি শুধু আজ একদিনের জন্য নহে, নিত্যকাল আমাদিগকে হৃদয়ে জাগরূক রাখুন; আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনরত হইলেই

**তাঁহার প্রকৃত সুখ সম্পাদিত হইবে, ইহাই তাঁহার সম্যক্ পূজা বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।** সম্বৎসর শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের প্রতিকূল চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকিয়া হঠাৎ একদিন অনুকূল চিন্তার অভিনয় কখনও তাঁহার আনন্দবিধান করিতে পারে না। তিনি আমাদের সকল কপটতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। তাই আমরা অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থী। তাঁহার নিত্য প্রাকট্যই আমাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় হউক্।

'বেদ'—শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত শব্দব্রহ্ম, সেই শব্দব্রহ্ম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীভগবান্ তাঁহার অপ্রকটলীলায় সাধুভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচনে, কৃষ্ণাভিন্ন শব্দব্রহ্মই অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদানার্থ শ্রীমদ্ভাগবতার্করূপে উদিত হইয়াছেন। **সেই শব্দব্রহ্মের ব্যাস, বিভাগ বা বিস্তার-কর্ত্তাই শ্রীবেদব্যাস—শ্রীগুরুপাদপদ্ম।** কৃষ্ণ স্বয়ংই তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শব্দ বিতরণার্থ যুগে যুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। স্বেচ্ছাময় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অন্তর্দ্ধানলীলা আবিষ্কার করিলেও তাঁহার শব্দব্রহ্ম ও সেই শব্দব্রহ্মের সঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকট্য করাইয়া জীবজগতের অকল্যাণ সম্পাদন করেন না।

প্রপঞ্চে পতিতদুর্গত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কখনও স্বয়ং সপার্ষদে স্বীয় ধাম ও লীলা-পরিকরগণসহ উদিত হন, আবার যখন স্বয়ং উদিত না হন, তখন **তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ প্রিয়জনে তাঁহার বাণী প্রচারের সকল শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার আবির্ভাবলীলা প্রকটিত করেন।** তৎকালে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোকেও তাঁহার সেই প্রিয়জনের পূর্ণপ্রাকট্য ও সেবা বিদ্যমান থাকে। ভূলোকেও গোলোক আবির্ভূত হন, যেহেতু **কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—তন্নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রাকৃত গোলোকের বস্তু; গোলোকেতর স্থানে তাঁহাদিগের অবস্থিতি নাই।** কৃষ্ণ তাঁহার প্রেষ্ঠের সঙ্গ হইতে নিমেষমাত্র কালও বিচ্ছিন্ন থাকেন না। গোলোকে ও ভূলোকে এই যুগপৎ বিহারের ধারণা সাধারণ জীবচিন্তার অগম্য। তবে ভূলোকে প্রকটবিহারের অন্তর্দ্ধানলীলাকালে প্রেষ্ঠের বিপ্রলম্ভরস কৃষ্ণের আরও অধিক সম্ভোগের বিষয় হয়।

বিপ্রলম্ভই সম্ভোগের সম্পুষ্টিকারক, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত কৃষ্ণভজন বলিয়া কোন কথা নাই। কৃষ্ণ—অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি, অখিল রস কৃষ্ণকে সম্ভোগ করান'ই কৃষ্ণভক্তের বিচার—ইহারই নাম ভজন। ইহাতে তৃপ্তি বলিয়া কোন কথা নাই, কেবল অতৃপ্তি বাড়িয়া শেষে দিব্যোন্মাদ পর্য্যন্ত আনয়ন করে।

এই 'অতৃপ্তি' অর্থে জাগতিক কোন অভাব-জন্য দারিদ্র্য বা অসন্তোষ নহে। ইহা কৃষ্ণপ্রীতির এক অপূর্ব্ব অবস্থা। বাহ্যে জাগতিক সুখ-দুঃখাদির ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, ইহাই একমাত্র গোকুলমহোৎসবা বিধায়ক। সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণানলের ইন্ধন করিয়াও 'কৃষ্ণভজন হইল না' বলিয়া যে বিলাপ, তাহাই কৃষ্ণপাদপদ্মের অতি প্রিয় কুসুমাঞ্জলি।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মই এইরূপ কুসুমাঞ্জলিদ্বারাই নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজা করেন। **যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টানুরূপ কুসুম চয়ন করিয়া তাঁহার প্রিয়তমের ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়তা করিতে পারেন, তাঁহারাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ—অন্তরঙ্গ,** নতুবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের দ্বারা উপেক্ষিত শ্রীরামচন্দ্র পুরীর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্টের বিন্দুমাত্র প্রতিকূল হইলেই গুরুদেব সেই শিষ্যব্রুবকে স্বযূথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাহার কোন পূজাই গ্রহণ করেন না। তখন তাহার হৃদয় প্রেম-শূন্য মরুভূমি-তুল্য হইয়া গিয়া ত্রিগুণতাড়িত জগদ্ব্যাপারে লিপ্ত হয়; তাহাতে কৃষ্ণেতর বিষয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণই তাহার অনিত্য সুখ-দুখের কারণ হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য তৎসমধর্ম্মী লোকসকলেরই সাহচর্য্য কাঙ্ক্ষণীয় হয়, তাহাদের পরামর্শই তাহার উপাদেয় হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে!

শ্রীভগবানের শ্রীমুখে শ্রুত শব্দব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনকারী—শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃতা শ্রৌতবাণীতেই কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রকটলীলাকালেও প্রকটলীলাবিলাস সম্পাদন করেন—বাণীতেই কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস অনুক্ষণ সংসাধিত হইতেছে। **বাণীরই মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম—তাহাই কৃষ্ণের প্রিয়তম বিলাসভূমি।** এই বাণীবিগ্রহের কৃষ্ণেচ্ছায় আবির্ভাব এবং অন্তর্দ্ধান-লীলার নিত্যত্ব থাকিলেও সেই লীলার মধ্যে প্রাপঞ্চিককালগত কোন ব্যবধান বা 'Gap'—কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন-রাস-বিলাসের বিরাম নাই—করুণাময় কৃষ্ণের ইহাই প্রপঞ্চাগত জীবের প্রতি করুণার বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"—এই শ্লোকেই কৃষ্ণের জীব-প্রতি করুণার নিত্য পরিচয় বিদ্যমান।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার, তাহা চতুঃশ্লোকীরূপে প্রথমে জগদ্গুরু শ্রীব্রহ্মার নিকটে, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে বেদব্যাস, তাঁহা হইতে শ্রীশুকদেব—এই প্রকারে আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুপাদ বিস্তার লাভ

করিয়াছেন। এই ভাগবতপারম্পর্য্যাগত শব্দব্রহ্মে কৃষ্ণপাদপদ্মের চিদ্বিলাসের ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ বা বিরতি নাই, যেখানে ক্ষণমাত্রকালনিমিত্তও বিরতির ধারণা, সেখানে কৃষ্ণপাদপদ্মের চিদ্বিলাস-বিচার-বিরহিত নির্ব্বিশেষবাদ প্রবল হইয়া আত্মবিনাশ আনয়ন করে। কেবলাদ্বৈতী শব্দের বিলাস স্বীকার না করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা হইতে চিরবঞ্চিত। শব্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিলাস-পরিকর স্বীকার করিব না, তাহা কখনই হইতে পারে না। **শব্দের নিত্যত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দের বিলাস-ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহাই শ্রীগুরুমুখপদ্ম।** সেই শ্রীমুখপদ্মের নিত্য প্রাকট্য বর্ত্তমান। করুণাময় প্রভুপাদ আজ লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করিলেও আমাদিগকে নিরাশ্রয় করেন নাই। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" বিচারে তাঁহারই বাণীর বরপুত্রের হৃদয়ে *** তাঁহার প্রিয়তম কৃষ্ণপাদপদ্মের বিলাস-সম্পাদনের সকল শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন-রাসবিলাস স্তব্ধ হইবার নহে।

কৃষ্ণ-বক্ত্র বিনির্গত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম, সেই শব্দব্রহ্মের সঙ্কীর্ত্তনই পরবিদ্যাবধূ শ্রীচৈতন্যবাণী, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার জীবন। সেই সঙ্কীর্ত্তন বাদ দিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর পূজাভিনয় লোকরঞ্জন মাত্র। তাদৃশ পূজার পূজোপকরণ ভূত-ভোগ্য। আমরা সেইরূপ প্রাণহীন পূজাড়ম্বরে মুগ্ধ না হই, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রায়ই কীর্ত্তন করিতেন।—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেব-মায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

**[ ভগবানের যাঁহারা একান্ত আশ্রিত ভক্ত, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ইত্যাদি পাপজাতি হইলেও এবং তাঁহারা হংস, গজ, শুকসারিকাদি তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াও ভগবানের মায়া জানিতে পারেন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন।** সুতরাং যে-সকল মনুষ্য শ্রীগুরুপ্রমুখাৎ ভগবানের নাম-রূপাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভগবানের মায়াকে অবগত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ? ]

ভগবদ্‌ভজনাগ্রহ ও ভজন-বিচারেই ভগবৎপ্রিয়াপ্রিয়ের মীমাংসা পরিস্ফুট হয়—যেমন অন্নের প্রত্যেক গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি সংসাধিত হইয়া থাকে, খাওয়া ও না খাওয়া অবস্থার পরিচয় পাইতে বিলম্ব হয় না, তদ্রূপ ভক্তি—অভিধেয়, পরেশানুভূতি—সম্বন্ধ ও বিরক্তি বা বৈরাগ্য—প্রয়োজন—এই তিনটী বিচারই একইকালে সংঘটিত হইয়া থাকে। একটীর অবর্ত্তমানে আর একটীর অস্তিত্ব কাল্পনিক মাত্র। **গুরুপ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকিবে, কিন্তু গুরুদেবের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান বা তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পালন-চেষ্টা থাকিবে না,** বরং তৎপরিবর্ত্তে যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সম্পাদনে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই দ্বেষ, হিংসা, মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে কোন অপকর্ম্ম—অসদাচার আবাহন করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হইব না, অথচ **লোকের নিকট কপটাশ্রু বিসর্জ্জনাদি-দ্বারা প্রভুপাদের প্রতি প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া 'প্রেষ্ঠ'গিরি বজায় রাখা চাই,** এই সকল কপটতা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের কষ্টি পাথরের নিকট আত্মগোপন কোনক্রমেই করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ ভাগ্যহীন জনগণই ঐ সকল প্রাকৃত সহজিয়াগিরির কপটতায় ভুলিয়া ভগবৎ-প্রিয়জনের সঙ্গচ্যুত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর গুর্ব্বজ্ঞা ও বৈষ্ণবাপরাধাদিতে লিপ্ত হইয়া জীবনটীকে চিরতরে বিপন্ন করে। শুদ্ধভক্তসমাজ ঐ প্রকার ভাগ্যহীন-গণের ভ্রান্ত বিচারে অত্যন্ত ব্যথিত। বিমুখমোহিনী মায়াদেবীর কবল হইতে কবে তাহাদের পরিত্রাণ হইবে, জানি না!

**শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার নামই—শ্রীব্যাসপূজা। দীক্ষাগুরুপাদ-পদ্মের অপ্রকটকালে তৎপ্রিয়তম-বিচারে প্রকট-শিক্ষাগুরুর আনু-গত্যেই তাঁহার পাদপদ্মের সুষ্ঠু পূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে।** বিপ্রলম্ভমূলক সঙ্কীর্ত্তনোপচার ব্যতীত এই পূজার অন্য কোন উপায়ন নাই। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত-বাণী তাঁহার নিজজনের আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখেই আমাদের প্রকৃত ভূতশুদ্ধি লাভ হইলে পূজা শুদ্ধভাবে সম্পাদিত হইবে, নতুবা তাহা ভূতভোগ্য ব্যাপার-বিশেষ হইয়া দাঁড়াইবে। **শ্রীভগবৎপ্রিয়জনের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিকে শ্রীল প্রভুপাদ এইজন্যই 'সুমেধ-তিথি'-নামে অভিহিত করিয়াছেন।** যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্, তাঁহারাই সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান-যজ্ঞে এই তিথির প্রকৃত আরাধনা করিতে পারেন।

বৈষ্ণবের বিচার সর্ব্বদাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত 'তৃণাদপি সুনীচেন' বিচারের অনুসরণপর হইয়া থাকে। "আমি ত' বৈষ্ণব—এ বুদ্ধি হইলে,

অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥"—এই বিচারানুসারে তিনি সর্ব্বদাই শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী-কীর্ত্তনকারী আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণীর কীর্ত্তরপর হন। নতুবা তাঁহার সকল চেষ্টাই কুঞ্জর-শৌচবৎ নিষ্ফল হইয়া থাকে। **তিনি যতই গুরুপ্রেষ্ঠ সাজিতে চান না কেন, গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-জন্য অপরাধ আসিয়া তাঁহার সকল বিচার ধ্বংস করে।**

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

[ দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুতে যাঁহার অসতী মর্ত্ত্য-সাধারণ-বুদ্ধি, তাঁহার ভগবন্মন্ত্রাদি-শ্রবণ-মননাদি সকলই হস্তিস্নানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ]

মুখে যিনি যতই না কেন গুরুদেবে প্রীতি প্রদর্শন করুন,—"লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি'। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"—তাঁহার ভাবের ঘরের সকল চুরি ধরা পড়িয়া যায়। "গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার, লইলে ফল ফলে।" **যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও বিচার উল্লঙ্ঘিত হইতেছে, সেখানেই গুরুপ্রীতির সকল ছলনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।** কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তিনি গোপনে গহণ বনে—যেখানে থাকুন না কেন অবশ্যই বাজিয়া উঠিবেন। স্বয়ং শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

হে উদ্ধব! **গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য মানববুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না।** গুরুদেব সর্ব্বদেবময়। **গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাহার পূজার ছলনার নাম 'ব্যাস-পূজা' নহে, তাহা 'ভূতপূজা', সেই পূজার উপকরণগুলি ভূতপ্রেত, পিশাচ,** দৈত্য, দানবেরই খাদ্য হয়।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—ইহাই শ্রুতির বাণী। "যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন ভগবানে, তেমন গুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই শাস্ত্রে যথার্থ তাৎপর্য্য উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়।" শ্রীগুরুদেবে শুদ্ধভক্তি

না থাকিলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উপদিষ্ট হয় না, বুঝাও যায় না। 'পরাভক্তি'কেই 'শুদ্ধভক্তি' বা 'রাগাত্মিকা' ভক্তি বলা হয়। 'শুদ্ধভক্তি' অর্থে অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কপটতা-শূন্যা যে ভক্তি তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নামই রাগ। ইষ্টবস্তুর মনোঽভীষ্টময়ী —তন্ময়ী যে ভক্তি, তাহাই রাগাত্মিকা বা শুদ্ধাভক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্ধা, অবিদ্ধা ও শুদ্ধাভক্তির বিচারে বিদ্ধাকে অন্যাভিলাষাদিযুক্তা, অবিদ্ধাকে বৈধী ভক্তি ও শুদ্ধা ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং ইষ্ট শ্রীগুরুপাদপদ্মে পরা বা শুদ্ধা রাগানুগা ভক্তি-ব্যতীত অন্যাভিলাষের লেশমাত্র বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে না। দাম্ভিকতা করিয়া তাৎপর্য্যবিৎ সাজিতে গেলেও ব্যবহারে বা প্রচারে ধরা পড়িতে হইবে। সুতরাং আজ আমরা সকল দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুপাদের প্রিয়তমজনের আনুগত্যে যাহাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের বিচারসহ সভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি অর্পণ করিতে পারি, তাহাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় বিষয় হউক্। "সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাম্"—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এই কথাটি আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি। দম্ভসহকারে রতির প্রতিযোগিতার বিচার কখনও মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিচারানুকূল নহে, তাহা ভক্তিমার্গের বিচার-বহির্ভূত অভক্তি ব্যাপার। ঐ সকল প্রতিকূল আত্মবিনাশী বিচার আসিয়া যেন আমাদিগকে গ্রাস না করে—শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ—"আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সকলে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী কীর্ত্তন করুন"—ইহাই যেন আমাদের শ্রীব্যাসপূজার মূলমন্ত্র হয়।—

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রি-সন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

———

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।




ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরনন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ২৩ মধুসূদন, বাসুদেব, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ<br>৩১শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৯৬, ইং ১৪।৫।৮৯ | ৩য় সংখ্যা


সানুবাদং

# শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে পঞ্চমেঽধ্যায়ে ]

শ্রীহরিদাসা ঊচুঃ,—

১২। শ্রবণস্য বিভেদেন ফলভেদোঽত্র সংস্থিতঃ।
শ্রবণন্তু কৃতং সর্ব্বৈর্ন তথা মননং কৃতম্।
ফলভেদস্ততো জাতো ভজনাদপি মানদঃ॥ ৭১॥

শ্রীহরিপ্রিয় বিষ্ণুপার্ষদগণ [ শ্রীবৈকুণ্ঠপার্ষদ-পরিবৃত বিমানে একলা ধুন্ধুকারীকে আরোহণ করিতে দেখিয়া "এখানে আমার বহু শুদ্ধহৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলের জন্য কেন অনেক বিমান আনিলেন না? ইহাঁরা সকলে সমানভাবেই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ

করিয়াছেন, অথচ এইরূপ ফলভেদ কেন হইল ?"—গোকর্ণের এই প্রশ্নের উত্তরে ] বলিতে লাগিলেন,—হে মানদ ! শ্রবণভেদেই এই ফলভেদের কারণ। এখানকার সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তুই কেহই মনন করেন নাই ; তজ্জন্য ফলভেদ ঘটিয়াছে। এইরূপ একসঙ্গে ভজন করিলেও উহার তারতম্যানুসারে ফললাভের তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

১৩। সপ্তরাত্রমুপোষ্যৈব প্রেতেন শ্রবণং কৃতম্।
মননাদি তথা তেন স্থিরচিত্তে কৃতং ভৃশম্ ॥ ৭২ ॥

এই প্রেত ধুন্ধুকারী সপ্তরাত্র উপবাসী থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছে এবং শ্রবণের পর উহা স্থিরচিত্তে উত্তমরূপে মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়াছে। ( অদৃঢ় জ্ঞান, প্রমাদযুক্ত শ্রবণ, সংশয়াপন্ন হইয়া মন্ত্র ও চঞ্চলচিত্তে জপ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয় ) ॥ ১৩ ॥

১৪। বিশ্বাসো গুরুবাক্যেষু স্বস্মিন্ দীনত্ব-ভাবনা।
মনোদোষ-জয়শ্চৈব কথায়াং নিশ্চলা মতিঃ ॥ ৭৫ ॥
এবমাদি কৃতং চেৎ স্যাত্তদা বৈ শ্রবণে ফলম্।
পুনঃ শ্রবান্তে সর্ব্বেষাং বৈকুণ্ঠে বসতির্ধ্রুবম্ ॥ ৭৬ ॥

গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিজের দৈন্যভাব, মনদোষসমূহের জয় ও ভগবৎ-কথায় চিত্তের একাগ্রতা—এ সকল নিয়ম পালনপূর্ব্বক যদি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা যায়, তবেই শ্রবণে বাস্তব ফললাভ হয়। এই শ্রোতৃমণ্ডলী ঐরূপ নিয়মে পুনরায় শ্রীভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিবেন ॥ ১৪-১৫ ॥

১৫। শ্রাবণে মাসি গোকর্ণঃ কথামূচে তথা পুনঃ।
সপ্তরাত্রবতীং ভূয়ঃ শ্রবণং তৈঃ কৃতং পুনঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রাবণমাসে গোকর্ণ পুনরায় সেই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সপ্তাহক্রমে আরম্ভ করিলেন এবং পূর্ব্বের শ্রোতৃমণ্ডলী পুনরায় তাহা শ্রবণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

১৬। যত্র সূর্য্যস্য সোমস্য সিদ্ধানাং ন গতিঃ কদা।
তং লোকং হি গতাস্তে তু শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবাৎ ॥ ৮৬ ॥

[ তথায় ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ বহু বিমানের সহিত শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইলেন। তিনি গোকর্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলেন। শ্রোতৃবর্গও

যোগিজনদুর্ল্লভ শ্রীহরিধামে প্রেরিত হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভাগবতকথা-শ্রবণে প্রীত হইয়া গোকর্ণের সহিত গোপপ্রিয় গোলোকধামে গমন করিলেন। ]

যে লোকে সূর্য্য, চন্দ্র ও সিদ্ধগণের কখনও গমন করিবার শক্তি নাই, ইঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে সেই দুষ্প্রাপ্য লোকে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

১৭। ব্রূমোঽত্র তে কিং ফলবৃন্দমুজ্জ্বলং
সপ্তাহ-যজ্ঞেন কথাসু সঞ্চিতম্।
কর্ণেন গোকর্ণ-কথাক্ষরো যৈঃ
পীতশ্চ তে গর্ভগতা ন ভূয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

হে নারদ! সপ্তাহ-যজ্ঞদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ উজ্জ্বল ফলসমূহ সঞ্চিত হয়, সে-বিষয়ে আমি আপনাকে আর অধিক কি বলিব? যাঁহারা নিজকর্ণে গোকর্ণের কীর্ত্তিত ভগবৎকথামৃতের এক অক্ষরও পান (শ্রবণ) করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় নাই ॥ ১৭ ॥

১৮। বাতাম্বু-পর্ণাসন-দেহশোষণৈ-
স্তপোভিরুগ্রৈশ্চিরকাল-সঞ্চিতৈঃ।
যোগৈশ্চ সংযান্তি ন তাং গতিং বৈ
সপ্তাহগাথা-শ্রবণেন যান্তি যাম্ ॥ ৮৮ ॥

বায়ু, জল ও বৃক্ষপত্র আহার করিয়া দেহকে শুষ্ক করত বহুকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচেষ্টাদ্বারা যে গতি লাভ করা যায় না, কেবলমাত্র সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণে সেই গতি লাভ করা যায় ॥ ১৮ ॥

১৯। ইতিহাসমিমং পুণ্যং শাণ্ডিল্যোঽপি মুনীশ্বরঃ।
পঠতে চিত্রকূটস্থো প্রেমানন্দ-পরিপ্লুতঃ ॥ ৮৯ ॥

চিত্রকূট-পর্ব্বতে অবস্থানপূর্ব্বক মুনিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্যও প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিয়া এই পরমপবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত-ইতিহাস পাঠ করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

২০। আখ্যানমেতৎ পরমং পবিত্রং
শ্রুতং সকৃদ্ বৈ বিদহেদঘৌঘম্।

শ্রাদ্ধে প্রযুক্তং পিতৃ-তৃপ্তিমাবহে-
ন্নিত্যং সুপাঠাদপুনর্ভবঞ্চ ॥ ২০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতী কথারূপ এই আখ্যান অতি পবিত্র। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা একবার শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। শ্রাদ্ধাদির সময়ে ইহা পাঠ করিলে পিতৃপুরুষগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন এবং নিত্যবিধি-অনুসারে অনুশীলন করিলে অপুনর্ভবা মুক্তি লাভ হয়॥ ২০ ॥

---

# বৈষ্ণবের সঞ্চয়

## বৈষ্ণবের সঞ্চয় বিহিত

প্রায় লোকে বলিয়া থাকেন যে, বৈষ্ণবের সঞ্চয় করা উচিত নহে। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু জীবগুরু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

'গৃহস্থ' হয়েন ইহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয়॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৫ )

## ভক্তির তারতম্য-হেতুই গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের তারতম্য, আশ্রম-কারণ নহে

বৈষ্ণব দুই প্রকার অর্থাৎ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী। উভয়বিধ বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য সমান। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করুন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-সম্মানের যে তারতম্য আছে তাহা কেবল উত্তম-বৈষ্ণব মধ্যম-বৈষ্ণবভেদে, ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম উভয়বিধ বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ ও অর্থ-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক প্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণবেরও বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ-সেবাপূর্ব্বক তাঁহারা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণব-সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন্ আর গৃহত্যাগী হউন্, ভক্তি-সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যতদূর

ভক্তি-সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।

## অনধিকারী গৃহত্যাগী-বৈষ্ণবের বহ্বারম্ভ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেইস্থলে কালাতিপাত করিবেন। সচ্ছন্দে হরিভজন হয়, এরূপ স্থান অন্বেষণ করিতে গিয়া অনেকে আখড়া, মঠ ও গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে-সমস্তই বহ্বারম্ভ ও অর্থসাধ্য। তাহা করা উচিত নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা যে-সেবা প্রকাশ করেন, তথায় গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ অল্প অল্প কাল থাকিতে পারেন। বহুদিন একস্থানে থাকিলে যদি কোন অপদার্থে আসক্তি না হয়, তাহা হইলে দোষ নাই। যে-সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণব অর্থসাধ্য বহ্বারম্ভে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা **অনধিকার-চর্চ্চাদোষে** পড়িয়া অবশেষে অর্থ-লালসায় ভজনত্যাগী হইয়া পড়ে। তাঁহারা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

## গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অধিকার ও কর্ত্তব্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-সেবার জন্য বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবেন। **ভজন-প্রতিকূল না হয়**—এরূপ সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদের অধিকার আছে। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপত্তি করিতে পারেন। সংসারে জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যতপ্রকার কার্য্য আছে, সকলই যথাশাস্ত্র করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত অর্থোপার্জ্জন করিয়া কুটুম্ব-ভরণ করা ও অতিথি-সেবাদি করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সত্য, সরলতা ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবেন। পরোপকার যতদূর সাধ্য সর্ব্বদা করিবেন। **গৃহত্যাগী অকিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের সমাদরপূর্ব্বক সেবা করিবেন।** কেবল এইমাত্র দৃষ্টি রাখিবেন যে, কোনপ্রকার হরিভজন-প্রতিকূল-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন।

## গৃহী বৈষ্ণব ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে মুক্তি পাইবেন

অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কর্ম্ম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাপত্তি-সহকারে ভজন-অনুকূল সমস্ত সাংসারিক কার্য্য করিবেন। গীতার চরম শ্লোকে ভগবান্ ইহাই উপদেশ করিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

অর্জ্জুন গৃহস্থ-বৈষ্ণব। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, জ্ঞান-প্রবৃত্তি ও যোগ-প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাপত্তি-প্রবৃত্তির সহিত দেহযাত্রা ও সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। তাহা হইলে তোমার আর পাপ-পুণ্য-বন্ধন ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন থাকিবে না। তোমাকে ক্রমশঃ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমার বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী করার ভার আমার থাকিল।

**শরণাগত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বাভাবিক শাস্ত্রানুকূল**

পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত বিবাহ, সন্তান উৎপত্তি, অর্থোপার্জ্জনাদি করিবেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ শরণাপত্তির সহিত যাঁহারা সংসার নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের স্বীয় রুচিতেই সমস্ত কার্য্য কৃত হয়; তথাপি কোন কার্য্যই ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা শরণাপত্তি-প্রবৃত্তিক্রমে নিজে নিজে যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই অজ্ঞলোকের শাসনজন্য শাস্ত্রকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে বিতর্ক হইতে পারে। মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত। উত্তমাধিকারী প্রেমী বৈষ্ণবের কোন বৈগুণ্য-বিচার নাই। ইহাতেও অনেক বিচার আছে।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

# আধুনিক বাদ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫১ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানবাদীর বিষময় লাড্ডুর আমূল-প্রস্তুতকরণ-প্রণালী বিষয়ে ও তদাস্বাদনে যে আত্মবিনাশ লাভ হয়, তদ্বিষয়ক বিচারের উপদেশ করিতে সমর্থ অনেক ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া জ্ঞানবাদী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন না। জ্ঞানবাদীর উপকারের জন্য আচার্য্যবর শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী তদীয়

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তিসম্বন্ধে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নতশীর্ষে গ্রহণ করাই জ্ঞানীর পক্ষে মঙ্গল। ক্ষুদ্দহনই জ্ঞানীর জ্ঞান-চেষ্টা, তাহাই যদি অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম আর কি হইল?

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্‌ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ( ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫ )

[ ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা,—এই দুইটী পিশাচী যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ( ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

[ অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতিদ্বারা আবৃত নহে। ]

ভক্তিকে যিনি উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করিলেন, তিনিই পরম-জ্ঞানের অভীষ্ট-ফল লাভ করিলেন। জ্ঞানময় জীবের যে-কোন উপায়দ্বারা উপেয় ভক্তি লাভ করাই উদ্দেশ্য। উপেয় নির্দ্দিষ্ট হইলে পুনরায় উপেয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় জ্ঞানমল মৃক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি জ্ঞানের সাহায্য তখনও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভক্তি উদয় হয় নাই, বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে যে ভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহাকে 'ভক্তি' বা 'প্রেম-কণা' সংজ্ঞা দেওয়া তাহার প্রশংসা-মাত্র। শ্রীপাদ তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥ ( ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২৫ )

[ যদি ব্রহ্মানন্দ-সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যার দ্বারাও গুণ করা যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্রহ্মানন্দ-সুখ ভক্তি-সুখ-সাগরের পরমাণু তুল্যও হইতে পারে না। ]

জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়া, মুচি হইয়া, পাদুকা প্রস্তুত করিয়া যদি ভক্তির উপাদেয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান না হয়, ভোজন-সুখোদ্দেশ্যে সিদ্ধি না হয় ও পাদুকার ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান-সাধন করিয়া, খাদ্য পাক করিয়া এবং চর্ম্মকার-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্তই বৃথা পরিশ্রমে পর্য্যবসান করাই জ্ঞানবাদীর উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। চর্ম্মকার-বৃত্তির আমূল-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই কি পাদুকাধারীর অভীষ্ট লাভ হইবে,—না পাদুকা

পরিধান করিলে অভীষ্ট পাওয়া যাইবে? ভক্তের জ্ঞানালোচনার আবশ্যক কি? ঐ প্রকার বাল-চাপল্যের দিনে অর্থাৎ ভক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি ত' নিজের পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া তাহার অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়াই ছাড়িয়াছেন। তবে কেন আবার তাঁহাকে বৎসের দলে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছ?

জ্ঞানবাদীই সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতি অবস্থার দাস। লব্ধ-জ্ঞান হইলে সুসংস্কার বা কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের সিদ্ধান্ত হয়, তখন আর পুনরায় জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানবাদিগণ নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মনোগত ভাবের তালিকা সংগ্রহ করিলে তাঁহারাই পরস্পর একজন অপরকে কুসংস্কারে আবদ্ধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিবেন। হাক্সলি, চার্ব্বাক, ডারউইন প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানবাদী আধুনিক বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীকে কুসংস্কারাপন্ন হেয় জ্ঞান করিবেন ও নানা আবর্জ্জনা-কূপে বদ্ধ মনে করেন।

সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক-উন্নতিশীল জ্ঞানবাদিন্! তোমার আবর্জ্জনাগুলি জ্ঞানাতীত ভক্তের পূত-কলেবরে নিষিক্ত করিবার কেন প্রয়াস পাও, জানি না। তোমার আবর্জ্জনার পূঁতি-গন্ধে দিক্‌সকল আপূরিত করিবার প্রয়াসই অজ্ঞান অনুশীলনের পরিচয়। যেহেতু তোমার জ্ঞানলাভ হয় নাই। যদি তোমার জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া তোমারই মতে কোন এক কুসংস্কারের আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। তোমার আবর্জ্জনা পরিষ্কারের আর উপায় নাই। তোমার দ্বিহৃদয়-বাক্যে নিতান্ত অশ্রদ্ধা উৎপাদন করাইতেছ। সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে আর জ্ঞানানুশীলনের আবশ্যকতা থাকে না। কাল-জ্ঞানের জন্য ঘটিকা দেখিয়া জানিতে পারিলে,—মধ্যরাত্র হইয়াছে; এই জ্ঞাত-বিষয় পুনরায় জানিতে যাওয়া কি বিকৃত-চিত্তের পরিচয় নহে?

জ্ঞানের লভ্য, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে যদি ভক্তি বা প্রেম স্বীকৃত হইল, তবে আবার তাহাকে কি নিমিত্ত মলযুক্ত করিবার প্রয়াস হয়? যাত্রা-দলের বৈষ্ণব-সজ্জায় সজ্জিত নায়ককে 'বৈষ্ণব' অভিধান করা কতটা জ্ঞানের কার্য্য, জ্ঞানবাদীই তাহা বলিতে পারেন। যাত্রা-দলের জ্ঞানবাদী বা ব্রহ্মবাদী সাজিয়া ঐ নামে পরিচিত হইলে যাত্রাওয়ালার অন্য সময়ের ব্যবহার বা তাহাতে জ্ঞানবাদীর বিরুদ্ধে ব্যবহার দেখিয়া জ্ঞানবাদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই বা কি-প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয়, বুঝা যায় না। জ্ঞানবাদী সাজিয়া অজ্ঞানবাদকে জ্ঞান বলিয়া পরিচয় দিবামাত্রই যে অন্ধ-বিশ্বাস-বশে তাহাকে লব্ধজ্ঞান-ঋষি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ ত' যথার্থ-

জ্ঞানবাদী স্বীকার করিবেন না। দুর্নীতি-পরায়ণ স্বার্থপর নীচচেতা ব্যক্তিগণ পরম-পবিত্র ধর্ম্মের অন্তরালে বকের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে তাহাদিগকে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও লব্ধজ্ঞান-মহাপুরুষ ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। জ্ঞানবাদের অধীনেও যে এইপ্রকার নীচ-হৃদয়গণ আশ্রয় লাভ করে নাই বা করিবে না, এরূপ কে আশ্বাস দিতে পারে? এই শ্রেণীর লোকের জন্য মহাজনগণ অদূরদর্শী জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তির নিকট উপহাসিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। প্রেমধর্ম্মে জ্ঞানরূপ মল প্রবিষ্ট হইয়াই নানা উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। ভক্তিদেবীকে আহত করিয়া, নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে প্রবেশ করাইয়া, কপট ভক্ত সাজিয়াই ভক্তিতেও মায়াবাদ-বিষ আরোপণ করিবার প্রয়াস অনেক বারই হইয়াছে। এই নবীন জ্ঞানবাদীর চেষ্টা নূতন নহে। ভক্তিকে জ্ঞানাধীন করিতে গিয়াই নিজ-অপরিণাম-দর্শিতার প্রতি লক্ষ্য কম হইয়াছে; তাহাতেই বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ অপধর্ম্ম-সকলও পবিত্র-ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া অর্ব্বাচীনগণের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নাম ত্যাগ করিয়াও আজকাল কতকগুলি ঐ প্রকার জ্ঞানি-ভক্ত-সম্প্রদায় মায়াবাদমূলে ভক্তি প্রচার করিয়া মূর্খদিগকে হিতাহিত-বোধ-রহিত করিতেছে। এইপ্রকার সম্প্রদায়েরও আজকাল বড়ই প্রতিপত্তি দেখা যায়।

যাত্রার দলের বৈষ্ণব বা জ্ঞানীর স্বগত চরিত্র হইতেই তত্তদ্ধর্ম্মের আচার্য্যগণের অদূরদর্শিতার আরোপ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই স্বার্থপরের মুখে শোভা পায়। জ্ঞানকঙ্কর ভক্তি-ক্ষীর-নবনীতের মধ্যে নাই বলিয়াই যে উহা পচিয়া যাইবে, এই ভয়ে কেবল জ্ঞানকঙ্কর আস্বাদন করিতে হইবে,—এরূপ নহে। বিশুদ্ধ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়াই তাহাই সেবন করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানকঙ্করে মিশ্রিত করিলে ক্ষীর বা নবনীত নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। নবীন প্রস্তাবকের কুমত সমর্থন করিয়া সনাতন-জৈবধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বাউলিয়া, কর্ত্তাভজা, নবগোরা, খিয়সফি, নবযুগীয় ব্রাহ্ম, তান্ত্রিক, বৈদিক-নামধারী সুবিধাবাদী-সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্ট হইবে। ভক্তি জগতে লোপ পাইবে। জ্ঞানবাদিগণ যতই কেন পোষাক পরিয়া ভক্তের নিকট মনোগত ভাব অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টা করুন না, তাঁহার হৃদয়ে মায়াবাদ-বীজ ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবেই করিবে। এইজন্যই কলিপাবন অকৃত্রিম দয়াধার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মায়াবাদীর সঙ্গ-ত্যাগই ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই জ্ঞানি-দলে কোথাও মায়াবাদ সুপ্ত অবস্থায়, কোথাও বা মূর্ত্তিমান্ হলাহলরূপে

বিরাজিত। অভক্ত মায়াবাদিগণ বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত হইলেও ব্রহ্মবিরোধী, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পবিত্র ভাস্করস্বরূপ প্রেমকে সামান্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ খদ্যোত-ময়ূখে অধিক আলোকিত করিবার প্রয়াসই কুকর্ম্ম। এই কুকর্ম্মটা অপরিণামদর্শী জ্ঞানবাদীর দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অনুগ্রহ কম হইলেই সাধারণে ভক্তির বিশুদ্ধতা অধিক উপলব্ধি করিবে। জ্ঞানকে বাড়াইয়া ভক্ত হইতে গেলেই এইপ্রকার কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী।

কাকতালীয়-ন্যায়-যোগে যেরূপ কাকেরই কার্য্যকরিতা আরোপ করা হয়, জ্ঞানবাদীর হেতু-নির্ণয়-প্রস্তাবও সেইরূপ। ভক্তির সহ জ্ঞানের মিশ্রণে নির্ম্মল-ভক্তি সমল হইল, দোষ-ক্ষালনের জন্য উপায় হইল—'জ্ঞান অধিক পরিমাণে ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাতে ঐ দোষ থাকিবে না!' এসিড্‌দ্বারা কোন অঙ্গ দগ্ধ হইয়া বিকৃত হইল; তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল যে, সর্ব্বাঙ্গ এসিড্‌দ্বারা পূর্ব্বে বিকৃত হইলে আর এ দোষ সম্ভব হইত না! জ্ঞানবাদিন্! যে দুর্গতি তুমি দেখিতেছ, তাহা জ্ঞানকঙ্কর-রহিত নির্ম্মল ভক্তির জন্য নহে, তাহা ভক্তির অভাব-জন্য। ভগবানে ভক্তি থাকিলে অথবা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে কখনই তোমার ভক্ত-সংজ্ঞিত অভক্তগণের মধ্যে এইরূপ বিকৃতি হইত না। ভক্তির অভাব সৃষ্টি করিবার প্রধান উপকরণই অজ্ঞান, যাহাকে তোমরা 'জ্ঞান' আখ্যা দাও। উপযোগিতা হইলেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অজ্ঞান তিরোহিত হইবে। যে-কাল-পর্য্যন্ত জ্ঞানের অনুশীলন করিতেছ, উহাই অজ্ঞান; যেহেতু, বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হইলে আর তুমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহাকে 'জ্ঞান' বলিতে পার না। জ্ঞানানুশীলন রহিত না হইলে ভক্তি বা প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। 'জ্ঞান' বলিয়া যে ভক্তি-বিনাশক বস্তুর ভক্তির সহ সম্মেলনের আয়োজন করিতেছ, উহার সাহায্য গ্রহণ করিলেই উপধর্ম্ম বা অভক্তি-ধর্ম্ম উৎপন্ন হইবে। কে কুকর্ম্ম করিল, তোমার যন্ত্রদ্বারাই বুঝিয়া লও।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

———

# শ্রীগুরুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া
হুগলী ( পঃ বঃ )
তাং ৫।১১।৬১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি। * * * বর্ত্তমানে ভালই আছে, সেবাকার্য্যাদি রীতিমত করিতেছে। পূর্ব্বে যেরূপভাবে ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল, দেখা যায়। এই অবস্থায় স্থায়ী হইলে ভাল। তবে সাধারণ নীতিশাস্ত্র বলিয়া থাকে,—"অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।" অর্থাৎ আশু প্রসন্নপাপ দেখা গেলেও ভবিষ্যতে হয়ত' উৎপাত সৃষ্টি হইতে পারে। সে যাহা হউক্, যতদিন আগ্রহের সহিত হরিকথার মধ্যে ও হরিসেবা করিবে ততদিন মঙ্গল। আপনি * * * মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতে আপনারও মঙ্গল নিহিত আছে। নিজের মঙ্গল ও অন্যের মঙ্গল—উভয়ই প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে উহা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু তত্ত্বতঃ একই বস্তু। এ বিষয়ে আপনি ঠিকই লিখিয়াছেন। **যিনি গুরুসেবা শিক্ষা দেন, তাঁহাকেই শিক্ষাগুরু বলে। যে কোন ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বাক্য উচ্চারণ করিলেও শিক্ষাগুরু পদবাচ্য হইতে পারে না। দীক্ষাগুরুপাদপদ্মে রতি-মতি স্থাপন করাই শিক্ষাগুরুর কার্য্য। দীক্ষাগুরুতে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিলে শিক্ষাগুরুত্ব থাকে না।** সুতরাং দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু একই পর্য্যায়ে গ্রহণ করা হয়। কেবলমাত্র লীলাগত বা ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে, ইহাই জানিতে হইবে।

অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাগুরুর ক্রিয়াই সর্ব্বাগ্রে করাই উচিত, শিক্ষাগুরুর নহে। তবে দীক্ষাগুরু অপেক্ষা শিক্ষাগুরু অত্যন্ত প্রভাবশালী হইলে উভয়কেই একসঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে হয়। শিক্ষাগুরু অত্যন্ত প্রভাবশালী হইলে শিষ্যের সমস্ত অপরাধ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থাপন করিতে পারেন।

এইজন্য তাঁহাকে ভজনগুরু বলা হয়। গুরুদেবের বিচার করিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—প্রথম বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, দ্বিতীয় নামগুরু, তৃতীয় দীক্ষাগুরু, চতুর্থ শিক্ষাগুরু ও পঞ্চম ভজনগুরু। এই পর্য্যায় অনুসারে অর্চ্চনমার্গ করিয়া ভজনগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব দর্শাইয়াছেন। তবে **দীক্ষাগুরুই সর্ব্বপ্রকার কার্য্য** করিতে পারেন। দীক্ষাগুরুতে শিক্ষা ও ভজন সম্বন্ধে অধিকার না থাকিলে ভজনগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইবে। মূলকথা, আমাদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিতে হইবে, যে কোন উপায়েই হউক্।

এ বৎসর পরিক্রমায় বহুলোক লইয়া আসিবেন। ইতি—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

---

**পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী**

## শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

**শুভ আবির্ভাব-বাসরে**

## দীনের প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি

তেরশত চার বঙ্গাব্দের মাঘ-মাসে।
কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি সমাগত যবে॥
সেইক্ষণে গৌরেচ্ছায় বানরীপাড়াতে।
আবির্ভূত হৈলা যিনি শরৎ-সুতরূপে॥
শৈশবে যাঁহার ডাকনাম 'জনার্দ্দন'।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ॥ ১॥
অল্প বয়সে যিনি হারাইয়া পিতারে।
পালিত হইলা নিজ মাতৃস্নেহ-ডোরে॥
'ভুবনমোহিনী' মাতার শিক্ষা-আচরণ।
যাঁ'র শিশুকালে করিল চরিত্র গঠন॥
যাঁ'র মনোহর অঙ্গে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ॥ ২॥

ছাত্রাবস্থায় 'প্রসূন'-নামে পত্রিকা প্রকাশে।
প্রশংসা পাইলা যিনি শিক্ষিত-সমাজে॥
'অনুশীলন সমিতি'তে করি' যোগদান।
বিপ্লবী পক্ষীয় কর্ম্ম কৈলা আচরণ॥
ছাত্রজীবনে কৈলা যিনি দুর্নীতি বর্জ্জন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ॥ ৩॥
পঙ্গু সমাজ-দেহের উদ্ধার-সাধনে।
আর মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তব কল্যাণে॥
কৈশোর কালাবধি যিনি সংসারেতে থাকি'।
সত্যের প্রতিষ্ঠা লাগি' ছিলা সদা ব্রতী॥
যাঁ'র সেবাদর্শ দেখি' প্রীত জগজন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ॥ ৪॥
যিনি নিরীশ্বর শিক্ষার অসারতা বুঝি'।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহ ত্যজি'॥
আত্মকল্যাণ লাগি' ছাড়িয়া সংসার।
যৌবনের প্রারম্ভেই গেলা মায়াপুর॥
সেথা যিনি প্রভুপাদের হৈলা প্রিয়জন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ॥ ৫॥
প্রভুপাদ-সাথে মোর প্রভুর মিলনে।
কত যে আনন্দধারা বহিল সেখানে॥
প্রথম সাক্ষাতে দোঁহে চিনিল দোঁহারে।
যেন কত পরিচিত বহুকাল ধরে॥
যাঁ'রে পেয়ে প্রভুপাদ কৈলা আলিঙ্গন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ॥ ৬॥
প্রভুপাদে গুরুরূপে করিয়া বরণ।
যিনি গুরুসেবায় কৈলা আত্মসমর্পণ॥
যাঁ'র সেবায় প্রভুপাদ হৈয়া সন্তোষণ।
'গুরুমন্ত্র', 'নৃসিংহমন্ত্র' করিলা প্রদান॥

হেন প্রভুপাদ-কৃপা পায় যেই জন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ৭ ॥
'চৈতন্য মঠের' যিনি হৈলা 'ম্যানেজার'।
'বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী' নাম তাঁ'র ॥
উপদেশক, পণ্ডিত বলি' তিনি খ্যাত।
প্রভুপাদ-গত-প্রাণ মহাভাগবত ॥
যিনি বাগ্মী, দিব্যদর্শী, প্রচার-নিপুণ।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ৮ ॥
একদা দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণ হ'তে।
রক্ষা করিলেন যিনি শ্রীল প্রভুপাদে ॥
ভক্ত কুরেশের আদর্শ করিয়া গ্রহণ।
তুচ্ছ করিলেন যিনি নিজের জীবন ॥
গুরুর নিরাপত্তা যিনি করেন চিন্তন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ৯ ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ-শিষ্য ভক্ত-সীতানাথ।
মায়াপুর-যোগপীঠে থাকি' এক দিবস ॥
উষাকালে বাজাইয়া হারমোনিয়াম।
"রাই জাগো, রাই জাগো"—গাহিল যখন ॥
প্রভুপাদের নির্দ্দেশে যিনি বন্ধ করা'ল গান।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ১০ ॥
প্রভুপাদ-আদেশে যিনি সন্ন্যাসীর বেষে।
প্রেমধর্ম্ম প্রচারিলা ঘুরি' দেশে দেশে ॥
'গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' করিয়া স্থাপন।
আচার্য্যরূপেতে তাহা কৈলা পরিচালন ॥
যাঁহার এহেন পারমার্থিক সংগঠন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ১১ ॥
শ্রীধাম-পরিক্রমার করি' পুনঃ প্রবর্ত্তন।
প্রভুপাদের ইচ্ছা যিনি করিলা পূরণ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতই—গৌড়ীয়-বেদান্ত।
যাঁ'র শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে হৈলা প্রমাণিত ॥
যাঁহার সিদ্ধান্ত-যুক্তি না যায় খণ্ডন।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ১২ ॥
যাঁ'র শ্রীঅঙ্গ-দর্শনে ও ভাষণ-শ্রবণে।
জীবের ত্রিতাপ-ক্লেশ ঘুচে সেইক্ষণে ॥
শ্রীপ্রভুপাদের যিনি অন্তরঙ্গ সেবক।
কীর্ত্তন-বিগ্রহরূপে সদা প্রকাশিত ॥
যিনি আচণ্ডালে কৃষ্ণপ্রেম কৈলা প্রদান।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ১৩ ॥
জীবনের উদ্দেশ্য নহে মাত্র পুণ্যার্জ্জন।
অপ্রাকৃত ভক্তির সদা করহ সন্ধান ॥
তাহাই আশ্রয় করা একান্ত প্রয়োজন।
বেদে-ভাগবতে আছে এমত লিখন ॥
যাঁ'র মুখে শুনিয়াছি এ হেন ভাষণ।
তিনি মোর গুরুদেব, বন্দি তাঁ'র চরণ ॥ ১৪ ॥
রাগানুগ-শ্রৌতপন্থী-গুরু-গুণগাথা।
কীর্ত্তন করিলে তবে হয় 'ব্যাসপূজা' ॥
অমানী-মানদ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত যিনি।
সেই বাণী কীর্ত্তনের অধিকারী তিনি ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, অপরাধীজন।
নিবেদিনু গুরুপদে প্রণতি-কুসুম ॥ ১৫ ॥
জয় ব্যাসগুরু, জয় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
কৃপা করি' পদ-পাশে রাখ অনুক্ষণ ॥ ১৬ ॥

ভবদীয় কৃপাকণ-ভিখারী অযোগ্য সন্তান
**—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**
গ্রাম—বড় বহরকুলি ( বর্দ্ধমান )

---

# প্রকৃত সুখ

এই পরিদৃশ্যমান জগতের উচ্চশ্রেণীর জীব—মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নশ্রেণীর জীব-কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকলেই সুখের জন্য লালায়িত, সুখের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। সুখের আশায়ই দাতা দান করিতেছেন, গ্রহীতা দান গ্রহণ করিতেছেন। সুখের আশায় রাজ-রাজেশ্বর মাথায় মুকুট পরিতেছেন, দরিদ্র ব্যক্তি তৃণগুচ্ছে কুটীর বাঁধিতেছে। সুখের জন্যই চোর চুরি করিতেছে, কেহ রূপ-রস, টাকাকড়ি কামনা করিতেছে, কেহ অযথা ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করিতেছে। সুখ-তৃপ্তি-লালসাতেই রাজাধিরাজ ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হইতেছেন, আর দরিদ্র সামান্য টাকার জন্য অপরের প্রাণ নষ্ট করিতেছে! অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া কুটীরবাসী ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য নিয়ত অস্থিরচিত্ত। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত হয়, সুখের আভাস পাইলেই জীব তদ্রূপ ধাবিত হইতেছে।

জীব অবিদ্যার বন্ধনে আত্মবিস্মৃত, কিছুই জানে না—কিছুই বুঝে না, তবুও সুখের জন্য লালায়িত। সংসারে সবাই অতৃপ্ত, কাহারও সুখের আশার নিবৃত্তি হইতেছে না। ধন-জন, রূপৈশ্বর্য্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। জড়ীয় আকাঙ্ক্ষারূপ রাক্ষসীর হস্ত হইতে নিবৃত্ত না হইলে নিস্তার নাই। জড়ীয় সুখাকাঙ্ক্ষা দুঃখেরই নামান্তর। তাই ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—

ভাল করে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।
সে-সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন॥

সংসার-রঙ্গমঞ্চ সুখ-দুঃখেরই আগার। বদ্ধ জীবগণ সুখ-দুঃখের মালা গলায় পরিয়া অহর্নিশ ভবসমুদ্রে ঘুরপাক খাইতেছে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"—ইংরেজী প্রবাদবাক্যেও পাওয়া যায়,—"A king of today is a beggar tomorrow." "Weal and woe come by turns as the wheel of fortune moves." "If winter comes, can Spring be far behind." দিল্লীর প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটগণ এক বিষয়ে

সামান্য সুখ লাভ করিয়াও অন্যান্য পাঁচ বিষয়ে নিরন্তর মনঃকষ্টে কালযাপন করিয়াছিলেন। মোট কথা, জড়সুখ—কুহকাবৃত ছলনা মাত্র।

আরও এক কথা, জীব সংসারে সামান্য সুখে সুখী হইলেও সে সুখ চিরস্থায়ী নহে। কেননা দেহপাত হইলে পরলোকের পথে ধন-জন-বল, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেহই সঙ্গের সাথী হইবে না। স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে সম্পর্ক—স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। তাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৩)

"পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত মিলন পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্র-দারাদিও প্রতিদেহে বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর।" মরণের পরে একমাত্র পরমার্থ-ধনই সঙ্গে যাইবে। তাই ভক্তকবি প্রেমানন্দ গাহিয়াছেন,—

কি গুমান কর দেহ,　　পচি' গলি' যাবে এহ,
ধন-জন রহিবে পড়িয়া॥
যে-সুখে হয়েছ মত্ত,　　বুঝি' দেখ তার তত্ত্ব,
ইহা তোর রহিবে কোথায়?
আজি মর, মর কালি,　　মরণ ত' নহে গালি,
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ দিন যায়॥

সংসারে সকল সুখই অংশমাত্র, জীব পূর্ণ-সুখের কাঙ্গাল। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দের তুলনায় রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ, তাই রাজরাজেশ্বর মণিময় ময়ূরসিংহাসনে বসিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। সুখ অর্থে (সু=উত্তম+খ=(জ্ঞান) ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়-শক্তির স্বভাব—নিয়মিত স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য। শ্রীকৃষ্ণভজনেই ইন্দ্রিয়-শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। সম্যক্ অনুভূতির সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যথার্থ সুখ লাভ হয়। সে সুখ স্থায়ী। এই সুখে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধুর লহরী আছে; ইহাতে আকাঙ্ক্ষারূপ অনলের লেলিহান শিখা ও ঝটিকা নাই। আত্মোন্নতি হইতে কাম-বাসনার খাদ দূরীভূত হয়। অনিত্য ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক সুখ—মিথ্যা। আত্মারামদিগেরই প্রকৃত নিত্যসুখ বা ভগবদ্দাস্যানন্দ, আর বদ্ধ বিমুখ জীবের নশ্বর ভোগ-সুখের বিষয় বিনষ্ট হইলে ঐ অনিত্য সুখই দুঃখের পরিণত হয়।

প্রত্যক্ষবাদিগণ নশ্বর জড়-সুখে মত্ত থাকায় পারমার্থিক সত্য বুঝিতে না পারিয়া উহাতে অনাদরবশতঃ হাস্য করে; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-জ্ঞানবলে অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি যে জীবের একমাত্র নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহা না বুঝিয়া বিপরীত বিশ্বাসক্রমে জড়জগতে আসক্ত হইয়া ফলভোগবাদী হইয়া পড়ে।

অনভিজ্ঞ হরিবিমুখ-জনগণ বিষয়ভোগী ও কৃষ্ণভক্তের তুলনা করিয়া বলিয়া থাকেন,—"কৃষ্ণভক্তের কোন ঐহিক সুখ নাই; পরন্তু নিরন্তর অভাবের মধ্যে থাকায় তাহার ঐহিক দুঃখরাশি বৃদ্ধি পায় মাত্র।" কিন্তু তাহাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ কৃষ্ণপ্রীতিতেই ভক্তের সুখ বা আনন্দ। কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত দুঃখকেই ভক্ত চিরসুখ বলিয়া জানেন। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

কর্ম্মবাদিগণ সুখের স্থান বলিতে স্বর্গকেই বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত সুখ—যাহা অবশ্যই নিত্য ও সত্য, তাহা স্বর্গে নাই। শ্রীযমরাজ যখন নচিকেতাকে ( কঠোপনিষৎ ১।১।২৫ ) মৃত্যু-বিষয়ে প্রশ্ন হইতে বিরত হইবার জন্য স্বর্গসুখের লোভ দেখাইলেন, তখন অতি বুদ্ধিমান্ নচিকেতা বলিলেন ( কঠ ১।১।২৬ ) যে, যমরাজবর্ণিত ভোগ্য বস্তুসকল অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী; অধিকন্তু ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও জীবন সীমিত। অতএব স্বর্গসুখ প্রকৃত সুখ নয়। শ্রীঅর্জ্জুনকে ( গীতা ৯।২০-২১ ) ও শ্রীউদ্ধবকে ( ভাঃ ১১।১০।২৩-২৬ ) শ্রীভগবান্ স্বর্গসুখের অসারত্ব ও অনিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

জৈমিনী-মতাবলম্বীরা বলেন,—"শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের সেবায় বৈষয়িক সুখ জন্মে, ঐ সুখই ইহলোকে ও পরলোকে 'স্বর্গ'-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহারই অপর নাম 'আনন্দ'। ঐ আনন্দের অভিলাষেই লোকে সমুদয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ( উহাতে ) প্রবৃত্ত হয়েন। ভগবান্ যদি স্বয়ং আনন্দরূপ হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাহার বিষয়সুখে আসক্তি জন্মিত না। বিশেষতঃ সকল লোকই ভগবান্‌কে পাইবার জন্য অভিলাষী হইতেন, কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না। তবে যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের জন্য লালসাযুক্ত

হয়েন এরূপ দেখা যায়, সে কেবল বিষয় পায় নাই অথবা তদ্ভোগে অক্ষম কতকগুলি পঙ্গু, অন্ধ, বধির, অলস, জরাতুর লোকই বৈরাগ্য অনুকরণ করিয়া "আমরা সুখী" এইরূপ শূন্যবাক্যদ্বারা অজ্ঞ লোকসকলকে প্রতারণা করিয়া থাকে। অতএব বৈদিক শুভ কর্ম্মদ্বারা বিষয়লাভ, এবং সেই বিষয় সেবাতেই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখহানি হয়, এই যে মত, ইহাই ঠিক। দীপের প্রকাশ হইলেই যেরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ বিষয়-সুখ জন্মিলেই বৈষয়িক দুঃখের অবসান হইয়া থাকে। ভগবান্ আনন্দরূপ নহেন এবং তাঁহার ভক্তিতেও প্রয়োজন নাই।"

উপরিউক্ত মতাবলম্বনে জীবগণ বিষয়ানন্দের প্রয়াসে ব্যস্ত থাকিলে বাস্তবিক তাহাদের প্রকৃত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কারণ "বিষয়ানন্দের দ্বারা ভগবৎপ্রেমানন্দ লাভ" করিবার চেষ্টা "দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার" ন্যায় নিরর্থক মাত্র। শ্রুতিতে ভগবানকে বিপুল সুখস্বরূপ বলিয়াছেন। তাই ভগবৎসেবানন্দ দ্বারাই প্রকৃত সুখ লাভ করা সম্ভব। বিষয়ত্যাগেই ঐ সুখের অভিব্যক্তি হয় এবং বিষয় স্বীকারেই উহার অন্তর্দ্ধান হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু-ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ" অর্থাৎ "যাহার চিত্ত বিষয়াবিষ্ট, তাহার ভগবদাবেশ অতিদূরবর্ত্তী। পূর্ব্বদিকে গমন করিলে কি পশ্চিমদিক্‌গত বস্তু পাওয়া যায়?" আর ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণের অনন্তর বৈষয়িক সুখ নিষ্পন্ন হয়, বিষয়ের গ্রহণ না হইলে ঐ সুখ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, উহা সাধারণের অনুভব। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানিগণ এই ভ্রান্ত মতবাদের গণগড্ডালিকা স্রোতপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করেন না।

বিষয়ানন্দকে উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ( ভাঃ ১১।৮।১ ) উক্ত আছে,—"সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ। দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্‌বুধঃ॥" অর্থাৎ "স্বর্গ ও নরকে প্রাণিগণের দুঃখ যেরূপ অযাচিতভাবেই উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয় জন্য সুখও তদ্রূপ আগত হয় বলিয়া বিবেকী ব্যক্তি তাদৃশ সুখের জন্য কোনরূপ যত্ন স্বীকার করেন না।" সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ানন্দের প্রয়াস ও তদ্বিষয়ে যে লোকের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়, কারণ জীবমাত্রেরই চিরানুভূত একটী বিষয়ানন্দ রহিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধানন্দস্বরূপ ভগবৎসুখের কোনকালেই অনুভব নাই। অতএব সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাদৃশ সুখে কাহারও প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কোনরূপে একবার সেই ভগবৎসুখ অনুভূত হইলে

সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি ও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই শ্রীশুকদেব ও অম্বরীষ রাজা প্রভৃতি এবং গোপীগণ সকল মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়া তৎসুখে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ সকল আনন্দের হেতু। শ্রুতিতে উক্ত রহিয়াছে,—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" অর্থাৎ "ভগবদানন্দের কিঞ্চিৎ অংশ স্বর্গাদিগত আনন্দের উপজীবক।" অতএব বিষয়ানন্দকে উপেক্ষা করিয়া ভগবৎসেবানন্দে মত্ত থাকিলেই জীব প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

---

# ধর্ম্মানুশীলনে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্ত্তন কি অপরিহার্য্য ?

প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, 'মহাশয়! আপনাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এত গোঁড়ামি কেন?' তাঁহারা এইরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন যে, খাদ্যাখাদ্য বিচারের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ না করিলে ধর্ম্মানুশীলনের পথ অনেক সহজসাধ্য হইতে পারিত। তাঁহারা এইরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। খাদ্য যে-প্রকার হউক না কেন, তাহাতে ধর্ম্মচর্চ্চার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। অন্যান্য ধর্ম্মে বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের ত' এ ধরণের গুরুত্ব নাই। আর খাদ্যের উপর এত নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য আপনাদের মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মপালনে ধর্ম্মপিপাসুর আগ্রহ কম।

কিন্তু যদি আমরা ঠিক ঠিক বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, উপরিউক্ত মন্তব্য পারমার্থিক জগতে নিতান্ত হেয়। ধর্ম্মানুশীলনকে যাঁহারা কেবলমাত্র একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বলিয়া জাগতিক প্রতিষ্ঠা বা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখলাভের উপায়মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে খাদ্যাখাদ্য-বিচার নিরর্থক মনে হইলেও যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনকে জীবনের চরম সার্থকতা এবং ভগবৎ পাদপদ্মলাভের সোপান-স্বরূপ মনে করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যাবশ্যক। এমন কি, ইহা একমাত্র না হইলেও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ভগবৎসৃষ্ট জীবসমূহের প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম আছে। মানুষের ধর্ম্মকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—শরীর ধর্ম্ম ও আত্ম-ধর্ম্ম। শরীর রক্ষায় ও তাহার উন্নতিবিধানে যাঁহারা বিশেষ আগ্রহান্বিত অর্থাৎ শরীর-ধর্ম্মই যাঁহাদের চরম লক্ষ্য, তাঁহাদের নিকট পুষ্টিকর খাদ্যের আদর অধিক। কিন্তু আত্ম-ধর্ম্মানুশীলনকামী ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, আত্মা ব্যতীত শরীরের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং তদনুশীলনের সাহায্যকারী খাদ্যই তাঁহাদের প্রিয়। শরীর-ধর্ম্ম—অনিত্য, আত্ম-ধর্ম্ম—নিত্য। অতএব নিত্যবিষয়ের সহায়ক বস্তুর আদর সর্ব্বকালে স্বীকৃত।

আজকাল অনেককে বলতে শুনি,—খাদ্যের জন্য জীবনধারণ, না—জীবন-ধারণের জন্য খাদ্য। এ প্রশ্নের ইহাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত উত্তর—জীবনধারণের জন্য খাদ্য। খাদ্যের জন্য কেহ জীবনধারণ করে না। বাঁচিয়া থাকিতে গেলে, শরীরের প্রতিটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সজীবতা, পুষ্টিসাধন ও কর্ম্মক্ষমতা রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যই আমাদের জীবনের চরম বস্তু নয়।

মুনি-ঋষিগণ খাদ্যের গুণানুসারে খাদ্যকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক খাদ্যগ্রহণে মানুষের আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, সুখ, প্রীতি, চিত্তবৃত্তি ধীর-স্থির ও ধৈর্য্যধারণে অধিক ক্ষমতা প্রাপ্তি হয়। তখন মানুষের মনে ভগবদ্ভজনের উন্মেষ ঘটে। রাজসিক খাদ্য অর্থাৎ অতি কটু ( তিক্ত ), অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ঝাল ও অতি বিদাহী খাদ্যগ্রহণে দুঃখ, শোক ও রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। তামসিক খাদ্য অর্থাৎ বহুপূর্ব্বে প্রস্তুত খাদ্য, নীরস, বাসি, দুর্গন্ধযুক্ত উচ্ছিষ্ট ও মদ্য-মাংসাদি অপবিত্র খাদ্যগ্রহণ তামসিক ব্যক্তির প্রিয়। এই সকল রাজসিক ও তামসিক খাদ্যগ্রহণে মানবচিত্ত সঙ্কীর্ণ, উগ্র ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তাহার প্রমাণ বর্ত্তমানে দৈনিক পত্র-পত্রিকায় প্রায়ঃশই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন,—

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ-শোকাময়প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥

( গীতা ১৭।৮-১০ )

অতএব যে খাদ্যগ্রহণে মানুষ তাহার নিজসত্তা হারাইয়া ফেলে সে খাদ্য-গ্রহণ না করিলে মানুষের চরম উন্নতি হইতে পারে। যখন প্রত্যেক জীবই তাহার নিজ নিজ উন্নতি কামনা করেন, তখন সাত্ত্বিক আহারে বাধা কোথায়?

অনেকে হয়ত' বলিবেন,—শরীরের পুষ্টিবিধানের জন্য মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি গ্রহণ করা অতি আবশ্যক; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার Substitute—পরিবর্ত্ত বহু খাদ্য আছে, যার মধ্যে ঐ সকল খাদ্যাপেক্ষা অধিক পুষ্টির উপাদানসমূহ বিদ্যমান। তাহাতেও Fat বা স্নেহপদার্থ অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অতএব জীবহিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের পরিবর্ত্ত খাদ্য গ্রহণ করা কি আবশ্যক নহে?

যখন কোন ধর্ম্মগুরু বা শাস্ত্র মাদকদ্রব্য ও জীবহিংসা ত্যাগপূর্ব্বক নিরামিষ আহার করিতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তখন আমরা তাহা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া গ্রহণ করি না। পরন্তু গোঁড়ামি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে বহু Medical Scientist আমাদিগকে নিরামিষাশী হইবার জন্য তাঁহাদের পরীক্ষা-গারের বহু পরিশ্রমসাধ্য গবেষণালব্ধ ফল ঘোষণা করিতেছেন। বহু রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসকগণও মাদকদ্রব্য, মাংস, ডিম্ব, মৎস্যাহারও বর্জ্জন করিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। তখন কিন্তু আমরা নির্ব্বিচারে নিজ স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানিয়া লইতেছি। শুধু মানিতে পারি না—ত্রিকালসত্য ঋষিগণের আচরিত ও প্রচারিত বিধি-নিষেধসমূহ। ইহাই আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃখের বিষয়!

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর যুগে বিজ্ঞান ও শিক্ষার চরমোন্নতির দিনে আমরা কেমন শিক্ষালাভ করিতেছি, তাহাও বিচার্য্য। আমরা প্রত্যেকেই জানি,—অত্যধিক মাদকদ্রব্য সেবনফলে মানুষের জীবননাশকারী ক্যান্সার রোগ হয়। বাচ্চা শিশুকে সিদ্ধ ডিম খাওয়াইলে তাহার Liver function চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়। আসন্ন সন্তানসম্ভবা মায়েদের জর্দ্দাসহ তাম্বুল (গুয়া-পান) সেবনে স্বাস্থ্যের অতীব ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। "Cigarette smoking is injurious to health"—এই নিষেধাজ্ঞার প্রতি অঙ্গুলি হেলনপূর্ব্বক আমরা অহরহঃ তাহা পান করিতেছি। হায়! কি আমাদের শিক্ষা! জানিয়া-শুনিয়াও আমরা বিষপান করিব, তথাপিও আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী কল্যাণকামী মহাজনগণের বাক্যে কর্ণপাত করিব

না ! তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥"—ইহাপেক্ষা খেদের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ আমাদের জন্য কি সুব্যবস্থা না দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণেও সময়োপযোগী কিছু কিছু গ্রহণ ও বর্জ্জনের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। যেমন—বার ও তিথিভেদে কোন কোন খাদ্য গ্রাহ্য, আবার কোন কোন খাদ্য ত্যাজ্য ; ব্রতাদি-পালন সময়েও কিছু কিছু খাদ্য গ্রহণীয় এবং কিছু কিছু বর্জ্জনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পশুজাত খাদ্য মাত্রেই যে আমিষ ও সত্ত্বগুণরহিত হইবে এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যসকল নিরামিষ ও সত্ত্বগুণযুক্ত হইবে, এমন ধারণারও নিরসন করিয়াছেন। দুগ্ধজাত দ্রব্য পশুজ ( জৈব প্রোটিন ) হইলেও নিরামিষ এবং পিঁয়াজ, রসুন, গাজর, মুসুরডাল প্রভৃতি কিছু কিছু দ্রব্য উদ্ভিজ্জ হইলেও আমিষমধ্যে পরিগণিত। দুগ্ধ ব্যতীত অন্য যে কোন পশুজ খাদ্য পাইতে হইলেই জীবহত্যার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঐ খাদ্য সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে রজঃ ও তমঃ গুণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে খাদ্য মানুষের সদ্‌গুণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিল না, সে খাদ্যের জন্য অকারণ জীবহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবার আবশ্যকতা কি ? শাস্ত্রকারগণ বলেন,—

স্বচ্ছন্দ-বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাকাদিদ্বারা যদি ক্ষুন্নিবৃত্তি ও শরীর পুষ্টি হয়, তবে এই দগ্ধোদরের নিমিত্ত কি মহাপাপকার্য্য করণীয় ? সুতরাং জীবহত্যারূপ পাপ সঞ্চয়পূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি অতীব গর্হিত। শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—

জলজৈরভিশপ্তানাং নারীণাং বৈধব্যং সদা।
মাংস খাদতি নিত্যং সুরথঃ সদৃশো যথা ॥

যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিতে গেলে উক্ত দশাপ্রাপ্তি হয়, সেই বস্তু গ্রহণ কি বিধেয় ?—তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কেহ কেহ বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন,—"জীবঃ জীবস্য জীবনম্।" এই বচনানুসারে জীব হইতে খাদ্যসংগ্রহে দোষ কি ? তাঁহারা আরও বলেন,—'উদ্ভিদেরও ত' প্রাণ আছে। সেইহেতু উদ্ভিদ্‌ও প্রাণী। তাহার হত্যায় কি জীবহত্যা হয় না ?' ইহার উত্তরে জীবজগৎ ও প্রাণীজগতের অনুভূতির তারতম্য আলোচনা প্রয়োজন। যাহার অনুভূতি যত অধিক তাহার হত্যায়

তত অধিক পাপ হইয়া থাকে—ইহাই সুসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তানুসারে একটী পিপীলিকা হত্যায় যে পাপ হয়, তদপেক্ষা একটী মৎস্য বা ছাগ হত্যায় অধিক পাপ হইয়া থাকে। মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূতিশীল বলিয়া নরহত্যায় পাপ সর্ব্বাধিক এবং তজ্জন্য নরহত্যাকারীকেই অধিক জাগতিক শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আবার যে খাদ্য স্বয়ং ভগবান্, সাত্বত শাস্ত্র ও মহাজনগণ সমর্থন করেন, তাহা গ্রহণে পাপ হইতে পারে না। অধিকন্তু বৈষ্ণবগণ নিজের নিমিত্ত খাদ্য সংগ্রহ করেন না। যাহা কিছু সংগ্রহ করেন, তাহা শ্রীভগবানকে নিবেদনপূর্ব্বক তৎপ্রসাদ নির্গুণ বস্তু গ্রহণ করেন। নির্গুণ ভগবৎ প্রসাদে কদাপিও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। সেইহেতু শুদ্ধবৈষ্ণবগণের খাদ্য সংগ্রহে পাপের লেশমাত্র নাই।

বর্ত্তমানে দেখা যায়,—কেহ কেহ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবতাকে মৎস্য, মাংস, মদ্য ভোগ দিয়া থাকেন এবং সেইগুলি প্রসাদস্বরূপে গ্রহণপূর্ব্বক নিজেদের পাপ অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার ভাণ করেন। গীতার বাক্যানুযায়ী (?) তাহারা এইরূপ কার্য্য করিতে দ্বিধাবোধও করেন না। ইহাতে পাপ ক্ষালন ত' দূরের কথা, ভগবচ্চরণে অপরাধই সৃষ্টি হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিচারে এইরূপ কর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ও জীবহিংসায় বিশেষ আগ্রহশীল ব্যক্তিদিগকে কিছুটা সংযত করিবার জন্য কতকগুলি বিধি-নিষেধসহ আমিষাদি গ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়।—

লোকে ব্যবয়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্ত জন্তোর্ণহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাস্থ নিবৃত্তিরিষ্টা॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

ইহা প্রবৃত্তিমার্গ হইতে জনগণকে নিবৃত্তিমার্গে আনয়ন করিবার পন্থাবিশেষ। আর আমরা সেই স্বল্পসুযোগকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যবহার করিবার প্রয়াস পাইতেছি। শাস্ত্রের প্রকৃত গূঢ় তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে আমরা ব্যর্থ হইয়া অহঃরহঃ এইরূপ গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত হইতেছি এবং শাস্ত্রকার ও ও ধর্ম্মনেতৃবৃন্দের গোঁড়ামি বলিয়া উড়াইয়া দিতেছি। অনেকে যুক্তি দেখাইতেছেন যে,—মৎস্য অপেক্ষা যদি প্রাণীহত্যায় পাপ অধিক, তাহা হইলে মৎস্য খাইতে আপত্তি কোথায়? তদুত্তরে মনুসংহিতা বলিতেছেন,—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে তন্মাংসখাদক বলিয়া থাকে;

কিন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী, কারণ মৎস্য সর্ব্বপ্রাণীর মাংস ভোজন করে। ফলে পরোক্ষভাবে মৎস্যখাদক সর্ব্বমাংসখাদক বলিয়া মৎস্য-ভোজনও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ভগবৎসৃষ্ট প্রাণীকুলকে খাদ্যাখাদ্যের বিচারে বিভাগ করিলে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়,—মাংসাশী—Carnivorous, নিরামিষাশী—Vegetarian ( তৃণ-গুল্ম-লতাভুক্—Graminivorous, Herbivorous ), সর্ব্বভুক্—Omnivorous। ব্যাঘ্র-সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীগণ মাংসাশী, কারণ তাহাদের Stomach—পাকস্থলী কাঁচা মাংস পরিপাকের উপযোগী। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে—মানুষের Stomach বা পাকস্থলী নিরামিষ আহারের উপযোগী। অতএব যে প্রাণীর পক্ষে যাহা সহজপাচ্য, তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত।

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ"—শাস্ত্রীয় বচনানুসারে ধর্ম্মানুশীলনাকাঙ্ক্ষী ও ধর্ম্মানুশীলনকারিগণের প্রত্যেকের আহারশুদ্ধির প্রয়োজন। শুদ্ধাহার না হইলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে অনুভূত হয় না। শুদ্ধাহারী ব্যক্তির দেহে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান সম্ভবপর। অশুচি দেহে ভগবদধিষ্ঠান কল্পনা বৃথা। অতএব সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্মে আহারশুদ্ধির সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। ইহাতে বৃথা তর্কের অবকাশ নাই।

পরিশেষে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, খাদ্যই মানুষের সচ্চরিত্র, সুসভ্য, সুস্বাস্থ্য, সুদৃঢ়, সৎচিন্তার উন্মেষ ঘটাইয়া থাকে। সমাজের যাবতীয় কল্যাণের মূলে এই খাদ্যাভ্যাস বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। শুধু ত্যাগীর জন্য নিরামিষ খাদ্য নহে, ইহা সকল বর্ণাশ্রমীর পক্ষেই অপরিহার্য্য। নীলকণ্ঠ বিষপান করিয়া গলদেশে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা যদি উঁহার অনুকরণ করিতে যাই, তাহা হইলে বিষের জ্বালায় ছটফট করিয়া আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য যাঁহাদের ভজনবল প্রচুর তাঁহারা যদি খাদ্যাখাদ্য বিচার নাও করেন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্তে বিকার লক্ষিত হয় না। তথাপি তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য যথেচ্ছ খাদ্যাদি গ্রহণ করেন না। অতএব খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে অযথা তর্কের আবাহন না করিয়া শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য সর্ব্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য।—

"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।"
"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"
"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

মহাজনের নির্দ্দিষ্ট পথই আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হউক্। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মনুষ্যের তথা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

———

# শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামা-বিপ্র

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সঙ্গে গুরুগৃহে অবস্থানকালীন পুরাতন লীলাকথা আলোচনা করিয়া বলিলেন,—হে সখা! আপনার এ সব কথা মনে হয় কি?

হে জগদ্‌গুরো! হে দেবদেব! আপনার ন্যায় ভক্তজন-মনোরথ-পরিপূরক মহাপুরুষের সহিত গুরুকুলে একত্র অবস্থান হওয়ায় অতঃপর আমাদের কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ আছে কি?

গুরুগৃহের প্রাচীন স্মৃতিচারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা-বিপ্র শ্রীকৃষ্ণপুরীতে মনের আনন্দে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ যাঁহার সহপাঠী ও সখা তাঁহার আর কোন বিষয়ের অভাব থাকিতে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজনহিতকর, সাধুগণের আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদামা বিপ্রের সঙ্গে প্রেমবাক্য বিনিময় করিতে করিতে হঠাৎ ব্রাহ্মণের প্রতি সখ্যপ্রেম-দৃষ্টিতে হাস্যসহকারে বলিলেন,—হে বন্ধুবর! আপনি গৃহ হইতে আমার জন্য কি আনিয়াছেন? কারণ, ভক্তের দ্রব্য ভগবান্ আনন্দসহকারে গ্রহণ করেন। অভক্তের দেয় বস্তুতে ভগবানের সন্তোষ লাভ হয় না। মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়। অভক্তের দ্রব্যে প্রভু উলটি' না চায়॥" ভগবান্ সখাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (ভাঃ ১০।৮১।৪, গীতা ৯।২৬)

ভগবানের বাক্যে বিপ্রবর লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি যিনি, তাঁহাকে এই নগণ্য চারমুষ্টি চিপিটক বা চালচিড়া প্রদান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আগমন কারণ জানিয়া ভাবিলেন, সখা কোনদিন আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন নাই। আমি তাঁহার মনের ভাব জানি। পতিব্রতা স্ত্রীর প্রীতি সাধনের জন্যই সখা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব, আমি তিনি না চাহিলেও তাঁহাকে দেবদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য দান করিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নিজেই ব্রাহ্মণের মলিন ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রে

বাঁধা চালের ন্যায় চিপিটকসমূহ স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক পরমপ্রীতির সহিত একমুষ্টি ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণের জন্য উদ্যত হইলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো! সর্ব্বান্তর্যামিন্! এক মুষ্টি ভক্ষণেই আমার কৃপা কটাক্ষে বিপ্রবর ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। অতএব, দ্বিতীয় মুষ্টি ভক্ষণ করিলে আমাকে আপনার সখা সুদামা বিপ্রের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ ঐ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীদেবীর অহৈতুকী কৃপার কথা চিন্তা করিতে করিতে সুখে অতিবাহিত করিলেন।

পরদিবস প্রাতে কৃষ্ণসখা সুদামা নিজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে সামান্যপথ অনুগমন করিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার ও বিনয় বচনে আনন্দদান করিলেন। ব্রাহ্মণ লজ্জাহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে নিজেও কোন কিছু প্রার্থনা করিলেন না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণদর্শনই পরমানন্দ ও সুখবর্দ্ধক, এই চিন্তা করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিলেন এবং পথিমধ্যে যাইতে যাইতে ভাবিলেন,—

"অহো! আমি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। যেহেতু বক্ষোদেশে লক্ষ্মীদেবীকে নিত্যকাল ধারণ করিয়াও তিনি মাদৃশ অতিদরিদ্রকে (লক্ষ্মীহীনকে) আলিঙ্গন করিয়াছেন।" তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন,—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধূরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

অর্থাৎ "মাদৃশ দরিদ্র পাপিজনই বা কোথায়, আর শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? তথাপি তিনি স্বীয় ভুজযুগলদ্বারা এই ব্রাহ্মণাধমকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।"

শ্রীবিপ্রবর আরও ভাবিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর পালঙ্কে আমাকে উপবেশন করাইয়া রুক্মিণীদেবীর দ্বারা ব্যজন করাইয়া আমার শ্রান্তি দূর করাইলেন। অধিকন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আমার পাদসম্বাহন করিয়া দেবতার ন্যায় আমার পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের বাঁধাস্বরূপ ধনমদ আমাকে প্রমত্ত করিবে, সেইহেতু পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কিছুমাত্র ধন দান করিলেন না। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত করুণার কথা চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রবর নিজগৃহ-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার পূর্ব্বতন গৃহের কোন চিহ্নই নাই।

তিনি পূর্ব্বতন গৃহের পরিবর্ত্তে দেখিলেন তথায় সূর্য্যচন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল বিমান অবস্থান করিতেছে। নানাবিধ বৃক্ষরাজিদ্বারা বন-উপবন পরিশোভিত। কুজনরত বিহঙ্গগণ বৃক্ষে বৃক্ষে অবস্থান করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। জলাশয় নানাবিধ জলজ পুষ্পদ্বারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে তৎপর। তিনি আরও দেখিলেন উত্তম বসনে বিভূষিত নরনারীগণ তথায় সমাগত। এইরূপ অতি মনোরম শোভা দর্শন করিয়া ভাবিলেন,—

"কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ" অর্থাৎ এ কি! এই গৃহ কাহার ও ইহা কিরূপে এইরূপ হইল।

ব্রাহ্মণ এইরূপ বিচার করিতেছেন, এমন সময় পতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী অতিহর্ষে সত্বর ব্যস্তভাবে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বামী সন্দর্শনে প্রেমোৎকণ্ঠিতচিত্তে অশ্রুপ্লাবিত লোচনে "ইনিই আমার প্রণম্য" এইরূপ নিশ্চয় সহকারে চিত্তদ্বারা ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণও পত্নীকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক পত্নীর সহিত আনন্দে মণিময় শতস্তম্ভযুক্ত ইন্দ্রের সমতুল্য নিজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

বিপ্রবর উক্ত মন্দির অভ্যন্তরে স্বর্গতুল্য সমস্ত বস্তু দর্শন করিয়া ধীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—সদাসর্ব্বদা দারিদ্র্যে প্রপীড়িত মাদৃশ অধম জনের এইরূপ ইন্দ্রতুল্য সম্পদ্-সমৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইল? নিশ্চয়ই মহাবিভূতিশালী যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এবম্বিধ ঐশ্বর্য্য সম্ভব নহে।

ভগবান্ স্বয়ং যাচকের অভাব দর্শন করিয়া সাক্ষাৎ দানের কথা না বলিয়া পরোক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় প্রচুর বস্তু দান করেন। মাদৃশ অধমকে সেইরূপেই কৃপা করিয়াছেন। কারণ, তিনি নিজের দেয় বস্তুকে 'অল্প' জ্ঞান এবং অন্যের প্রদত্ত অর্থাৎ সুহৃদ-দত্ত অতিতুচ্ছ বিষয়কে প্রচুর মনে করেন। শাস্ত্র বলেন,—

ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহুমানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১।১০৭)

বিপ্র ভাবিলেন,—মৎপ্রদত্ত একমুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ আমাকে প্রচুর দান করিয়াছেন। ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের কথা স্মরণ করিয়া কৃষ্ণসখা সুদামা-বিপ্র প্রার্থনা করিলেন,—

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ॥ (ভাঃ ১০।৮১।৩৬)

অর্থাৎ, আমি যেন প্রতিজন্মে তাঁহার প্রিয় হিতৈষী উপকারক এবং

সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করি, আর সেই মহানুভব সর্ব্বগুণাকর পুরুষোত্তম ও তদীয় ভক্তগণের উত্তম সঙ্গ লাভ করি।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ধনিগণের ধনগর্ব্বজনিত অধঃপতন দর্শন করিয়াই অদূরদর্শী সেবককে সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য এবং পুত্র-কলত্রাদি প্রদান না করিয়া পরন্তু দৃঢ়াভক্তিই দান করেন।

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হইতে নয়॥　　( চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৮ )
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥　　( চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৮ )

বিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণভগবানের অহৈতুকী করুণার কথা চিন্তা করিতে করিতে ভক্তিযুক্তচিত্তে পত্নীর সহিত অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণসখা সুদামা-বিপ্র এইরূপে অজিত ভগবানকে ভক্তগণের ভক্তিবৃত্তির নিকট পরাজিত হইতে দেখিয়া ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে আত্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক শীঘ্রই ভক্তজনাশ্রয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

---

# শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর ]

আমি যাঁকে হৃদয়ে বহন করি, আমি যাঁকে দশদেহ—আসন, বসন, ভূষণ, শয্যা, পাদুকা, যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ করে সেবা করি, সেই আমার পরমপ্রিয় ভগবান্ তিনি আবার তাঁকে বহিবেন। এটা হতে পারে না। দণ্ডভঙ্গ-লীলার মধ্যে যে গভীর বিচার আছে সেটা দেখালেন। দণ্ড কে?—দণ্ড হলেন নিত্যানন্দস্বরূপ। ভগবানের হাতে যা কিছু আয়ুধসমূহ আছে—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম থেকে আরম্ভ করে ভগবানের গায়ের বস্ত্রালঙ্কার সব কিছু নিত্যানন্দ-স্বরূপ। সহস্রশীর্ষ পুরুষ বলে একজন আছেন। যাঁর উপর শয্যা রচনা করে ভগবান্ শুয়ে আছেন।

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,
যাঁর অংশ কলাতে গণন।
যাঁর লীলা লাবণ্য ধাম, আগম নিগম গান,
সেই রাম রোহিণীনন্দন॥

নিত্যানন্দ প্রভু তত্ত্বখানা ওখানে বলছেন। শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ যাঁর কলা—অংশের অংশ, তাঁকে বলছেন নিত্যানন্দ রাম। তিনি হলেন বলদেব তত্ত্ব।

নিত্যানন্দ প্রভু দণ্ড ভেঙ্গে ফেলায় মহাপ্রভু একটু কপট রাগ করলেন। সবেমাত্র সম্বল ছিল আমার দণ্ড, তাও তোমরা ভেঙ্গে ফেললে। যাও তোমাদের সঙ্গে আর কোন কথা নাই। তোমাদের সঙ্গে আমার চলবে না। পুরীতে একাকী জগন্নাথ দর্শন করে মহাপ্রভু প্রেমে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। ওখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ছড়িদার যিনি ছিলেন, তিনি বললেন,—এটা একটা পাগলা লোক। পুরীর রাজার রাজপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে বসে আছেন। তিনি ত' মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখে বললেন—বা! বা! ইনি ত' সাধারণ ব্যক্তি নন। তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে ওঁকে সেবা-শুশ্রূষা করে নিয়ে গেলেন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাটে। অপরাপর ভক্তগণসহ নিত্যানন্দপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করতে এসে খোঁজ-খবর নিলেন কোথায় মহাপ্রভু। তখন শুনলেন তিনি এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তাঁকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ওখানে নিয়ে গেছেন। বর্ত্তমানে যেটা গম্ভীরা মাতা গোস্বামিনীর মঠ।

তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে নিত্যানন্দপ্রভুসহ সবাই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাটে হাজির হয়েছেন। মহাপ্রভুর লীলার ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় ২৪ বৎসর অর্থাৎ তাঁর সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লীলা নবদ্বীপ অঞ্চলের, আর ২৪ বৎসরের মধ্যে ১৮ বৎসরের লীলা হল পুরীতে এবং বাকী ৬ বৎসর গমনাগমন। এই নিয়ে ৪৮ বৎসর জগতে প্রকট ছিলেন তিনি।

ভগবানের কি প্রাকৃত জন্ম-মৃত্যু আছে? ভগবান্ কি আমাদের ন্যায় কর্ম্ম, কর্ম্মফল ভোগ করেন?—তা নয়। তাঁর আসা-যাওয়াটা ইচ্ছাধীন। জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর গমনাগমন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। তাঁর অন্তিম অবস্থা আপনারা জানেন কি? শুনেছেন, পড়েছেন কোথাও? তিনি সরযূ নদীর তীরে অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর Subtle body পাওয়া গিয়েছিল কি? মহাপ্রভুর অন্তলীলাটাও ঐ রকম। কোন জায়গায় বলা আছে—তিনি জগন্নাথের দেহের সঙ্গে লীন হয়েছেন। আবার কোন কোন

জায়গায় বলা হয়েছে তিনি টোটা গোপীনাথের দেহের সঙ্গে লীন হয়েছেন। আর ঐতিহাসিকগণ Tress করছেন যে, তিনি সমুদ্রের জলে ডুবে মরেছেন। এটা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। সাধারণ মানুষের বেলায় এ ধরণের কিছু একটা হয়। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে ঐরকম ধরণের লীলাটা যেন একটা ভেলকী-ভোজবাজী, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়। কৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান হলেন, তখন জরাব্যাধ তাঁকে বাণবিদ্ধ করেন। তিনি মরে গেলেন কি?—না, সেটা নয়। তাহলে কি হল? সেখানে শিক্ষা দিচ্ছেন কৃষ্ণের যে স্বরূপ, তাঁর যে সচ্চিদানন্দ তনু চলে গেলেন। আর এখানে শরীর একটা কিছু পড়ে থাকল। বলছেন, ওটা ঐন্দ্রজালিকের একপ্রকার ইন্দ্রজালের ন্যায় ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে রথ উঠছে, দেখছেন সবাই। মাটি থেকে তিন চার হাত উপরে উঠে গেছে, যেমন এরোপ্লেন Take up করে।

তারপরে কৃষ্ণ যখন চলে যাচ্ছেন তখন উদ্ধব পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্ধব তখন হাত জোড় করে কান্নাকাটি করছেন। কৃষ্ণ বললেন,—তুমি কাঁদছ কেন? প্রভু! এসেছিলাম ত' একসঙ্গে, এখন আমাকে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমি ত' তোমার এই বিরহ সহ্য করতে পারব না। তাঁকে উপদেশ করেছেন সেখানে। সেই উপদেশ নিয়ে উদ্ধব স্থির হয়ে এখানে ভগবৎ-কথা আলাপ-আলোচনা এবং প্রচার করতে লাগলেন। দেখা যাচ্ছে, ভগবানের যে লীলা সেটা অলৌকিক। সাধারণ মানুষ যেমনভাবে জন্মগ্রহণ করে, সংসারে চলাফেরা করে, যেমনভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেভাবে ভগবানের লীলা নয়।

নিত্যানন্দপ্রভুর লীলা আলোচনা করতে গেলে আগাগোড়া সবসময় দেখা যাচ্ছে তিনি গৌরসুন্দরের যে প্রিয় আচরণ সেটা করেছেন। কখনও উল্টোপাল্টা কিছু করছেন না। প্রয়োজনে তিনি নিত্যানন্দপ্রভুকে সেনাপতি করে পাঠাচ্ছেন। সমস্ত সৈন্যগণের উপরওয়ালা যিনি, তিনি হলেন সেনাপতি—Commander-in-chief। নিত্যানন্দপ্রভু হলেন Commander-in-chief। পদকর্ত্তাগণ কার কি Port folio সেটা বর্ণনা করেছেন।—

কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু-পার।

*　　*　　*

সঙ্কীর্ত্তন কেরোয়াল হুবাহু পসারি॥

এই পদের মধ্যে Port folio গুলি ভাগ করা হয়েছে। কে কেরোয়াল, কে কাণ্ডারী, কার প্রেমের বাতাস প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। রূপক করে

দেওয়া হয়েছে ওটা। নিত্যানন্দপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুর উপরওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সেখানে সেবক ভাব দেখিয়েছেন। মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈত-প্রভুও কিন্তু সেবক ভাব দেখাচ্ছেন। এই সেবক ভাবটা নিত্যানন্দপ্রভু জগতকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা গুরু যিনি, তিনি ত' নিজেকে সেবক বলে অভিমান করেন। গুরু-তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম—গুরু হলেন শক্তি, প্রকৃতি। পুরুষ নহেন। জীবমাত্রেই প্রকৃতি। সেই কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। গীতার মধ্যে অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন অর্জ্জুনের কাছে স্বয়ং কৃষ্ণ।—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

ইহা ব্যতীত আমার আর এক রকমের প্রকৃতি আছে। সেটা কি?—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

জীবভূতা প্রকৃতি। ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান্। অনন্ত শক্তির আশ্রয় তিনি। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতে সেই ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির ত্রিবিধ প্রতীতি বর্ণিত হয়েছে।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণে বলছেন,—ভগবানের শক্তি তিন প্রকারের। পরাশক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি, হ্লাদিনী শক্তি, স্বরূপ শক্তি; ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি—জীব শক্তি। তাকে, তটস্থা শক্তি বলে। আর 'অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা' মানে মায়াশক্তি। এই তিন শক্তি নিয়ে বিচার করা হয়েছে। শাস্ত্র সেখানে কে মহামায়া আর কে যোগমায়া, তার ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন বলা আছে, তন্ত্রের মধ্যেও ঠিক তেমন বলা আছে। তন্ত্রের মধ্যে বলছেন,—

জানাত্যেকা পরাকান্তা সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী॥

কে ইনি?—ইনি হলেন রাধারাণী। এঁকে বলছেন গোকুলেশ্বরী। "অনয়া সুলভোজ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ।" একজনকে বলছেন 'গোকুলেশ্বরী', আর একজনকে বলছেন 'অখিলেশ্বরী'।

অস্যা আভরিকা শক্তির্মহামায়া অখিলেশ্বরী।
যথা মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥

যোগমায়া এবং মহামায়া দুটীকে আলাদা করছেন। যোগমায়া শক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা, লীলাবিস্তারিণী শক্তি। যে শক্তির সাহায্যে ভগবান্ লীলা প্রকাশ করেন বা লীলার মাধুর্য্য প্রকাশিত হয়; অত্যদ্ভুত ক্ষমতা ও অলৌকিকত্ব প্রকাশিত হয় যে লীলার দ্বারা, তিনি হলেন যোগমায়া শক্তি। আর মহামায়া শক্তি হলেন দুর্গাদেবী। 'দুর্গা' শব্দটী রয়েছে শাস্ত্রে। দুর্গা নাম কেন হয়েছে?—এই যে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড আছে, এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দুর্গের রক্ষয়িত্রী—কারা-রক্ষয়িত্রী—Jailer তিনি, সেজন্য তাঁর নাম হয়েছে দুর্গা। "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা ছায়ের যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।" সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী যে শক্তি ভগবানের, তাঁর ছায়া-স্বরূপিণী যিনি, তাঁকে বলে মায়াশক্তি দুর্গা। তাঁর কারাগারের মধ্যে যে বোকা, হতভাগা, শয়তান ছেলে-মেয়ের দল—যারা ভগবৎসেবা, ভগবদ্ভজন, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ভুলে গেছে, তাদের শাসন করার, বুদ্ধি শোধন করার দায়িত্ব তাঁর উপর দিয়েছেন ভগবান্।

ভগবানকে ভুলে যাওয়াটা খুব কষ্টের ও দুর্ভাগ্যের কথা। ভাগবতে বলেছেন,—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।" ভগবদ্বিস্মৃতির থেকে চরম দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই। ভগবানকে ভুলে দূরে সরে যাওয়াটা হল চরম বিপর্য্যয়। একেই বলে 'অস্মৃতি'। ভগবানকে ভুললে হবে না, তাঁকে মনে রাখতে হবে। তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই সাজার ব্যবস্থা। দুর্গাদেবী সাজা দিচ্ছেন। অনেক আয়ুধ—অস্ত্রসমূহ তাঁর হাতে আছে। এছাড়াও তিনটী চাবুক আছে। সে চাবুক তিনটীর নাম কি?—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপ—জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি মানসিক ক্লেশাদি; আধিভৌতিক তাপ—ভূত অর্থাৎ প্রাণীজগৎ থেকে যতপ্রকার কষ্ট পাই—সাপে কামড়াল, বাঘে ধরল, শিয়াল, কুকুর, বিড়ালে কামড়াল; আধিদৈবিক তাপ—দেবতাগণের থেকে যে তাপ আসে—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত, অগ্ন্যুৎপাতাদি। জগতে যত রকমের কষ্ট আমরা পাচ্ছি, এই Worldly Confliction (Suffering) কে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এসব কষ্ট পেয়েও যদি শেষে আমরা প্রশ্ন করি—এই কষ্টের কি শেষ নাই? তখন তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ কষ্টের অবসান হবে, হতে পারে।

কিসে হবে বল দেবী? আমার উপরওয়ালা মালিককে যদি তোমরা ডাকতে পার, সাধন-ভজন করতে পার, তাহলে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে থাকেন। সেইকথা বলে দিয়েছেন। তখন দুর্গাদেবী হলেন উন্মুখমোহিনী মায়া। ভগবানের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। তুমি আমার মালিকের কাছে যাবে, সাধন-ভজন করবে, তাহলে আর তোমাকে জাগতিক কষ্ট পেতে হবে না। আর যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ভালটা বুঝি না, ভালটা নিয়ে চলতে পারি না, ততদিন পর্য্যন্ত ত' সাজা পেয়ে যাচ্ছি। তখন তিনি শাসিত বদ্ধজীব আমাদের নিকট বিমুখমোহিনী মায়া রূপে প্রতিভাত। তার মানে আমার বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই, তাঁর কাছে গিয়ে আমার আত্মকল্যাণজনক প্রার্থনা করতে পারলাম না। তখন কিসের মধ্যে আছি?—'ধনং দেহি যশো দেহি....' ইত্যাদি করছি। কিন্তু আত্মকল্যাণ চিন্তা করতে পারছি না। এটাই চরম দুর্ভাগ্য। আমরা যদি আত্মকল্যাণ চিন্তা করতে শিখি তাহলে সব পেয়ে যাব। সব পরীক্ষা শেষ হবে। আর পরীক্ষা শেষ হবে না যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ঐ প্রার্থনা না রাখতে পারি। সেইকথা শাস্ত্রে বুঝান হয়েছে।

আমরা যদি সবাই ভগবান্ থেকে এসেছি, তাহলে যখন আমাদের গোত্র জিজ্ঞাসা করা হয় তখন কোনও ঋষির (কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি) নাম গোত্ররূপে উল্লেখ করি। তাঁরা ত' সবাই ব্রাহ্মণ। যদি তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেন, তাহলে আমরা পরে শূদ্র হলাম কি করে? তার ইতিহাসটা কি?—তার ইতিহাস হল ঐ ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ইতিহাস। আমি মনে করেছি, ভেবে নিয়েছি আমার বোধ হয় অধিকার নাই। অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ভগবানের একটু মুখোক্তি দরকার আছে। কিন্তু আমার প্রচেষ্টারও ত' বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি যদি সেই ব্রাহ্মণ্য ভাবটা পোষণ করি, তাহলে আমার কল্যাণ। যা নিয়ে আজ সমাজে আলোচনা হচ্ছে—ঋষিগণ অধিকার হরণ করেছেন, ভগবান্ অধিকার হরণ করেছেন। কিন্তু ভগবান্ বা ঋষিগণ কেহই কাহারও অধিকার হরণ করেন নাই। বরং যার যে অধিকার সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভগবানের বাণী এবং ঋষিগণের বাণী। সেটা শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সে অধিকার আমাদের যথাযথ বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের কাজটা করতে হবে। আমি ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার ব্রাহ্মণের কাজ করতে হবে। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নির্ণয় করা আছে স্মৃতিশাস্ত্রে।—

তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুপূজনম্।
গায়ত্র্যাদি জপো নিত্যং এতদ্ব্রাহ্মণলক্ষণম্।

কি করতে হবে?—তিলক করতে হবে। কি রকম?—ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করবেন, কখনই ত্রিপুণ্ড্র নহে। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো আছে, সেগুলো ত' মেনে নিতে হবে। ঐগুলি ত' শাস্ত্রীয় Discipline। অস্বীকার করার উপায় নাই। আমি যদি বলি যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ সেহেতু অব্রাহ্মণ গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে মানব না, তাহলে আমার ব্রাহ্মণতা থাকে কিনা?—তা হবে না। তাহলে আমার সব ব্রাহ্মণতা গেল। কেন?—কৃষ্ণকে নিয়েই ত' আমাদের ব্রাহ্মণত্ব। সেজন্য প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে আছে,—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এই মন্ত্রে তাঁকে প্রণাম করা হচ্ছে। তাঁকে মেনে নিলে আমার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত। সেই কথাই ত' বললেন। ভগবানের কি কোন জাতি-পাতি আছে। ভগবানকে কি কায়েৎ ভগবান্, ব্রাহ্মণ ভগবান্ বলা চলবে?—না ওসব বলা চলবে না। ভগবান্ যে কোন কুলে আবির্ভূত হয়ে দেখাচ্ছেন আমি ইচ্ছামত যে কোন কুলে আবির্ভূত হতে পারি। সে কুল আমাকে গ্রাস করে না। আমি সেই কুলকে পবিত্র করি। যেমন শাস্ত্রে বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন,—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণবো নাম ধেয়ঃ।

যে কুলে একজন বৈষ্ণবের জন্ম বা আবির্ভাব হয়েছে, সেই কুল পবিত্র, 'জননী কৃতার্থা'—তাঁর জননী গর্ভধারিণী মাতা কৃতার্থা, 'বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা'—বসুন্ধরা ও তাঁর বসতিস্থান ধন্যা। 'নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাম্'—তাঁর পিতৃপুরুষগণ খুব খুশী, আহ্লাদিত। কেন?—আমাদের বংশে একজন বৈষ্ণব আবির্ভূত হয়েছেন। সেখানে কোন কুলের গৌরব থাকল না। কৃষ্ণ গীতায় বললেন,—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

তাহলে ত' এখানে কোনরূপ অধিকার হরণ হয় নাই, বরং কৃষ্ণ তাঁহার সৃষ্ট-সম্পর্কিত চতুর্ব্বর্ণাশ্রমী ও বর্ণাশ্রম বহির্ভূত অন্ত্যজ জাতিকেও ভজন-সাধনের সমান অধিকার দিলেন। তিনি কাহারও আত্মাধিকার ক্ষুণ্ণ করেন

নাই। ভাগবতের মধ্যে একটা শ্লোক আছে,—"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ।" এখানে স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতি সকলের কথা বললেন। স্ত্রী ও শূদ্রগণকে বেদ শুনাবেন না। 'দ্বিজবন্ধূ গণ' মানে ব্রাহ্মণাধম, অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু কোন সদাচার পালন করেন না, তাদেরকেও বেদ শুনাবেন না। এই তিনজন বেদ শ্রবণের অনুপযুক্ত।

মেয়েদের যদি বেদে অধিকার নাই তাহলে গার্গী, মৈত্রেয়ী কি করে বেদ আলোচনা করেছিলেন? আরও ত' অনেক উদাহরণ আছে। বেদ-পারঙ্গতা মহিলা তাঁরা। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির সঙ্গে বেদের তত্ত্বদর্শন নিয়ে বিচার হচ্ছে। এ অধিকারটা কি করে পেয়েছিলেন গার্গী? যদি এ অধিকার ভগবান্ না দিয়েছেন ও ঋষিগণ না মেনেছেন, তাহলে অধিকারটা পেয়েছেন কোথা থেকে? এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে সবটাই সম্ভব। সেখানে পুরুষ, নারী বলে কোন কথা নাই।

মাতৃজাতির শালগ্রামশিলা পূজা করার অধিকার নাই—কোন কোন জায়গায় কেহ কেহ সেটা বুঝাচ্ছেন। আসলে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহা নয়। শাস্ত্র বলছেন, শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তিও যদি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহলে তিনি শালগ্রামশিলা পূজা করার অধিকারী। চালাকি, চাতুরী করে অনেকে এটা বলতে চান না সমাজকে। মুস্কিল ঐখানে। স্মৃতিশাস্ত্রে কি লেখা আছে?—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার আশ্রমী শালগ্রামশিলা পূজার অধিকারী। সৎশূদ্র অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তি, তাঁরও শালগ্রামশিলা পূজার অধিকার আছে। অধিকারটা ত' আমাকে নিতে হবে। আমি যদি বলি আমি নিজেই শূদ্র, তাহলে আমি ফাঁকিবাজ। ভগবান্ আমার সাধন-ভজনের অধিকার, ক্ষমতা, যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সে যোগ্যতাটুকু আমাকে নিতে হবে। আমরা সবাই শূদ্র সেজে বসে আছি। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবানের সেবা করব কি করে? আমি যদি অধিকার চাই, শাস্ত্র সে অধিকার দিয়ে রেখেছেন।

ধরুন, মা আর ছেলে। ছেলে মায়ের হাতে যেমন খায় বা সেবা-শুশ্রূষা পায়, অন্যের দ্বারা কি তেমন হবে?—তা হতে পারে না। সেইরূপ ঠাকুর যদি আমার ছেলে, তাহলে ঠাকুরের সেবা' আমি নিজহাতে করব। আমার থেকে অন্য কে আর ঠাকুরকে ভালবাসতে পারে, আমি যদি সেই ঠাকুরের মা

হই। তিনি যদি আমার ছেলে হন, তাহলে সেই ছেলের সেবা আমি স্বহস্তেই করব। সে আমার হাতে ভাল খাবে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি মাহিনা বা বেতনভুক্ লোক রেখে দিই, তার হাতে কি খাবে? সে কি আমার ছেলেটাকে তেমন ভালবেসে খাওয়াবে? সে ত' পয়সার ঘণ্টা নেড়ে দিয়ে যাবে। যদি তাকে মাসে ৩০ টাকা দেওয়া হয়, তাহলে সে ঐ ৩০ টাকার মত ঘণ্টা নেড়ে দিয়ে যাবে। একটু ফুল-তুলসী ফেলে দিয়ে চলে যাবে। আন্তরিকতার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে সে পূজা করবে না। সেই কারণে নিজহাতে ঠাকুরের সেবা করার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। অধিকার দেওয়া আছে—তুমি স্বহস্তে তাঁকে সেবা কর, ভালবাস। কিন্তু আমরা সবাই শূদ্র সেজে বসে আছি। ভগবানের সেবা করবে কে? (ক্রমশঃ)

---

## "হায়! ধন্য গুরুবাদ!" প্রবন্ধ-পাঠে জনৈক পাঠকের তীব্র প্রতিবাদের জন্য অনুরোধ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাম—কুলাসেনী,
পোঃ—সাঁতরাপুর,
ভায়া—কেশিয়াড়ী,
মেদিনীপুর, ৯।৩।৮৯

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম-পূর্ব্বিকেয়ম্—

পরমারাধ্য শ্রীমৎ মহারাজ! পত্রে এ অধমের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।

সদ্য-প্রকাশিত একাদশ সংখ্যা মাসিক "গৌড়ীয়" পত্রিকা আপনি হয়ত' দেখিয়া থাকিবেন। তথাপি আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ঐ সংখ্যায় মুদ্রিত "হায়! ধন্য গুরুবাদ!" রম্যরচনার আটটী বিশেষ অংশ ও ঐ সংখ্যায় মুদ্রিত শ্রীভক্তিবিজয় মঙ্গল মহোদয়ের "সমালোচনা"র কিয়দংশ অবিকল নকল করিয়া প্রেরণ করিলাম। কৃপাপূর্ব্বক পাঠ করিবেন—ইহাই সকাতর প্রার্থনা।

ঐ প্রবন্ধের ইহা অন্যতম প্রতিপাদ্য হইতেছে যে,—শ্রীচৈতন্য মঠে বসবাসকারী গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডী বা বৈষ্ণব ছাড়া অন্য যে সমস্ত ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবগণ পৃথক্ মঠ-মন্দির করিয়া ভজন করিতেছেন বা শিষ্য করিতেছেন, তাঁহারা "অদান্তগো জরদ্‌গব" এবং তাঁহাদের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণ (তথা

শিষ্যগণ) "ভেড়ার গোষ্ঠী"। ঐ সমস্ত "অদান্তগো জরদ্গব" ত্রিদণ্ডিগণ তাঁহাদের শৌক্রজন্ম-তিথিকে আবির্ভাব-তিথি আখ্যায়িত করিয়া "ভেড়ার গোষ্ঠী" শিষ্যদের দ্বারা পালন করাইয়া থাকেন।

উল্লিখিত মন্তব্যে আমি অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছি। আমি বিশেষ কোন ত্রিদণ্ডী মহাত্মাকে গুরুর ন্যায়—পিতার ন্যায় ভক্তি করি। আমি মনে করি, আমার পিতার অবর্ত্তমানে তিনি আমার পিতা। গুরুদেবের অপ্রকটের পর তিনি ( দীক্ষাগুরু না হইলেও ) গুরু। তাঁহাদের মাথায় যে পাদুকা প্রহার হইতেছে, ইহাতে আমি বিচলিত হইয়াছি।

আপনিই একমাত্র ভরসাস্থল। আপনি শ্রীধাম মায়াপুর যাইতেছেন। তথায় অনেক প্রবীণ ত্রিদণ্ডী মহাত্মাগণ উপস্থিত থাকিবেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহিত আলোচনার সুযোগ পাইবেন—এই আশা লইয়া এই পত্রটি আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অধিক লিখিবার শক্তি নাই। কৃপাপূর্ব্বক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা করি। লিখিতে গিয়া যদি অমর্য্যাদাকর কিছু লিখিয়া থাকি, তাহা আমাকে মূর্খ মনে করিয়া নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। পত্রান্তে শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

প্রণতঃ আপনার স্নেহের

রাধাবিনোদ

---

মাসিক "গৌড়ীয়", ৩২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

প্রকাশের তাং—৭ই মাঘ, ১৩৯৫ ( ২১ শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ )

## হায়! ধন্য গুরুবাদ!

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

লেখক—ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

১। ( পৃষ্ঠা ২৯৪ ) বর্তমানে কেহ আর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু তো লেখেন না। ত্রিদণ্ডিস্বামী বা ত্রিদণ্ডী-গোস্বামী বলেই পরিচয় দেন।

* * * *

২। গোষ্ঠীবর্দ্ধতাম্ সূত্র নিয়ে আজ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস দানের পসরা তাঁহারা যে খুলেছেন—এটা কি পতিত পাবন লীলা অভিনয়? পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে

ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্রে ( মাইক্ ) ঘোষণা করে সন্ন্যাস প্রার্থীকে যে আহ্বান করা এতে কি অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হচ্ছে না ?

৩। আবার এই সমস্ত গুরুরা শুধু গোস্বামী হন না, রাতারাতি নিত্যপার্ষদ সেজে পড়েন—অদান্তগো জরদ্গবতুল্য দেহটাকে মুখোসপরা অপ্রাকৃত তনু—তাই নিত্যসিদ্ধ পরম ভাগবতের আবির্ভাবের সূত্রধরে নিজের জন্মতিথি আবির্ভাব তিথি আখ্যা দিতে—পালনে ব্যস্ত।

*　　*　　*　　*

৪। তাই ভেড়ার গোষ্ঠী জরদ্গব তুল্য শিষ্যদের নিকট অদান্তগো গুরুরব নিজের শৌক্র জন্ম তিথি পালনে ব্যস্ত। হায়! হায়! সন্ন্যাসী,—'পূর্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবা সুখ পেয়ে মনে'—তার পরিবর্তে শৌক্র জন্মের বহুমানন কর্তে গেল।

*　　*　　*　　*

৫। গৃহত্যাগের পর যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্লাম তখন সাবিত্র জন্মে গায়ত্রী মাতা এবং গুরু পিতার নিকট হ'তে ব্রহ্মচারী নাম ধ্যেয় হলাম। পরে দয়াল ঠাকুর সন্ন্যাস দান করলে যতি নাম ধ্যেয় হলাম। এখন যতি নামধেয় ব্যক্তিটির জন্মতিথি কোন তিথিটা হবে—সেটা কি শৌক্র জন্ম তিথিটা না সন্ন্যাস গ্রহণের তিথিটা ? সন্ন্যাসীর তো পূর্বাশ্রমের পরিচয় দিতে গেলে গোখর পর্যায় ভুক্ত হ'তে হয়। আর সন্ন্যাসী যদি শৌক্র জন্ম-তিথিকে বহুমানন করেন তা হ'লে পিতামাতার দেওয়া নাটু ভট্টাচার্য বা ঘেটু ডোম বা শশি কর্মকার পরিচয়ে পরিচিত হওয়াটাই তাহার উচিত নয় কি ?

*　　*　　*　　*

৬। ( পৃষ্ঠা ২৯৫ ) পরদিনই এক আশ্রমে এক গুরু-সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানাতে গেলাম। দেখি সম্ভ্রান্ত বংশের একদল মহিলা একটি রৌপ্য থালিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পদধৌত করাইয়া মস্তিষ্কের দীর্ঘ চুলের অগ্রভাগ দ্বারা ঐ সিক্ত-পাদদ্বয় মুছে দিচ্ছেন। আর ঐ চরণ ধৌত জল পান করে মস্তকে দিচ্ছেন। আহা, তাই বৈষ্ণব কবি লিখেছেন—

"ভক্ত-পদ-ধূলি, আর ভক্ত-পদ-জল
ভক্ত-ভুক্ত শেষ—এই তিন সাধনের বল।"

*　　*　　*　　*

৭। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে ভক্ত সাধক এই তিনের প্রার্থী। আর পতিত পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর কার্পণ্য দোষের ভাগী কেনই বা হবেন। তাই এই

তিনটি তিনি অমায়ায় বিতরণ করেন। দয়াল ঠাকুর কোনটাতেই কৃপণতা করেন না। বিশেষ করে নিজের উচ্ছিষ্ট দিতে পসার খুলে রেখেছেন। তাই নিজের আহারের পর বিশেষ করে লক্ষ্য রাখেন সব শিষ্য শিষ্যারা তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেল কি না।

* * * *

৮। (পৃষ্ঠা ২৯৬) শ্রীল প্রভুপাদ ও অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব কাহাকেও পদস্পর্শ করতে বিশেষ করে মহিলাদের দিয়েছেন বলে শুনি নাই। কাহাকেও শেষে নিজ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দিয়েছেন তাহাও শুনি নাই।

* * *

৯। উক্ত একাদশ সংখ্যায় একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় "সমালোচনা" নামক মন্তব্যে "দীনাতিদীন,বৈষ্ণবদাসাভাস ও শ্রীচৈতন্যমঠের দাসানুদাস" শ্রীভক্তিবিজয় মঙ্গল লিখিয়াছেন ( ২য় অনুচ্ছেদে )—"বর্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা, উপশাখা, বিচ্ছিন্ন মঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্প্রদায়ের নামে পরিচিত মঠাধ্যক্ষগণ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তিরোধানের পরেই উচ্চবর্ণ বা অন্ত্যজবর্ণে পিতা মাতা কর্তৃক উদ্ভূত শৌক্র জন্মলাভের দিনটিকে মূর্খ স্তাবকগণ দ্বারা আবির্ভাব তিথি পূজা জাক-জমকের সহিত করিতেছেন। ইহা অযৌক্তিক ও অবৈধ বলিয়া মনে করি, যদি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা বা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের দিনটিতে জন্মোৎসব করিতেন তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ভক্তি সিদ্ধান্তের আলোক পাইতাম, শূদ্রের জন্ম তারিখে আবির্ভাব উৎসব হওয়া কি সমীচীন ?

"জন্মানাং জায়তে.....জনাতি ব্রাহ্মণঃ ॥"

* * * *

১০। ঐ পৃষ্ঠায় ঐ স্তম্ভের শেষের দিকে—

"শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত দৈব বর্ণাশ্রম বাদ দিয়া শৌক্র বংশকে আকর্ষণ করিতেছি। ইহা চরম দুর্দৈব। হরিকীর্তন মুখে মাধুকরী ভিক্ষা বর্জন করিয়া তীর্থ পরিক্রমার নামে লাক্সারী বাসে তীর্থ ব্যবসা ধর্ম ব্যবসায় বিষয়ীর সেবায় মত্ত হইয়াছি। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মনে নাহি হয় কৃষ্ণের সেবন ॥ এ বাণী বিসর্জন দিয়াছি।"

* * * *

---

পত্রিকায় ব্যবহৃত বানান ( spelling ) অবিকল উদ্ধৃত হইল।

—প্রকাশক




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ২৬ ত্রিবিক্রম, কারণোদশায়ী, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩২শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৬, ইং ১৫।৬।৮৯ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে ]

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

১। নভস্য আশ্বিনোর্জ্জৌ চ মার্গশীর্ষঃ শুচির্নভাঃ।
এতে মাসাঃ কথারম্ভে শ্রোতৃণাং মোক্ষসূচকাঃ॥ ৩॥

শ্রীসনৎকুমারগণ কহিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত-কথার সপ্তাহযজ্ঞ আরম্ভ করিতে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—এই ছয় মাসই শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে মোক্ষদায়ক॥ ১॥

২। তীর্থে বাপি বনে বাপি গৃহে বা শ্রবণং মতম্।
বিশালা বসুধা যত্র কর্ত্তব্যং তৎ কথাস্থলম্॥ ১২॥

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহকথা শ্রবণ কোন তীর্থে, বনে বা নিজগৃহে করিতে হয়—ইহাই বিধি। যেখানে বিশাল ভূমি ( ময়দান ) থাকিবে, তথায় ভাগবত-কথাস্থল রচনা করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

৩। বিরক্তো বৈষ্ণবো বিপ্রো বেদশাস্ত্র-বিশুদ্ধিকৃৎ।
দৃষ্টান্ত-কুশলো ধীরো বক্তা কার্য্যোঽতি-নিস্পৃহঃ ॥ ২০ ॥

যিনি বেদশাস্ত্রের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, মধ্যে মধ্যে দৃষ্টান্ত দিতে নিপুণ, বিবেকী ও অতিনিস্পৃহ, তাদৃশ বিরক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকেই বক্তা-( পাঠক ) রূপে বরণ করিবে ॥ ৩ ॥

৪। অনেকধর্ম্ম-বিভ্রান্তাঃ স্ত্রৈণাঃ পাষণ্ডবাদিনঃ।
শুকশাস্ত্র-কথোচ্চারে ত্যাজ্যাস্তে যদি পণ্ডিতাঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে এইরূপ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, যিনি পণ্ডিত হইয়াও বহুধর্ম্মে বিভ্রান্ত, স্ত্রৈণ ও পাষণ্ডমত-প্রচারক ॥ ৪ ॥

৫। সংসার-সাগরে মগ্নং দীনং মাং করুণানিধে।
কর্ম্মমোহ-গৃহীতাঙ্গং মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ॥ ২৭ ॥

[ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচারণপূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা, তৎপশ্চাৎ প্রদক্ষিণ ও নমস্কারাদি অন্তে এইরূপ স্তুতি করিবেন,—]

হে করুণাসাগর! আমি সংসাররূপ সাগরে নিমগ্ন ও অতি দীন। কর্ম্মসকলের মোহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে; আপনি এই সংসার-সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ৫ ॥

৬। শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি ততঃ পূজা প্রযত্নতঃ।
কর্ত্তব্যা বিধিনা প্রীত্যা ধূপ-দীপ-সমন্বিতা ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবৎপূজার পর ধূপ-দীপ প্রভৃতি সামগ্রীদ্বারা উৎসাহ ও প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতেরও যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

৭। শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যোঽয়ং প্রত্যক্ষঃ কৃষ্ণ এব হি।
স্বীকৃতোঽসি ময়া নাথ মুক্ত্যর্থং ভবসাগরে ॥ ৩০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতরূপে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বিরাজমান আছেন। হে নাথ! আমি সংসার-সমুদ্র হইতে মুক্তিলাভের জন্য আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৭ ॥

৮। মনোরথো মদীয়োঽয়ং সফলঃ সর্ব্বদা ত্বয়া।
নির্ব্বিঘ্নেনৈব কর্ত্তব্যো দাসোঽহং তব কেশব ॥ ৩১ ॥

হে ভগবন্! আমার এই মনোরথ আপনি নির্ব্বিঘ্নে সফল করুন। হে কেশব! আমি আপনার পদাশ্রিত দাস ॥ ৮ ॥

৯। লোক-বিত্ত-ধনাগার-পুত্রচিন্তাং ব্যুদস্য চ।
কথাচিত্তঃ শুদ্ধমতিঃ স লভেৎ ফলমুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥

যিনি লোক, সম্পত্তি, ধন, গৃহ ও পুত্রাদির চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে কেবল শ্রীমদ্ভাগবতকথাতেই ধ্যান রাখেন, তিনি অবশ্যই শ্রবণের উত্তম ফল লাভ করেন ॥ ৯ ॥

১০। সপ্তাহ-ব্রতিনাং পুংসাং নিয়মান্ শৃণু নারদ।
বিষ্ণুদীক্ষা-বিহীনানাং নাধিকার কথাশ্রবে ॥ ৪৪ ॥

হে নারদ! নিয়মপূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের নিয়মগুলি শ্রবণ করুন। যাহারা বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাহারা এই কথা শ্রবণে অধিকারী নহেন ॥ ১০ ॥

১১। বেদ-বৈষ্ণব-বিপ্রাণাং গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রী-রাজ-মহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েদ্ যঃ কথাব্রতী ॥ ৪৮ ॥

[ যিনি নিয়মানুসারে শ্রীভাগবতকথা শ্রবণ করিবেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন, ভূমিতে শয়ন এবং পদ্ম-পলাশপত্রে ভোজন করিবেন। তিনি ডাল, মধু, তৈল, গরিষ্ঠ অন্ন, ভাবদূষিত পদার্থ ও পর্য্যুষিত অন্ন বর্জ্জন করিবেন। ভাগবত-শ্রোতা কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মৎসরতা, লোভ, দম্ভ, মোহ ও দ্বেষ দূরে পরিত্যাগ করিবেন। ]

যিনি শ্রীভাগবত-কথা শ্রবণে ব্রতী হইবেন, তিনি বেদ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গুরু গো-সেবক এবং স্ত্রী, রাজা ও মহাপুরুষগণের নিন্দা বর্জ্জন করিবেন। [ ব্রতী সর্ব্বদা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সরলতা, বিনয় ও উদারতা আশ্রয় করিবেন ] ॥ ১১ ॥

১২। অকিঞ্চনেষু ভক্তেষু প্রায়ো নোদ্‌যাপনাগ্রহঃ।
শ্রবণেনৈব পূতাস্তে নিষ্কামা বৈষ্ণবাঃ যতঃ ॥ ৫৫ ॥

যাহারা অকিঞ্চন ভগবদ্‌ভক্ত, তাঁহারা এই সপ্তাহ-ভাগবত-কথাব্রত উদ্‌যাপনে প্রায়ই আগ্রহ প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা কথা-শ্রবণেই পবিত্র হন, কারণ ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ নিষ্কাম ভক্ত ॥ ১২ ॥

১৩। এবং নগাহ-যজ্ঞেঽস্মিন্ সমাপ্তে শ্রোতৃভিস্তদা।
পুস্তকস্য চ বক্তুশ্চ পূজা কার্য্যাতিভক্তিতঃ ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে যখন শ্রীভাগবত-সপ্তাহযজ্ঞ সমাপ্ত হইবে, তখন শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় ভক্তির সহিত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ও পাঠকের পূজা করিবেন ॥ ১৩ ॥

১৪। প্রতিশ্লোকন্তু জুহুয়াদ্ বিধিনা দশমস্য চ।
পায়সং মধু সর্পিশ্চ তিলান্নাদিক-সংযুতম্ ॥ ৬০ ॥
অথবা হবনং কুর্য্যাদ্‌গায়ত্র্যা সুসমাহিতঃ।
তন্ময়ত্বাৎ পুরাণস্য পরমস্য চ তত্ত্বতঃ ॥ ৬১ ॥

[ শ্রীভাগবত-শ্রোতা যদি ত্যাগী হন, তবে শান্তির নিমিত্ত শ্রীমদ্ভবদ্গীতা পাঠ করিবেন, আর যদি গৃহস্থ হন তবে হোম করিবেন। ] ঐ হোমে দশমস্কন্ধের এক এক শ্লোক পাঠপূর্ব্বক বিধিমতে পায়স, মধু, ঘৃত, তিল ও অন্নাদি আহুতি দিবেন। অথবা একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা হবন করিবেন; কারণ তত্ত্বতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ গায়ত্রীরই স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

১৫। শক্তৌ পলত্রয়মিতং স্বর্ণসিংহং বিধায় চ।
তত্রাস্য পুস্তকং স্থাপ্য লিখিতং ললিতাক্ষরম্ ॥ ৬৫ ॥
সম্পূজ্যাবাহনাদ্যৈস্তদুপচারৈঃ সদক্ষিণম্।
বস্ত্র-ভূষণ-গন্ধাদ্যৈঃ পূজিতায় যতাত্মনে ॥ ৬৬ ॥

যদি সামর্থ্য থাকে, তবে তিনতোলা ওজনের স্বর্ণসিংহাসন প্রস্তুত করাইয়া, উহাতে সুন্দর অক্ষরে লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ স্থাপনপূর্ব্বক আবাহনাদি বিবিধ উপচারদ্বারা পূজা করিবে। অতঃপর আচার্য্যকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও গন্ধাদিদ্বারা পূজা করত তাঁহাকে ঐ স্বর্ণ সিংহাসনসহ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ দক্ষিণা-সহ সমর্পণ করিবে ॥ ১৫ ॥

---

# মালা ও তিলক-ধারণের নিত্যতা

বৈষ্ণবগণ মালা-( তুলসী-কণ্ঠি ) তিলক ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ইহাতে ঘৃণার্হ কিছুই নাই, পরন্তু ইহা শ্রীভগবানের দাসত্ব-চিহ্ন-স্বরূপ। যাঁহার বাড়ীর দাসত্ব স্বীকার করা যায়, তাঁহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। যেমন আদালতের চাপরাশীগণের চাপরাশ (Badge), বৈষ্ণবদিগের পক্ষেও মালা-তিলক সেইরূপ।

যাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তাঁহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ না করিলে প্রভুকে অগ্রাহ্য করা হয়; অতএব যে ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, সেই ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি প্রতিপালন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকেই তাহা বুঝেন না। বৈষ্ণবদিগের মালা-তিলক দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। এই মালা-তিলক ধারণের জন্যই অনেকে "বৈষ্ণবধর্ম্মকে" অসভ্য-জনোচিত ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে কুণ্ঠিত হন না। যে মালা-তিলক সাধারণের এত ঘৃণার সামগ্রী, সেই মালা ও তিলক সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুনুন,—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃ-তর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥ ( পদ্মপুরাণ )

ভাবার্থ :—উর্দ্ধপুণ্ড্র ( নাসিকা হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধভাবে যে তিলক রচনা করা হয় তাহাতে উর্দ্ধপুণ্ড্র বলে ) ব্যতীত যজ্ঞ দান, তপঃ, হোম, পিতৃতর্পণ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে যে-সকল কার্য্য করা হয়, তৎসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে নারদোক্তিতে একস্থলে দেখা যায়,—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশান-সদৃশং ভবেৎ॥

অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য দেহ দর্শন করিতে নাই, উহা শ্মশানবৎ পরিত্যজ্য। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়,—

উর্দ্ধপুণ্ড্র-মুদা শুভ্রো ললাটে যস্ত দৃশ্যতে।
চণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম-সনাতনম্॥

ইহার অর্থ এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে, যথা,—যাহারা ললাটদেশে মৃণ্ময় শ্বেত উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্টিগোচর হয়, তিনি চণ্ডাল হইলেও পবিত্র; তিনি সনাতন পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন।

আবার,—　উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ।
উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তিরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ॥
( স্কন্দপুরাণ কার্ত্তিক প্রসঙ্গ )

অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অবস্থান করেন, উর্দ্ধপুণ্ড্রেই যশের অবস্থান, উর্দ্ধ-পুণ্ড্রে মুক্তি এবং হরির অবস্থান-ক্ষেত্র। অতএব উর্দ্ধপুণ্ড্র ( তিলক ) কখনই নিন্দনীয় বা ঘৃণার্হ নহে। ইহার সমস্তই মঙ্গলের কারণ; অতএব ধর্ম্মার্থী এবং মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা বিধি।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের আর একটী গুণ, যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে॥

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে-স্থানে যেভাবেই দেহ পরিত্যাগ করুন না কেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও বিমানযোগে মল্লোকে আসিয়া পরমসুখে কালযাপন করেন।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহম্।

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যাঁহার গৃহে আহার করেন, আমি তাঁহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করি। যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি গৃহে ভোজন করিলে বিংশতি পুরুষ নরক মুক্ত হন, সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে কত পবিত্র, সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের যে কি মহান্ গুণ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফল কথা, যদি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কখনই উপেক্ষনীয় নহে, পরন্তু ইহা পরম আদরণীয়, বরণীয় ও মঙ্গলপূর্ণ।

**মালা ধারণ** সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক্,—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধা কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ (গরুড় পুরাণ)

যে-সকল পাপমতি তার্কিকগণ মালাধারণ না করে, তাহারা হরিকোপানলে দগ্ধ হয় এবং নরক হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবদুক্তি আছে,—

তুলসীকাষ্ঠ-মালাঞ্চ কণ্ঠস্থং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা গলদেশে ধারণ করেন, তিনি আচারভ্রষ্ট অপবিত্র হইলেও আমাকে লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র যখন মালা-তিলক ধারণের অনুমোদন করিতেছেন এবং তাহার অন্যথায় নরক-ভোগ প্রভৃতির আশঙ্কাও দেখাইয়াছেন এবং স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশানুসারে মানব যখন পরিচালিত হইয়া থাকেন, তখন মালা-তিলক কখনই উপেক্ষনীয় হইতে পারে না।

আমরা এতাবৎ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যে-সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাতে মালা-তিলক যে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করে, তাহা স্পষ্ট

প্রমাণীকৃত হইতেছে। শাস্ত্র-গ্রন্থসকলে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। বাহুল্য-ভয়ে আর উদ্ধৃত না করিয়া এইখানেই নিরস্ত হইলাম। ভরসা করি, সনাতন হিন্দুগণ হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিবেন না। অথবা মালা-তিলকধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া স্বীয় পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিবেন না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

# প্রাকৃতাপ্রাকৃত জ্ঞান

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আল্‌বার্ট-হলে "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকার" শীর্ষক একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহা গত বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা পাঠে আমরা যেরূপভাবে উপনীত হইয়াছি, অন্য লেখক বা পাঠকবর্গকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি।

ফুলে মধু জন্মে, ভ্রমর তাহা প্রকাশ করে; আবার বিষও জন্মে, লুতাকীট তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। হয়ত' সংসারে বিষের সংমিশ্রণ ভিন্ন কেবল মধুর স্থান নাই। লুতাকীটেরও জনসমাজে একটী স্থান আছে, নচেৎ কেবল মধুর উদ্ধার হয় না।

অবশ্য লুতাকীটের অপেক্ষা সংসারে ভ্রমরের আদর অধিক; কারণ, সাধারণে ভ্রমরের নিকটেই মধু প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভ্রমরের নিকট লুতাকীটের অনাদর নাই। কারণ, লুতাকীটের সাহায্যে ভ্রমরকে মধু-সংগ্রহে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

অতএব লুতাকীট ভ্রমরের শত্রু নহে। না হইলে ও মধ্যে মধ্যে উহাদের বিবাদ ঘটে। কারণ, মধুরূপ মাদকে ভ্রমরের সময়ে সময়ে যে উন্মত্ততা হয়, তাহা ভ্রমর না বুঝিতে পারে; কিন্তু লুতাকীট বুঝে,—বুঝে বলিয়াই সে মধু-আহরণে ভ্রমরকে বাধা দেয়। কিন্তু লুতাকীটের সে অপেক্ষা নহে। কারণ, বিষ ভোগের নহে,—ত্যাগের। সাবধানে বিষ ত্যাগ করাই লুতাকীটের কার্য্য। এজন্য লুতাকীটের বুদ্ধি উন্মত্তভাবাপন্ন হয় না।

বস্তুমাত্রেই মিষ্টতার অংশ আছে। তবে কম আর বেশী। অম্লেও মিষ্টতা আছে। যেখানে সেই মিষ্টতার সারাংশ সহজে আকৃষ্ট হয়, ভ্রমর সেই স্থানেই গমনাগমন করে। মিষ্টতারও ইতর-বিশেষ আছে, জাগতিক বস্তুমাত্রই জড়রসে ভাবিত। তবে যেখানে যে রসের প্রাধান্য, তদনুসারেই নামকরণ হয়। এই হিসাবে মিষ্টতারও ভেদ নির্দ্দেশ হয়।

খায় ত' সকলেই; কিন্তু এই মিষ্টতার সূক্ষ্ম ভেদ নির্দ্দেশ করিবার লোক কয়জন মিলে? অনেক সময় শুভ্রবর্ণ শর্করাকে অনেকে মিশ্রি বলিয়া থাকেন। ধনবানের গৃহে মিশ্রির সরবত পান না করিতে পাইয়া বা দ্বারের বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে ঐ স্থান শর্করা-বর্জ্জিত শুনিয়া ধনবানের গৃহ মিষ্টতা-বর্জ্জিত,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বক্তৃতাও করেন। এ বক্তৃতা নিজেকেই আত্মবঞ্চক করিয়া তুলে। শর্করা এবং মিশ্রি এক বস্তু হইলেও একটী মলিনাংশযুক্ত এবং অপরটী মলিনাংশ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ জ্ঞান এবং সম্বিৎ একবস্তু হইলেও, যাহা রজস্তম-মিশ্রিত, তাহাই জড়জ্ঞান এবং যাহা রজস্তম-বর্জ্জিত, তাহাই সম্বিৎ। অতএব বৈষ্ণব জ্ঞানকে দূরে রাখিয়া সম্বিৎকে পূজা করেন বলিয়া তাঁহাকে "অভিভাবক-শূন্য" রূপে নির্দ্দেশ করা উচিত নহে।

যাহাদ্বারা জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি, তাহাই জ্ঞান বা সম্বিৎ। সেই জ্ঞেয় চিৎ এবং অচিৎ। অতএব জ্ঞান চিদ্বস্তুকে উপলব্ধি করাইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান রজস্তম অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহার পক্ষে চিজ্জগতের উপলব্ধি অসম্ভব। সেই জ্ঞান যে-নামেই অভিহিত হউক্ না কেন, তাহা জড়সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। "তুমি ব্রহ্মই বল, আর কৃষ্ণই বল, একই কথা। মায়াবাদীর মত জগৎকে অলীক বল, সেও একই কথা।" কারণ, তোমার সবই মৌখিকতা, কাজে যে তুমি, সেই তুমি। আত্ম-প্রত্যয় তাহাতে হইবে না। জড়সীমার অতীত না হইলে জড়তত্ত্ব নির্ণীত হইবার নহে।

ঈশ্বর—বিভু; জীব—অণু। অণুস্বরূপ লৌহময় জীবে অয়স্কান্তরূপ বিভুর যে আকর্ষণ, তাহাই ভক্তি। সে কর্ষণ জীবের নিত্যসহচর হইলেও জীব জড়গুণে অস্মিতার বিরূপে কর্দ্দম-লেপিত লৌহের ন্যায় অয়স্কান্তের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত। জীব ভক্তির কর্ষণে জীবগত মায়িক সত্ত্ব-রজস্তমগুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পরসত্ত্বে নীত হয়। তখন সত্ত্ব-মার্জ্জিত লৌহের ন্যায় আপাত জ্ঞান ও মায়িক আনন্দের আবরণ-মুক্ত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

বিভু স্ব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত। সেই স্বরূপ-শক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী বৃত্তিতে তিনি সৎ-স্বরূপ, সম্বিতে তিনি চিৎ-স্বরূপ, হ্লাদিনীতে তিনি আনন্দ-স্বরূপ। তাঁহার লীলাময় ভাবে হ্লাদিনী বৃত্তিই প্রধান। সন্ধিনীর শুদ্ধশক্তির বিলাস-রূপ প্রেমবৃত্তিতে সম্বিৎ অপেক্ষা আনন্দেরই প্রাচুর্য্য-ভাব হইলেও সম্বিৎ 'শূন্য' নহে। মায়িক প্রকৃতিও সর্ব্বকালেই ত্রিগুণা। অতএব কর্ষণ-রূপ প্রেম যখন তিন বৃত্তিতেই সংঘটিত, তখন কখনও সম্বিৎ 'শূন্য' হইতে পারে না।

সেই ভক্তিই প্রেমস্বরূপ। তবে যে তাহার গাঢ়-অবস্থাকে প্রেমরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার কারণ, পৌর্ণমাসীর ন্যায় ভক্তি নিত্য-পূর্ণ-প্রেমস্বরূপ হইলেও তাহার কলা-নির্দ্দেশে ভক্তি, ভাব ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। প্রেম নিত্য-আবরণশূন্যস্বরূপ; যখন শুদ্ধ-সত্ত্ব-রজস্তম আবরণে আবৃত হয়, তখন ঐ আকর্ষণ বিপরীতমুখী হইয়া চিদ্‌বিলাস সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া মায়িক বিলাসে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাই মায়িক কামরূপে নির্দ্দিষ্ট। এই কামেরই বিলাস-কলা-বিশেষ মায়িক-ভক্তি। বৈষ্ণব প্রেমের বা ভক্তির আদর করেন বটে; কিন্তু যাহা এই মায়িক কামগত, তাহা বৈষ্ণবে সম্পূর্ণ বর্জ্জিত। কারণ, তাহা পরা ভক্তি নহে। পরা ভক্তিই বৈষ্ণবের পূজনীয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব যেমন রজস্তম-আচ্ছন্ন সম্বিৎরূপ আপাত-জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তেমনি ঐ মায়িক ভক্তিকেও বর্জ্জন করেন। অতএব লেখকের বুঝা উচিত, বৈষ্ণব যেরূপ মায়িক জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তদনুরূপ মায়িক-প্রেমকেও (?) বর্জ্জন করেন যিনি অন্তর্ম্মুখী সম্বিৎরূপ জ্ঞানকে মাথায় করেন, তিনি তদনুসঙ্গী প্রেমকেও মাথায় করেন। ফল কথা, বৈষ্ণবের শুদ্ধসত্ত্বগত সম্বিৎ ও প্রেমই পূজনীয়, মায়িক জ্ঞান বা প্রেম বর্জ্জনীয়।

এখন দেখা যাউক্, জ্ঞানদ্বারা কল্পিত বা করণীয় প্রেম বৈষ্ণবের পূজনীয় হইতে পারে কি না? যদি না হয়, তবে সে প্রেমে যে উন্মত্ততা, তাহা জ্ঞানদ্বারাই হউক্, বা জ্ঞানাভাবেই হউক্, বৈষ্ণবের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? যদি সম্বন্ধই না থাকে, তবে বৈষ্ণবের নামে সে কলঙ্ক বিদ্বদ্-ব্যক্তিদ্বারা আরোপিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লিঙ্গ-শরীরদ্বারা অনুভূত আত্ম বা পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞানকে 'আধ্যাত্মিক জ্ঞান' বলা যায়। এই লিঙ্গ-শরীরই প্রাকৃত বলিয়া ঐ জ্ঞান মায়িক জ্ঞান, তাহা শুদ্ধ সম্বিৎ নহে। সেই জ্ঞানগত বৃত্তি প্রেম নহে, তাহা কাম। সেইরূপ কোন কাম-বিতরণ বৈষ্ণবের ভজনে নাই। লেখক সেই জাতীয় কাম-স্বরূপ প্রেমনামধৃক্ বৃত্তির যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া, প্রেমে উন্মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতার

উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের জানাইয়া রাখা হউক্, সেই বৃত্তি বৈষ্ণবের নহে। বৈষ্ণবের প্রেম উচ্ছৃঙ্খল হইবার নহে। কারণ, জড়ীয় ভাব লইয়াই উচ্ছৃঙ্খলতা। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জড়াতীত। তবে বৈষ্ণব-বেষধারী অনেক উপশাখার (যথা—কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, বাউল ইত্যাদির) জড়সঙ্গে যে সাধন-প্রণালী, তাহাতে জড়ীয় কামেরই তাণ্ডব থাকায় তাহা যে উচ্ছৃঙ্খল হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? তাই বলিয়া একের বোঝা অপরের ঘাড়ে দেওয়া প্রাসঙ্গিক নহে। বৈষ্ণব না চিনিয়া বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বিচার অপরাধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কয়েকটী গুণ বৈষ্ণবের থাকা আবশ্যক। যাঁহাতে ঐ সকল গুণ বর্ত্তমান, তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম কি উচ্ছৃঙ্খল? বৈষ্ণবধর্ম্ম কখনও অবসাদপ্রাপ্ত হইতে পারে না। লেখক ঐ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল-ধর্ম্মকে বা বহির্ম্মুখ কামসেবী উপশাখাগত সম্প্রদায়কে "বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" মনে করিয়া এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত, ধানের 'আগড়া' বাদে যাহা, তাহাই তণ্ডুল। সেইরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের স্থিতিও যথারীতিই আছে। তবে তাহা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না।

যাহাদ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে ভগবান্ বিষ্ণু আরাধিত, যে আরাধনা বা সেবাবৃত্তি অণুস্বরূপ জীবের নিত্যসহচর, তাহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। যাঁহাতে অবিদ্যার যাবতীয় আবরণ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পরিলক্ষিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।

বক্তারই কথানুসারে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম বিকাশশীল। অতএব বৈদিককাল যাহার মুকুল, পৌরাণিককাল তাহার ফলস্বরূপ। মুকুলে যাহা অব্যক্ত, ফলে তাহা ব্যক্ত। মুকুলে ব্রহ্ম নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার; ফলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সক্রিয়-মায়ায় নিষ্ক্রিয় 'নির্ব্বিকার' হইলেও সবিলাস; ইহাতে এত আক্ষেপ কেন? চক্ষু থাকে, উপভোগ কর। না থাকে, চক্ষুর জলে প্রার্থনা কর। চক্ষু না পাইয়াই চক্ষুবানের মত কথা কেন? আত্ম-বঞ্চিত হওয়া কেন? ব্যক্তে মুক্তি সাক্ষাৎ। মাথা আপনিই নত হইয়াছিল, কেহ চিন্তা করিয়া, বহি খুলিয়া, তর্ক করিয়া নত করে নাই। যিনি সেই প্রাণাধিক শ্রীমূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ করাইবার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহার পদে আপনিই মাথা নত হইয়াছিল। তাহাতে আর নূতনত্বই বা কি? আর আশ্চর্য্যই বা কি? বা তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবসাদই বা কি? বিষ্ণুর চিন্ময়-মূর্ত্তি বৈষ্ণবের নিত্য-সহচর আগে ছিল না, এখন হইয়াছে, তাহা নহে। অংশ বিষ্ণুর অংশী যেখানে যেরূপভাবে, সেইভাবেই অবতার। সে অংশের জ্যোতিঃ ভক্ত-নয়নে

যে-ভাবে আপনি প্রতিভাষিত হয়, ভক্ত সেরূপ ভাবেই বর্ণন করেন। বিচার করিয়া, সভা করিয়া, ইতিহাস খুলিয়া গবেষণা করিবার তখন ত' সময় হয় না। সে দরকার অন্ধের। *** তবে নারী-পূজা, তান্ত্রিক-অনাচার, ব্যভিচারের কথা বৈষ্ণবে কেন?

পূর্ণচন্দ্র নিত্যই পূর্ণচন্দ্র। পৃথিবীর আবরণভেদে কলাদির সংখ্যা। যে পূর্ণচন্দ্রের স্বরূপ দেখিয়াছে, সে কলাদি হইতে পূর্ণচন্দ্রকে নিত্য পৃথক্ দেখে। এইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিই বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নিত্য নারী-পূজা বা অনাচার-ব্যভিচার হইতে পৃথক্ দেখেন।

লেখক—ভ্রমর; আমি সামান্য লুতাকীট। মধুর মত্ততায় তিনি উপনিষদে কবিত্বই দেখিতেছেন। কল্পনা ভিন্ন কবিত্বের সত্তা নাই। কল্পনা মায়াতীত নহে। যদি উপনিষদের বাক্য মায়াতীত হয়, তবে তাহা কল্পনা নহে। নিত্য-সত্যের প্রতি-বাক্যই সত্য। কোথাও অমিল নাই। মায়াবরণে কলা দেখায়। নচেৎ **পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রই আছে। ইতিহাসে তাহার তত্ত্ব পাওয়া যায় না।** এইরূপে তাহা ধরিতে পারা যায় না। যাহা ধরিতে পারা যায়, তাহা সব পুস্তকেই আছে। **আচার্য্য-অভাবে লোক তাহা বুঝিতে অক্ষম। ইতিহাস নিত্য তাহার কলার সংখ্যা করিয়াই দিন কাটায়।** এক কথায় লুতাকীট ভ্রমরের বাদী হইলেও প্রকৃতপক্ষে বাদী নহে, এই ধারণায় কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট লেখকের জন্য কৃপা ভিক্ষা করি এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমিও তাঁহার কৃপায় জয়-পরাজয়, বাদ-প্রতিবাদ হইতে দূরে দাঁড়াইতে ভিক্ষা করি। আজও তাহা হয় নাই, তাই লেখকের সহিত এ পরিচয়; অথবা কৃষ্ণচৈতন্যের কি ইচ্ছা, জানি না।

**—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর**

---

"জড়াসক্তির প্রাবল্যই আমাদিগকে শ্রীজগন্নাথসেবায় বাধা প্রদান করে। জগদ্দর্শন—প্রাকৃত দর্শন থাকা পর্য্যন্ত আমাদের অপ্রাকৃত জগন্নাথ-দর্শনে রুচি জন্মে না। সমগ্র জগৎকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করাই রথযাত্রা উৎসবের তাৎপর্য্য।"

**—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী**

# রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মঠ-মিশন পরিচালনার সদুপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )।
ইং ১৩।৮।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু—

***! তোমাকে ১।৮।৬০ ও ৮।৮।৬০ তারিখে পত্র দিয়াছি। উহা পাইলে কিনা জানাইবে। তোমার সমস্ত পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য ১৩।৮।৬০ তারিখ। এখানকার সংবাদপত্রে আসামের সম্বন্ধে একটা বিভীষিকা প্রচারিত হইতেছে। তজ্জন্য মন খুব উদ্বিগ্ন। এইরূপ সঙ্কটসময়ে ধীরস্থির হইয়া যে কোন অবস্থায় প্রাণরক্ষা করা আবশ্যক। সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণ রাখিবে।

"( যায় ) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ, বলেন, যখন ও-নাম গাই।" সুতরাং নামকীর্ত্তনই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবে। শত আপদ-বিপদেও হরিসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তথাপি বুদ্ধিমত্তার সহিত জীবনরক্ষা করিয়া যত অধিকদিন হরিসেবা করিতে পারা যায়—তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

অমায়াপুরের কোন সংবাদই আসিতেছে না। সেখানে কোন আসাম-দেশীয় লোককে পাঠাইয়া সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবে। ইহা পূর্ব্বপত্রেও লিখিয়াছি। আমার মনে হয় এই সময় *** কে আনাইয়া মঠে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। *** দাদা *** এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। তাহাদিগকে ২।১ মাসের জন্য মঠে আনিয়া রাখিবে। *** এই গোলমালের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমাকে আসাম যাইবার জন্য পত্র দিয়াছিল। *** দ্বারা সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবে। ওখানকার স্থানীয় বড় লোকদের সহিত এবং থানার দারোগা-পুলিশ প্রভৃতির সহিত বিশেষ আলাপ আপ্যায়িত করিবে।

আর একটী পরামর্শ আমার মনে আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের উপাখ্যানে একটী পয়ার লিখিত আছে—"ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা।" ( চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪২ )—এই নীতি

অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে নিম্নে চরিতামৃতের আটটী লাইন উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি।—

'শ্রীগোপাল' নাম মোর,—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে।
ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি' সেই বালক অন্তর্দ্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪১-৪৪ )।

উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিবে। যদি বিশেষ কিছু অসুবিধা মনে কর, তাহা হইলে আসামদেশীয় ভক্তগণের উপর শ্রীবিগ্রহগণের সেবার ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিবে। তোমার পত্র বা টেলিগ্রাম পাইলে এখান হইতে *** এবং *** কে ওখানকার মঠ চালাইবার জন্য পাঠাইতে পারা যায়। *** প্রভুকে ডাকাইয়া এ-সব বিষয়ে আলোচনা করিবে। আমি তোমাকে সবরকম কথাই জানাইলাম। নিজে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। মঠের অন্যান্য সেবকগণকে নিরাপদে রাখিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদের ওখান হইতে কোচবিহার অঞ্চলে বাস আছে। কোচবিহার-বাংলা-দেশ বাসে সুযোগ-সুবিধা না হইলেও আসামের Border পার হইয়া বাংলার Border এ আসিতে পারিবে। তবে পাকিস্থানে প্রবেশের আবশ্যক নাই। তবে একথা খুবই সত্য—**মানুষের জীবন অনিত্য**। যে কোন মুহূর্ত্তেই বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। কর্ম্মফল অনুযায়ী মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তথাপি **ভগবৎসেবার দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়**। বিষ্ণুশর্ম্মার 'মিত্রলাভ' গ্রন্থে একটী উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়,—ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

অর্থাৎ ধন এবং জীবন পরার্থে অর্থাৎ ভগবানের সেবার্থে উৎসর্গ করিবে। জীবন বিনষ্ট হইলেও সৎকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

আসামের অন্যত্র যেরূপ বিপদ-আপদের কথা শুনা যাইতেছে, গোয়ালপাড়া জেলায় বিশেষতঃ তোমাদের ঐ অঞ্চলে যদি সেরূপ কোন অসুবিধা না থাকে তাহা হইলে ধীরস্থিরভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রহিবে। আবশ্যক বিবেচনা

করিলে *** ও *** কে পাঠাইতে পারি। তবে তাহারা এখন *** সঙ্গে প্রচারে আছে। সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আনাইতে হইবে। ওখানে বিশেষ ঠেকা না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইব না।

এখানকার মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে। *** প্রভু ক্রমশঃ ভাল হইতেছেন। এখানকার অন্যান্য সংবাদ ভাল। *** সহিত আবশ্যকমত পরামর্শ করিবে। তোমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র দিবে। *** বাবুর সহিত পরামর্শ করিতে পার। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

---

# শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

## তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে তদীয় কনিষ্ঠ সতীর্থের

# বিরহসূচক দৈন্যোক্তি

All Glory to Sree Guru & Gauranga

**SREE GOPINATH GAUDIYA MATH**

Tridandibhikshu
*Sree Bhakti Promod Puri*

ISHODYAN
P. O. Sreemayapur
Dt. Nadia ( W. B. )
**Pin—741313**
*Dated 26/10/1988*

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয়—

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা-বাসরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে দাসানুদাস জীবাধমের নিবেদন,—

পূজ্যপাদ মহারাজ,—

অদ্য আপনার অপ্রকট-তিথিপূজা-বাসর ; কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিজজন—তাঁহার নিত্যসেবাসংরত আপনি, আপনার অপ্রকটকালেও আপনি আপনার পরম প্রিয়স্থান শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে নিত্যপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্য সেবানন্দে বিভোর হইয়া আছেন। আপনার পরমপ্রিয় সতীর্থ বান্ধব 'শ্রীশ্রীল নরহরি দা'ও আপনারই প্রধান সহায়করূপে আপনার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসেবারত।

আপনার এ অধম সতীর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার প্রথম জীবনে আপনাদের উভয়েরই স্নেহধন্য হইয়া আপনাদের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে দীর্ঘ বৎসরত্রয়কাল পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম সেবার সুযোগ পাইয়াছিল। তখন ছিল একদিন, আপনাদের অফুরন্ত স্নেহভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিয়া এ অযোগ্য অধম ভ্রাতাকে কতই না সেবোৎসাহ প্রদান করিয়াছেন! তখন মনে করিয়াছিলাম—আপনাদের স্নেহাধীন থাকিয়া পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিতে করিতে এই শ্রীধাম মায়াপুরেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু দৈবানুরোধে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলাবিষ্কারের পরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ সতীর্থ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দীর্ঘকাল থাকিয়া আবার জীবনের এই প্রান্তভাগে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে আটমাসকাল বাস করিতেছি। কিন্তু এখানেও দুর্ভাগ্যবশতঃ উপযুক্ত ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণবসঙ্গাভাবে বড়ই দুঃখের সহিত কালাতিপাত করিতে হইতেছে। তাই আজ সকাতরে ঐ শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা —হে অদোষদর্শী বৈষ্ণব ঠাকুর! আপনার এই হতভাগ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভুলিবেন না, পরোক্ষে থাকিয়াও তাহার প্রতি সর্ব্বদাই সেই পূর্ব্বের মত স্নেহামৃত বর্ষণ করিবেন।

শ্রীধাম কাটোয়ায় যখন আপনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ গ্রহণ করেন, তখন এ অধম তথায় উপস্থিত ছিল। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের ইচ্ছানুসারে মনে হয় হোমাগ্নিও প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলাম। আপনার প্রকটলীলাকালে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়া মঠ ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে আপনার সঙ্গসৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আজ এখানে বড়ই নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছি। আমি গত ২৮শে আশ্বিন ১৩৯৫, ১৫ অক্টোবর ১৯৮৮, ৯১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি। এক্ষণে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছি। ইচ্ছামত স্থানান্তরে গিয়া শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য বঞ্চিত, এমতাবস্থায় অন্তরালে থাকিয়াও স্নেহামৃতধারা সিঞ্চন করিয়া আপনার এ অধম কনিষ্ঠ ভ্রাতার পারমার্থিক জীবন-সংরক্ষণ করিবেন—ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আজ সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত সকল ত্রুটী-বিচ্যুতিই অদোষদর্শী বৈষ্ণবপ্রবর আপনি কৃপাপূর্ব্বক নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইয়া আমাকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসেবায় অধিকার প্রদান করুন, ইহাই লগ্নীকৃতবাসে আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

# শ্রীমায়াপুরের প্রতি

তুমি ভকতের সদুপায়।
তুমি নিত্য শকতি, ভকতের গতি,
করুণা প্লাবিত কায়।
তুমি পরম শ্রীধাম চিন্ময় সার,
দিন দুঃখহারী নিলয় কৃপার,
দেব সুরধনী মেখলা তোমার,
প্রভুপদ-রেণু গায়।
তব শান্ত উদার ও হৃদয় পরে,
হরিকীর্ত্তন সুমধুর স্বরে,
সমুদ্ঘোষিত—জীব ইষ্ট তরে,
( নামামৃত ) উছলিয়া ব'হে যায়।
বিষয় পিপাসা প্রপীড়িত নরে,
তুমি বিনা বল কেবা কৃপা করে,
অধমেরে, সবে বলে যাও স'রে,
তুমি বল,—না—না—আয়।
তুমি ভারতবক্ষে মরকত মণি,
ভব গরলারি তুঁহু রত্নখনি,—
নিখিল বিশ্ব ক্রোড়ে লও টানি';
বেদে তুয়া যশঃ গায়।
যত আন জনে চিনে না তোমারে,
তাইত' সতত হেথা-সেথা করে,
অন্ধ যৈছে গজ অনুভব করে;
হেরি' দুঃখে হাসি পায়।
তোমার স্বরূপ তুমি না জানা'লে,
কে পারে জানিতে জড় চেষ্টাফলে?
আছত প্রকাশ বিশ্ব ভূমণ্ডলে,
জীব দেখে না ফিরিয়া যায়।

—শ্রীনারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়

# প্রকৃত বৈরাগী কে?

'বৈরাগী' শব্দ বিরাগ শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়—"আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥" অর্থাৎ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আসক্তিশূন্যভাবে জড়জগতের বিষয়সমূহ যিনি ভোগ করিতে থাকেন, তিনি 'বৈরাগী' নামে অভিহিত। বৈরাগ্যের মূল কারণ 'শ্রীকৃষ্ণ'। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র-বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য যাঁহাতে বর্ত্তমান, তিনিই 'ভগবান্'। সেই সমগ্র বৈরাগ্যের মালিক শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের যিনি প্রকৃত ভক্ত বা শরণাগত, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী।

জড় জগতের যে-কোন জড় বা চেতন বস্তুর প্রতি যে আসক্তি বা অনুরাগ, তাহাকে 'কাম' বলা হয়। একমাত্র ভগবানের প্রতি জীবের যদি স্বাভাবিক অনুরাগ উদিত হয়, তাহাকেই 'প্রেম' বলা হয়। জীবের সঙ্গে জীবের বা জড়ের সঙ্গে জীবের প্রেম হইতে পারে না। "কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর।" শ্রীতুলসীদাসের বাণী—"যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি, যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম। দোনো এক্ নাহি মিলে, রবি রজনী এক ঠাম॥" 'কাম' নশ্বর কিন্তু 'প্রেম' নিত্য। বর্ত্তমান জগতে প্রেমিক ভক্ত ব্যতীত যাহারা বৈরাগীর পোষাক-পরিচ্ছদ, তিলক-মালা, শিখা-সূত্র ধারণ করিয়া বৈরাগীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং নিজেদের বিরাগী বা ত্যাগী বলিয়া জাহির করিতেছে, তাহারা কখনই বৈরাগী নহে। এই ধরণের ভেকধারী বৈরাগী সকলকে (১) মর্কট বৈরাগী, (২) কপট বৈরাগী, (৩) অস্থির বৈরাগী ও (৪) ঔপাধিক বৈরাগী বলা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে পাওয়া যায়,—

"ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥" (চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)

অনেক সময় সংসারের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু ব্যক্তির বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই সব বৈরাগ্য কপট বৈরাগ্য। কিছুদিন পরে ইহাদের বৈরাগ্য আর স্থির থাকে না। এইভাবে মদ, গাঁজাদি সেবন করিয়া যাহারা বৈরাগী সাজে, তাহারাও কপট বৈরাগী। এইসব বৈরাগী ধর্ম্মরাজ্যের কণ্টকসদৃশ। রাবণও বৈরাগীর বেশে তাহার কপট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে কলিতে এইসব বৈরাগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে

বর্দ্ধিত হইতেছে। কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি নানা প্রকারের অপসম্প্রদায়সমূহ আবির্ভূত হইয়াছে। এইসকল নকল বৈরাগী বা সাধুর আচরণের দ্বারা প্রকৃত সাধু বা বৈরাগীর মর্য্যাদা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও প্রকৃত সাধু বা বৈরাগীর সম্মান চিরকালেই অব্যাহত, অক্ষুণ্ণ থাকিবে—ইহা সত্য।

প্রকৃত বৈরাগী সম্বন্ধে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামীপ্রবর শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

( ভঃ রঃ সি পূঃ বি ২।১২৫ )

অর্থাৎ অনাসক্তভাবে নিজের সাধন ভক্তির অনুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণকারীই যুক্ত বৈরাগী। প্রাকৃত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত বৈরাগী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

মহাবদান্যের অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে যাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশেষভাবে সাধন-ভজনেচ্ছু মনুষ্যগণের গ্রহণীয়।—

বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, হয় রসের বশ॥
বৈরাগী-কৃত্য সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণে নাহি পায়॥

( চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৩-২৭ )

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম এই যে,—বৈরাগী কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয় করিবেন, অন্যথায় বৈরাগীর বৈরাগ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। অনাসক্তভাবে

যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবেন—ইহাই প্রকৃত বৈরাগীর লক্ষণ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ( গীতা ৩।৬ )

চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে ? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে ; অতএব সেই মূঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায়। কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। অন্তর্বহির্নিন্দ্রিয়সমূহ যতই সংযত হউক্ না কেন ; যে-পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত নবীনমদন কামদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি না জন্মিবে ; সে-পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় না। এই সম্বন্ধে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥" ( গীতা ২।৫৯ )

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়োপভোগ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। পরন্তু সেই পরমপুরুষকে দেখিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণানুরাগী বৈরাগী সর্ব্বসময়ে সর্ব্বক্ষেত্রে নিষ্কাম, অতএব শান্ত। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবিধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই—যতদিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের স্ফূর্ত্তি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের চরম বৈরাগ্য হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। যথা, ভাগবতে,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

অর্থাৎ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলেই জীবের হৃদয়ে শীঘ্রই নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান ও বৈরাগ্যভাব উদয় হইয়া থাকে। পৃথগ্ভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য জীবকে চেষ্টা করিতে হয় না। অতএব যুক্তবৈরাগ্য বা বাধারহিত বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই প্রকৃত বৈরাগী হওয়া যায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

---

# আদর্শ গৃহস্থের সদাচার

( শ্রীবিষ্ণুপুরাণাবলম্বনে লিখিত )

সগররাজ কহিলেন,—হে মুনে! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ মানব ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ সদাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঔর্ব্বঋষি কহিলেন,—হে মহীপতে! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুন্। সদাচার-পরায়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে পারেন। 'সৎ'-শব্দের অর্থ সাধু। যাঁহারা দোষশূন্য, তাঁহাদিগকেই 'সাধু' বলা যায়। সাধুদিগের যে আচার, তাহারই নাম 'সদাচার'। হে রাজন্! সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতিগণ এই সদাচারের বক্তা ও কর্ত্তা।

হে নৃপ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুস্থ ও প্রশান্ত-অন্তঃকরণে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মাবিরোধী অর্থচিন্তা করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনার মধ্যে কাহারও দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি না হয়, তজ্জন্য ত্রিবর্গের প্রতিই সমদর্শন রাখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্ম অসুখকর ও সমাজবিরুদ্ধ, তাদৃশ ধর্ম্মও অনুষ্ঠান করিবে না।

হে নরেশ্বর! প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করত গ্রামের নৈঋর্তকোণে বাণ-বিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান হইতে দূরদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিবে; যে-স্থলে পদচিহ্ন থাকিবে, তাদৃশ স্থানে বা গৃহপ্রাঙ্গণে মূত্র বা পুরীষত্যাগ করিবে না; আত্মচ্ছায়ার উপর, গৃহচ্ছায়ার উপর এবং গো, ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ার উপর, বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে অথবা সূর্য্যাভিমুখে পণ্ডিতব্যক্তি প্রস্রাব করিবেন না। হলাদিদ্বারা কৃষ্টভূমিতে, শস্যক্ষেত্রমধ্যে, গোষ্ঠমধ্যে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদ্যাদিতীর্থে, জলমধ্যে, তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না। কোনরূপ অসুবিধা না থাকিলে পণ্ডিতজন দিবাভাগে উত্তরমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। পুরীষোৎসর্গকালে মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ বিছাইবে। তখন বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিবে; সে-স্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না ও কথা কহিবে না।

শৌচকালে বল্মীক-মৃত্তিকা, মূষিক-মৃত্তিকা, আর্দ্র-মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ-মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখাত মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে। এইসকল মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ নির্ব্বাহ হইতে পারে। জননেন্দ্রিয়ে একবার, গুহ্যদেশে

তিনবার, বামহস্তে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাতবার মৃত্তিকা লেপন করিলে শৌচ নির্ব্বাহ হয়। অনন্তর গন্ধশূন্য নির্ম্মলজলে আচমন করিবে। আচমনের পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক পাদশৌচান্তে পাদপ্রক্ষালন করিবে। পরে তিনবার মুখমধ্যে জল গ্রহণ করিয়া দুইবার মুখ মার্জ্জন করিবে। তৎপরে মস্তক, ইন্দ্রিয়সকল, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়—এই সমুদয় স্থান যথাক্রমে সজল হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে। এইরূপে শৌচ সাধনপূর্ব্বক স্নানান্তে আচমন করিয়া কেশসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে; দর্পণ, অঞ্জন, দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহের যথারীতি ব্যবহার করিবে। এই সমস্ত কার্য্যের পর গৃহস্থ জীবিকার জন্য ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিবে; শ্রদ্ধা-সহকারে যাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে। অগ্নিষ্টোমাদি সমুদায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম ধনদ্বারাই সম্পন্ন হয়; সুতরাং মনুষ্য ধন উপার্জ্জন করিতে যত্ন করিবে।

নিত্যক্রিয়ার জন্য নদ, নদী, তড়াগ কিংবা দেবখাতে কিংবা পর্ব্বত-প্রস্রবণে স্নান করা উচিত। এই সকলের অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আনিয়া স্নান করিবে। কোন কারণে এইসকল পদার্থের সমাবেশ না ঘটিলে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিতচিত্তে তত্তৎতীর্থে ভগবান্, দেব, ঋষি, ও পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত জল প্রদান করিবে। সকল জীবগণের উপকারার্থ জল প্রদান করিয়া বলিবে,—আপনারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন। যে-সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ যাতনা-ভোগ করিতেছে, তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি জল প্রদান করিতেছি। যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা অন্যজন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা আমার নিকট হইতে জল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত জলদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। অনন্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপদ্বারা গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইষ্ট-দেবতার পূজা করিবে এবং ভোগ নিবেদন করিবে।

অনন্তর ভগবন্নিবেদিত অন্ন লইয়া তত্ত্বদর্শীব্যক্তি সমাহিতচিত্তে পবিত্র ভূমিতে মন্ত্রদ্বারা নিখিল প্রাণিগণকে প্রদান করিবেন,—"দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষগণ, উরগগণ, দৈত্যগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, তরুগণ ও অন্যান্য যে-সকল জীব মদ্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করে তাহারা এবং পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন প্রদান করিতেছি। ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন। যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিলাম;

এক্ষণে তাহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি—সকলই বিষ্ণু-সম্পর্কিত; কারণ বিষ্ণু ব্যতীত কাহারও কোন পরিচয় নাই। সমুদয় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে; আমি নিখিল জীবস্বরূপ; সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দ্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণীকেই তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহারা সকলেই আনন্দ লাভ করুন। গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে; যেহেতু গৃহস্থ সকলেরই আশ্রয়। অনন্তর কুক্কুর, চণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং যে-কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে।

অতিথির জন্য গোদোহন-কালমাত্র অপেক্ষা করিবে। অথবা ইচ্ছা-অনুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে স্বাগত-জিজ্ঞাসা, আসন-প্রদান, পাদ-প্রক্ষালন, শ্রদ্ধার সহিত অন্নদান, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তরদ্বারা এবং গমনকালে অনুগমনদ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, অন্যদেশ হইতে যিনি সমাগত, ঈদৃশ অতিথির পূজা করিবে; কিন্তু এক-গ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া পূজা করা উচিত নহে। যিনি অন্যদেশ হইতে সমাগত, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যিনি পাথেয়াদি-রহিত, ঈদৃশ ভোজনার্থী অতিথির পূজা না করিয়া, গৃহস্থ স্বয়ং যদি আহার করেন, তাহা হইলে তিনি নরকগামী হন।

গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল, বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া স্থিরণ্যগর্ভ বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে। গৃহস্থ ইচ্ছানু-সারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারীদিগকে অবারিত দান করিবে। পূর্ব্বোক্ত অতিথিগণের অর্চ্চনাকারী গৃহস্থ নৃযজ্ঞরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া গমন করেন, সেই গৃহস্বামী অতিথির পাপসকল গ্রহণ করেন; আর অতিথি গৃহস্বামীর সঞ্চিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য ও বসুগণ অতিথি-শরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ন ভোজন করেন। অতএব অতিথি-পূজা-বিষয়ে সকলেই যত্ন করিবে।

যে গৃহস্থ অতিথির অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। অতিথিসেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি—গর্ভিণী, দুঃখার্ত্ত, বালক

ও বৃদ্ধদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে। এইসকল ব্যক্তির ভোজন না হইলে, সেই আহার তাঁহার দুষ্কৃতাহার বলিয়া গণ্য এবং পরকালে নরকে গমন করিয়া তিনি শ্লেষ্মাভুক্ হন। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সে ব্যক্তি রক্ত ও পূজ পান করে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, সে মূত্র পান করে। যে ব্যক্তি বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতির অগ্রে ভোজন করে সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

যেরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্ত্তব্য ও যেরূপ ভোজনে পাপ না জন্মায়, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—বক্ষ্যমান বিধি-অনুসারে আহার করিলে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, অনিষ্টশান্তি ও শত্রুপক্ষের পরাজয় হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি স্নানান্তর যথাবিধানে দেব-ঋষিগণের পূজা করিয়া হস্তে প্রশস্ত রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণপূর্ব্বক সংযত হইয়া আহার করিবে। বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক জপ ও হোম করিয়া গুরু, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আহার করাইবে। অনন্তর পবিত্র গন্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মাল্য ধারণপূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত ও বিশুদ্ধবদন, আর্দ্রপাণি ও আর্দ্রপদ হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবে; ভোজনকালে একবস্ত্রধারী বা অন্যমনা হওয়া উচিত নহে। অন্ন প্রোক্ষণোদকদ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। অনাচারী ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত, এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না। অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দানপূর্ব্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে আহার করিবে। কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য স্থানে, অতিসঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে।

প্রশস্ত অন্ন মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন করিবে না। ফল ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য। বদরিকাকার এবং গুড়পক্ক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষণ করিবে না। যাহার সার উদ্ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে, ঈদৃশ বস্তুও কখন ভক্ষণ করিবে না। বিবেকী ব্যক্তি মধু, অম্ল, দধি, ঘৃত, শাক ও শক্তু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে। প্রথমতঃ মধুর, মধ্যে লবণ ও অম্ল, শেষে কটু-তিক্তাদি রস আহার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন, শেষে আবার দ্রবদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এইপ্রকার রীতিতে অনিষিদ্ধ অন্ন আহার করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত

আহার-সময়ে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা করিবে না। ভোজনারম্ভ-সময়ে মহামৌনী ও হুঙ্কারাদিবর্জ্জিত হইয়া পঞ্চগ্রাস ভক্ষণ করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে।

অনন্তর আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া অভীষ্ট দেবতার স্মরণ করিবে।—বায়ুকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশকর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন। সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতু পরিপুষ্ট হউক এবং আমার সুখ হউক। অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু—এ সমুদয়ের শক্তি বর্দ্ধিত হউক এবং অন্নই ঐ ধাতুচতুষ্টয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক। এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পঞ্চপ্রাণের পুষ্টিকর হউক, আমারও ব্যাঘাতরহিত সুখলাভ হউক। আমি যে সমুদয় অন্ন ভোজন করিয়াছি, তাহা 'অগস্তি' নামক অগ্নি ও বাড়বানলদ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্ন-পরিপাকজন্য সুখও লাভ করি, আমার শরীরও রোগহীন হউক। ( ক্রমশঃ )

—পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

---

# গৌড়ীয়মঠে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট বর্জ্জনীয় ?

বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান জগতে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে দ্রুত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। নিত্য নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের রুচিরও দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল দিয়া অধিক অগ্রসর হইবার প্রয়াসী হইতেছে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"-এর দল। তাঁহারা বোধ হয় শৈশবাবস্থার পাঠ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।—

আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়।
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়॥
সংসারেতে বড় হওয়া কঠিন ব্যাপার।
সংসারেতে বড় হয় বড় গুণ যার॥
.. ... ...
বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে॥

ইহার মধ্যেই Cause and action theory লুক্কায়িত রহিয়াছে বা ইহারই পূর্ণ প্রকাশ। ইহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়া-শুনিয়াও বিধির বিধানকে রাতা-রাতি পরিবর্ত্তন করিতে গেলে পরিণাম ভয়াবহই হইয়া থাকে। বিধির বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে গেলে Laboratory room-এর মধ্যেই মৃত্যুর সম্ভাবনা 100%। কারণ, যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে। তাই বলিয়া বিজ্ঞানের Merit side নাই একথা বলা চলিবে না। বিজ্ঞানের অভিশাপ দিকটি বাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ দিকটি গ্রহণ করিতে হইবে। 'বিজ্ঞান'-শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ বলেন,—বিশেষ জ্ঞান—বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞান—বিজ্ঞান। বৈষ্ণবজগতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারধারানুযায়ী ভজন-প্রয়াসী হইতে গেলে খোদার উপর খোদগিরি না করিয়া আনুগত্য ধর্ম্মই পালন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় কি ? এই আনুগত্য ধর্ম্মটী কি ?—

"সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্য, তিনেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।" —ইহাই আমাদের বিচারণীয় বিষয়। কেননা ভারতীয় মনীষিগণের প্রত্যেকটী কথাই Scientific method-এর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মাবলম্বী Reverend Bishop বলিয়াছেন,—India guided by God can lead the world back to sanity.

সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়,—'নিধায় হৃদি বিশ্বেশং বিধায় গুরু বন্দনম্।' অস্মদীয় কৃপানুগাচার্য্য গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে শিক্ষা পাই—'বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ·····।' এই গম্ভীর বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের চরণ-সরোজে বারংবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। মঠজীবনের প্রথমদিন হইতে যাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া তত্ত্বদর্শন লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে, সেই আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তদনন্তর পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজাদি শিক্ষাগুরুবর্গের শ্রীচরণকমল বন্দনা করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। হে সুধীগণ! আপনারা রসিক, ভাবুক এবং 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন'-এর অনুগামী হওয়ায় আমার ভাবই গ্রহণ করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি 'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রং বিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি উৎপাতৈর্ব কেবলম্॥' সনাতন-শিক্ষাতে দেখিতে পাই—জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধনের নাম—'ভক্তি', তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'প্রয়োজন'। বিমল কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম প্রয়োজন বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই বিমল কৃষ্ণদাস্য লাভ করিতে হইলে ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিতে হইবে। না করিলে চলিবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"এক অঙ্গ পালে কেহ পালে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হইতে উপজয় ভাবের তরঙ্গ॥" এর প্রমাণ ত' শাস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। একঅঙ্গ সাধনে ও শ্রবণে পরীক্ষিৎ, বৈয়াসকি কীর্ত্তনে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে ইত্যাদি এবং বহু অঙ্গ সাধনে মহারাজ অম্বরীষ। এক অঙ্গ সাধনে ভগবৎ প্রেম লাভ করা যায়, তাই বলিয়া 'প্রভুতা পাই কাহি মদ নহি।' কোন ভক্ত্যঙ্গকে মূলচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি? বৈষ্ণবজগতে আসিয়া এরূপ কি বলিতে পারা যায়—সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় চলিবে না, সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা চলিবে না, কাহারও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়? যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস, উদ্ধব এরূপ বলিবার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন না।—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥" (ভাঃ ১১।৬।৪৬)

হে ভগবন্! আমরা আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। তোমার নির্ম্মাল্য, বস্ত্র, গন্ধ, অলঙ্কার প্রভৃতি তোমারই প্রদত্ত জানিয়া অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে করিতে তোমার দুস্তরা দৈবী মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব। শ্রীউদ্ধবের ক্ষেত্রে শাস্ত্র তাঁহার বিশেষণ দিয়াছেন,—

"বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িত সখা।
শিষ্য বৃহস্পতির্সাক্ষাৎ উদ্ধবো বুদ্ধি সত্তমঃ॥"

যে উদ্ধব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী বা দ্বারকাতে Private secretary, কৃষ্ণের প্রিয়, বৃষ্ণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিসম, তিনি ত' আর সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় ভ্রম-প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব যুক্ত নন। যদি তাঁহাকে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য বলিয়া না মানা যায়, তাহলে তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার নিত্য পরিকর হইলেন কিরূপে? শ্রীউদ্ধবের কথা ত' দূরে থাকুক, সাধক জীবও বস্তুসিদ্ধি হওয়ার পূর্ব্বে ভগবদ্ধামে নিত্য-কালের জন্য যাইতে অসমর্থ। তাহলে উদ্ধবের বাক্যে কখনই ভুল হইতে

পারে না। যদি কেহ তাঁহাকে ভুল বলেন তাহলে বুঝিতে হইবে তিনি নিজেই ভুলে ভরা, তাঁরই ভিদে গলদ। যদি তিনি নিত্যমঙ্গল চান তাহলে ভিদকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া বৈষ্ণব-সংবিধান অনুযায়ী বৈষ্ণবানুগত্যে ভিত্তিগঠন করিতে হইবে।

রূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন কালিদাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাপাত্র বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ কালিদাস সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

রঘুনাথ-দাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হইল বুড়া॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত—ছোট, বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়॥
তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাঞা॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায়।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি'খায়॥
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এইমত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা॥

( চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৮-১৩ )

এই ভক্তশ্রেষ্ঠ কালিদাস বাল্যাবস্থা হইতেই বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে এবং সেবনে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট সেবন করিতে করিতে তিনি বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ছোট-বড়, জাতি-পাতি বিচার না করিয়া সকলের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন। গৌড়দেশে যত বৈষ্ণবের গণ আছেন সকলের উচ্ছিষ্ট তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের গৃহে যাইবার সময় তিনি কিছু উত্তম বস্তু লইয়া যাইতেন এবং উচ্ছিষ্ট মাগিয়া লইতেন। বৈষ্ণবগণ দৈন্যের মূর্ত্ত প্রতীক। কেহ কেহ দৈন্যবশতঃ যদি উচ্ছিষ্ট না দিতেন, তাহা হইলে কালিদাস লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতেন তাঁহারা উচ্ছিষ্ট কোথায় ফেলেন। সুযোগমত লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত চাটিয়া খাইতেন।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের শক্তি অসাধারণ, অকল্পনীয়, বর্ণনাতীত। ইহা প্রেমভক্তি

পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ। এইজন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিয়াছেন,—'বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মননিষ্ঠ।' দেবর্ষি নারদ নিজের জীবনী প্রসঙ্গে একমাত্র বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টকেই তাঁহার চিত্ত নির্ম্মলের কারণ বলিয়াছেন। "উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্ত-কিল্বিষঃ।" ভাঃ ১।৫।২৫। পুরাণ-শিরোমণি ভাগবত গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টকেই নির্ব্বাণের কারণ-স্বরূপ বলিয়াছেন,—

"পরং নির্ব্বাণ হেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্।" ( গরুড়পুরাণ )

ভূমিমালি জাতিতে ঝড়ুঠাকুর নামে এক বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকালিদাস তাঁর দর্শনের জন্য পাকা আম লইয়া গেলেন। ঝড়ুঠাকুরও তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিলেন। কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠীর পর নিজেকে দীনহীন নীচকুলোদ্ভূত জ্ঞানে ব্রাহ্মণ ঘরের অন্ন আনিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কালিদাস বলিলেন,—আপনি যদি কৃপাই করিতে চান তাহলে আপনার পদরজঃ দিয়া কৃপা করুন, আমার মাথায় আপনার শ্রীচরণ দিন। এই কথা শুনিয়া ঝড়ুঠাকুর বলিলেন,—আপনি উচ্চবংশোদ্ভব আর আমি নীচ জাতি। এরূপ কথা বলিবার যোগ্য নহে। শ্রীকালিদাস হরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থ হইতে—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥" ( ১০।৯১ )

তিনটী শ্লোক শ্রবণ করান। ইহাতে ভক্তের মহিমা শ্রবণ করিয়া ঝড়ুঠাকুর সুখী হইয়াছিলেন, নিজের মহিমা শুনিয়া তাঁহার সুখ হয় নাই। তিনি বলিলেন,—যাঁর কৃষ্ণভক্তি আছে তাঁর ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য। আমার কৃষ্ণভক্তি নাই, আমার ঐ প্রকার শক্তিও নাই। কালিদাস বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বৈষ্ণব-সংবিধানানুসারে ঝড়ুঠাকুর কিছুদূর অনুগমন করত প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ঠাকুরের চরণচিহ্ন যেস্থানে ছিল সেই স্থানের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন এবং নিকটস্থ কোনস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আম দেখিয়া মানসে কৃষ্ণচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন। বৈষ্ণব-সংবিধানানুসারে বাহ্যিকভাবে তুলসীদ্বারা ভোগ লাগান নাই। তাঁহার এই আচরণ সাধারণভাবে শাস্ত্রসম্মত না হইলেও তাঁহার পক্ষে ইহা দোষাবহ নহে। উত্তম ভাগবতগণ যাহা করেন তাহা সাধারণ ভক্তের অনুকরণীয় নহে। তাঁহারা ভাবাবেগে কখন কি করেন, তাহা সাধারণ জড়বদ্ধজীবের গোচরীভূত হয় না। এইজন্য সাধারণ জীব তাঁহাকে সমকক্ষ মনে করিয়া, নিজের ন্যায় বিষয়াসক্ত মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয় এবং অবশেষে দ্বিবিদ বানরের দশা

প্রাপ্ত হয়। ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে আম খাইতে দিলেন, তিনি আম চুষিয়া খাইয়া ফেলিয়া দিলেন। পরে তাঁর পত্নী পূর্ব্বোক্ত চুষিয়া ফেলা আঠি পুনরায় চুষিয়া চুষিয়া খাইয়া উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। পরে ঐ উচ্ছিষ্ট আঠি চুষিতে চুষিতে কালিদাসের প্রেমোদয় হইল। এইভাবে তিনি গৌড়দেশের সমস্ত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট নিলেন।

এই কালিদাস নীলাচলে আসিলে পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সময় সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে পদপ্রক্ষালন করিয়া দর্শনে যাইতেন। গোবিন্দের উপর কড়া নির্দ্দেশ—কেহ যেন পাদোদক না লয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কোন না কোন ছল করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেন। এমনভাবে গ্রহণ করিতেন যাহাতে প্রভু টের না পান। একদিন মহাপ্রভু পদধৌত করিতেছেন, কালিদাস প্রভুর সমক্ষেই হাত পাতিলেন এবং তিন অঞ্জলি পান করিলেন। তারপর মহাপ্রভু 'আর না করিহ' বলিয়া বলিলেন তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম। জগতে দ্বিতীয় আর কে আছেন যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতেই তাঁর চরণোদক পান করিয়াছেন ? বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট সেবনের ইহাই ফল।

এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন—"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্তভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥ এই তিন-সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টকে বর্জ্জন করিলে সর্ব্বপ্রথম পুরাণসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-পাঠন বাদ দিতে হইবে। কেননা, শ্রীমদ্ভাগবত 'শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্'। শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হওয়ায় উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আম্নায় অর্থাৎ সদ্‌গুরু পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদবাণী ত্যাগ করিতে হইবে ? শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কোনপ্রকার আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করা চলিবে না ? কেননা, আম্নায় বা গুরু-বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশ ত' উচ্ছিষ্টস্বরূপ। কেবল উচ্ছিষ্টই নহে, তাঁহারা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন, পরে বর্ণন করিতেছেন, অতএব ইহা ত' বমনসদৃশ। শাস্ত্র নির্দ্দেশকেও Same theory দ্বারা বর্জ্জন অত্যাবশ্যক। সর্ব্বোপরি আমরা দৈববর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব। আমরা গোপালক যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উচ্ছিষ্ট কি-প্রকারে গ্রহণ করিব ? অতএব মঠ-মন্দিরে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন বন্ধ করিয়া দিতে হইবে কি ?

হে সাধকগণ ! যদি আপনারা সত্যি সত্যিই ভজন করিয়া আপনাদের

প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে চান, তাহলে কোনপ্রকার গুজবে কাণ না দিয়া, পাগলের প্রলাপে ( পাগলে কি না বলে ) কাণ না দিয়া নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সেবন করুন। ইহাতেই চরম মঙ্গল ও পরা শান্তি লাভ হইবে। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টকে সাধারণ মনে করিলে অপরাধ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঘোর নিরয়গামী হইয়া অসহনীয় নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া মুহুর্মুহুঃ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করুন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট সেবন ব্যতীত গত্যন্তর নাই, গত্যন্তর নাই।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

---

# "আসামহো চরণরেণু"

এ ধরণী ধূলায় ধূসরিত। এই বিশ্ব ধূলিতে ধূলিতে পূর্ণ। এই সৃষ্টির যে প্রথম উপাদান তাহা ধূলি অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের অন্যতম উপাদান ক্ষীতি, মাটি, ধূলি ইত্যাদি। বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে আছে অসংখ্য অণু বা রেণু। রেণুতেই জন্ম, রেণুতেই স্থিতি, আবার রেণুতেই লয় বা ক্ষয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান অণু-পরমাণু সম্বন্ধে কত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে চলেছে।

পরমার্থ বিজ্ঞান বলেন—"হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্!" অণু হতে যে জড়বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাহা কালশক্তি অবক্ষয় করে দেয় অর্থাৎ ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত দেখা যায়, বিশ্বের মধ্যে সৃষ্টি করার একটা উদ্দীপনা আছে। আবার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অদৃশ্য কালশক্তি প্রতিটি বস্তুকে জীর্ণ-বিদীর্ণ করে অণু বা রেণুতে পরিণত করে চলেছে।

এই সৃষ্টির মাঝে মানুষ অহঙ্কারের স্পর্দ্ধিত গৌরবকে চির-উন্নত রাখতে চায়। ঈশবিমুখ জীব নিজকে কর্ত্তা, প্রভু এবং ক্ষেত্রবিশেষে "ঈশ্বর" অভিমান করে থাকে।

গীতাশাস্ত্র বলেন—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" বিমূঢ় আত্মা জীব বোঝে না—আমাদের ইন্দ্রিয়জ প্রাকৃত জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বল সকল বস্তুই কালগর্ভে বিলীন হয়ে ধূলিস্যাৎ হবে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখা যায়, কত সুদৃশ্য মনোরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত সৌধ-প্রাসাদ, ধনসম্পদ

মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই প্রত্যেক দেশের ইতিহাস যেন হারিয়ে যাওয়ার, তথা ধ্বংস-লীলার করুণ তালিকা মাত্র।

কালের এই সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠ-গণ্ডি মায়াগ্রস্ত জীব অতিক্রম করতে পারে না। Can not cross over the particular chamber. কারণ কালশক্তি দুষ্পারা, দুরতিক্রমণীয়া এবং দুরত্যয়া।

সাধের মানবদেহের পরিণাম আমরা প্রতিনিয়তই শ্মশানে দেখছি—ভস্মে বা ধূলিতে পরিণত হচ্ছে। যেখানে অহঙ্কারের শেষ, সেখানেই সব কিছু ধূলি হয়ে যায়। তাই ভগবদ্‌ভক্তগণ ধূলা হয়ে থাকতে চান। নিরহঙ্কার অমানী মানদ হয়ে পরমার্থের অনুশীলন করে থাকেন। ভগবদ্‌ভক্তগণ নিরন্তকুহক পরমসত্যের উপাসক। তাঁহারা তাপহারী কল্যাণপ্রদ বাস্তববস্তু বাসুদেবের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র অনুভব করেন। ভক্তহৃদয়ের প্রার্থনা-গীতিতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন,—

"তৃণাধিক হীন,　　কবে নিজ মানি',
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি'।
সকলে মানদ,　　আপনে অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার॥"

শুদ্ধভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি মায়াতীত রাজ্যের ঊর্দ্ধে, "অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।" তাই তমসারূপী অহংবোধকে বিলীন করে শ্রীভগবানের চরণধূলি হতে চায়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকে এই নির্দ্দেশ পাই,—

"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।"

"কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।" বাস্তবিক ইহাই ভক্তের স্বরূপ। "উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।"—ইহাই ভক্ত-সাধকের উত্তম আদর্শ। "মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"—সেই ভক্তই আমার প্রিয় যে "নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ" অর্থাৎ প্রাকৃত মমতা ও অহংকার শূন্য। এ কথা ভগবান্ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে একটা মহান্ ভক্তের আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লালসা কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মথুরাধীশ ভগবান্ শ্রীহরি-কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে সন্দেশ বাহকরূপে এসেছেন ব্রজধামে "গোপীনাং মদবিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্ব্বিমোচয়।" আমার সংবাদ বলে গোপীগণের বিরহজনিত মনোদুঃখ দূর কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ পালনে কৃতসংকল্প উদ্ধব। ব্রজবাসী মাতা-পিতা নন্দ-যশোদা, সখা,

সুহৃদ্ এবং সর্ব্বোপরি শ্রীরাধাসহ ব্রজগোপীগণের পাগলপারা ভাবাবিষ্টা ব্যাকুলতাভরা তীব্র বিরহ বেদনা নিদারুণ কৃষ্ণ বিচ্ছেদ সন্তাপের সকরুণ দিব্য আর্ত্তসংলাপ শ্রবণ করে উদ্ধব বিমুগ্ধ ভাবনার অতল তলে আশ্রয় নিলেন।

ভাবছেন,—এমন উন্নত উজ্জ্বল প্রেমের মহাভাবোদ্দীপক দিব্য উন্মাদ অবস্থার মহাপ্রকাশ যে ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে, তাঁহারাই সকল ভক্তের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো।" অনন্ত তনুধারীগণের মধ্যে গোপবধূগণই সর্ব্বোত্তম। "বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ।" ঐ প্রকার প্রগাঢ় প্রেমাবেশ ভবভয়ে ভীত মুনিগণ এবং আমরা প্রার্থনা করি, কিন্তু পাই না।

সুদুর্ল্লভা কৃষ্ণরসভাবিতা বিশুদ্ধামতিপরায়ণা ব্রজসুন্দরীগণের আত্মসম্বিৎহারা শ্রীকৃষ্ণাবেশ, শ্রবণনয়ন মঙ্গলস্বরূপ জানিয়া উদ্ধবের অন্তরে ঐ প্রেমপ্রাপ্তির লালসার উন্মেষ হইয়াছে। যদি ঐ প্রকার গোপীপ্রেমের অধিকারী হ'তে পারি, এই আশায় তিনি বৃহস্পতির শিষ্য, যাদবগণের মন্ত্রীপ্রবর এবং কৃষ্ণের দয়িতসখা হওয়া সত্ত্বেও এ সকল অভিমান অনায়াসে তৃণবৎ পরিত্যাগ করত এক অপূর্ব্ব ছন্দ-অলঙ্কারময় ললিত কাব্যমাধুর্য্যে পূতশ্লোকবন্ধে ব্রজদেবীগণের চরণরেণু প্রার্থনা করলেন,—

"আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা, ভেজুর্ম্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্ব্বিমৃগ্যাম্॥"

যাঁরা স্বজন-ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করত শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দচরণ ভজন করিয়াছেন, এই বৃন্দাবনে নিরন্তর ব্রজদেবীগণের চরণধূলি সেবার নিমিত্ত আমি তৃণগুল্মলতা জন্ম আশা করি।

ধন্য উদ্ধব মহাশয়ের প্রার্থনা। এই প্রার্থনা বিনা ব্রজযুবতীগণের ভাবমাধুর্য্য আস্বাদন অসম্ভব। এই প্রার্থনা ব্যতিরেকে শ্যামসুন্দর নন্দনন্দন-কৃষ্ণ ভক্তের বশীভূত হন না। এই প্রার্থনা হতেই জীবনে পঞ্চমপুরুষার্থ ব্রজপ্রেম লাভ হয়। ইহাতেই অনন্ত জীবনের সর্ব্বসিদ্ধি। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বার বার বলতেন,—"মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।"

এই ভোগ-ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বে অহঙ্কার ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। অহঙ্কার ত্যাগেই জীবের শান্তি লাভ হয়। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি।" জড় মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি শান্তিলাভের অধিকারী।

যে উদ্ধব কৃষ্ণের অনুক্ষণ নিত্য-সহচর, সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন হইতে পারে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণচরণরেণু প্রার্থনা না করিয়া গোপীচরণরেণু প্রার্থনা করিলেন কেন ?　( ক্রমশঃ )

—শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভাগবতশাস্ত্রী

---

# শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর ]

বিগ্রহ যিনি, তিনি ভক্তের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করার জন্য বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছেন। তাঁর নাম শ্রীবিগ্রহ। তাঁকে বলে শ্রীমূর্ত্তি। সেবা গ্রহণ করার জন্য তিনি বসে আছেন। তাঁকে খাওয়ালে তিনি খাবেন, স্নান করালে তিনি স্নান করবেন, ঘুম পাড়ালে তিনি ঘুমাবেন। এরূপ অবস্থা যাঁর তাঁকে বলে বিগ্রহ—শ্রীমূর্ত্তি। আমি আমার বাচ্চা ছেলেটীকে যেমনভাবে খাওয়াই, পরাই, যত্ন করি, ঠিক সেইরকম ধরণের যত্ন ঠাকুরকে করতে হয়। সেটা ত' অপরের হাতে বা অপরের দ্বারা হবে না। Stipend-holder—মাইনের চাকর যে, সে ত' সেবা করবে না, যত্ন করবে না—আমার ছেলেটাকে। অনেক ছেলে আছে, যারা হয়ত' গর্ভধারিণী মায়ের হাতে খায় না। কিন্তু কেউ হয়ত' পিসির, মাসির নেওটা, তাঁদের হাতে ভাল খায়। তবে এটা খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়ের হাতে খেয়ে বাচ্চা যেমন তৃপ্তি লাভ করবে, সে রকম অন্য কোন ক্ষেত্রে হবে না। কৃষ্ণ যদি আমার বাচ্চা হন, তাহলে তাঁর সেবা ত' আমি নিজহাতেই করব। আর কৃষ্ণ আমার কে নন ?—"জনক, জননী, দয়িত, তনয়। প্রভু, গুরু, পতি—তুঁহু সর্ব্বময়॥" তিনি হলেন আমার সব। ঐরূপ কথা গান্ধারীও বলেছেন,—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেবঃ॥

হে ভগবান্! তুমি ত' আমার সবই। আমি তোমায় যে ভাবে পেতে চাই, তুমি তাই। শাস্ত্রে বিভিন্ন রসের যে অধিকার রয়েছে, সাধক-সাধিকার সে অধিকার-অনুসারে প্রার্থনাও আছে। আমি সেইভাবে তাঁকে সেবা করব। অন্যকে দিয়ে মনের ইচ্ছামত সেবাটা হবে না। সেইজন্য স্বহস্তে সেবা করার অধিকার, নির্দ্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া আছে। আমার আশয় যেটা সেটা ত'

সাধারণ লোক বুঝবে না। সেবাবৃত্তির মনোবল থাকলে তবে ত' আমি সেবার অধিকার পাব।

"ভগবৎসেবা ও ভক্তসেবা স্বহস্তে কর্ত্তব্য"-বিষয়ে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার আশ্রিতজনকে জানিয়েছেন,—"পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরাবস্থায় কোনদিন উহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু উহা বিধি হইতে পারে না। **আমরা আলস্যবশতঃ যদি কৃষ্ণকে না খাওয়াই এবং নিজেরা খাইয়া থাকাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভগবানের সেবার প্রতি আদর কমিয়া যাইবেই।** মঠের সেবকের চিন্তাস্রোতের বিপর্য্যয় সাধন করা উচিত নহে। "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি" বিচার যখন আমরা অসমর্থপক্ষে গ্রহণ করি, তখন সমর্থপক্ষে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। উহা বোধ করি তাঁহার সেবাকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক, নতুবা ব্যবহারিক জীবন Godless বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। **God-loving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোনদিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না।"**

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ।"—কথাটা অসমর্থ ব্যক্তি যারা, তাদের জন্য বলা হয়েছে। সমর্থবান্ স্ত্রী-পুরুষের জন্য এটা নিষেধ করা হয় নাই। সমর্থবান্ শূদ্র যাঁরা, তাঁদের পক্ষে ওটা বলা হয় নাই। আর দ্বিজবন্ধূ অর্থাৎ ব্রাহ্মণব্রুব যিনি, তিনি হয়ত' কোন কারণবশতঃ দ্বিজবন্ধূ হয়েছেন, কিন্তু সঙ্গপ্রভাবে তার ত' বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হতে পারে। জগাই-মাধাইকে কি বলা হবে? দ্বিজবন্ধূ বলা হবে না? ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও তারা ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করছিল না। অথচ সঙ্গপ্রভাবে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপ্রভাবে, সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রভাবে তাদের সুমতি হল। সে কথাটী ত' এখানে শিক্ষা পাওয়া গেল।

সেই যে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ তিনি কে?—তিনি হলেন গুরুতত্ত্ব। সেই গুরুতত্ত্বের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,— সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥

তার মানে নিতাইচাঁদ হচ্ছেন সদ্‌গুরু—জগদ্‌গুরু। তার চরণাশ্রয় করলে অবশ্যই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ করতে পারি। গৌরসুন্দর যদি আমাকে

কৃপা করেন, তাহলে তাঁর কৃপায় আমি শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা ও সেবালাভ করতে পারি। সেই কথাটা বুঝান হয়েছে। ইহা আনুগত্যের ধর্ম্ম। আনুগত্য ছাড়া হচ্ছে না। শাস্ত্রে বেশ সুন্দরভাবে উদাহরণ দিয়ে জিনিসটা বুঝান হয়েছে। মা, বাবা, Guardianকে যদি ছেলে না মানে তাহলে তার পুত্রত্ব, সন্তানত্ব গেল। আমরা মুনি-ঋষিগণকে যদি না মানি—যাঁরা শাস্ত্রের Theory, তত্ত্বদর্শন—Ontology জগৎকে বুঝিয়েছেন; ধর্ম্মকে যদি না মানি, ভগবানকে যদি না মানি, তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। আমি প্রমাণ করতে পারব না, সেই ভগবানের সংসারে আমি তাঁর একটা ছেলে। সেইজন্যই মানতে হচ্ছে ভগবানকে, আত্মধর্ম্ম-সনাতনধর্ম্মকে, ঋষিগণকে, Guardianকে। যে কাকেও মানে না, তাকে এ জগতের লোক কেউ মানবে না।

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণম্॥"

বেদ প্রমাণ, স্মৃতি প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত-বাক্য প্রমাণ। এই প্রমাণকে যারা প্রমাণ বলে মানে না, তাদিগকে কে মানে দুনিয়ায়? যে ব্যক্তি কাকেও মানে না, সেই ব্যক্তি যদি বলে—আমাকে মান, তাহলে কেউ মানবে না তাকে; বিশ্বের বিদ্বজ্জন-বরেণ্যগণ, তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ মানবেও না তাকে। তাঁরা বলবেন,—তুমি ত' কাকেও মান না, তোমাকে কে মানবে হে? যদি তুমি কাকেও কিছু মেনেছ, তাহলে তোমাকে সেই পরিমাণেই মানবে। "ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।" আমরা দেবতাকে যতটুকু সেবা করব, ততটুকু ফল পেতে পারি, তার বেশী ত' আশা করতে পারি না। সিকি-আধুলীর পূজা দিয়ে কি চার লাখ টাকা চাইব? আজ-কালের চাহিদা ত' তাই। গীতা-ভাগবত পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছেন—তুমি যেমন সেবা করবে, যেমন পূজা দেবে, তোমার যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি, ফলটা তুমি সেই অনুসারে পাবে। তার বেশী তুমি আশা করতে পার না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন,— যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

কিন্তু সেই শ্রদ্ধাটা যদি আমি পাওয়ার চেষ্টা করি, তবে ত' পাব। তার জন্য ত' আকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা থাকা চাই। তবে সেটা আমার কাছে মিলবে, আসবে। আমার যদি অভাব না থাকে, চাহিদা না থাকে, প্রার্থনা না থাকে, আকুলতা না থাকে, তাহলে কি করে পাব? কাঁদলে পরে পাওয়া যায়—শাস্ত্রের কথা। সাধক-সাধিকার যে সাধন-ভজন, তাহা

কেবল আকুল ক্রন্দন। সাধন অন্য কিছু নয়। জীবের যে স্বতঃসিদ্ধ ভাব, ভগবানের ভজন-সাধন করার বৃত্তি, সেই ভাবটাকে জাগরণ করার নামই হল সাধন। শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপে ওটা আছে। যখন আমি বদ্ধ, বদ্ধদশা লাভ করেছি, তখন ওটা চাপা পড়ে গেছে। যদি ওটাকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার পুনঃপ্রকাশ ঘটবে। একখানা আয়নার উপর কিছু ধূলোবালি পড়েছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ধূলোবালি পরিষ্কার করে দিলে আবার নিজের প্রতিমূর্ত্তি যথাযথ দেখা যায়। তদ্রূপ জীবের যে শুদ্ধস্বরূপ, সেই শুদ্ধস্বরূপের উপর অবিদ্যারূপ আবরণটা সরে গেলে তার নিত্যসিদ্ধ ভাব পুনঃ প্রস্ফুটিত—প্রকাশিত হয়। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ এটা সরিয়ে দেন। এটা হল তাঁর বিশেষ করুণা ও আশ্রিত-বাৎসল্য। শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার তিনি। শ্রীহরিনাম যদি করতে হয়, তাহলে তাঁর আশ্রয় নিতে হবে এবং তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে হবে—আমি যেন ঠিকমত নাম করতে পারি, আমায় ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য দাও, ক্ষমতা দাও, সৎসাহস দাও। তবে ত' সেটা আমরা পাব।

শ্রীনামপ্রভুর নিকট নামাশ্রয়ী ব্যক্তির সর্ব্বদাই দৈন্য-বিজ্ঞপ্তিমূলক কাতর প্রার্থনা থাকবে। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়াই আমরা সাধনপথে অগ্রসর হব। তাঁরা শ্রীনাম-গ্রহণ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—"দীক্ষা-ফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। মুক্ত হরিদাসগণ হরিনাম করেন। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই কর্ত্তব্য।"

* সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা-নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজনশিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়।

* শ্রীনাম-গ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করান।

* শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ, লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্মশরীরে ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া

নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উপস্থিত হইলে নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণ-রূপের অপ্রাকৃত স্বরূপ দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণ-রূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্ব-গুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণ-গুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণ-লীলায় আকর্ষণ করান।

* **যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।**" শ্রীনামাশ্রয়ী ভক্তের এসকল বিষয় হৃদয়ে অনুভব ও উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

---

# বকলমে "হায়! ধন্য গুরুবাদ!" প্রবন্ধ-মুদ্রণের প্রতিবাদ

( ২ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ কেশিয়াড়ী,
মেদিনীপুর।
৬।৩।৮৯

স্নেহাস্পদেষু—

স্নেহের যতি মহারাজ! স্নেহের বিশ্বম্ভরের হাতে তোমার বিস্তৃত পত্র পাইলাম। তোমার এই লেখাটি অপসিদ্ধান্তপূর্ণ "পাকামো" ছাড়া কিছুই নয়। তুমি নিজেকে বড় "সিদ্ধান্তবাগীশ" বলিয়া মনে করিয়াছ। তোমার একাদশ দফা হুকুমনামার জবাব পরিক্রমার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে বা শ্রীযোগপীঠে ভাষণ দানকালে দিব।

তুমি শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যপদের নিয়োগকর্ত্তা বা পদচ্যুতির কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছ। তুমি ভাবিয়া দেখিও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যরা এখনও কেহ কেহ প্রকট আছেন। তাঁহাদের কাহাকেও আচার্য্যের পদে বরণ করিতে ভয় পাইয়াছ। কারণ সেখানে তোমার মাতব্বরি চলিবে না। আজ ইঁহাকে, কাল উঁহাকে আচার্য্য খাড়া করিতেছ। ঠিক যেন রাজনৈতিক নেতা। শ্রীপাদ তপস্বী মহারাজকে কোন্ অপরাধে পদচ্যুত করিলে? আমি ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম। তোমার ধৃষ্টতা গগনচুম্বী। সুতরাং পতন অনিবার্য্য।

তোমার একাদশ দফা ঘোষণার বিষয় শ্রীল প্রভুপাদের প্রবীণ কোন শিষ্যদের সহিত আলোচনা করিয়াছ কি? আদালতের কোন ব্যাপার ঘটিলে আমার স্বাক্ষর লইবার দরকার হয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে আমার সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন মনে কর না। বৈষ্ণব সম্মেলনীতে আমার নাম সহ-সভাপতি-রূপে ঘোষণা করার আগে আমার অনুমতি লও নাই।

তুমি প্রভুপাদের উক্তি দিয়া শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহা তোমার নিজেরই বোধগম্য হইয়াছে কি? ভজনপরায়ণ প্রবীণ বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করিও—দীক্ষাগুরুই শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু প্রকট থাকাকালে যাঁহারা শিক্ষাগুরু থাকেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মাননীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া দীক্ষাগুরুর সম্মুখে শিক্ষাগুরুকে সম্মান দেওয়া যায় না।

তুমি যে লিখিয়াছ—"শ্রীচৈতন্যমঠে ২৬ গুরুর শিষ্য আছে। পূজার সময় সিংহাসনে সকলেরই ফটো রাখা যাইবে না।" আমার সিদ্ধান্ত—সকলের ফটো রাখার দরকার নাই। তবে শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য যিনি হউন না, তাঁহার ফটো অবশ্যই রাখিতে হইবে। তুমি সেই আচার্য্যকে elected, selected বা created যাহাই করিয়া থাক না কেন, তিনিই সম্মাননীয়।

তোমার সমস্ত অপসিদ্ধান্তের জবাব—আজ এই পত্রে দেওয়া সম্ভব নয়। তজ্জন্য ঠিক করিয়াছি ( যদিও শ্রীচৈতন্যমঠে তোমার অধীনে অবস্থান করিব না ) পরিক্রমার সময় ভাষণ দানকালে তোমার সিদ্ধান্তের জবাব দিব।

তুমি তোমার কোন গুরুভ্রাতাকেই সম্মান দিতে জান না। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের শ্রদ্ধা করিবে—ইহা তোমার নিকট আশা করা যায় না। সময় আসিতেছে। ইহার বিষময় ফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে।

আমার ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের পত্র "গৌড়ীয়" ( বাংলা ) পত্রিকায় ছাপাইতে চাহিয়াছ। ছাপাইতে পার—তবে পূর্ব্বোক্ত পত্র এবং এই পত্র উভয় পত্রই ছাপাইতে হইবে। কিন্তু সাবধান—কোন অংশ গোপন বা পরিবর্ত্তন করিবে না।

তোমার আজকালকার আচরণ বৈষ্ণবোচিত নহে। এক কথায় বলা যায়—উহা "ঋত্বিক" পর্য্যায়ে আসিয়াছে। যদি প্রভুপাদের সময় আসিতে, তবে তোমাকে এই দুর্গতি গ্রাস করিত না। শ্রীল তীর্থ মহারাজের চরণাশ্রয় করিয়াও অহঙ্কার বর্জ্জন করিতে পার নাই, ইহাই দুঃখ রহিল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

**শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

## শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

## ও

# শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

## মহোৎসবে আহ্বান

**( পুরীধামের প্রথানুসারে )**

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
**১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**

**শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )।
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১৮ই আষাঢ়, ১৩৯৬ ( ইং ৩।৭।৮৯ ) সোমবার হইতে ২৮শে আষাঢ়, ১৩৯৬ ( ইং ১৩।৭।৮৯ ) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
**সভ্যবৃন্দ,**
**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ( রেজিঃ )**

## —ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১৮ই আষাঢ়** ( ইং ৩।৭।৮৯ ), সোমবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **১৯শে আষাঢ়** ( ইং ৪।৭।৮৯ ), মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২০শে আষাঢ়** ( ইং ৫।৭।৮৯ ), বুধবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **২১শে আষাঢ়**, ৬ই জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। **২৪শে আষাঢ়** ( ইং ৯।৭।৮৯ ), রবিবার—**হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **২৫শে আষাঢ়**, **১০ই জুলাই** সোমবার হইতে ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। **২৮শে আষাঢ়** ( ১৩।৭।৮৯ ), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

---

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক" **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম স্বনুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ২৭ বামন, বাসুদেব, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ<br>৩১শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৯৬, ইং ১৬।৭।৮৯ | ৫ম সংখ্যা


সানুবাদং

# শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে ]

সনৎকুমারা ঊচুঃ,—

১৬। ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
শ্রীমদ্ভাগবতেনৈব ভুক্তি-মুক্তি করে স্থিতে ॥ ৬৯ ॥

শ্রীসনৎকুমারগণ কহিলেন,—হে নারদ! [ এইরূপে যথাবিধি সপ্তাহযজ্ঞের পারায়ণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে নিবৃত্তি লাভ হয় এবং এই মঙ্গলময় শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ অভীষ্ট ফল দান করেন। ] আপনাকে সপ্তাহ-শ্রবণের বিধি আমরা সম্পূর্ণ বলিলাম। এক্ষণে আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? এই শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই ধর্ম্মার্থাদি ভোগ-মোক্ষ—দুইই করতলগত হয়॥ ১৬ ॥

নারদ উবাচ,—

১৭। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবদ্ভিঃ করুণাপরৈঃ।
অদ্য মে ভগবাঁল্লব্ধঃ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥ ৭৫ ॥

[ শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় শ্রীনারদঋষি করযোড়ে প্রেমগদ্‌গদবাক্যে শ্রীসনকাদি কুমারগণকে বলিতে লাগিলেন,— ] আমি ধন্য হইলাম ; দয়াময় আপনাদের দ্বারা আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। আজ আমি সর্ব্বপাপহর শ্রীহরিকে লাভ করিলাম ॥ ১৭ ॥

১৮। শ্রবণং সর্ব্বধর্ম্মেভ্যো বরং মন্যে তপোধনাঃ।
বৈকুণ্ঠস্থো যতঃ কৃষ্ণঃ শ্রবণাদস্য লভ্যতে ॥ ৭৬ ॥

হে তপোধনবৃন্দ ! আমি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণকে সকল ধর্ম্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করি ; কারণ ইহার শ্রবণে বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় ॥ ১৮ ॥

১৯। তত্রাযযৌ ষোড়শবার্ষিকস্তদা
ব্যাসাত্মজো জ্ঞানমহাব্ধি-চন্দ্রমাঃ।
কথাবসানে নিজলাভপূর্ণঃ
প্রেম্না পঠন্ ভাগবতং শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীনারদের কথা সমাপ্ত হইবার পর বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব তথায় আগমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। তিনি আত্মজ্ঞান-লাভে পূর্ণ ও জ্ঞান-মহাসমুদ্র সংবর্দ্ধনে চন্দ্রমা-স্বরূপ। ঐ সময়ে তিনি ধীরে ধীরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ,—

২০। নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৮০ ॥

[ পরমতেজস্বী শুকদেবকে দর্শন করিয়া সমস্ত সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে উচ্চ আসনে বসাইলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদ ভক্তিভরে শ্রীশুকদেবের পূজা করিলে শ্রীশুকদেব বলিলেন, আপনারা আমার নির্ম্মল বাণী শ্রবণ করুন,— ] রসিক ও ভাবুক সভাসদ্‌গণ ! এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের পরিপক্ক ফল। শ্রীশুকদেবরূপ শুক-মুখের সংযোগ হওয়ায় ইহা অমৃতরসে পরিপূর্ণ।

ইহা সকল রসেরই আশ্রয়; সুতরাং জীবদ্দশায় আপনারা বারংবার ইহা পান করুন ॥ ২০ ॥

২১। ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৮১ ॥

মহামুনি শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে নিষ্কপট পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে শুদ্ধান্তঃকরণ সাধু-পুরুষগণের জ্ঞাতব্য কল্যাণজনক বাস্তববস্তু-বিষয়ে বর্ণনা আছে, যদ্দ্বারা ত্রিবিধ তাপ বিদূরিত হয়। ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে অন্য কোন শাস্ত্র কিংবা সাধনার প্রয়োজন নাই। কোন সুকৃতিমান্ মনুষ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবান্ অবিলম্বে তাঁহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন ॥ ২১ ॥

২২। শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণতিলকং যদ্বৈষ্ণবানাং ধনং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেবমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ প্রপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ৮২ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবগণের পরম ধন। ইহার মধ্যে পরমহংসগণের প্রাপ্য বিশুদ্ধজ্ঞান বর্ণিত এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত নিবৃত্তিমার্গের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ, পঠন ও মননে তৎপর হন, তিনি অবশ্যই মুক্তিলাভ করেন ॥ ২২ ॥

২৩। স্বর্গে সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্ত্যয়ং রসঃ।
অতঃ পিবন্তু সদ্ভাগ্যা মা মা মুঞ্চত কর্হিচিৎ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবিষ্ট অপ্রাকৃত রস স্বর্গলোক, সত্যলোক, কৈলাস ও বৈকুণ্ঠধামেও নাই। অতএব ভাগ্যবান্ শ্রোতৃমণ্ডলী! আপনারা ইহা পান করুন; কখনও ইহা ত্যাগ করিবেন না, ত্যাগ করিবেন না ॥ ২৩ ॥

২৪। নগাহ-গাথাসু চ সর্ব্বভক্তৈ-
রেভিস্ত্বয়া ভাব্যমিতি প্রযত্নাৎ।
মনোরথোঽয়ং পরিপূরণীয়-
তথেতি চোক্ত্বান্তরধীয়তাচ্যুতঃ ॥ ৮৯ ॥

[ শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ সভার

মধ্যস্থলে উদ্ধব, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদাদি পার্ষদগণের সহিত সাক্ষাৎ শ্রীহরি প্রকটিত হইলেন। তখন দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শ্রীহরি ও তাঁহার একান্ত ভক্তগণের যথোচিত পূজা করিলেন। তাঁহাদের অলৌকিক নৃত্য-কীর্ত্তনাদি দেখিয়া শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তোমাদের এই ভক্তিভাব আমাকে বশীভূত করিয়াছে, অতএব তোমরা আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তাঁহারা প্রেমার্দ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন,— ]

হে ভগবন্! আমাদের এই অভিলাষ—যেখানে যেখানে ভবিষ্যতে শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহকথা-যজ্ঞ হইবে, সেখানে আপনি পার্ষদগণের সহিত অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন। আপনি আমাদের এই মনোরথপূর্ণ করুন। শ্রীভগবান্ "তথাস্তু" ( তাহাই হউক ) বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

২৫। ভক্তিঃ সুতাভ্যাং সহ রক্ষিতা সা
শাস্ত্রে স্বকীয়েঽপি তদা শুকেন।
অতো হরির্ভাগবতস্য সেবনা-
চ্চিত্তং সমায়াতি হি বৈষ্ণবানাম্ ॥ ৯১ ॥

সেই সময়ে শ্রীশুকদেব ভক্তিদেবীকে উহাঁর পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বীয় শাস্ত্রমধ্যে স্থাপিত করিয়া দিলেন। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলে ভগবান্ শ্রীহরি বৈষ্ণবগণের হৃদয়-মধ্যে আসিয়া বিরাজিত হন ॥ ২৫ ॥

২৬। দারিদ্র্যদুঃখ-জ্বর-দাহিতানাং
মায়াপিশাচী পরিমর্দ্দিতানাম্।
সংসার-সিন্ধ্যৌ পরিপাতিতানাং
ক্ষেমায় বৈ ভাগবতং প্রগর্জ্জতি ॥ ৯২ ॥

যাঁহারা দারিদ্র্য-দুঃখ-জ্বরের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন, যাঁহারা মায়া-পিশাচীদ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছেন এবং যাঁহারা সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন, তাঁহাদের কল্যাণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত সিংহনাদ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

# বিশুদ্ধ ভজন

## অশুদ্ধভাব ও ক্রিয়া পরিত্যক্ত না হইলে বিশুদ্ধ ভজন হয় না

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধভাবে তবে কৃষ্ণ পায়॥"

কোন ভক্ত-মহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়। উপদেশটী নিগূঢ় সত্যমূলক। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন-সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধ ভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ-ভজন ব্যাপারে যে-সমুদয় অশুদ্ধভাব এবং ক্রিয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করত ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত অশুদ্ধ-ভাব ও ক্রিয়াগুলি বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজন-প্রয়াসীর আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে, তাহার ফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলেই ভগবানের চরণ লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য এইরূপ :—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। (ভাঃ ১১।১৪।২১)
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

## শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

শ্রীকৃষ্ণসেবন ব্যতীত অন্য অভিলাষশূন্য লইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধা ভক্তি।

জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। অতএব মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
(মুণ্ডক ৩।২।৩)

বহু শাস্ত্রবচন অভ্যাস, বহু ধী-শক্তি, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—এই সকলদ্বারা কেহ অখিলাত্মা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না; যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন—তাঁহাকেই স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, **কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।** তাদৃশ জ্ঞান, কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল। তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

**ভজনকালের অবস্থাদ্বয়—(ক) অনর্থযুক্ত, (খ) অনর্থমুক্ত**

ভজনকালে দুইটী অবস্থা আছে, অনর্থ-যুক্তাবস্থা এবং অনর্থ-মুক্তাবস্থা। যতদিন ভজনে অনর্থ-নাশ না হয়, ততদিন ভজন ন্যূনাধিক পরিমাণে অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধু-কৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়।

**(ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (১) স্বরূপভ্রম :—**

জীবের অনর্থ চারিপ্রকার :—(১) স্বরূপভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা, (৩) হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং (৪) অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ইহা না জানাই স্বরূপভ্রম-রূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত জন্মিয়া ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, এই জগৎ ভগবৎশক্তিরূপা মায়াকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের কারাগার-স্বরূপ —এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়া ব্রহ্মের ভ্রম, জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার অসৎ সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী, এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে কোনক্রমে জীবের মঙ্গললাভ হয় না, পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য', কহে নিরবধি॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্ম্মুখে॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৯, ১৪৩ )

## নির্ব্বিশেষবাদিগণ পাষণ্ডী ও যম-দণ্ড্য

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—ঈশ্বর নিরাকার। ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ-ঘন মূর্ত্তি তাহারা বিশ্বাস করেন না। কল্পিত মনে করেন। জীব ভজন-বলে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাহাদের আশা। তখন জীবে ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকিবে না। তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যএই :—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যম-দণ্ড্য ॥
( চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭ )

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ড্যে তারে যম ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৫ )

## মায়াবাদীর জ্ঞান ও যোগীর আসনাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় না

জ্ঞানবাদিগণ শুষ্ক বৈরাগ্য, শাস্ত্র-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্ম-শুদ্ধির আশা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯ )
শুদ্ধজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ॥
( চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১২৫ )

যোগিগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন; অখিলাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৬৩ )

## বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান

এই সমস্ত দুষ্টমত পরিত্যাগ করত সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই বিশুদ্ধ ভজন হইতে পারে। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু; প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণলাভ হয় এবং ভক্তিফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধভজনের ফলস্বরূপ শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়।

## (ক) অনর্থযুক্তাবস্থায় জীবের (২) অসত্তৃষ্ণা :—

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসত্তৃষ্ণা। তাহা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যতকিছু বাঞ্ছা জীবের থাকে, তাহা সকলই অসত্তৃষ্ণা। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, পরলোকে স্বর্গভোগ, মোক্ষসুখে লোভ, এই সমস্তই অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা থাকিলে কোনক্রমেই ভজন বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫ )

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণভক্তের নিকট নরকসদৃশ দুঃখপ্রদ বোধ হয়। পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান্ দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। যথা,—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ( ভাঃ ৬।১৭।২৮ )
সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ( ভাঃ ৩।২৯।১৩ )

## মোক্ষবাঞ্ছা অসত্তৃষ্ণা, সুতরাং ভজনবিরোধী

মোক্ষবাঞ্ছা জীবের অজ্ঞানতার চরম ফল। অজ্ঞ জীবের আপাতমনোহর, পরিণাম-ভয়ঙ্কর মোক্ষ—ভক্তির নিতান্ত বিরোধী তত্ত্ব। মোক্ষবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে কোনও ক্রমে ভক্তি হয় না। শ্রীরূপের শিক্ষা এই,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ( ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫ )

শ্রীচরিতামৃতে,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ১।৯০, ৯২ )

( ক্রমশঃ )

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

# পাণ্ডিত্যে অসাধুত্ব

ব্রাহ্ম-যুবকগণ পাশ্চাত্য-যুক্তি চাঞ্চল্যে হিন্দোলিত হইয়া নিজ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার নামে বৈষ্ণব-গ্রন্থ ও বৈষ্ণব-সাধুগণের চরিত্র সমালোচনা করিতে কেন সমুদ্যত হন, আমরা বুঝি না। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারাই বঙ্গদেশের পাণ্ডিত্য-ভাণ্ডারের একচেটিয়া মালিক। সকল কথায় বিতণ্ডা চালাইবার জন্য বিধি তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিণত বয়স্ক শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা ওরফে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বাবু একদিন ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকায় নিজমনোগত কল্পিত-যুক্তি-চাঞ্চল্যদ্বারা প্রেমময়ের চরিত্রের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। একজন বঙ্গীবাবু একদিন শ্রীচৈতন্যচরিত লিখিয়া ভক্তের বন্ধু সাজিতে উদ্যম করিয়াছিলেন। পরলোক-প্রাপ্ত শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত বাবু একদিন শ্রীভগবানের চরিত প্রকাশ করিতে গিয়া কয়েকখানা অস্পৃশ্য গ্রন্থকে বহুমানন করত আপনাকে বৈষ্ণবাপরাধে কলুষিত করিয়াছেন। নিরাকার ব্রহ্ম গুপ্ত মহাশয়কে আরও অধিক বৈষ্ণবাপরাধ হইতে রক্ষা করিবার বাসনায় স্বধামে টানিয়া লইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর চরণে অপরাধের কথা প্রবুদ্ধ-বৈষ্ণব-হৃদয়ে আজও জাগরূক আছে। বাউলিয়া প্রভৃতি অপ বা উপ-সম্প্রদায়ের সহিত বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবের পার্থক্য যে-কাল-পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট না হইবে, সে-কাল-পর্য্যন্ত সাধুদিগকে নিন্দা করিবার গূঢ় ব্যাজে প্রেমময়ের ভক্ত সাজিতে যাওয়া ধৃষ্টতার ও অনভিজ্ঞতার পরিচয়-মাত্র। বাবু দীনেশচন্দ্র বাংলা-সাহিত্য পড়িয়া শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়-ভাব বুঝেন না, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণব-সাহিত্য ভাল করিয়া পাঠ করুন। তাঁহার দুর্ব্বল-বুদ্ধিজাত অহঙ্কার বিচূর্ণিত হইবে। প্রত্যহ শ্রীল বৃন্দাবনদাসের ও শ্রীল কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ আসূর্য্যোদয়াস্তকাল পাঠ করুন। শ্রীচৈতন্য-চরিতের অদ্ভুত কারুণ্য তাঁহার হৃদয়-দেশ অধিকার করিবে। অজ্ঞাত, অপরিচিত ও সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ গোবিন্দের কড়চা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের মাহাত্ম্য দেখাইতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতে হইবে না। লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র যদিও শারীরিক রোগে ক্লিষ্ট, তথাপি রুগ্নাবস্থায় চিকিৎসার পরিবর্ত্তে এইসকল আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বা চিকিৎসকগণ কেন কার্পণ্য করেন, বুঝি না। এ সময়ে যাহা-তাহা লিখিতে প্রয়াস করিবার পরিবর্ত্তে অহোরাত্র শ্রীভগবচ্চরণ-প্রপত্তিই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

# 'বিজ্ঞান'-শব্দের বাস্তব অর্থ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা,
পোঃ চুঁচুড়া ( হুগলী )
ইং ২।৮।৬২

স্নেহভাজনেষু—

* * *! তোমার ৩০।৭।৬২ তারিখের * * * মহারাজের নামীয় পত্র আমি পূর্ব্বচক ( মেদিনীপুর ) হইতে আসিয়া পাইলাম।

বিশ্ববাসীকে আমাদের শান্তির পথ দেখাইতে হইবে। ভ্রান্তপথিক বা অন্ধপথিক ঠিকপথে বা উপযুক্ত পথে চলিতে জানে না ও চলিতে পারে না। অন্ধের ক্ষমতা নাই, অজ্ঞ বিপথগামী। অজ্ঞকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে। আজকাল যাহা বিজ্ঞান তাহাই অজ্ঞান—ইহা বিজ্ঞানীগণের মত। 'জ্ঞান' শব্দের পূর্ব্বে 'বি' উপসর্গ থাকিলে 'বিজ্ঞান' হয়। 'বি' উপসর্গটী বৈয়াকরণিকগণের মতে 'বিশেষ' ও 'বিচ্যুতি'—এই দুইপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আজকালকার 'বিজ্ঞান' শব্দটী 'জ্ঞান-বিচ্যুতি' অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। যেমন—বিশ্রী, বিস্মৃতি, বিফল, বিকৃতি ইত্যাদি শব্দের 'বি' উপসর্গটী বিচ্যুতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিকৃতি শব্দের 'বি' উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আজকালকার 'বিজ্ঞান'-শব্দটীর অজ্ঞানিগণের একপ্রকার অর্থ এবং প্রকৃতজ্ঞানিগণের অন্যপ্রকার অর্থ। সুতরাং বিজ্ঞান বলিলে দুইপ্রকার অর্থই বুঝাইবে। আমি পূর্ব্বচকে * * * প্রভুর দেহান্তোপলক্ষে ১০।১২ দিন এই অজ্ঞাননামক বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলাম। আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল তাঁহার নাতি * * * দাস বিজ্ঞানের এম, এস, সি, এবং পাঁশকুড়া কলেজের প্রফেসর তিনি Mathematical Psycology পড়ান। তাহার রচিত ১খানা বই ( ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান ) Class IX—XI এর জন্য তথা B. A. পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের Approved হইয়া পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থও ঠিক বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। তুমি এখানে আসিলে আলোচনা করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

# শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনা

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপদে মোর নিবেদন।
যাঁহার প্রসাদে সকল বেদনা হয় নিবারণ॥
কোটি প্রণতি মোর শ্রীচরণ-কমলে।
আশা—ধূলি হয়ে র'ব পাদপদ্ম-তলে॥
পঙ্কেতে থাকিয়া যদি হতাম পঙ্কজ।
ভক্তের অঞ্জলিতে পেতাম পদরজঃ॥
তব শ্রীচরণের যদি হতাম পাদুকা।
সদা হত পাদপদ্ম মোর বক্ষে রাখা॥
মুক্ত গগনে উড়ে যেতাম হয়ে পাখী।
শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে মোর জুড়াইত আঁখি॥
প্রভু-আকুলিত প্রাণ দরশন লাগি'।
একবার দেখা দাও —এই ভিক্ষা মাগি॥
তুমি প্রভো! পিতা-মাতা অধমার গতি।
তুমিই মোর জীবন-রথের সারথি।
বিষ্ঠার ক্রিমি মুই অতিশয় ঘৃণ্য।
তাহা হ'তে তুলিয়া মোরে ক'রেছ ধন্য॥
তুমি প্রভো কৃপাময় করেছ করুণা।
দিবানিশি হোক মোর শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনা॥
তব কৃপাবলে হ'ব নামে আত্মহারা।
কৃষ্ণ বলিতে নয়নে ব'বে অশ্রু-ধারা॥
'অমৃতের সন্তান মোরা', দাসানুদাস।
মোদের কি করিবে মায়ার নাগপাশ॥
আকুল প্রাণের প্রভো ব্যাকুল আকুতি।
দেখা দাও এই মোর একান্ত মিনতি॥
কৃপা করি' দাও প্রভো কৃপা অধিকার।
পরম আশ্রয় দাও শ্রীপদে তোমার॥

যেবা পেয়েছে তব শ্রীচরণ অভয়।
কভু নাহি হবে তাঁর শমনের ভয়॥
অতিদীন অতিহীন তোমার 'মা শান্তি'।
জীবনের সব কিছু আজ মোহ ভ্রান্তি॥
অনাথের নাথ প্রভো দুর্ব্বলের বল।
সব পাওয়া মোর শ্রীচরণ কেবল।

—শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী
বড়কৈমারী ( কুচবিহার )

---

# আদর্শ গৃহস্থের সদাচার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর ]

একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠ ও মূল জানিয়া আমি যে উপাসনা করি, সেই সত্য উপাসনার বলে মদ্ভুক্ত নানাবিধ অন্ন আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক। আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক। বিষ্ণু ভোক্তা, অন্ন বিষ্ণুর পরিণাম,—এইপ্রকার ভাবনাময় সত্য উপাসনাবলে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক। গৃহস্থ ব্যক্তি এইসকল পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উদর মার্জ্জন করিয়া, আলস্য পরিত্যাগ করত অনায়াসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সাধু-সমাদৃত পথের অবিরোধী সৎশাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনাদ্বারা দিবসের শেষভাগ অতিবাহিত করিবে।

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাহিতচিত্তে সন্ধ্যা-বন্দনে প্রবৃত্ত হইবে। নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। সন্ধ্যোপাসনা-সময়ে যথাবিধি আচমন করিবে। প্রতিদিনই সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত, সূর্য্যের উদয় বা অস্তকালে শয়ন করিয়া থাকে, সে পাপী ও রোগ-পীড়িত হয়। এই কারণে গৃহস্থ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে সমুত্থানপূর্ব্বক সন্ধ্যা-বন্দনা করিবে। দিবাবসানে এবং সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে। যে-সকল দুরাত্মা পূর্ব্বসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহারা অন্ধতামিস্র-নামক নরকে গমন করে।

সায়ংকালেও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চণ্ডাল প্রভৃতি নিঃসম্বল ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি সায়ংকালে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে যথাশক্তি তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পাদোদক-প্রদান, আসন-প্রদান, নম্রতা-প্রকাশ, কুশল-জিজ্ঞাসা, অন্ন-প্রদান ও শয্যাদানাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। দিবাভাগে অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে যে পরিমাণে পাপ হয়, সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়। এইজন্য সূর্য্যাস্ত-গমনের পর সমাগত অতিথিকে সামর্থ্যানুসারে পূজা করিবে। রাত্রিকালে অতিথি পূজিত হইলে সমুদয় দেবতার পূজা করা হয়। ভোজনার্থ শাক, অন্ন ও জল প্রদান এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা ভূমি প্রদানদ্বারা স্বশক্তি অনুসারে অতিথির প্রীতি উৎপাদন করিবে।

গৃহস্থ রাত্রিকালে ভোজনান্তে পাদাদি প্রক্ষালন করিয়া ছিদ্ররহিত গজদন্তময় পর্য্যঙ্কে, তদভাবে কাষ্ঠময় পর্য্যঙ্কে শয়নার্থ গমন করিবে। এই পর্য্যঙ্ক যেন বৃহৎ বা ভগ্ন না হয়, অসম, কীটপূর্ণ না হয় এবং ছিন্ন, মলিন ও অনাবৃত না হয়। শয়নকালে পূর্ব্ব বা দক্ষিণদিকে মস্তক করা কর্ত্তব্য। পশ্চিম বা উত্তরাশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ হয়। ঋতুকালে স্বপত্নীতে গমন কর্ত্তব্য; পুং নামক নক্ষত্রে শুভ সময়ে যুগ্ম রাত্রিতে গমন করা কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—এই কয়েক দিবস পর্ব্ব। যে পুরুষ এইসকল পর্ব্বদিবসে তৈলমর্দ্দন ও স্ত্রীসম্ভোগাদি করে, সে বিন্মূত্র-ভোজন নামক নরকে গমন করে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ এইসকল পর্ব্বদিবসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সৎশাস্ত্রচর্চ্চা, দেবপূজা, যাগ, ধ্যান ও জপ করিবে।

গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ, বৃদ্ধ আচার্য্যগণের পূজা ও নমস্কার করিবে। অগ্নিসকলের হোমাদিদ্বারা উপচরণ করিবে। গৃহস্থ সর্ব্বদা যত্নশীল হইয়া অনুপহত বস্ত্রদ্বয়, মহৌষধি ও গারুড় রত্নসকল ধারণ করিবে। কেশ সর্ব্বদা চিক্কণ ও পরিষ্কার রাখিবে। সুগন্ধযুক্ত মনোহর বেশধারী হইবে ও উত্তম শুক্ল পুষ্পমাল্যাদি ধারণ করিবে। কখনও কিছুমাত্র পরস্ব হরণ করিবে না। কাহাকে অল্পমাত্রও অপ্রিয় বাক্য কহিবে না এবং মিথ্যা প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে না। অন্যের দোষ বর্ণন করিবে না। অন্যের সম্পদ্ দেখিয়া লোভ করিবে না, কাহারও সহিত শত্রুতাও আচরণ করিবে না। নিন্দিত যানে আরোহণ করিবে না, নদীকূলচ্ছায়া আশ্রয় করিবে না।

পণ্ডিত ব্যক্তি লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত,

বহুশত্রু-সমন্বিত ব্যক্তির সহিত, কুদেশস্থিত মনুষ্যের সহিত, বেশ্যা ও বেশ্যাপতির সহিত, অল্পলাভ-গর্ব্বিত ব্যক্তির সহিত, মিথ্যাবাদীর সহিত, অতি ব্যয়কারী মনুষ্যের সহিত, পরনিন্দাকারী ব্যক্তির সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা করিবে না। একমুখী পথও আশ্রয় করিবে না। স্রোতস্বতী নদ্যাদির স্রোতরহিত জলে স্নান করিবে না; প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ বা বৃক্ষের শিখরে আরোহণ করিবে না। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না, নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না। মুখ আবৃত না করিয়া হাঁই তুলিবে না। শ্বাস ও কাস অনাবৃতমুখ হইয়া বর্জ্জন করিবে। উচ্চহাস্য বা শব্দপূর্ব্বক অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না। নখবাদ্য বা নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না এবং নখদ্বারা ভূমিতে লিখিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্মশ্রুচর্ব্বণ বা লোষ্ট্রমর্দ্দন করিবে না।

গৃহস্থ অপবিত্র অবস্থায় সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ ও ব্রাহ্মণাদিকে নিরীক্ষণ করিবে না। উলঙ্গ পরস্ত্রী ও উদয়াস্তকালীন দিবাকর দর্শন করিবে না। শব দর্শন করিয়া, শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা করিবে না, যেহেতু শবগন্ধ সোমের অংশ। রাত্রিকালে চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, উপবন ও দুষ্টনারী—এ সমুদয়ের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে। পূজ্য ব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ—এ সকলের ছায়া অতিক্রম করা বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত নহে। শূন্যগৃহে বাস বা একাকী শূন্য অরণ্যে গমন করিবে না। কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু, অগ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজলদ্বারা আর্দ্রভূমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।

অনার্য্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না, কুটিল লোকের সহিত আসক্তি করিবে না। হিংস্র জন্তুর নিকট গমন করিবে না। নিদ্রাভঙ্গের পর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবে না। অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিকক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিকক্ষণ স্নান, অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিকক্ষণ শয্যাগ্রহণ এবং অধিকক্ষণ ব্যায়াম করিবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গীর নিকটে যাইবে না। সম্মুখ বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র এবং নীহার পরিত্যাগ করিবে। নগ্নাবস্থায় স্নান, নিদ্রা ও আচমন করিবে না। কাছা খুলিয়া আচমন বা দেবপূজা করিবে না। হোম, দেবপূজাদি ক্রিয়া, আচমন, পুণ্যাহবাচন ও মন্ত্রজপাদিকার্য্যে একবস্ত্র হইয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কুটিলচিত্ত ব্যক্তির সহিত কখনই একত্র অবস্থান করিবে না। ক্ষণার্দ্ধকালও সাধু ব্যক্তির সংসর্গ প্রশস্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তম বা অধম লোকের সহিত বিরোধ করিবে না। বিবাদ ও বিবাহ সমশীল লোকের সহিত করাই ভাল। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কাহারও সহিত বিবাদ আরম্ভ করিবে না, বৃথা শত্রুতার

আবাহন করিবে না। অল্পক্ষতিও সহ্য করা উচিত, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা করিয়া অর্থলাভ করা উচিত নহে। স্নান করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বা হস্তদ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না। কেশ কম্পন করিবে না। স্নানের পর জল হইতে উঠিয়া স্থলে আচমন করিবে না। পদদ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না। পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদস্থাপন বা প্রসারণ করিবে না। গুরুজনের সম্মুখে বিনয়ী হইবে, বীরাসন পরিত্যাগ করিবে।

দেবাগার, চতুষ্পথ, মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পূজ্যব্যক্তি—এ সমুদয়ের বামভাগ দিয়া গমন করিবে না। এতদ্বিপরীত বস্তু বা ব্যক্তির দক্ষিণদিক্ দিয়া যাইবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বায়ু, পূজ্যব্যক্তি—এইসকলের অভিমুখে নিষ্ঠীবন, মূত্র বা বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিবে না, পথের উপর প্রস্রাব করিবে না। শ্লেষ্মা, মল, মূত্র ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। আহারের কালে, দেবপূজা, মাঙ্গলিক কার্য্য ও জপ, হোম প্রভৃতি কার্য্যকালে এবং মহাজন-সমীপে শ্লেষ্মাত্যাগ করিবে না ও হাঁচিবে না। কলহপ্রিয় মাৎসর্য্যপরায়ণ স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না; তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে না এবং তাহাদের উপর কোন বিষয়ের কর্তৃত্বও দিবে না।

সদাচারপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি মাঙ্গলিক বস্তু, পুষ্প, রত্ন, ঘৃত ও পূজ্যব্যক্তিকে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে না। চতুষ্পথসমূহকে নমস্কার করিবে। যথাকালে হোমপর হইবে, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও বিদ্বান্ সাধু ব্যক্তির সম্মান করিবে। যিনি দেব-ঋষিগণের পূজক, যিনি পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধালু এবং যিনি অতিথি-সৎকার করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম লোকে গমন করেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সময়ে পরিমিত হিত ও প্রিয়বাক্য বলেন, তিনি দেহাবসানে আনন্দময় অক্ষয় লোকে গমন করেন। যিনি ধীমান্, হ্রীমান্, ক্ষমাবান্, আস্তিক ও বিনীত, তিনি সৎকুলজাত জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির যোগ্য উত্তম লোকে গমন করেন। সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকালে, পর্ব্বদিবসে, অশৌচ-সময়ে, অকালে ও মেঘগর্জ্জনে পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধের উপশম করেন, যিনি সকলের বন্ধু, নির্ম্মৎসর সাধু, ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে সদ্‌গতি লাভ অতি সামান্য ফল।

যিনি শরীর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বর্ষা ও রৌদ্রের সময় ছত্র ব্যবহার করিবেন। রাত্রিতে গমন বা বনমধ্যে প্রবেশের সময় দণ্ডপাণি হইয়া চলিবে এবং গমনকালে সর্ব্বদাই পাদুকা ব্যবহার করিবে। পার্শ্ব, উর্দ্ধ বা

দূরতর প্রদেশ দেখিতে দেখিতে পথ চলা পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত নয়। গমনকালে সম্মুখবর্ত্তী চারিহস্ত পরিমিত ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করত পথ চলিবেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য দোষের হেতুকে বিনষ্ট করেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ব্যাঘাত হয় না।

পাপী ব্যক্তির প্রতি যিনি অন্যায় ব্যবহার না করেন, কোন ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে যিনি তাহাকে প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি সমুদয় প্রাণীর বন্ধু এবং বন্ধুত্ব-নিবন্ধন যাঁহার চিত্ত আর্দ্র থাকে, মুক্তি তাঁহার করতলগত। যে ব্যক্তি সদা সদাচারপরায়ণ ও বীতরাগ, যিনি কাম-ক্রোধ-লোভকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার শুভেচ্ছায় পৃথিবী সম্যক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

অতএব বিজ্ঞব্যক্তি সকলসময়ে সত্যবাক্য কহিবেন, সত্যই সকলের প্রীতি উৎপাদন করে। যে-স্থলে সত্যকথা কহিলে কাহারও অনিষ্ট হয়, সে-স্থলে মৌনী হইয়া থাকিবে। যে-স্থলে প্রিয়বাক্য হিতজনক ও যুক্তিযুক্ত না হয়, সে-স্থলে প্রিয়বাক্য বলিবে না; কারণ হিতবাক্য যদিও নিতান্ত অপ্রিয় হয়, তথাপি তাহাও বলা শ্রেয়ঃ। যে কার্য্য ইহলোকে প্রাণিগণের মঙ্গলকারী হয়, মতিমান্ ব্যক্তি সেই কার্য্যই কায়-মনোবাক্যে অনুশীলন ও অভ্যাস করিবেন।

হে মৈত্রেয়! পুরাকালে মহাত্মা সগর সদাচারসমূহ জানিতে ইচ্ছা করিলে ঔর্ব্ব-ঋষি ঐসকল কথা বলিয়াছিলেন। আমি তোমার নিকট অশেষপ্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম। ঐ সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কেহই কোনকালে মঙ্গললাভ করিতে পারে না।

—পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

---

# "আসামহো চরণরেণু"

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৩ পৃষ্ঠার পর ]

কৃষ্ণের চরণরেণুতে চতুর্ব্বিধ মুক্তিসহ সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অধিক আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণের চরণরেণুতে সকল ঐশ্বর্য্যই বর্ত্তমান। সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু শ্রীদেবী লক্ষ্মী, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, আত্মারাম শ্রীশুকদেব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ব্রজগোপীগণের মত মাথুর-বিরহে বেদনাভরা সজল নয়নে

মহাভাববতী প্রেমউন্মাদিনী হয়ে কৃষ্ণকে বশীভূত করাইয়া ঋণ স্বীকার করাইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে সমর্থ হন নাই, রাসোৎসবেও অধিকার পান নাই। এমনকি, দ্বারকাবাসী মহিষীবৃন্দের পক্ষেও তাহা দুর্ল্লভ—"মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।" তাঁহারাও কৃষ্ণের চরণরেণু প্রাপ্ত হইয়াও ব্রজসুন্দরীগণের মত মহাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। কৃষ্ণ বলিরাজের শিরে, গয়াসুরের বক্ষে, কালীয়নাগের মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি গোপীগণের ন্যায় বিরহ-বিলাপ প্রেম প্রাপ্ত হন নাই।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নিজমুখে গোপীপ্রেমের গভীরতার কথা বলেছেন—"তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্।" হে অর্জ্জুন! সেই গোপীকাগণ ভিন্ন আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই। ভগবান্ ভাগবতে উদ্ধবকে বলেছেন,—"মৎপ্রাণাঃ, তা মন্মনস্কা, মে মদাত্মিকা",—গোপীগণই আমার প্রাণ, তাদের চিত্ত আমাতেই অর্পিত এবং তাহারা আমার প্রিয়তম আত্মা।

মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীউদ্ধব যে গোপীচরণরেণু প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্রজপ্রেম প্রাপ্তির নিশ্চিত উপায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"পরিপূর্ণ—কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে।
এই প্রেমার বশ—কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে॥"

অন্যের কা কথা, স্বয়ং কৃষ্ণই এই প্রেমে লোভাতুর হয়ে বলেছেন,—"দেহি পদপল্লবমুদারম্"। এই বাক্যে স্বয়ং কৃষ্ণই যখন গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার চরণ শিরে ধারণের প্রার্থনা করেছেন, তখন উদ্ধবের গোপীপদরেণু প্রার্থনা এমনকি আশ্চর্য্যের বিষয়? গোপীপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত কণককান্তি আশ্রয় করে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ গোপীপ্রেম আস্বাদনের জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় এই কলিযুগে ছুটে এসেছিলেন। ব্রজপ্রেম আস্বাদনের মধ্য দিয়ে নিজে হলেন চিরতৃপ্ত, আর জীবকে নাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বকে ধন্য করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের মহামহিম ঔদার্য্য বদান্যতা অনুভব করালেন। স্বয়ং কৃষ্ণই যখন ঐ প্রেমে লোভাতুর হয়ে গৌর হলেন, তখন উদ্ধব গোপীপ্রেমের ভিখারী হইয়া বৃন্দাবনে তৃণ-গুল্ম-লতা জন্ম প্রার্থনা করিলেন; এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে প্রভুর গুণ অনেক ক্ষেত্রে ভৃত্যে সঞ্চারিত হয়। ভগবানের ইচ্ছা ভক্তে প্রকাশ হয়, আবার ভক্তের ইচ্ছা ভগবানে মূর্ত্ত হয়।

উদ্ধব অনুভব করেছিলেন, একমাত্র গোপীগণই এই প্রেমের অধিকারী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—"সবে মাত্র গোপীগণের ইহাতে অধিকার।"

অতএব কেবল গোপীপ্রেম গোপী-আনুগত্যে লাভ হইতে পারে, অন্যথায় অসম্ভব।

কুসুমের মধু যেমন মধুকর হইতে লাভ হয়—কুসুমের নিকট নয়, শীতল মলয় পবন হইতে যেমন চন্দনের সৌরভ লাভ হয়—চন্দন বৃক্ষ হইতে নয়, বেদ-বিদ্যা যেরূপ আচার্য্য হইতে লাভ হয়—বেদগ্রন্থ হইতে নয়, সেইরূপ ব্রজসুন্দরীগণের চরণরেণু হইতেই ব্যাকুলতাপূর্ণা মহাআর্ত্তিময়ী কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়। কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত মহতের চরণধূলি সেবাই আমাদের সাধ্য ও সাধন। ঐ সাধন-বলেই কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হইবে।

ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—"মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"অতএব মহত্তমানাং পাদরজোঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত, প্রীত্যা ন ভজেৎ, তাবৎ শ্রুতিবাক্যাদিনা জ্ঞাতমপি এষাং দুরাশয়ানাং মতিঃ উরুক্রমস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি, ন প্রাপ্নোতি, অসম্ভাবনাদিভি-র্বিহন্যত ইত্যর্থঃ।" যে-কাল পর্য্যন্ত বিষয়-অভিমানশূন্য মহৎগণের চরণরেণুর দ্বারা অভিষেক না হয়, প্রীতির সহিত ভজনা করে না, তাবৎ শ্রুতিবাক্য জ্ঞাত হইলেও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মতি উরুক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিতে পারে না, প্রাপ্তও হয় না। পরন্তু অসম্ভবনাদি দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়।

প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রুতিবাক্য জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিত প্রাপ্তির আশায় বৃন্দাবনে বাসপূর্ব্বক তৃণগুল্ম প্রস্তর জন্ম ভাগবতে প্রার্থনা করেছেন।—

"তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্।
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্॥"

গৌড়মণ্ডলের রসিকসম্রাট্ শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ 'শ্রীউৎকলিকাবল্লরি'-গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনে মাধবী-মধুরাজ-তরুণ-তমালবৃক্ষের পাদমূল আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন,—

"নোত্তাপং জগদেব যস্য ভজতে কীর্ত্তিচ্ছটাচ্ছায়য়া
চিত্রা তস্য তবাঙ্ঘ্রি সন্নিধিজুষাং কিংবা ফলাপ্তির্নৃণাম্ ?"

"হে চির সুন্দরবর তরুণ তমাল।
বৃন্দাবন-কল্পতরু মূরতি রসাল॥
কোটিচন্দ্র-সুশীতল কীর্ত্তি-ছায়াতলে।
ত্রিতাপ সন্তাপ যায় আশ্রয় করিলে॥
পাদমূল আশ্রয়ের তার যেই ফল।
মন-বুদ্ধি-অগোচর সর্ব্ব সুমঙ্গল॥"

গৌরপ্রেম-রসতরঙ্গে সন্তরণকারী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন, —"বিশ্বং তত্তদ্বচনবশগা স্যামহং কাপি বল্লী।" শ্রীরাধার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হয়ে আমি বৃন্দাবনের কোন একটী লতা হব।

বৃন্দাবনের ধূলিপ্রাপ্তির আশায় যুগ যুগ ধরিয়া কত শত ভক্তের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়েছে, তাহা বর্ণন করা সম্ভব নয়।

শ্রীগৌরসুন্দরের বৈরাগ্য-বিগ্রহ প্রিয়পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামীর চরণধূলি জন্ম-জন্মান্তর প্রার্থনা করেছেন,—

"আদদানস্তৃনং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

জীবন, যৌবন, সম্পদ সকলই একদিন কালের প্রভাবে ধূলিস্যাৎ হইয়া যাইবে। যৌবনের মধুবনে মধুর মিলন উৎসবে এই দেহ সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা অগুরু-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ কোমল ফুলশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার জীবনান্তে সেই দেহকেই শ্মশানের তৃণ-ধূলিশয্যায় শায়িত রাখিতে হয়। মুহূর্ত্তেই অগ্নিসংযোগে দেহ ভস্মীভূত হইয়া ধূলিতে পরিণত হয়। জীবনের অব্যর্থ পরিণাম যখন ধূলা হবেই তখন সামান্য পথিকের চরণ-পথের ধূলা হয়ে মানবদেহের অমর্য্যাদা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। কারণ বিশ্বের বিষয়-ধূলিতে জীবের চিত্ত মলিন বলিয়াই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু রোগ-শোক ইত্যাদি ভোগ করিতে হয়।

অতএব অকুতোভয়ে দ্বিধাহীন-কণ্ঠে ঘোষণা করা যাইতে পারে,—ধূলা যখন হতেই হবে, তখন গুরু-বৈষ্ণব ও মহৎগণের চরণধূলি হওয়াই শ্রেয়ঃ। তাঁহাদের চরণধূলির প্রভাবে জীবের অহঙ্কার-মোহ-শোক বিগত হইয়া সর্ব্বোত্তম ভগবৎপ্রজ্ঞা লাভ হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনাগীতি-মঞ্জুষা"য় সর্ব্বকালের শুদ্ধ-

ভক্তের প্রাণের পূর্ণ আকুতি ভক্তপদধূলি প্রার্থনার মধ্যেই উদ্দীপ্ত হয়েছে। জীবনের স্নান, আহার, খেলা, উৎসব, সাধন-ভজন, এমনকি মরণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-পদধূলিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক। বৈষ্ণবের চরণ-ধূলিতে নিত্যস্নান হউক—"বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নানকেলি।" বৈষ্ণব-চরণধূলি নিত্য ভোজন গ্রাস হউক—"তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস।"

বৈষ্ণবের চরণধূলি জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হউক—"বৈষ্ণব-চরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত।" জীবনে ধূলিখেলা বৈষ্ণব-চরণ-ধূলিতেই উচ্ছলিত উৎসবমুখর হউক,—"বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা, তাঁদের চরণধূলি মাখিবগো।" বৈষ্ণবচরণ-ধূলিতেই জীবনের শেষ শয্যা রচিত হউক—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তনুত্যাগের সময় এই শিক্ষাই দিয়াছেন,—

"স্ব-হৃদয়ে আনি 'ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলাধার॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ॥"

মহতের পদধূলির মহিমার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, বিস্মিত বিমুগ্ধ মহামহিমার যেন অন্ত নেই। মহতের পদধূলির কীর্ত্তিচ্ছটার সুশীতল ছায়ায় বিশ্বের সকল জীবের সন্তাপ নাশ হয়। ঐ পদধূলির কস্তুরী-সৌরভে দিগন্তব্যাপী ব্রহ্ম-লোকে পদ্মযোনি ব্রহ্মাও যুগপৎ আমোদিত ও চমকিত। মহতের পদধূলির তেজস্বিতায় অগ্নি-সূর্য্য-বরুণের শক্তি পরাভূত।

হে অগ্নি! হে সপ্তজিহ্ব হুতাশন! আপনি সর্ব্বভুক্ বিশ্বকে দগ্ধ করতে পারেন। আপনার লেলিহান্ শিখায় কোটি কোটি মানবের দেহ ভস্মীভূত হয়, কিন্তু আপনি কি পারেন জীবের অনাদি অবিদ্যা-অহঙ্কারকে দগ্ধ করিতে?

হে ভাস্কর! হে দিবাকর! আপনি জগৎকে আলোকিত করে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করেন। কিন্তু আপনিও কি পারেন—জীবের হৃদয়ের অনন্ত অন্ধমোহ দূর করিতে? হে জলেশ্বর! হে বরুণদেব! এই সৃষ্টির তিনভাগ আপনার বিক্রমরূপ জলে পূর্ণা। আপনি জীবের তৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন, আপনার নীরে স্নান করিয়া মানবদেহ স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হয়। আপনি কত বস্তুকে বিধৌত করিয়া সুন্দর ও উজ্জ্বল করেন। কিন্তু আপনিও কি পারেন —

জীবের বিষয় মলিন চিত্তকে বিধৌত করিতে? পারেন কি জীবের হৃদয়কে পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়া কৃষ্ণ বসতির যোগ্যস্থানরূপে গড়িয়া তুলিতে? জানি, আপনারা লজ্জায় নিরুত্তর হইবেন। পরিশেষে ভাগবতের অমোঘ সত্যকেই বরণ করিয়া লইতে হয়—

"ন চ্ছন্দসা নাপি জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকাৎ।"

জল-অগ্নি সূর্য্যের মহাশক্তির কাছে যা অসম্ভব, তাহা সম্ভব হয় মহতের পদধূলিতেই। মহতের পদধূলিতে জীবের অহঙ্কার, অনন্তমোহ অন্ধকার, চিত্তের বিষয়-অভিনিবেশ নাশ হয়। নির্ম্মল-হৃদয়ে কৃষ্ণ-বসতির যোগ্যতা লাভ হয়।

দেবর্ষি শ্রীনারদের পদধূলিতে রত্নাকর দস্যুর উদ্ধার, গোপীগণের পদধূলিতে উদ্ধবের প্রেমাস্বাদনের লালসার উন্মেষ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণ-ধূলির স্পর্শে জগাই-মাধাইর উদ্ধার, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরণ-ধূলিতে লক্ষহীরা বাঈজীর উদ্ধার, আর অসংখ্য গৌরভক্তের চরণ-ধূলিতে আজও শত শত জীব উদ্ধার হইয়া চলিয়াছে। যাঁহাদের চরণ-ধূলির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়, তীর্থ মহাতীর্থ হয়, গঙ্গাও কলুষমুক্ত হয়, সেই মহতের চরণধূলি জন্ম-জন্মান্তর আশা করি।

"প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি'॥"

ব্রহ্মা, রুদ্র, প্রহ্লাদ, মহাভাগবত ভরত, উদ্ধব, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ইত্যাদি অসংখ্য আচার্য্যগণ মহতের পদধূলির মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদের গুরুবর্গ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—"শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু, ভজন-অনুকূল।" মহতের পদধূলি জীবনের পরম প্রাপ্তি, চরম সিদ্ধি এবং একমাত্র সাধন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"ভক্তপদধূলি, আর আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন॥"

ভগবানের প্রিয় ও অন্তরঙ্গ হইতে হইলে, ভগবানের যাঁহারা অন্তরঙ্গজন (Intimate friend), তাঁহাদের পদধূলি প্রাপ্ত হইলেই ভগবানের অধিক

করুণা লাভ হয়। এটা অত্যন্ত গোপন বিষয় (Matter of secret)। এই বিষয়টা সকলে জানেন না, এই বিষয়ে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হয় না, ভাগ্যবান্ জীবই মহতের পদধূলি প্রাপ্ত হন।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" অথবা "কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।" সেই কৃষ্ণকৃপাক্রমেই উদ্ধব গোপীপদরেণু তথা মহতের পদধূলির মহা মহিমা বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন।

মহতের পদধূলির অনন্ত মহিমা অল্প ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বর্ণন করার মত এই ভৃত্যাধমের সামর্থ্য নাই। অসংলগ্ন ক্রমভঙ্গকারী লেখকের প্রতি অদোষদর্শী মহাত্মা বৈষ্ণবগণ ক্ষমাপূর্ণ দৃষ্টিতে করুণা বর্ষণ করিবেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলিতে হয়,—

"ব্রহ্মাণ্ড কহিতে নারে যাঁহার প্রভাব।"
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব যত, প্রিয় দাসের দাস।
শিরে দেহ পদধূলি, এই মাত্র আশ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—শ্রীভক্তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভাগবতশাস্ত্রী

---

## ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৪১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা :—

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৯১ | ২১ | ভেদভুদ্ধি | ভেদবুদ্ধি |
| ১১১ | ২ | Tress | Trace |
| " | ১১ | Take up | Take-off |
| ১১৩ | ১ | আভরিকা | আবরিকা |
| " | ২ | যথা | যয়া |
| " | ১০ | ছায়ের | ছায়েব |
| " | ২৯ | Confliction | Affliction |
| ১১৫ | ২ | গায়ত্র্যাদি | গায়ত্র্যাদি |
| ১১৬ | ২০ | চার আশ্রমী | চারবর্ণী |

# শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, পাটোয়ার বাগান, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯, তাং ৩০।১।১৯৮৩ ]

এই যে শ্রীমদ্ভাগবত এর ইতিহাস-ইতিবৃত্ত জানাতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে যে, শ্রীমদ্ভাগবত জগতে স্বয়ং আবির্ভূত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিষণ্ণবদনে তাঁর শম্যাপ্রাস বদরিকাশ্রমে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর গুরু দেবর্ষি শ্রীনারদ সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। বেদব্যাস নারদঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমি বড় মানসিক অশান্তিতে আছি। হে অন্তর্যামী গুরুদেব! দয়া করে বলুন, আমার মানসিক অশান্তির কারণ কি?

নারদঋষি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর বলতে আরম্ভ করলেন,—আমি তোমার মানসিক অশান্তির কারণ অনুধাবন করেছি। তুমি দুনিয়ার লোককে যে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-কথা বুঝাতে চেয়েছে, জগতের লোক সে কথা বুঝল না। কি বুঝাতে চেয়েছিলেন তিনি?—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ বিভাগ করেছেন, বেদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, উপনিষদ্ রচনা করেছেন ১১৮০ খানা। যাহা আলোচনা করে তার সার সংকলন করা খুবই কঠিন। তাই তিনি ১০৮ খানা উপনিষদের ব্যবস্থা দিয়েছেন। পরবর্ত্তিকালে ১২ খানা উপনিষদ্ আলোচনার উপদেশ দিয়েছিলেন, যে তালিকাটা আমরা শাস্ত্রে পাই,—

ঈশ-কেশ-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুক্য-তৈত্তিরী।
ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা॥

এর সঙ্গে শ্বেতাশ্বতর ও কৌশিতকী উপনিষদ্। এই কয়খানা আলোচনা করলে বেদের সারসংকলন করা যাবে। এগুলিও আমাদের বুঝবার পক্ষে অসুবিধা ও কষ্টকর হবে, বিবেচনা করে তিনি আবার ব্যাখা দিলেন—বেদান্ত দর্শন, মহাভারত। অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করলেন তিনি। এত কিছু করেও তিনি মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি যা' বুঝাতে চেয়েছেন—শাস্ত্রের মোক্ষমবাক্য, সেটা দুনিয়ার লোক বুঝল না। তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন? —সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানই পরমারাধ্যতত্ত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করে অনন্ত বিশ্বের আর সবাই। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ অধিকারীর জন্য তিনি ত্রিবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করলেন। কিন্তু সকলেই গণ্ডগোল আরম্ভ করে দিলেন। কেউ বললেন,—আমার সরস্বতী বড়, কেউ বললেন,—আমার মা কালী বড়, কেউ বললেন,—আমার শিবঠাকুর বড়। ঠিক এইভাবে শৈব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি পঞ্চোপাসনার সৃষ্টি হল। বহুঈশ্বরবাদী কেউই মনে শান্তি পাচ্ছেন

না। মূল যে তত্ত্বদর্শন তাঁর থেকে যখন আমরা সরে যাই, তখনই সব ভুল হয়ে যায়। অঙ্ক আর মিলতে চায় না। তাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মীমাংসা চাইলেন। যা' হওয়ার তা ত' হয়ে গেছে, এখন কি হবে, মীমাংসা করুন।

নারদঋষি তখন তাঁকে উপদেশ করেছিলেন—চতুঃশ্লোকী শ্রীভাগবত। যে চতুঃশ্লোকী ভাগবত আদৌ নারায়ণ ভগবান্ উপদেশ করেছিলেন লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা সেই কথা উপদেশ করেছেন নারদঋষিকে। আর আজ নারদঋষি সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতকথা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে উপদেশ করলেন। তারপরেই তিনি ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানে তিনি সবকিছু পাচ্ছেন, যা' তিনি নিজেই ভাগবতে বর্ণনা করেছেন,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

তারপর তিনি তত্ত্বদর্শন বর্ণনা আরম্ভ করলেন। সুন্দর লেখা গ্রন্থ, কিন্তু কাকে দিয়ে আস্বাদন করাবেন? উপযুক্ত পাত্র প্রয়োজন। তাঁর ঘরে সেই সুপাত্র ছিল। তাঁর নাম শ্রীশুকদেব। তাঁকেই তিনি এই ভাগবত শ্রবণ করিয়েছেন। স্থানটা হল সেই শম্যাপ্রাস বদরিকাশ্রম। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশন—First sitting-এর স্থান ধরা হয়—বদরিকাশ্রম। এই ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশনের স্থান আমাদের এই ভারতের U. P. র অন্তর্গত মজঃফরনগর জেলার 'শুকরতল'। তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল ঐ U. P. র অন্তর্গত সীতাপুর জেলার 'নৈমিষারণ্য' নামক স্থানে।

কেন বললাম এই ইতিহাস? এর ভিতরে বহু ব্যক্তির উক্তিগুলো রয়েছে। যেমন—শ্রীশুক উবাচ, শ্রীরাজোবাচ, শ্রীসূত উবাচ, শ্রীশৌনক উবাচ ইত্যাদি। এর একটী Connecting link খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই তিনটী অধিবেশনের পর বর্ত্তমান আকারে শ্রীমদ্ভাগবত আমরা দেখতে পাই। এই ভাগবত সম্বন্ধে বলছেন যে, কৃষ্ণ যখন এ জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁর যে কর্ত্তব্য তিনি করে গেছেন। তাঁর কি কর্ত্তব্য?—গীতায় তিনি স্বয়ং নির্ণয় করেছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই কাজগুলি—ধর্ম্মসংস্থাপন, অসুরগণকে বধ, ভক্তগণকে রক্ষা। তা

সেই ভগবান্ যিনি যুগে যুগে বারে বারে আসেন, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপকরূপে, লোকপালকরূপে এসেছেন। অনন্ত বিশ্বকে তিনি রক্ষা করছেন, পালন করছেন। সেই দায়-দায়িত্ব তিনি পালন করে যাচ্ছেন।

কৃষ্ণ এসেছেন দ্বাপর যুগে। যেহেতু কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে এসেছেন, সুতরাং তাঁকে Junior বলতে পারব না, যেহেতু চৈতন্যমহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু হয়ে এই কলিকালে আবির্ভূত হয়েছেন, সুতরাং কৃষ্ণের থেকে চৈতন্যমহাপ্রভু Junior, একথা বললে অপরাধ হবে। ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন। যদি আমরা কেউ বলি,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র থেকে Senior রামচন্দ্র, তাহলে তত্ত্বদর্শনে ভুল হবে, অপরাধ হবে। কেন এ কথা ?—ভগবৎতত্ত্ব নিত্য, পূর্ণ। প্রথমে পূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরে পূর্ণতর, পূর্ণতম শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে পূর্ণদর্শনের ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে আংশিক দেশ-কাল-পাত্রের কথা যদি এসে যায়—এ জগতের মায়িক যে Time, Space রয়েছে, তার কথা যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, তাহলে ভুল হয়ে যাবে বিচারে। ভগবৎতত্ত্ব বিশ্লেষণ করছেন বেদ-উপনিষদে কিভাবে ?—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এই হল পূর্ণদর্শন। পূর্ণ থেকে পূর্ণ যদি Subtract করা যায়—Minus করা যায়, তাহলে পূর্ণই অবশেষ থাকে। পূর্ণ ১০ থেকে ১০ যদি বাদ দেওয়া যায় ( ১০—১০=১০ ), তাহলে ১০ অবশিষ্ট থাকে। এই হল পূর্ণত্বের অঙ্ক।

আপনারা মহাভারত আলোচনা করেছেন। দেখবেন সেখানে মহাভারতের একটা Chapter—অধ্যায় নিয়ে আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদ টীকা-ভাষ্য রচনা করেছেন। সেই অংশের নাম হল "সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্।" তার ভিতরে এই জিনিষটী বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে যে পূর্ণত্বের অঙ্ক কষা হয়েছে, এটা যে Higher Mathematics তার বিচার দেখান হয়েছে। ভগবৎতত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন তিনি পূর্ণতত্ত্ব। সেই কৃষ্ণচন্দ্র হলেন আদি-অনাদি।

একসময় পার্ব্বতীদেবী শিবঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন,—তুমি-আমি কোথা থেকে এসেছি ? শিবঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন,—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ॥

তুমি-আমি সেই আদি-অনাদি তত্ত্ব যে পরমেশ্বর তাঁর থেকে এসেছি। কে তিনি?— ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

আবার দেবী জিজ্ঞাসা করলেন,—কার সাধন-ভজন করব? তখন আবার উত্তর আসছে,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

হে দেবি! তুমি যদি আরাধনা করতে চাও, তাহলে তোমার মূল আরাধ্য বস্তু হলেন—শ্রীভগবান্। তাঁর আরাধনা কর। তাঁর থেকে আর কোন শ্রেষ্ঠ কথা আছে কিনা? বললেন,—যে ভক্তের মাধ্যমে সেই ভগবানের সেবা লাভ করা যায়, সেই ভক্তের সেবাপূজা আগে কর—গুরুপূজা। তারপর দেবী আবার প্রশ্ন করেছেন,—কার নাম জপ করব? তখন শিবঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন,—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

হে বরাননে শিবানী! যদি তুমি নাম করবে, তাহলে বিষ্ণুসহস্রনাম কর। তখন দেবী বিষ্ণুসহস্রনাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। শিবঠাকুর বললেন,—এর থেকেও সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা আছে। যদি সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা আছে, তাহলে বলে দাও প্রভু। শিবজী বললেন,—সহস্রবিষ্ণুনামের সমান এক রাম-নাম। তখন দেবী 'রাম রাম' বলে যাচ্ছেন। শিবঠাকুর বললেন,—ওর চেয়েও সংক্ষেপ ব্যবস্থা আছে। এর থেকেও সংক্ষেপ ব্যবস্থা! বললেন—হ্যাঁ। সহস্রবিষ্ণুনামের সমান এক রামনাম, তিন রামনামের সমান এক কৃষ্ণনাম।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্তা তু যৎফলম্।
একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

তখন দেবী 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে যাচ্ছেন। শিবঠাকুর বললেন,—ওভাবে করতে হয় না। দেবী বললেন,—আমি ত' জানি না, আমাকে বলে দাও, বুঝিয়ে দাও। তখন শিবঠাকুর বললেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইভাবে নামকীর্ত্তন কর। তাহলে তোমার নাম সফল হবে। কেননা, এর ভিতরে শক্তি ও শক্তিমান্ দুইই আছেন। 'হরে কৃষ্ণ' নামের অর্থ কি?

অনেকে ত' অনেক রকম অর্থ করছেন। শাস্ত্রে কি বিশেষ ব্যাখ্যা আছে? অনেকের ধারণা 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে হয়ত' 'হরে' হয়েছে। কিন্তু এখানে 'হরা'-শব্দের সম্বোধনে হয়েছে 'হরে'। যেমন 'রাধা'-শব্দের সম্বোধনে রাধে। অতএব 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' মানে 'রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ', 'হরে রাম হরে রাম' মানে 'রাধে রাম রাধে রাম'—রাধারমণ রাম, রাসবিহারী রাম, গোপীজনবল্লভ রাম, রাসেশ্বর রাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এর মধ্যে রাধাগোবিন্দের নাম ছাড়া অন্য কিছু নাই। তখন শিবানী এই নাম জপ করতে লাগলেন। 'পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি।'—ত্রিপুরারি শিবঠাকুর এই নামই জপ করেন। এই নামই জপ করার জন্য শিবানীকে উপদেশ দিয়েছেন। এই নামই ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী জপ করছেন। এই নামই বীণাযন্ত্রে গান করছেন নারদমুনি। এই নামই সহস্রবদন কীর্ত্তন করছেন। এঁকে ছেড়ে আর শ্রেষ্ঠ নাম কি আছে? শিবঠাকুরের, ব্রহ্মাজীর গাওয়া নামের থেকে শ্রেষ্ঠ নাম আর কি হতে পারে? এই নাম বাদ দিয়ে, কে এর থেকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন নাম প্রচারের অহঙ্কার ও বাহাদুরি করতে পারেন জগতে? প্রত্যেক যুগের তারকব্রহ্ম নাম রয়েছে। সত্যযুগে ছিল,—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরা।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥

ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম হল,—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম হল,—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

আর কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম হল এই,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই লাইন দুটী কোথাকার? কোন সাধারণ মানুষ কি সৃষ্টি করেছে? না—কোন সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করেন নাই। বেদের মধ্যে, উপনিষদের মধ্যে এই লাইন দুটী রয়েছে। আপনারা জেনে রাখবেন—কলিসন্তরণোপনিষদে এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র রয়েছে।

আমাদের যে সনাতন ধর্ম্ম, আর্য্যঋষিগণের প্রণীত যে সনাতন ধর্ম্ম, সে

সনাতন ধর্ম্ম হল বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম। বেদ হল শ্রীভগবানের নিঃশ্বসিত বাণী, অপৌরুষেয় বাণী। এই বেদকে মেনে নিয়েছি বলে আমরা সনাতন হিন্দু। যদি বেদকে আমরা অস্বীকার করি তাহলে আমাদের ( হিন্দুর ) হিন্দুত্ব গেল। এই মহামন্ত্র হল অপৌরুষেয় বাণী। এর উপর কারও বাহাদুরি করার উপায় আছে, না টেক্কা মারার উপায় আছে? শিবঠাকুরের পরে, ব্রহ্মাজীর পরে কারও কোন কথা বলার অধিকার নাই। শ্রীভগবান্ এই নাম উপদেশ করেছেন সমগ্র জগৎকে। দেখা যায়,—রাধারাণী যখন কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত বিহ্বলা ও কাতরা হন, সে-সময়ে তিনি এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র জপ করে মনে শান্তিলাভ করেছিলেন। সুতরাং কত বড় জিনিস এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র। এর প্রত্যেকটীই সম্বোধনের পদ।

এখানে আপনারা অনেক বিদ্বজ্জন উপস্থিত আছেন। তথাপি আমি এই মহামন্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা শাস্ত্রে যাহা আছে, সেটা বলে যাই। 'হরা'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে'। 'হরা'-শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হল 'হরা' মানে 'রাধা'।—

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধেতি পরিকীর্ত্তিতা॥
স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যৈর্হরেহরতি যা মনঃ।
হরা সা কথ্যতে সদ্ভিঃ শ্রীরাধা বৃষভানুজা॥

বৃষভানুনন্দিনী রাধাকে লক্ষ্য করেছেন 'হরা' শব্দের দ্বারা। সুতরাং এর ভিতরে শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম ছাড়া অন্য কোন নাম নাই। এই মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নামেও অভিহিত। সুতরাং ভগবানকে যদি ভালবাসতে হয়, তাহলে শ্রীভগবানের যে গাওয়া নাম, শ্রীগৌরের যে গাওয়া নাম, শ্রীনিতাইয়ের যে গাওয়া নাম, সেই নামই গাইতে হবে। তাহলে আমাদের কল্যাণ। সেই কথাই বলা আছে শাস্ত্রে।

সেই যে ভগবান্ তাঁর স্বরূপ কি? তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সবকিছু সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা থাকা চাই। শাস্ত্রে যা লিখেছেন, বর্ণনা করেছেন, সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে। তা না হলে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের কোন অধিকার নাই বা সনাতন ধর্ম্মানুশীলন করবার কোন অধিকার নাই। শাস্ত্রের কথা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে। আমি বাচ্চা শিশু, আমাকে যখন মাষ্টারমশাই হাতে খড়ি দিতে গেলেন তখন হাতটা ধরে বলছেন—বল বাবা 'অ'। আমি বলে দিলাম—

ওটা বলব না। তাহলে কি বলবি তুই? আমি 'অ' কে 'ক' বলব। আর 'ক' কে কি বলবি? 'ক' কে 'অ' বলব। তাহলে কি আমার কোনদিন অ আ ক খ শেখা হবে? কোনদিনই হবে না। মাষ্টারমশাই অ আ ক খ-এর আকার, ইতিহাস-ইতিবৃত্ত জানেন, আমি ত' জানি না, আমি বাচ্চা শিশু। তা মাষ্টারমশাই যা বলছেন আমাকে, তখন সেটা মেনে নিতে হচ্ছে। তারপর আমি যখন বড় হলাম, স্কুলে-কলেজে পড়লাম, তখন আসছে বিচারের কথা—অ আ ক খ-এর ইতিহাস-ইতিবৃত্ত, A B C D-এর ইতিহাস-ইতিবৃত্ত —Annals and Antiquities। একেই বলে প্রাথমিক শ্রদ্ধা। এটা প্রথমে মেনে নিতে হচ্ছে। তারপরে তত্ত্বদর্শন সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করে পরে যে বোঝাবুঝি সেটা হল চরম। আত্মসমর্পণ আসে পরে। প্রাথমিক শ্রদ্ধা এবং পরবর্ত্তী শ্রদ্ধা দুটো পৃথক্। প্রথমে আমি বুঝি বা নাই বুঝি আমাকে Submission দিয়ে মেনে নিতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন আমি মেনে নিচ্ছি। তা না হলে আমাদের এ জগতে শিখবার কিছুই নাই।

ভগবান্ যুগে যুগে বারে বারে ত' আসছেন, পরাৎপর তত্ত্ব তিনি। কৃষ্ণচন্দ্র পরাৎপর তত্ত্ব। আর যত সবই অবতার, কেউ বা অংশ, কেউ বা অংশের অংশ কলা। এই কথাই ত' শাস্ত্রে বলা হয়েছে। যে ভাগবত নিয়ে বসেছি এর মধ্যেই ত' আছে।—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

আগে সব অবতার সংস্থান বর্ণনা করেছেন, তারপরে বলছেন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, তিনিই মূলপুরুষ, লীলা-পুরুষোত্তম। সব অবতারকে নিশ্চয় লীলাপুরুষোত্তম বলা হয় নাই। Main Fountain Source—অবতারের অবতারী হলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। আপনারা কবি জয়দেবের 'দশাবতারস্তোত্রম্' আলোচনা করেন। ভাগবতের মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর যে ২৪ অবতার বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে কবি জয়দেব বেছে বেছে নিলেন দশ অবতার। কিন্তু সে অবতারের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন কি? খুঁজে পাবেন না। কিন্তু প্রত্যেকটী শ্লোকের শেষে আছে—"কেশব-ধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে। কেশব-ধৃত কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে……ইত্যাদি।" ( ক্রমশঃ )

# শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা

নমস্কার মহারাজ, পার কি চিনিতে আজ,
ব্রজে আমি সেই দূতী সম্মিলনে রাধিকার।
রাখাল বালক সনে, যেতে তুমি গোচারণে,
সঙ্কেত করিতে মোরে দেখা'তে মু'খানি তার ॥ ১ ॥
পরি শ্যাম পীতধড়া, বাঁধিয়া রাখালে চূড়া,
বহাইতে গোপীহৃদে অমৃতের পারাবার।
হাতেতে পাঁচনী বাড়ী, ননী চুরি বাড়ী বাড়ী,
সে সব কি আর সখে মনে পড়ে একবার ॥ ২ ॥
মোরা যত গোপবালা, লইয়া পশরা ডালা,
যাইতাম বিকাইতে তুমি আগুলিতে পথ,—
হেরি শ্রীমতীর রূপ, উথলিত প্রেম-কূপ,—
কত না সাধিতে মোরে পূরাইতে মনোরথ ॥ ৩ ॥
রাধার দারুণ মান, হেরিয়া ভাবিত প্রাণ,
কাঁদিয়া চরণ ধ'রে, কত না সাধিতে তার,—
তবু না ভাঙ্গিত মান, হ'য়ে কত অপমান,
বসিয়া যমুনা তটে ঢালিতে হে আঁখিধার ॥ ৪ ॥
আমিই করুণা ক'রে, আনিতাম করে ধ'রে,—
রাই-পদতলে পড়ি পেতে সুধাপারাবার।
তাহার মনের দায়, কত না করেছ হায়,—
নাপিতানী—বিদেশীনি ভুলেছ সে সমাচার ? ৫ ॥
আমি বৃন্দা দূতী এই, তুমিও শ্রীকৃষ্ণ সেই,
আজ নয় রাজপাটে রাজা হ'য়ে মথুরার !
তা বলিয়া রসময়, প্রেম কি ভুলিতে হয়,
ছি ছি প্রেমে শোভে কি হে বল এত অবিচার !! ৬ ॥
হয় নাক যেতে মাঠে, রাখাল রাজত্ব পাটে,
গরবে মাটীতে বুঝি চরণ পড়ে না আর !

নির্ধনের হ'ল ধন,　　আর কিবা প্রয়োজন,
ম্লান মুখখানি সেই পাগলিনী রাধিকার!
( রাখালে রাজত্ব দিলে এমন বিচার কার ) ॥ ৭ ॥
যা হ'য়েছে হ'য়ে যাক,　　সে সব মরমে থাক,
এবে ব্রজে ব্রজ-প্রাণ চল দেখি একবার!
তোমা বিনা জ্ঞানহারা,　　শ্রীমতী লুটায় ধরা,
এতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে কি না আছে তার !! ৮ ॥
কি দুঃখে ছাড়িয়া তায়,　　এলে হরি মথুরায়,
কি রতনে আছে আশ বল দেখি একবার!
ব্রজে তুমি কিনা পাবে,　　তাই দিব যাহা চা'বে,
চাহ যদি রাজাসন নন্দ দিবে রাজ্যভার !! ৯ ॥
তবে আর কেন হেথা,　　চল দ্রুত যাই সেথা,
যেখানে রাধিকা কাঁদে, স্তন ঝরে যশোদার!
শুন বঁধু শুন কই,　　এস দিন দুই বই—
যদি ব্রজে বাস তব ভাল নাহি লাগে আর ॥ ১০ ॥

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী

---

# হায়! ধন্য সম্পাদক !!

কোন এক মাননীয় সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত পত্রিকায় অপর এক সম্পাদকের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া "কেঁচে গণ্ডূষে"র পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি উক্ত শ্রীপত্রিকার মাননীয় প্রতিষ্ঠাতার সঠিক নাম জানা সত্ত্বেও তাঁহার নামটী বারবার কপটতা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষমূলে ভুল ছাপাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহা সুধী পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার উক্তপ্রকার কপটতার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। উক্ত কারণগুলি লিখিয়া পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

তাঁহার প্রকাশিত "সমালোচনা"-প্রবন্ধে তিনি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের Printing mistake—মুদ্রণ-প্রমাদের অংশটুকু—"আত্মধর্ম

প্রতিষ্ঠিত হইবার আবশ্যকতা নাই" ( পাতা ১৪ ) পুনঃ প্রকাশিত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"তবে যে পত্রিকা লিখিতে পারে '.....' ; তাঁহাদের উক্তি যে কি হইবে বলা বাহুল্য।" তিনি ঐ সম্পাদক মহাশয়ের প্রকাশিত ২য় সংখ্যা পত্রিকাও পাঠ করিয়াছেন—যাহাতে উক্ত মুদ্রণ-প্রমাদের ভ্রম-সংশোধন ( 'আত্মধর্ম্মে' স্থলে 'অনাত্মধর্ম্মে' হইবে, পৃষ্ঠা ৪৩ ) প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইহা কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, উক্ত ২য় সংখ্যা পত্রিকা তিনি পাঠ করেন নাই। কারণ তাঁহার 'সমালোচনা'য় ২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রতিবাদপত্রেরও সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি উক্ত ভ্রম-সংশোধন পাঠ করিয়াছেন। সামান্য পত্রিকার ভ্রম-প্রমাদের ক্ষেত্রে যিনি 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের আরোপ' এবং 'দেখিয়াও না দেখার ভান' করেন, পারমার্থিক ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট হইতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব-বর্জ্জিত সৎসিদ্ধান্ত পাইবার আশা কেমন করিয়া রাখিব ?

উক্ত সম্পাদক মহাশয় প্রতিবাদিত পত্রিকা হইতে অপর একটী অংশের অবিকল উদ্ধৃতি করিতে গিয়াও নূতন করিয়া ভ্রম সৃষ্টি করত পাঠকগণকে বিচলিত করিতেছেন। তিনি সম্মাননীয় ব্যক্তিগণকে যে সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করেন নাই, তাহা তাঁহার সৃষ্ট নূতন ভ্রমই প্রমাণ। হায় কলি! বৈষ্ণব হইয়া যদি বৈষ্ণবগণকে সম্মান দিতে না পারিলাম, তাহলে জগৎকে আমরা কি শিক্ষা দিব ?

তিনি উক্ত 'সমালোচনা'র শেষাংশে লিখিয়াছেন,—"যদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণের আশীর্ব্বাদ থাকে এবং আমরা যদি নিষ্কপট হই সব অভিশাপই আমরা মাথা-পাতিয়া বরণ করিব।"—এই উক্তির সার্থকতা কোথায় ? তাঁহার কপটতা প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি লেখনীতে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি পত্রিকার ভ্রম-সংশোধন পাঠ করিয়াও পাঠকবর্গের নিকট উক্ত ভ্রম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিজস্বার্থের অনুকূলে টানিবার অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং প্রতিবাদিত পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপাদন করিতে গিয়া কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্বজ্জনগণ সম্পাদক মহাশয়ের নিষ্কপটতা ( ? ) বুঝিতে পারিয়াছেন।

মহাভারতে বর্ণিত জন্মান্ধ ও পুত্র-স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় উক্ত মাননীয় সম্পাদক মহাশয়। ধৃতরাষ্ট্র যদ্রূপ নিজ পুত্রগণের অন্যায়-আব্দার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিতেন, বর্ত্তমান সমালোচক মহাশয়ও তদ্রূপ নিজ পত্রিকার সহস্র সহস্র মুদ্রণ-প্রমাদ দর্শন করত অপর সম্পাদকের সামান্য দোষকে

বহুমানন করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতেছেন। ইহা কেমন নিষ্কপটতার পরিচায়ক পাঠকবৃন্দই বিচার করিবেন।

চালনী যেইরূপ নিজের সহস্র সহস্র ছিদ্র থাকা সত্ত্বেও স্ঁচের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, প্রতিবাদক সম্পাদক মহাশয়ের বর্ত্তমান পরিস্থিতিও তদ্রূপ। তাঁহাদের প্রকাশিত ( ৩২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠা ) পত্রিকায় শ্রী বি, এন, ভরদ্বাজের বক্তব্যে ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছিল যে,—"অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর ( উক্ত সম্পাদকের ) লেখার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি কিছু থেকে যাচ্ছে, থেকে যাচ্ছে কিছু মুদ্রণ প্রমাদও।" তাহলে ইহাদ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকায়ও বহু ভুল ও মুদ্রণ-প্রমাদ হইতেছে। "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ —To err is human"—প্রবাদটী কি সমালোচক সম্পাদক মহাশয় কোনদিন পড়েন নাই। যদি তিনি উহা জানিতেন তাহা হইলে কখনও এইরূপ কদর্য্য সমালোচনায় ব্রতী হইতেন না। তাঁর এই সমালোচনা 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়'—এই ন্যায়ানুসারে হয় নাই কি? ইহাতে বিদ্বন্মণ্ডলী সমালোচনার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন। যে সম্পাদক এহেন সমালোচনায় আগ্রহী, সেই সম্পাদক প্রচারকের ভূমিকায় কেমন প্রচার করিতেছেন, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

অতএব সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে আচরণশীল হইতে হইবে। নিজে আচরণশীল না হইলে কাহাকেও উপদেশ দান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আচরণশীল ব্যক্তির উপদেশই একমাত্র গ্রহণীয়। সুতরাং কাহারও কোন দোষ অন্বেষণ করিতে গেলে প্রথমে নিজের ছিদ্রগুলি ভালভাবে বন্ধ করা প্রয়োজন। "পরের কথা সইতে যদি নার। আগে নিজের মুখ মিষ্টি কর॥" অন্যথায় সমাজে হেয়, অপাংক্তেয় হইতে হইবে।

Business Organisation—ব্যবসায় সংগঠন-এ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে,—"You can befool some people for all time, all people for some time, but not all people for all time." অতএব ভাঁওতা দিয়ে সমাজের কিছু শ্রেণীর লোককে বোকা বানানো যাইতে পারে, কিন্তু সকল লোককে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যায় না, যাবে না।

অতএব মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমাদের নিবেদন—তিনি যেন

কাহারও "লঘু পাপে গুরু দণ্ড" প্রদান না করেন। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সত্যকথা, সৎসিদ্ধান্ত, শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের দ্বারা যেন সমালোচনা করেন। কেবল বৃথা তর্কের দ্বারা পত্রিকার মান হ্রাস ও কলেবর বৃদ্ধি না করাই ভাল। তদ্দ্বারা সমাজে নিজকে হেয় প্রতিপন্ন করা ছাড়া ভাল কিছু হইতে পারে না। সমাজে তিনি মায়াবাদিসদৃশ পরিচিতি লাভ করিবেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র মুদ্রণ-প্রমাদের সমালোচনার প্রতিবাদ করিলাম, কোনরূপ শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্তের নহে। অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ যেন আমাদের প্রকৃত বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে ক্ষমা করেন।

---

# স্বধামে শ্রীমৎ নিতাইদাস বাবাজী মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৫ই মধুসূদন ৫০৩ গৌরাব্দ, ১৩ই বৈশাখ ১৩৯৬, ২৬শে এপ্রিল ১৯৮৯, বুধবার প্রাতঃ ৭-৩৮ মিনিটে ভগবতী ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থিত ১৬ ক্রোশ নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে সর্ব্বজনসুহৃদ্, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ পরম-ভাগবত শ্রীমৎ নিতাইদাস বাবাজী মহারাজ সজ্ঞানে ভগবৎস্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়া আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেবাময় জীবনের আদর্শ ক্রিয়াকলাপ আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না।

আজ সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের মূল-মহাপুরুষ, জগদ্বরেণ্য আচার্য্য-কুলভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 'প্রভুপাদের' চরণাশ্রিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একে একে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের ভক্তিপূত ভজন ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের আদর্শ ক্রমশঃ ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের শূন্যস্থান কখনই পূরণ হইবার নহে। বৈষ্ণবের বিচ্ছেদই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক। তাঁহাদের বিরহ-বিচ্ছেদই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ-কষ্টদায়ক। তাঁহাদের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় ব্যথিত হয় এবং নিজকে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গরহিত অসহায় বোধ হয়।

শ্রীল নিতাইদাস বাবাজী মহারাজ জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নামাশ্রিত, দীক্ষিত এবং স্নিগ্ধসেবকগণের অন্যতম। তিনি অতি অল্পবয়সেই সংসারের যাবতীয় আকর্ষণ ও মায়া-মমতা সম্পূর্ণরূপে

পরিত্যাগ করত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে প্রভুপাদের এবং তাঁহার অপ্রকটে তাঁহার সতীর্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আনুগত্যে মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীধামস্থ কুলিয়া নবদ্বীপে ও শ্রীব্রজমণ্ডলে থাকিয়া সুদীর্ঘ ৬০/৬৫ বৎসরকাল শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের আদর্শ সেবা এবং সাধন-ভজন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিকারের পর শ্রীচৈতন্যমঠে নানাপ্রকার অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ শ্রীল বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন ( নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ) এবং শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রমুখ সতীর্থগণের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠ ছাড়িয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলমঠ—অপরাধ ভঞ্জনপাট কুলিয়াস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে থাকিয়া সুদীর্ঘ ৮/১০ বৎসরকাল যাবৎ শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা ও শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের বিবিধপ্রকারের মনোভীষ্ট সেবা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীদ্বারকা এবং দক্ষিণ ভারতের শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কপূত বহুতীর্থে কার্ত্তিকব্রত-নিয়মসেবা পালন উপলক্ষে ভ্রমণ করেন। তিনি কিছুকাল ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগ্রামের পাবন সরোবরে তাঁহার সতীর্থ শ্রীপাদ দীনবন্ধুদাস বাবাজী মহারাজের সহিত অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীধাম মায়াপুরে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইলে তিনি পুনরায় মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণের সেবাদিতে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ একজন নিষ্কিঞ্চন, ভজনপরায়ণ, সেবানিষ্ঠ, অজাতশত্রু এবং বহুবিধ বৈষ্ণবোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মুখে কখনও পরনিন্দা, পরচর্চ্চা এবং গ্রাম্যকথা শুনা যায় নাই। তিনি কখনও আলস্যকে প্রশ্রয় দিতেন না। দৈনন্দিন রাত্রি ৩ টার সময় উঠিয়া স্নানাদি নিত্যকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক আহ্নিক ও হরিনাম জপ করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারতি, পুষ্প-তুলসীচয়ন, অর্চ্চন, ভোগরাগ, সন্ধ্যারতি এবং রাত্রিকালের ভোগরাগাদি সম্পন্ন করিতেন। তন্মধ্যে সময় পাইলেই শ্রীহরিনাম, হরিকথা শ্রবণ, তুলসী ও পুষ্পোদ্যানের সেবাদি করিতেন। সকলকেই প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের প্রসাদ বিতরণ করিতেন। আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শ্রীমায়াপুরে গেলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে শ্রীল কেশব গোস্বামীর আশ্রিতজ্ঞানে অত্যন্ত প্রীতি করিতেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও শ্রীসেবাবিগ্রহ প্রভুর কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবার প্রায় দেড়-দুমাস পূর্ব্বে আমরা ৩/৪ জন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের জন্য গিয়াছিলাম। তখন তিনি শ্রীবিগ্রহগণের অর্চ্চন

সম্পন্ন করিয়া তাঁহার প্রতিদিনের নিয়মানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে দণ্ডবৎ-প্রণামাদিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছিলেন। আমরা আমাদের পরিচয় দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতঃ হইলে তিনিও অত্যন্ত আপনজ্ঞানে আমাদিগকে উঠাইয়া হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিলেন। আমাদের পূর্ব্বনাম ধরিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। আমরা তাঁহার ভজনকুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জানান যে,—"এখন বৃদ্ধাবস্থা, শ্রীধাম মায়াপুরে আর থাকা যায় না। কোথায় যাই! এখানে নূতন নূতন আইন-কানুন প্রচলিত হইতেছে—কেহই নিজগুরুর পরিচয় দিতে পারিবে না, নিজের গুরুর আলেখ্য রাখিতে পারিবে না; এমনকি, তাঁহার পূজাদিও করিতে পারিবে না! এ কি কথা? এমন কথা কোনদিন শুনি নাই। গুরুবর্গের অবজ্ঞা আর সহ্য হয় না। বড়ই পরিতাপের বিষয়!

"এখন অনেক ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যমঠের আনুগত্য পরিত্যাগ করত শ্রীল প্রভুপাদের বিচারের বিরোধী শ্রীরাধাকুণ্ডের বাবাজীদের নিকট বাবাজী ভেক লইতেছেন। অনেকে মঠ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতেছেন। বর্ত্তমানে এখানে পূজ্য তীর্থ মহারাজের অপ্রকটের পর প্রায়ই আচার্য্য উঠানো এবং নামানো হইতেছে। কোন গুরু-পরম্পরা নাই। এখন মাসিক পত্রিকায় পূজ্য শ্রীমৎ কেশব গোস্বামী মহারাজের সন্ন্যাসগুরু-প্রদত্ত সর্ব্বজন-বিদিত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ঈর্ষা-বিদ্বেষমূলে 'শ্রীভক্তিবেদান্ত কেশব মহারাজ' লিখা হইতেছে। প্রপূজ্যচরণ শ্রীল শ্রমণ মহারাজ, শ্রীল তপস্বী মহারাজ, শ্রীল ভাগবত মহারাজাদিকে অপদস্থ করা হইতেছে। তাঁহাদের আলেখ্যাদি মন্দির হইতে অপসারিত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে পৃথক্‌রূপে প্রণামাদি করিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে। আমরা কংসরাজ্যে অক্রূরের মথুরাবাসের ন্যায় এখানে বাস করিতেছি। এমন পরিস্থিতিতে শ্রীল প্রভুপাদ অনুগ্রহ করিয়া আমাকেও তাঁহার শ্রীচরণকমলে ডাকিয়া স্থান দেন—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।" ঐ সময়ে তথায় শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের পূজারী, শ্রীচৈতন্যমঠের কয়েকজন প্রবীণ সেবকগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার এই আবেগপূর্ণ অন্তর্বেদনার কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলাম। আমরা তাঁহার শ্রীচরণে পুনরায় দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে তিনি "শ্রীল প্রভুপাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যমঠের মূল মন্দির এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন করাইয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পূজ্যপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজ অশেষগুণে গুণী পরম নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা হইতে দূরে থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় সরল, স্নিগ্ধ, মধুর ব্যবহারকারী বৈষ্ণবের অপ্রকটে আমরা সকলেই তাঁহার বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার জলন্ত আদর্শ আমাদের পথ প্রদর্শক হউক এবং আমাদিগকে সদা-সর্ব্বদা সেবায় অনুপ্রাণিত করুক—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

"কৃপা করি প্রভু মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

—জনৈক বিরহী

---

শ্রীচৈতন্যমঠের শিষ্য ও সেবকগণের পালনীয়

"একাদশ দফা হুকুমনামার"

# প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

All Glory to Sri Guru & Gauranga

**SRI CHAITANYA MATH**

The Birth place of Bhagawan Sri Chaitanya Mahaprabhu

SREE MAYAPUR—741313

Dist. Nadia W. B.
Phone : Mayapur-36

*Ref No.....*　　*Dated 5. 3. 89*

শ্রীশ্রীভাগবৎ-চরণে দণ্ডবৎ পূর্ব্বিকেয়ম্—

শ্রীল মহারাজ, আমার দণ্ডবৎ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা। আপনার 4th March এর পত্র পাইয়া খুবই দুঃখীত হইলাম এবং আপনার শাসন ও অভিশাপ মাথা পেতে গ্রহণ করিলাম। তবে আমার একটুই কাতর প্রার্থনা শ্রীচৈতন্য মঠের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং আমার উদ্দেশ্য যদি একটু বুঝিবার যত্ন করিতেন তাহা হইলে আশা করি অনুরূপ ভুল আমাকে বুঝিতেন না।

আমার একটাই উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্য মঠ আবার যেন ভাঙ্গনের পথে না যায়। আমার লেখার মধ্যে যদি শ্রীল প্রভুপাদের বিচারের বিরুদ্ধে কিছু থাকে তাহা হইলে আমি তো পত্রিকাতেই লিখেছি আমার কান মলাইয়া দুই থাপ্পর দিবেন।

১। আপনি লিখিয়াছেন, "আপনার এগারো দফা শ্রীচৈতন্য মঠের নিয়মাবলী".....কিন্তু আপনি উহা ভুল বুঝিয়াছেন। দেখিবেন উহার নিম্নে লেখা আছে নিবেদক - শ্রীচৈতন্যমঠের পরিচালক সমিতি। আমাদের পরিচালক সমিতি রিতিমত Meeting করে যে Resulution Pass করেছেন তাহাই ছাপা হইয়াছে। উহা শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা মঠগুলির জন্যই বলা হইয়াছে। ঐ ১১ দফা নিয়ম কেন করা হইয়াছে তাহা জানাইতেছি।

(ক) বর্ত্তমানে ২৬ গুরুর শিষ্য আছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মূল মন্দিরের পূজারী শ্রীল বন মহারাজের শিষ্য, শ্রীল বাবাজী মহারাজের মন্দিরে আপনার শিষ্য, শ্রীল প্রভুপাদের মন্দিরে শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজের শিষ্য, শ্রীল গুরু মহারাজের মন্দিরে শ্রীল তপস্বী মহারাজের শিষ্য, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীল শ্রমণ মহারাজের শিষ্য, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মন্দিরে শ্রীল মাধব মহারাজের শিষ্য, শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীরসিকানন্দ মহারাজের, খোকাঠাকুরের শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজের শিষ্য ইত্যাদি। এখন বলুন কাহার Photo পূজা এবং জয় দেওয়া হইবে? আমি জানি শ্রীচৈতন্য মঠ সকলের। সেবকগণ যাহাতে এক প্রাণ হয়ে 'আমরা শ্রীচৈতন্য মঠের এই বোধ করিতে পারেণ'—এই সমস্ত চিন্তা করেই নিয়ম করা হইয়াছে। ইহার জন্য আপনাদের কাহাকেও টানিয়া আনা হয় নায়। বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের কোন শিষ্য elected, nominated বা selected হয় নায়। শ্রীল মহারাজ আপনারা একটু শ্রীচৈতন্য মঠের কথা চিন্তা করুণ।

(খ) শ্রীগুরুদেবকে আচার্য্য বলায় শ্রীগুরুকে অপমান করা হয় কি? শ্রীল প্রভুপাদ Founder Acharya, শ্রীল গুরু মহারাজ Sri Chaitanya Mathacharya, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমাধ্বাচার্য্য ইত্যাদি। শ্রীসনাতন গোস্বামী সম্বন্ধ তত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী অভিধেয় তত্ত্বাচার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন ( গৌড়ীয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে ) দীক্ষাদাতা সম্বন্ধ তত্ত্বাচার্য্য অপেক্ষা ভজন শিক্ষাদাতা অভিধেয় তত্ত্বাচার্য্যের শ্রেষ্ঠতা তাই শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর মধ্যে ভেদ আনিলে অপরাধ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ( চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৮৬ ) লিখিয়াছেন 'যাঁহারা আমার গুরু' এবং তাঁহার গুরু প্রভৃতি মর্ত্ত্য বুদ্ধিদ্বারা গুরুতত্ত্বকে অপমাণ করেণ তাঁহারা কৃষ্ণ প্রিয়তমজনকে গুরুত্বে বরণ করেণ নাই।"—৪র্থ নং এর উত্তর।

(গ) শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ মঠাচার্য্য। তাঁহার T. B. রোগ আছে। সেইজন্য ৬নং উহার বিদদ ১১ সংখ্যা গৌড়ীয়ে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠ আপনাদের সকলের গুরুর স্থান। সেই মঠের আচার্য্যের সম্মান দিতে গিয়ে President Zeal Singh এর meeting কি পরিস্থিতি হয়েছিল তাহা আপনার স্মরণে আছে। অন্যান্যগুলি আশা করি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না।

২। ধন্য গুরুপাদ সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত কিছু লিখি নাই। পরবর্ত্তিকালে যে সংখ্যাগুলি বাহির হইয়াছে তাহাতে যদি একটাও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কথা লিখে থাকি তাহা দেখাইতে পারিলে যে কোন punishment লইতে প্রস্তুত। তবে সত্য ঘটনা লেখায় কাহারো গাত্রদাহ করিলে আমার বলিবার কিছু নাই।

৩। আমি মাদ্রাজ হইতে যে পত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মে লিখিয়াছিলাম তাহা শ্রীল গুরুদেব আপনাকে পড়াইয়াছিলেন। আমি তো কোনদিন বলি নাই আমি শ্রীগুরুদেবের প্রিয় ছিলাম। নিশ্চই তিনি অনেক সময় আমাকে শাসন করেছেন। আমি ও ধামাচাপা বিড়ালের মত অন্ধবিশ্বাসী নই সেটা আমার লেখার মধ্যে বুঝিবেন। আমি সাধক জীবনে এসেছি—ভক্তিরাজ্য অপ্রাকৃত ভূমি সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতে পার্থক্য আছে এটাই বোঝবার চেষ্টা করি। তাই আমার ভূমিকা থেকে আমি শ্রীগুরুদেবকে চিন্তে বা বুঝতে পারি না সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আমার মিল ও অমিল দুইই ছিল। তবে আমি কোন দিন কপটতাকে আশ্রয় করি নাই। সুতরাং আমার ঐ চিঠি যদি কেহ প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমি আরও ভাল বুঝিব।

৪। আপনাকে 4th All India Vaishnava Conference এর Vice-Chairman করে আপনাকে অপমান করা হয় নায়। যদি আপনার নাম বাদ দিতে বলেন তাহা হইলে জানাইলে meeting এ announce করিয়া বাদ দেওয়া হইবে এবং Souvenir এ ছাপা হইবে না।

৫। Conference Programme এ আপনার নাম দিব কি না এই পত্র পড়ে জানাইতে প্রার্থনা।

আমি পুণঃ জানাইতেছি আমার একটাই উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্য মঠ। আপনার পত্রটা কি বাঙ্গালা গৌড়ীয়ে ছাপাইতে পারি ?　　ইতি—

প্রণতঃ

B. P. Yati

---

* এই পত্রের প্রত্যুত্তর "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ৯ ৪১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

* পত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও বানান ( spelling ) অবিকল উদ্ধৃত হইল।—প্রকাশক

* শ্রীচৈতন্যমঠের 'সাধারণ-সম্পাদক' এঁর স্বহস্ত-লিখিত ২য় পত্রের ব্লক ( Block ) পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :—

All Glory to Sri Guru & Gauranga

# SRI CHAITANYA MATH

The Birth Place of Bhagawan Sri Chaitanya Mahaprabhu

SREE MAYAPUR - 741 313

Dist. Nadia W. B.

Phone : Mayapur-36

Ref. No.....

Dated 12/2/89

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ৩০ শ্রীধর, কারণোদশায়ী, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ / ৩২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৬, ইং ১৭।৮।৮৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যম্

[ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্যে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে ]

শ্রীসূত উবাচ,—

২৭। আকৃষ্ণ-নির্গমাৎ ত্রিংশদ্বর্ষাধিকগতে কলৌ।
নবম্যাতো নভস্যে চ কথারম্ভং শুকোঽকরোৎ॥ ৯৪॥

["হে সূত! শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে, শ্রীগোকর্ণ ধুন্ধুকারীকে এবং শ্রীসনকাদি কুমারগণ নারদঋষিকে কোন্ কোন্ সময়ে এই গ্রন্থ শুনাইয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমার সংশয় দূর করুন।"]

শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত বলিতে লাগিলেন,—শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বধাম গমন করিবার পর কলিযুগে ত্রিশ বর্ষের কিছু অধিককাল গত হইলে,

ভাদ্রপদ-মাসের শুক্লা নবমীতে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

২৮। পরীক্ষিচ্ছ্রাবণান্তে চ কলৌ বর্ষশতদ্বয়ে।
শুদ্ধে শুচৌ নবম্যাঞ্চ ধেনুজোঽকথয়ৎ কথাম্ ॥ ৯৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎকে কথা শুনাইবার পর কলিযুগের দুইশত বৎসর অতীত হইলে, আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে শ্রীগোকর্ণ ধুন্ধুকারীকে এই কথা শুনাইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

২৯। তস্মাদপি কলৌ প্রাপ্তে ত্রিংশদ্বর্ষগতে সতি।
উচুর্ব্রহ্মর্ষয়ে সিতে পক্ষে নবম্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ॥ ৯৬ ॥

অতঃপর কলিকালের তিনশত বৎসর গত হইলে, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে শ্রীসনকাদি কুমারগণ এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা নারদ ঋষিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

৩০। ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ।
কলৌ ভাগবতী বার্ত্তা ভবরোগ-বিনাশিনী ॥ ৯৭ ॥

হে নিষ্পাপ শৌনক! আপনি যে-সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে সম্যগ্‌রূপে বলিলাম। এই কলিযুগে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা বিশেষভাবে ভবরোগ নাশ করেন ॥ ৩০ ॥

৩১। কৃষ্ণপ্রিয়ং সকল-কল্মষ-নাশনঞ্চ
মুক্ত্যেক-হেতুমিহ ভক্তি-বিলাসকারী।
সন্তঃ কথানকমিদং পিবতাদরেণ
লোকে হি তীর্থ-পরিশীলন-সেবয়া কিম্ ॥ ৯৮ ॥

হে সাধুগণ! আপনারা আদরের সহিত এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত পান করুন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়, সমস্ত পাপনাশকারী, মুক্তির একমাত্র কারণ এবং ভক্তিবৃদ্ধিকারিণী। এই পৃথিবীতে অন্য কল্যাণজনক সাধনসমূহের বিচার ও তীর্থসকলের সেবা করিয়া কি হইবে? ৩১ ॥

৩২। স্বপুরুষমপি বীক্ষ্য পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর ভগবৎকথাসু মত্তান্
প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥ ৯৯ ॥

নিজদূতকে হস্তে পাশ গ্রহণ করিতে দেখিয়া শ্রীযমরাজ তাহার কর্ণে

বলিলেন,—যাঁহারা শ্রীভগবৎকথায় মত্ত, তুমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। কারণ আমি অন্য মনুষ্যগণকে দণ্ডদান করিতে সমর্থ, বৈষ্ণবগণকে নহি ॥ ৩২ ॥

৩৩। অসারে সংসারে বিষয়বিষ-সঙ্গাকুলধিয়ঃ
ক্ষণার্দ্ধং ক্ষেমার্থং পিবত শুক-গাথাতুল-সুধাম্।
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজত কুপথে কুৎসিতকথে
পরীক্ষিৎ সাক্ষী যচ্ছ্রবণগত-মুক্ত্যুক্তিকথনে ॥ ১০০ ॥

এই অসার সংসারে বিষয়-বিষে আসক্তিবশতঃ চঞ্চলচিত্ত মনুষ্যগণ! তোমরা নিজ কল্যাণের নিমিত্ত অর্দ্ধক্ষণের জন্যও শ্রীশুককথারূপ অনুপম সুধা পান কর। ওহে জনগণ! নিন্দিত কথাসমূহযুক্ত কুপথে তোমরা কেন বৃথা যাতায়াত করিতেছ? এই শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ করিলে যে মুক্তি (সাক্ষাদ্ ভগবৎসেবা) লাভ হয়, তাহার সাক্ষী স্বয়ং পরীক্ষিৎ রাজা ॥ ৩৩ ॥

৩৪। রস-প্রবাহ-সংস্থেন শ্রীশুকেনেরিতা কথা।
কণ্ঠে সম্বধ্যতে যেন স বৈকুণ্ঠপ্রভুর্ভবেৎ ॥ ১০১ ॥

প্রেমরসের প্রবাহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীশুকদেব এই শ্রীমদ্ভাগবতী কথা বলিয়াছেন। ইহা যাঁহার কণ্ঠের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তিনি অবশ্যই বৈকুণ্ঠ-সেবকত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

৩৫। ইতি চ পরমগুহ্যং সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সিদ্ধং
সপদি নিগদিতং তে শাস্ত্রপুঞ্জং বিলোক্য।
জগতি শুককথাতো নির্ম্মলং নাস্তি কিঞ্চিৎ
পিব পরসুখ-হেতোর্দ্বাদশস্কন্ধ-সারম্ ॥ ১০২ ॥

হে শৌনক! আমি বহুশাস্ত্র দেখিয়া আপনাকে এই পরম গোপনীয় রহস্য সম্প্রতি বলিলাম। ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে পরম সিদ্ধবাক্য। জগতে এই শ্রীশুকশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অধিক পবিত্র অন্য কোন বস্তু নাই; অতএব আপনারা পরমানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত-কথারূপ রসসার পান করুন ॥ ৩৫ ॥

৩৬। এতাং যো নিয়ততয়া শৃণোতি ভক্ত্যা
যশ্চৈনাং কথয়তি শুদ্ধবৈষ্ণবাগ্রে।
তৌ সম্যগ্ বিধিকরণাৎ ফলং লভেতে
যাথার্থ্যান্ন হি ভুবনে কিমপ্যসাধ্যম্ ॥ ১০৩ ॥

যিনি নিয়মপূর্ব্বক এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা ভক্তিভরে শ্রবণ করেন এবং যিনি শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তগণের নিকট ইহা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা উভয়েই সম্যক্‌ভাবে বিধি পালন করায় যথার্থ ফললাভ করেন। ত্রিলোকে তাঁহাদের কোন কিছুই অসাধ্য থাকে না ॥ ৩৬ ॥

---

# ভক্তির প্রতি অপরাধ

## সাধারণতঃ নিরপরাধে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয় না

এই একটী বিষম কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী-তিথি পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না।

## ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ

শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও 'খড়'-'জাঠিয়া'-বেটা না দেখিবে মোরে ॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায় ॥
'বাশিষ্ঠ' পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তি-যোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে ॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ত্বায়।
নাহি মানে ভক্তি, 'জাঠি' মারয়ে সদায় ॥
**ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।**
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ ॥"

( চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮-১৯০, ১৯২ )

## ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই ভক্তি নহে—নিরপেক্ষভাবে অনন্য-ভজনই ভক্তি

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎ-পার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, তাহা রহস্য মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন, তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে,—**কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নহে।** অনন্য-ভক্তিতে যাঁহার অনন্য-শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি ভক্তিলাভের পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থান করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় কখনও সম্মতি দেন না। শুদ্ধ-ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

## নিষ্ঠার অভাবে ও বহুরূপী ব্যবহারে অপরাধ ও সর্ব্বনাশ সাধিত হয়

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। 'ভক্ত' দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয়, কখনও কখনও 'কথা'-আলোচনায় দশা-প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক-সভায় আধ্যাত্মিক-মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তি-ভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি-লোভে ঐপ্রকার **বহুরূপী ব্যবহার** করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐপ্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

## নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তির পক্ষপাত করাই নিরপরাধ

হে পাঠকবর্গ! আসুন, আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা **নিরপেক্ষ**

হইয়া ভক্তি যাজন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তির প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য, এরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না। **শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না।** আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

**—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

---

# গৌড়ীয়ে প্রীতি

গৌড়ীয় ভাষার পাঠক, গৌড়-দেশের অধিবাসী, তোমাদিগের আচার, ব্যবহার, ভাষা, রুচি, নীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস গৌড়ীয়ের মত হওয়াই প্রার্থনীয়। তোমাদের গৌড়ীয় পরিচয়ে যাহা কিছু অগৌড়ীয়ের মত আছে বা হ'তে চলিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ পরিহার করিয়া গৌড়ীয়ের আদর্শ সমগ্র জগতের দেখ্‌বার মত কর। অগৌড়ীয়গণ যেন তোমাদের সর্ব্বোত্তমতা দেখিয়া তাহাদের নিজত্ব ছাড়িবার সুযোগ পায় ও তোমাদিগের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। অগৌড়ীয়ের সহিত তোমাদের কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে; তাহারাও তোমাদের ভালবাসার পাত্র হউক্। তোমরা যেন অগৌড়ীয়ের কোন অংশ গ্রহণে লোভ করিয়া গৌড়ীয়ত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ন্যূনাধিক নষ্ট না কর। গৌড়ীয়গণের পরমোপাস্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমে একদিন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ প্লাবিত হইয়াছিল। অন্যের যা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহারা সকল ছাড়িয়া প্রেমের উপাসক হইয়াছিল। কি আচার, কি ব্যবহার, কি ভাষা, কি রুচি, কি নীতি, কি ধর্ম্ম একদিন সকলে মিলিয়াই প্রেমের স্রোতে ভাসিয়াছিল। সেদিন পরস্পরের বৈরিতা, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অনিত্যের বহুমানন কতটা কমিয়াছিল, তাহা কি একবার গৌড়ীয় হইয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ? ভাবিলেই জানিবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা গৌড়ীয়ের স্বভাব নহে। প্রেমের প্রবল বন্যায় সে আবিলতাগুলি অনায়াসে

ভাসিয়া যায়। গৌড়ীয়গণের দুর্গতিতেই তাহাদের আচারাদির বৈষম্য ঘটিয়াছে। আবার কি সেই প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অপরের অপকার পরিহারের সুযোগ করিয়া লইবে না? তোমার অভাব আবার থাকিবে কি করিয়া? প্রেমের অভাবেই জগতে অশান্তি। প্রেমময়ের সেবার অভাবই গৌড়ীয়কে অন্য পথে লইয়া যাইতেছে।

গৌড়ীয়ের মঙ্গলের উপায় কোথায়, জানিতে হইলে গৌড়ীয়কে প্রথমে হৃদয়ে আদর করিতে শেখা আবশ্যক। হৃদয়ে আদর করিতে শিখিলেই বাহিরে ক্রিয়াকলাপেও গৌড়ীয়ের পূজা আসিয়া যাইবে। গৌড়ীয়ের জন্য অগৌড়ীয়ের জন্য দ্রাবিড়ীদের ও গৌড়ীয়ের প্রেমময় ঠাকুর যে মহাসমন্বয়বাণী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অনুগমন আবশ্যক। অগৌড়ীয়ের যত নিজ নিজ বাহ্যিকজ্ঞান পরিহার করিয়া যতক্ষণ না শ্রীগৌরহরির প্রেমের সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করা হয়, ততদিন গৌড়ীয়ের কোন মঙ্গল নাই। বাহ্যজগৎকে সেবা করিবার প্রবৃত্তিই আমাদিগকে প্রেমরাজ্য হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। আবার আমরাই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রেমময়ের অনুসরণে নিত্য প্রবৃত্ত হই। ছান্দোগ্য বলেন,—

শ্যামচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।

**—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর**

---

# স্মার্ত্তাচার ও বৈষ্ণব-মহাজনগণের সাত্বতস্মৃতির অনুগমন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা,
পোঃ চুঁচুড়া ( হুগলী )
তাং ৪/৭/৬১

স্নেহাস্পদেষু—

***! তোমার ১৪ই আষাঢ়ের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। *** বাড়ীতে বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইয়াছিল জানিলাম। সম্মিলনী যত বৃদ্ধি পায়, ততই ভাল। তবে হরিভক্তির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কোন মূল্য থাকে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের, বিশেষতঃ 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত

সমিতি'র কর্ত্তব্য—যাহাতে স্মার্ত্তাচার বন্ধ হইয়া সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকার প্রচার হয়। ইহার প্রতিকূলে কোন কথাই বেদান্ত সমিতি স্বীকার করেন না। প্রভুপাদের শিষ্য পরিচয় দিয়া অনেক শৌক্রকুলোদ্ভূত সন্ন্যাসী কতকটা স্মার্ত্তাচারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের ঐ স্মার্ত্তাচার অনুমোদন করেন না। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সময় কি বিচার ছিল বা না ছিল এবং তিনি স্বয়ং কি কি আচরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকটস্থ সেবকগণই সুষ্ঠুরূপে জানেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় কোন আচার গ্রহণ না করিলে তাহা প্রভুপাদের দোষ হইবে না এবং তাহা প্রভুপাদের স্বীকৃত মত বলিয়া ধরা হইবে না। আজকাল অনেকেই সুবিধাবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মকে সহজ করিয়া লইতে পারিলেই ভাল, নচেৎ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই আজকালকার লোকের যুক্তি। *** সুবিধাবাদী। তুমি বিচার করিয়া দেখ—আমার জীবদ্দশাতেই *** ও *** প্রভু অনাচারকে আচার বলিয়া চালাইতেছে। আমার অবর্ত্তমানে তাহারাই বলিবে যে, গুরু-মহারাজের প্রকটকালে যে আচরণ করিয়াছি, তাহাই তাঁহার অনুমোদিত এবং আমরা তদনুসারেই সমাজ গঠন করিব। এরূপ যুক্তি শাস্ত্রসঙ্গত নহে। যাহারা শাস্ত্র মানিতে পারেন না, তাহারাই হেয়। **যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ।** ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, শাস্ত্র মানিয়া চলার অবস্থাটা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। কোন সমিতি গঠনপূর্ব্বক শাস্ত্রের বিধি জোরপূর্ব্বক চাপা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু শাস্ত্রের বিধি অধিকতর জোরের সহিত সমগ্র জীবের নিকট ব্যক্ত করাই প্রয়োজন। যদি লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে একজনও ঐ প্রকার শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতে পারেন, তবে তিনিই আদর্শ, তিনিই ধন্য। শাস্ত্রকারগণের ব্রতোপবাসের বিধি স্বাস্থ্যহানি বা ধর্ম্মহানিকর নহে। উপবাসগুলি বাহ্যদৃষ্টিতে শরীরের উন্নতিসাধক, ব্যাধি-নাশক, দীর্ঘায়ুকারক। **ইহা গৃহী ব্যক্তির জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কেবল ত্যাগীজীবনের জন্য নহে। হরিভক্তিবিলাস গৃহী বৈষ্ণবের জন্যই রচিত হইয়াছে।** হরিভক্তিবিলাসের প্রারম্ভেই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ইহা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন। যাঁহারা হরিভক্তিবিলাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা জানেন। হরিভক্তি-বিলাসে ত্যাগ বা সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। সৎক্রিয়াসার-

দীপিকাতেও সন্ন্যাসের কোন কথা লেখা নাই। উহা 'সংস্কার-দীপিকা' নামক পৃথক্ গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ত্যাগিগণকে সাধারণ বহু বিধি পালন করিতে হয় না, যাহা গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বিশেষ নিষ্ঠার সহিত শ্রীবেদান্ত সমিতির আচার রক্ষা করিয়া চলিবে। যাঁহারা বেদান্ত সমিতির শাস্ত্রীয় আচার পালন করিবেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। **সুবিধাবাদের মূলে ভোগ—ইন্দ্রিয়তর্পণ। তাহা যতদূর হ্রাস পায়, ততদূরই ভাল।** তুমি আমার পত্র ( ২ খানা ) পড়িয়া সকলকে শুনাইবে এবং সকলকে বলিবে যে,—'বেদান্ত সমিতিই প্রভুপাদের আচার-বিচার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' অন্যত্র এইরূপ আচারের পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবে না। জন্মাষ্টমী, গৌর-পূর্ণিমা, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী প্রভৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদের সময়ে তিনি স্বয়ং দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস করিয়াছেন এবং আমরা তাহা করিতাম। **শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত আচরণই সমগ্র বিশ্বের আদর্শ।** কোন দুর্ব্বল ব্যক্তির আচরণ আমাদের আদর্শ নহে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

**—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব**

---

# প্রকৃত সুখী কে ?

এই পরিদৃশ্যমান জগতে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মুক্ত, তপস্বী, ত্যাগী, গৃহী, ধনী, মানী, সৌন্দর্য্যবান্, পণ্ডিত, রাজা, মন্ত্রী সকলেই মনে করেন যে, তাঁহারা সকলে তাঁহাদের পরিচয় লইয়া সুখী। ভগবানের দৈবীমায়ার ইহাই অপূর্ব্ব খেলা। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব এইভাবে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া নিজকে নিজে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অসত্যের এবং অজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভগবানের দৈবী-মায়ায় আবদ্ধ। এই কথার তাৎপর্য্য প্রমাণ করিয়াছেন স্বয়ং শ্রীবেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে, যথা—

নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তু মিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ॥ ( ভাঃ ৩।৩০।৫ )

ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—নরকস্থ হইয়াও জীব শরীর পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। তাহারা নরকেও তুষ্টিলাভপূর্ব্বক পুনরায় সেই শরীরকেই কামনা করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রিয়সখা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জানাইয়াছেন,—

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥ ( ভাঃ ১১।১১।১০ )

পূর্ব্বজন্মের গুণ-ভাবিত কর্ম্মের জন্য দৈবাধীন ব্যক্তিসকল যে যে শরীর লাভ করিয়া থাকেন, মূঢ় বা অবিদ্যাগ্রস্ত জীব সেই সেই অবস্থাতে থাকিয়া 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা' আদি বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকে।

স্বর্গাধিপতি স্বয়ং ইন্দ্রও একসময়ে স্বকর্ম্মফল ভোগের জন্য অভিশপ্তগ্রস্ত হইয়া শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তখন শূকর-যোনি অবস্থাকেই স্বর্গসুখ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ ( প্রেমবিবর্ত্ত )

জড়জগতে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা প্রকৃত সুখ নয়, অল্পক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। বারবার জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদিদ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক। পীড়া সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। শীত-গ্রীষ্মাদি ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। এই সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। গৃহাদি নির্ম্মাণ না করিলে স্থায়িভাবে বসবাস করা যায় না। ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছু ভাল বোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ-বিসংবাদ ইত্যাদি কার্য্যে অনেক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ সংসারে প্রকৃত সুখ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাবসকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। এ সম্বন্ধে কবি কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,—

এ ঘোর-সংসারে, পড়িয়া মানব,
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি', হরি ভজে যদি,
তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥

সংসার-অনলে,　　জ্বলিছে হৃদয়,
অনলে বাড়য়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি',　　কৃষ্ণনাম লয়,
অনলে পড়য়ে জল ॥
নিতাই-চৈতন্য—　　চরণ-কমলে,
আশ্রয় লইল যেই।
'কৃষ্ণদাস' বলে—　　জীবনে-মরণে,
আমার আশ্রয় সেই ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন, সংসার মহাদাবাগ্নির দ্বারা আক্রান্ত। পাহাড়ের দাবাগ্নি জলের দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু সংসারের দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। কারণ জীবের অনাদিকাল হইতে জন্ম-মরণমালার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥

বদ্ধাবস্থায় জীব অপরা প্রকৃতিসমূহের সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করে। গৃহীদের যাহা গৃহসুখ, তাহা অতি তুচ্ছ। দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥
( ভাঃ ৭।৯।৪৫ )

গৃহীসকলের স্ত্রী-সম্ভোগাদি সুখ দুই হাতের দ্বারা কণ্ডূয়নের ন্যায় সুখতুল্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দুঃখদায়ক। কারণ ইহাতে পরিণামে দুঃখই লাভ হইয়া থাকে।

প্রকৃত সুখলাভের মূল কারণ—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীনাম। 'শ্রীকৃষ্ণ'-শব্দ ব্যাখ্যা করিলে পাওয়া যায়,—"কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥" কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজীবকে তাঁহার নিকট সর্ব্বসময়ে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি আবার শান্তি বা আনন্দ প্রদান করেন। তজ্জন্য কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলে জীবের প্রকৃত সুখ বা শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
'কৃষ্ণ'—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬, ২৯,৩১)

কলিতে নাম-নামী অভেদ। "যেই 'নাম' সেই 'কৃষ্ণ', ভজ নিষ্ঠা করি'। নামের সহিতে আছেন শ্রীহরি॥" যাঁহারা এই কলিতে নিষ্ঠার সহিত কৃষ্ণনাম করিবেন, তাঁহাদের কৃষ্ণের কৃপা লাভ হইবেই এবং কৃষ্ণের কৃপায় বাস্তব শান্তি অবশ্যই লাভ হইবে। কলি অনেক দোষের দ্বারা দূষিত। কিন্তু তার একটী মহান্ গুণ হইল যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনামরূপ এক সূর্য্যই সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার হরণ করিতে পারেন, তদ্রূপ শুদ্ধ এক কৃষ্ণনামেও কলির সমস্ত দোষ বিনষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,—

ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীতা ১৮।৬২)

হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হও। তাঁহার কৃপায় তুমি পরা শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে বকরূপী ধর্ম্মের চারিটী প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছেন তাহা এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য। বকের প্রশ্ন ছিল—"কশ্চ মোদতে?" তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠির মহারাজ বলিয়াছেন,—'অঋণী' ও 'অপ্রবাসী' ব্যক্তিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।' শ্রীবেদব্যাসের বাক্যে আরও দেখিতে পাই,—

দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃনাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)

হে রাজন! যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকলের মূল—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ নহেন।

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

# নীলাচল যাত্রা

অদ্বৈত-ভবন যেন গোকুলভুবন আজ,
নাচিছে ভকতদল পেয়ে গোরা নটরাজ।
সবাই আপনা হারা, প্রেমানন্দে বহে ধারা,
ভুলিল সবাই আজ প্রভুর সন্ন্যাস-কথা।
শচীও গেছেন ভুলে অসহ দারুণ ব্যথা ॥ ১ ॥
সবাই পলকহীন অবশ বিভল প্রাণে,
চাহিয়া আছেন আহা প্রভুর বদন পানে।
হারান রতন যেন, সবাই পেয়েছে হেন,—
অনন্ত পিপাসা মরি তবু না মিটিল তায়।
হেনকালে গোরাচাঁদ সবারে বিদায় চায় ॥ ২ ॥
কহিছেন গোরাচাঁদ যত ভকতের পাশ,—
"সন্ন্যাসীর কার্য্য নহে কুটুম্বের সহ বাস।
যদি মোরে স্নেহ কর, আমার বচন ধর,—
ত্বরিতে বিদায় দেহ যাই আমি বৃন্দাবন।
খুঁজিব সেখানে গিয়া গোপীকা রমণ ধন ॥ ৩ ॥"
সহসা ফিরিল যেন তটিনী উজান পানে।
সহসা সারঙ্গ যেন বাজিল বেসুরা তানে।
তেমনি আনন্দ রাশি, কোন স্রোতে গেল ভাসি,
আকুল-ব্যাকুল শচী শোকে ভেল অচেতন।
পড়িল ভকতদল বুকে লয়ে শ্রীচরণ ॥ ৪ ॥
প্রভু নিন্দা করিয়াছে পূর্ব্বে যেই পাপীগণ,—
তারাও আকুল আজ করে অশ্রু বরিষণ।
কেন পাশ নাহি বাঁধে, বাল-বৃদ্ধ সবাই কাঁদে,
উথলি বিষাদ বন্যা ডুবাইল নদীয়ায়।
সবে বলে,—"যাও যদি আমরা মরিব পায় ॥ ৫ ॥"
সবার উচ্ছ্বাস হেরি দয়াময় গৌরহরি,—
অদ্বৈত আচার্য্যে চাহি কহেন বিনয় করি,—

"তুমিও বালক পারা, হও যদি আত্মহারা,—
এ শোক অনলে তবে কে করিবে বারিদান ?
কেমনে জীবের তরে হবে আর পরিত্রাণ ॥ ৬ ॥
আবার ভক্তবৃন্দ কহে ধরি দু'টী পায়,—
কেমনে যাইবে প্রভু সান্ত্বনা না করি মায় ?
সবার বিশ্বাস মনে, বিদাইতে গোরাধনে—
নারিবেন শচীদেবী গৃহে রবে রসময়।
কহিছেন প্রভু তবে ধরি মার পদদ্বয় ॥ ৭ ॥
"আমারে বিদায় কর যাই কৃষ্ণ অন্বেষণে।
কৃষ্ণ বিনা সুখ-শান্তি নাহি বিন্দু মোর মনে।"
পুত্র-ধর্ম্ম রক্ষাতরে, অসীম দৃঢ়তা ভরে,—
কহিলেন শচীদেবী নয়নে বহিছে জল,—
"যাও বাপ পাল ধর্ম্ম থেক কিন্তু নীলাচল ॥ ৮ ॥"
এতই বলিয়া দেবী পুনঃ ভেল অগেয়ান।
স্তবধ নিঃশ্বাস দেহে আছে কি না আছে প্রাণ।
তবে প্রভু ভক্তগণে, আলিঙ্গিয়া জনে জনে,—
জননী-জাহ্নবী বন্দি' নীলাচল পানে ধান।
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ প্রভু পাছে পাছে যান ॥ ৯ ॥
প্রভু কন,—"ধৈর্য্য ধর কৃষ্ণ ভজ গৃহে যাও,
জীবে দিব নাম শিক্ষা আমারে বিদায় দাও।"
"হা গৌরাঙ্গ বলি সবে, আবার পড়িল তবে,—
বিলাইতে প্রেম প্রভু চলিলেন নীলাচল।
প্রেমরসে গড়া তনু আবেশেতে ঢল ঢল ॥ ১০ ॥
জীবের মঙ্গল-তরে প্রভু আজ হেন দীন।
এ দৃশ্য হেরি না মোহে কে হেন হৃদয় হীন।
আর কতদিন তাঁরে, দাঁড়ায়ে রাখিবে দ্বারে,—
বারেক 'গৌরাঙ্গ' বলি ভিক্ষা সবে দেহ তায়,—
বালা বা আপনা কবে ঢালিবে সে রাঙাপায় ॥ ১১ ॥"

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী

# বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সারার্থ

**অন্যাভিলাষী**—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া যাহাদের হৃদয়ে অন্য কামনা আছে।

**অপরাবিদ্যা**—বিদ্যা দুইপ্রকার—পরা ও অপরা। যে বিদ্যার দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয় না, তাহা অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, তাহা পরাবিদ্যা বা ভক্তি।

**অনর্থ চারিপ্রকার**—(১) স্বরূপভ্রম—আমরা যে নিত্যকালই কৃষ্ণের দাস, তাহা ভুলিয়া আমাদিগের দেহকে "আমি" বুদ্ধি। (২)অসৎতৃষ্ণা—যে বস্তু চিরকাল থাকিবে না, তাহা লাভের জন্য পিপাসা। (৩) হৃদয়দৌর্ব্বল্য—মানসিক নানাপ্রকার দুর্ব্বলতা। (৪) অপরাধ—ভগবান্ বা ভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধ অর্থাৎ তাঁহাদিগকে এই জগতের বস্তুর ন্যায় মনে করা।

**অপ্রতিহতা**—যাহা প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

**অপ্রাকৃত**—যাহা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় যাহা মাপিয়া লইতে পারে না এবং যাহাতে গোলোকের বিচিত্রতা আছে।

**অসাম্প্রদায়িক**—যাহা কোন জাতি, দেশ, সমাজ, ব্যক্তি বা সঙ্কীর্ণ মতে আবদ্ধ নহে।

**অতীন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের অতীত।

**অভিজ্ঞান**—নিশ্চিত জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান।

**অন্ত্যজ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের বর্হিভূত।

**অবৈধ**—যাহা বিধি বা শাস্ত্রনিয়মের অনুমোদিত নহে।

**অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বা বিকার**—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভেদ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) পুলকাশ্রু ও (৮) প্রলয়। এইসকল অপ্রাকৃত ভাবের বিকার প্রকৃত প্রেমিক ভক্তগণের দেহে দৃষ্ট হয়।

**অহৈতুকী ভাব**—কোন হেতু বা নিজের লাভালাভের দিকে না তাকাইয়া একমাত্র ভগবানের সুখের জন্য।

**অশুল্ক দাসত্ব**—কোনরূপ বেতন বা পারিতোষিক গ্রহণ না করিয়া যে সেবা।

**অজ্ঞাত সুকৃতি**—কাহারও অজ্ঞাতসারে যে কৃষ্ণভক্তির যোগ্যতা লাভের জন্য সৌভাগ্যের উদয় হয়।

**অভিনিবেশ**—আসক্তি, অতিশয় মনোযোগ।

**অপ্রাকৃত কামদেব**—মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই অপ্রাকৃত বা অতিমর্ত্ত্য কামদেব, আর কাম প্রাকৃত বা মর্ত্ত্য কামদেব।

**অপবৈশ্যনীতি**—বৈশ্য বা ব্যবসায়ী দুইপ্রকার—সদ্‌বৈশ্য ও অপবৈশ্য। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বা গুরুবর্গের সেবার জন্য বাণিজ্য করেন, তাঁহারা সদ্‌বৈশ্য; আর যাহারা নিজেদের ভোগসুখ বা স্বার্থের জন্য ব্যবসায় করেন, তাহারা অপবৈশ্য এবং তাহাদের নীতিই অপবৈশ্য-নীতি।

**অপস্বার্থসিদ্ধি**—স্ব (নিজ বা আমার) অর্থ প্রয়োজন। প্রকৃত স্ব বা আত্মার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দেহ ও মনকে আমি মনে করিয়া উহাদের অর্থ বা প্রয়োজন অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগের অভিলাষ পরিপূরণ।

**অপবণিক**—অপবৈশ্য বা অপবণিক একই কথা। ভগবানের সহিত যাহারা অবৈধ বাণিজ্য করিতে চাহে, অর্থাৎ ভগবানের নিকট হইতে ভোগ-মোক্ষ-শান্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি লাভের জন্য যাহারা তাঁহার পূজার অভিনয় করে।

**অষ্টাঙ্গযোগ**—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধ্যান, (৭) ধারণা ও (৮) সমাধি।

**অন্তর্দ্ধানলীলা**—মহাপুরুষগণের অপ্রকটলীলা; এই জগৎ হইতে গোলোকে আরোহণ বা আত্মসংগোপন। সাধারণ জীবের জন্মমৃত্যুর ন্যায় শুদ্ধ বৈষ্ণব বা গুরুদেবের জন্ম-মৃত্যু নাই। তাঁহারা ভগবানের ইচ্ছায় জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য জগতে আসেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় অন্যত্র গমন করেন।

**আধ্যক্ষিক**—যাহারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ের অতীত ভগবানের বিষয় মাপিয়া লইতে সমর্থ বলিয়া অভিমান করে।

**আরামপ্রিয়তা**—শরীরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি আসক্তি। আরামকেই ভাল লাগে।

**আনুকূল্য**—যাহা অনুকূলে কৃত হয়, সাহায্য, সেবা।

**আত্মমঙ্গল**—আত্মার বা চেতনের মঙ্গল।

**আধ্যক্ষিক জ্ঞান**—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান আহরণ করা যায়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

**আনুসঙ্গিক**—প্রধান উদ্দেশ্য না হইলেও অন্যবিষয়ের সঙ্গেই যাহা লাভ হয়।

**আনুগত্য**—গুরু ও বৈষ্ণবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে সর্ব্বক্ষণ চলা।

**আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা**—( অধ্যাত্ম+ষ্ণিক্ ), মানসিক বা মনের বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃত বাস্তব লীলার ব্যাখ্যা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত বিষয়বিজ্ঞান নহে, মনঃকল্পিত ব্যাখ্যামাত্র।

**আচার্য্যবংশের অধস্তন**—গৌড়ীয় আচার্য্যগণের বংশধর। 'আচার্য্য' শব্দের অর্থ গুরুদেব বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিয়ামক, সংরক্ষক ও পালক।

**আম্নায়বিৎ**—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রুতি বা তত্ত্বজ্ঞান যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন।

**উজ্জ্বলা বুদ্ধি**—সুতীক্ষ্ণা সেবাবুদ্ধি।

**কর্ম্মী**—যাহারা কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা শান্তি ফল কামনা করে, কিংবা কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় অথবা কর্ম্মই পরমেশ্বর, ইহা মনে করে।

**কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ**—কৃষ্ণের তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত ও মায়া কি বস্তু, তাহা যিনি জানেন।

**কারণসমুদ্র**—বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক, তাহার বাহিরে কারণসমুদ্র অবস্থিত।

**কুটিনাটি**—"এই ভাল, এই মন্দ" মনের এইরূপ সঙ্কল্প ও বিকল্প। মানসিক কপটতাবিশেষ।

**কৈতব**—কপটতা।

**কামুক**—কামরিপুর বশবর্ত্তী ; নানা কামনার দাস।

**কর্ম্মজড়**—কর্ম্মের দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি জড়তালাভ করিয়াছে ; যাহারা কর্ম্মকে পরমেশ্বর মনে করে।

**কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু**—কৃষ্ণপ্রেমের যে আনন্দ, তাহা অপার, অনন্ত, অতল ও নবনবায়মান চমৎকারিতাযুক্ত বলিয়া তাহাকে সিন্ধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

**কেবলাদ্বৈতপর**—'জীব' বলিয়া কোন বস্তু নাই, সকলই কেবল 'ব্রহ্ম' অথবা 'জীব' ও 'ব্রহ্ম' এক ; ইহাই কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার, তদনুরূপ বাক্য।

**কালকূট**—কাল ( জীবনকাল ), কূট ( নষ্ট করা ); যাহা সেবন করিলে জীবনীশক্তি নষ্ট হয়, এইরূপ সুতীব্র বিষ।

**কল্পতরু**—অভীষ্ট ফলদানকারী বৃক্ষ। যে বৃক্ষের নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

**খণ্ডন**—যুক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত বলিয়া প্রমাণকরণ।

**গতানুগতিক**—প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তী, সনাতন, নিত্য।

**গণগড্ডালিকা**—যে লোক-সমষ্টি অন্ধভাবে অপরের দেখাদেখি কার্য্য করিয়া থাকে।

**গুরুভোগস্পৃহা**—গুরুদেবের অহৈতুকী সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার দ্বারা নিজের কোন জাগতিক কামনা পরিপূর্ণ করিবার ইচ্ছা।

**গণবাদ**—জনসাধারণের মতবাদ।

**জড়-অহঙ্কারী**—পৃথিবীর অহঙ্কারে মত্ত।

**জীবাত্মা**—জীব+আত্মা; শুদ্ধজীব। জীবাত্মা ভগবানের অতিক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ।

**জ্ঞানী**—যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যাইতে চাহেন। যাঁহারা বলেন 'জীব' বলিয়া কোন বস্তু নাই, সবই ব্রহ্ম, এই জগৎ মিথ্যা, ভগবানের সেবা বা ভক্তি নিত্য নহে, উহা একটী সাময়িক মাত্র।

**জড়রস**—এই জগতের ভোগ বা সুখ।

**জড়-সাহিত্যিক**—যাঁহারা কথাপূর্ণ সাহিত্যের চেষ্টা করেন।

**জড়-প্রতিষ্ঠাকামী**—যাঁহারা জাগতিক সম্মান কামনা করেন।

**তামস**—খল; তমোগুণসম্পন্ন; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিনগুণ। তন্মধ্যে তমোগুণের দ্বারা নিদ্রা, আলস্য, খলতা, কপটতা, ব্যভিচার প্রভৃতি বৃত্তির উদয় হয়।

**তথাকথিত সমন্বয়বাদী**—যাহারা প্রকৃত সমন্বয়বাদী নহে, কেবলমাত্র মুখে নিজদিগকে 'সমন্বয়বাদী' বলিয়া দাবী করে; যাহারা সৎ ও অসৎ, চেতন ও অচেতন, মায়া ও ভগবান্ সব একাকার করিয়া থাকে।

**তত্ত্ববস্তু**—পরমেশ্বর।

**তত্ত্ববিরোধ**—'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ যথার্থ বা স্বরূপ, তাহার বিরোধন বা শত্রুতা অর্থাৎ প্রতিকূল বিচার। ( ক্রমশঃ )

সংগ্রাহক—

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

# সদ্‌গুরু ও অবতার

অগ্রপশ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতারণমিতি অবতারঃ ॥

নিত্য বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে যে নিত্যবিষ্ণু-বিগ্রহ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁহাকে 'অবতার' বলে। শ্রীভগবান্ কোন্ কোন্ যুগে কি কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন, তাহা বেদে, ভাগবতে, মহাভারতে, রামায়ণে ও পুরাণে বহুপূর্ব্ব হইতেই বর্ণনা আছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র আসিবার প্রায় ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বেই রামায়ণের যাবতীয় কাহিনী মহামুনি বাল্মীকি-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কলিযুগে বুদ্ধ ও কল্কি অবতার ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই যুগাবতার। এতদ্ব্যতীত কোন অবতার কলিযুগে নাই, ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই কলিযুগে নিজে ভগবান্ বা অবতার বলিয়া প্রচার করেন, তিনি বঞ্চক ও মহাভণ্ড এবং কৃত্রিম অবতার জানিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে,—কলিতে বহু নকল-অবতার প্রকাশ পাইবে। নকল-অবতার, নকল ভগবান্, কৃত্রিম সাধু, ভণ্ড গুরু কলিতে স্থানাধিকার করিয়া মানবগণকে ধর্ম্মচ্যুত করত অন্ধকার নরকের পথে নিক্ষিপ্ত করিবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ২।৫৪ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্?

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহার লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন? কিরূপে অবস্থান করেন? কিরূপে চলেন? অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সাধু বা গুরু কিনা? তাঁহার চাল-চলন, হাবভাব, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপ, আলোচনা, সঙ্গপ্রসঙ্গ, গতি-প্রগতি ও আচার-ব্যবহারাদি কিছুদিন লক্ষ্য করিলে প্রকৃত সাধু, কি অসাধু নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। যিনি সর্ব্বদা শ্রীহরিসেবা ও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ শরণাগত, তিনিই প্রকৃত সাধু বা গুরু। সাধু ও অসাধু চিনিতে না পারিলে, সীতাদেবী যেমন ছদ্মবেশী রাবণকে সাধু মনে করিয়া বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন, ঐরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে—যদি ভ্রমবশতঃ অসৎ ব্যক্তিকে সাধু মনে করিয়া বা লঘু ব্যক্তিকে গুরু ভাবিয়া শরণাপন্ন হওয়া যায়। গৃহাসক্ত অবৈষ্ণব ও মায়াবাদীকে গুরু করিলে সমস্ত জীবনটাই বিষময় হইয়া উঠিবে। উদ্ধারের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। লঘু-ব্যক্তিকে গুরু করিলে বা মানুষকে 'অবতার' বলিলে ঘোরতর অপরাধ হয়। এমন কি, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভগবানের সমান মনে করিলে পাষণ্ডত্ব লাভ করিয়া

নরকে গমন করিতে হয়। পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কখনও দরিদ্র হন না। ভগবান্ নারায়ণকে দরিদ্র বিশেষণ দিলে শ্রীভগবানের চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ ঘটে। উহা জীবের পক্ষে মহা অমঙ্গলদায়ক।

জীব কখনও নারায়ণ বা অবতার হইতে পারিবে না। সে চিরকালের জন্য ভগবানের সেবক। ক্ষুদ্র জীব দূরে থাকুক, ব্রহ্মাদি দেবতাগণও কোনদিন ভগবানের আসনের অধিকারী হইতে পারে না। যাহারা নিজকে ভগবান্ বা অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহারা অসুর। সেইসকল অসুরকে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ আসুরিক যোনিতে নিক্ষেপ করেন এবং তাহারা নিজ কর্ম্মফলে নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। যে-সকল জীব নিজকে ভগবান্ মনে করিয়া পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে না, তাহারা স্বীয় পাপ ও কর্ম্মফলে দরিদ্র হইয়া কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী নরাধম পাপীষ্ঠ পাপকর্ম্মফলে ঐ সকল দুঃখ পায়। তাহাদিগকে ভগবান্ বা অবতার বলা মহাপরাধ। বর্ত্তমান সমাজে গণভোটের দ্বারা অবতার, গুরু ও ভগবান্ নির্ণয় করা হইতেছে। শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খের গণভোটের দ্বারা কখনই অবতার, গুরু, ভগবান্, মহাত্মা, মহাজন বা মহাপুরুষ নির্ণয় হইতে পারে না। এ বিষয়ে বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণাদি একান্ত আবশ্যক। আমরা মনে করি, মেস্‌মেরীজম্, হিপ্‌নোটিজম্, থট্‌রিডিং, জ্যোতির্বিদ্যা, যাদুবিদ্যা বশীকরণ ইত্যাদি কিছু আশ্চর্য্য ক্রিয়া-কলাপাদি দেখাইতে পারিলে তাহাকে অবতার বা গুরু বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সকল দ্বারা উচ্চশিক্ষিত ও নামজাদা জনসমাজকে মোহগ্রস্ত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত সাধু বা পণ্ডিতগণের নিকট অথবা পরমার্থরাজ্যে উহার কোন মূল্য নাই। ঐ সকল বিদ্যাদ্বারা কখনই গুরু, মহাত্মা, মহাজন, ভগবান্ বা অবতার হওয়া যায় না। অবতারগণ কখন এ জগতে অবতরণ করেন? —যখন বিশ্বমানবগণ বেদের প্রতি, দেবতার প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়, তখনই অবতারগণ আবির্ভূত হন। স্বয়ং ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।৭-৮)

এই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই একমাত্র যুগাবতার। শ্রীহরিনাম-

সঙ্কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। কলিসন্তরণোপনিষদ্ ও ভাগবতাদি শাস্ত্রে ইহা প্রমাণিত আছে। ষোলনাম-বত্রিশঅক্ষর ব্যতীত অন্য কোন মানবকল্পিত ছড়াপদ কীর্ত্তনের দ্বারা কলিজীবের মঙ্গল হইবে না। নিত্যসিদ্ধ বিষ্ণুপার্ষদকেই গুরু বলে। মায়াবদ্ধ জীব, মায়াবাদী, নিরাকারবাদী, মাদকদ্রব্যসেবী, মৎস্য-মাংস-ভোজী, শ্রীনাম-বিক্রয়ী, মন্ত্র-বিক্রয়ী, শিষ্য-ব্যবসায়ী কখনও গুরু নহেন। এই সমস্ত অসদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র লইলে নরক গমন করিতে হয়। বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে। আচার-বিহীন, নীতি-বিহীন অসচ্চরিত্র লোকের কীর্ত্তনাদি যতই শ্রুতিমধুর হউক না কেন, উহা শ্রবণ করিতে নাই। ঈশ্বরানুভূতিসম্পন্ন নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎ-পার্ষদকেই সদ্‌গুরু বলে। তিনি জন্মযোগী। মায়ামোহমুক্ত তিনি, শব্দব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম-নিষ্ণাত তিনি, তত্ত্ববেত্তা ও কৃষ্ণগতপ্রাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ( ভাঃ ১১।৩।২১ )

সদ্‌গুরু কৃষ্ণমন্ত্র ব্যতীত শিষ্যকে অন্য কোন মন্ত্র দান করেন না বা তিনি অন্য দেবতার উপাসনাও করেন না। আমিষভোজী, মাদকসেবী, অনাচারী ব্যক্তিকে যিনি শিষ্য করেন না এবং যাঁহার কনক-কামিনী ও অর্থাদির প্রতি লোভ নাই, তিনিই সদ্‌গুরু। শাস্ত্রে তাঁহারই চরণাশ্রয় করিবার উপদেশ করিয়াছেন। "সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য—এ তিনে করিয়া ঐক্য।" সাধু ও গুরু শাস্ত্রের কথা বলিবেন। যদি শাস্ত্রের বাহিরে কিছু বলিতে যান অথবা নিজের মনগড়া কথা বলেন, তাহলে তিনি গুরুপদবাচ্য নহেন। এইরূপ সদ্‌গুরু বর্ত্তমান জগতে দুর্ল্লভ। আজকাল কেহ শাস্ত্রের নিখুঁত সত্যকথা বলিতে চাহে না। সদ্‌গুরু সম্বন্ধে শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়াছেন,—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভ সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকাঃ॥ ( পুরাণবাক্য )

সুতরাং শিষ্যের যাবতীয় পাপ বিনাশকারী এবং নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদ্‌গুরু এ জগতে বিরল।

—শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী

# জ্যোতিষশাস্ত্র—বেদাঙ্গ, ভ্রান্ত নহে

কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত সকল মানবগণকেই সুখ-দুঃখের মালা পরিয়া কখনও হাসির জোয়ারে ভাসিতে হয়, আবার কখনও কান্নার সাগরে হাবুডুবু খাইতে হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ নরমাত্রই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দাস। তবুও জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে কিছুকালের জন্য ভুলিয়া থাকিবার জন্য সকলেই সর্ব্বদা ভাগ্যদেবীকে সুপ্রসন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কেহই বিড়ম্বিত ভাগ্যের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহেন না। যন্ত্রণা ভোগ করিবার চিন্তা মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ভীত-চকিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হন। তাই রাশি রাশি দুঃখ-কষ্টের দাবদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন।

মানব-সভ্যতার উন্মেষের প্রাথমিক লগ্ন হইতে একদল প্রজ্ঞাবান্ ও প্রতিভাসম্পন্ন ঋষি জ্যোতিষশাস্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া কঠোর ও দুস্তর সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনালব্ধ সিদ্ধিফল অমৃত-স্বরূপ। তাঁহাদের কৃপায় কতই না নর-নারী যুগ যুগ ধরিয়া জগতে নিজেদের বিড়ম্বিত ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করিয়া জড়সমৃদ্ধির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাঁহাদের ধ্যানলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যে-সকল সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, আজ কোটী কোটী বৎসর পরেও তাহা সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে হতবাক্ করিয়া দিতেছে। তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য "Jackaloyet" সাহেব তাঁহার "Bible In India" নামক গ্রন্থে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—"হে পরমেশ্বর! পূর্ব্বকালের আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় আমাদের দেশকেও উন্নত কর।"

জ্যোতিষশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি স্থূল ধারণায় প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের বস্তুতান্ত্রিক যুগের মানব স্বভাবতঃই তাহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন। স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব সহজে বুঝিতে চাহে না,—জড়বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যতীত প্রজ্ঞা ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের কোন স্থান নাই। জড়বিজ্ঞান তাহার স্থূল যন্ত্রপাতি লইয়া সৃষ্টির রহস্য কতটুকুই বুঝিতে বা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছে? জীবগণের জন্ম-মৃত্যু, আত্ম ও অনাত্মবস্তুর কতটুকু রহস্যই বা সে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে। জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব পিতৃপুরুষগণের (আর্য্য ঋষিগণের) অবদানের কথা ভুলিতে বসিয়াছে

—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ তথ্যের বাস্তবতা স্বীকার করিয়া দার্শনিক Dugald Stenoart তাঁহার "Outlines of moral Philosophy" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"যে দার্শনিক জিজ্ঞাসা এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান আমরা লাভ করেছি সবই অতীতের জ্ঞান থেকে ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে পরিণত হয়েছে।" অপর এক দার্শনিক Voltaire বলিয়াছেন,—"একটী অদৃশ্য শক্তি আছে, যা আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে চলে, তা আমাদের হিসাব মত চলে না।" দার্শনিক Emersonও ঐ একই অদৃশ্য শক্তির কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বেদের ৬টী অঙ্গ আছে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। শাস্ত্র "বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষম্" বাক্যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে 'বেদের চক্ষুস্বরূপ' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। নারদ-পঞ্চরাত্রও "ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ" বাক্যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বেদের ষড়ঙ্গের একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ভগবানের পর্ব্বমহোৎসবাদির সময় নির্দ্ধারণাদি, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণাদি ও তিথি প্রভৃতি যদ্দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহার নাম জ্যোতিষ। জ্যোতিষশাস্ত্র ২ ভাগে বিভক্ত—(১) গণিত জ্যোতিষশাস্ত্র ( Astronomy ), (২) ফলিত বা ব্যবহারিক জ্যোতিষশাস্ত্র ( Astrology )। The Science of the Sun, Moon, Stars and Planets কে Astronomy বলা হয়। নক্ষত্র দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিবার শিক্ষাকে Astrology বা Practical Astronomy বলা হয়। "The study of the stars to foretell what will happen is called Astrology."

বেদের অন্যতম অঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্রের বাস্তবতা অস্বীকার করিবার পিছনে কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। এক জ্যোতিষীকে নিজ-পূর্ব্বপরিচয় জিজ্ঞাসার দ্বারা স্বয়ং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ অপনোদন করিয়াছেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আর দিনে জ্যোতিষ সর্ব্বজ্ঞ এক আইল।
তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
কে আছিলুঁ পূর্ব্বজন্মে আমি, কহ গণি'।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি'॥

( চৈঃ চঃ আদি ১৭।১০৩-১০৪ )

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণের নিমিত্ত যদুকুল-পুরোহিত গর্গাচার্য্য নন্দালয়ে আগমন করিলে নন্দ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন,—

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাৎ যত্তজ্‌জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্॥ (ভাঃ ১০।৮।৫)

"হে মুনিবর! এই যে জ্যোতিষশাস্ত্র যাহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুরও জ্ঞান জন্মে, তাহা আপনারই প্রণীত। মানব এই শাস্ত্রবলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান জন্মে সেই কর্ম্মের ভাবিফল জানিতে পারেন।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর উপরিউক্ত শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

"বালকদ্বয়-নাম করণার্থং প্রার্থনা-বীজং সৃজন্নাহ। জ্যোতিষাং গ্রহাদীনাম্ অয়নং জ্ঞাপকং জ্যোতিঃ শাস্ত্রং যদ্‌যতঃ অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ভবেত্তদ্ভবতা জ্ঞায়ত ইতি কিং বক্তব্যং ত্বয়া প্রণীতং কৃতং যেনান্যোঽপি পুমান্ পরমুত্তরকালভাবি বস্তু অপরং পূর্ব্বকালভূতং বস্তু বেদ জানাতি তেন বার্দ্ধকে মম জাতস্য পুত্রস্য জন্মলগ্নাদিকং বিচার্য্য হস্তপাদাদিলক্ষণঞ্চ দৃষ্ট্বা ভদ্রাভদ্রাদিকং কথনীয়মিতি ভাবঃ।" সনাতন শাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ঋষিগণের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন,—

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রিঃ পরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
রোমকঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশ চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকাঃ॥

"সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, রোমক, পৌলিশ, চ্যবন, যবনাচার্য্য, ভৃগু ও শৌনক—এই ১৮ জন জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" এই গীতোক্ত শ্লোকে নিজেকে "লোকক্ষয়কারী কাল" বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই অনাদি অনন্ত মহাকালের অধীনে প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ক্রমান্বয়ে অসংখ্যবার সাধিত হইতেছে। মায়ামোহিত বদ্ধজীবগণ কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে সক্ষম হয় না, কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণ কাল-মায়াতীত বলিয়া কখনও কালের প্রভাব তাঁহাদের উপর পতিত হয় না। ভগবানের সমগ্র সৃষ্ট পদার্থ প্রমাণ করে,—মহাকাল স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রবর্ত্তক ও রক্ষক। আকাশে গ্রহমণ্ডলের আবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয় পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্যাদি সকলই নিয়মানুবর্ত্তক। নিয়মানুবর্ত্তিতা না থাকিলে

আমগাছে তেঁতুল হইত, সূর্য্য প্রত্যহ পূর্ব্বদিকে উদিত না হইয়া যে কোন দিকে উদিত হইতে পারিত, গ্রহগুলি হয়ত' যে দিকে ইচ্ছা ছড়াইয়া পড়িত। ফলকথা যাবতীয় সংসারময় এক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ লণ্ডভণ্ডের অভিনয় হইতে থাকিত। ভগবৎস্বরূপ শৃঙ্খলাময় কালকে অবগত হইলে ভূত-ভবিষ্যৎ সকলই অবগত হইতে পারা যায়, কারণ শৃঙ্খলাপূর্ণ কালের গর্ভে উহাদের অবস্থান। ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণ কালের যে কোন একটী মুহূর্ত্তের তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা যুগ যুগ পূর্ব্বের কথা এবং যুগ-যুগান্ত পরের কথা অবগত হইতে পারিতেন। স্থূল মূর্ত্তকালের সাহায্যে ঋষিগণ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট থাকে বলিয়া সাধু-মহাপুরুষগণের ভবিষ্যদ্‌বাণী মানবের জীবনে সত্য হইতে দেখা যায়। মানবের ভবিষ্যৎ যে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ( pre-arranged ), তাহা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। মহামতি অর্জ্জুন লোকক্ষয়কারক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করিয়া দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন,—"ময়া হতাস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা" অর্থাৎ "আমা-কর্ত্তৃক সকলেই হত হইয়া আছে, অতএব তুমি এই যুদ্ধে গুরুজনাদি বধ-জন্য দুঃখ পরিত্যাগ কর।" গীতার অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন,—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! আমার দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই সকলেই নিহত হইয়া আছে, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।" উক্ত গ্রন্থের অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলেন,—"ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে, যেঽবস্থিতা প্রত্যনীকেষু যোধাঃ" অর্থাৎ "হে পার্থ! তুমি যুদ্ধ না করিলেও সম্মুখে অবস্থিত যোদ্ধাগণ কেহই থাকিবে না।"

স্বাভাবিকভাবে একটী প্রশ্ন আসিতে পারে,—"ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনীয় কি না?" ভবিষ্যৎ যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে কপালে যাহা লিখা রহিয়াছে তাহাই ঘটিবে। "ভবিষ্যৎ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আবার পরিবর্ত্তনশীল" বলিলে স্ব-বিরোধী বাক্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

"ভবিষ্যৎ অপরিবর্ত্তনীয়" হইলে জ্যোতিষশাস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহা হইলে জ্যোতিষীর নিকটও যাওয়া বৃথা। কারণ যাহা হইবার তাহা ত' হইবেই, জ্যোতিষীর নিষ্ফল সাবধান-বাণী ও সতর্কতা শুনিয়া কিছু লাভ হইতে পারে না কিংবা জ্যোতিষী-উপদিষ্ট গোমেদ-প্রবালাদি ধারণ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাও থাকিতে পারে না। "ভবিষ্যৎ অপরিবর্ত্তনীয়" বলিলে

ভৃগু-জৈমিনী-পরাশর-গর্গাদি প্রভৃতি মহাজ্ঞানী মহর্ষিগণের বহু আয়াস-সাধিত জ্যোতিষশাস্ত্র অবিবেচনাপ্রসূত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তাহা জনগণের ক্ষতির কারণ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বেদাঙ্গ ভ্রান্ত হওয়ায় বেদও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

তবে কি বলিতে হইবে "ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনীয়?" এক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধান কোথায়? কারণ যে ভবিষ্যৎ অনবরতই পরিবর্ত্তনশীল, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যাহা গণনা করিয়া দিব তাহা ( কর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারা ) পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। কারণ অনবরত জীবগণ কর্ম্ম করিতেছে। ইহাতেও জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ব্যর্থ হয়। কেহ আর জ্যোতিষীর কাছে যাইবে না, কারণ তাহার যাবতীয় ভবিষ্যৎই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

"ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনীয় কিনা" এই সার্ব্বজনীন প্রশ্নটী অত্যন্ত সমস্যাপূর্ণ বলিয়া "তাবচ্চ শোভতে·····যাবচ্চৈব ন ভাষতে"—নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক মৌন থাকা শ্রেয়স্কর নহে। কারণ অসীম জ্ঞান-সম্পন্ন আর্য্যঋষিগণ যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বিন্দুমাত্রও অসার ও অমীমাংসিত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় পণ্ডিত পরিষদের সভাপতি এবং "পি, এম, বাক্‌চি পঞ্জিকা"র সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী মহোদয় "জ্যোতিষ ও প্রশ্ন-বিজ্ঞান" গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"দৈব বা ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনীয় কিনা, আলোচনার পূর্ব্বে দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। দৈব ও পুরুষকারের সাহায্যে মানবের ভবিষ্যৎ ফলবতী হয়। পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মের কৃত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মই ( পুরুষকার ) পরিণতি লাভ করিয়া দৈব ( ভাগ্য ) নামে আখ্যাত হয়। স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন, যথা "হেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ। তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং নাধিগচ্ছতি॥"—যেমন একটী চক্রের সাহায্যে রথের গতি সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার বিনা কেবল দৈবের দ্বারাই কোন কার্য্য সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক আছে। ( ক্রমশঃ )

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

# শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৯ পৃষ্ঠার পর ]

কি ব্যাপার? এঁরা সব অবতার। আর অবতারী ভগবানের স্তব-স্তুতি করলেন কোথায়? 'দশাবতার-স্তোত্রম্' রচনার পর কবি জয়দেব কৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করতে ভুলে যাননি। পরেই তিনি স্তব করেছেন একসঙ্গে। সমস্ত দশাবতারকে সংক্ষেপ করে তিনি বললেন,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন—সকল অবতারের মূলপুরুষ তুমি অবতারী, তোমায় প্রণাম জানাই। বিচারের বিষয়। ব্রহ্মাজী "শ্রীগোবিন্দ স্তব" করছেন, তার ভিতরে এক জায়গায় বলছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

হে আদিদেব গোবিন্দ! আমি তোমায় ভজনা করি। রাম, নৃসিংহ, বামনাদি অবতার। এঁরা অবতারী নহেন। এঁদের উপরওয়ালা হলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সেইকথাই ত' শাস্ত্রে বলা আছে। সুতরাং একই ব্যক্তি যদি বার বার Stage-এ Part play করতে আসেন, তাহলে তিনি নূতন ভাব দেখালেও তিনি অতিপ্রাচীন, সুপ্রাচীন। সেইকথাই যুক্তি দিয়ে বুঝান হয়েছে। কৃষ্ণ তত্ত্বটাই হল মূলতত্ত্ব। তাঁকে আশ্রয় করে অনন্ত বিশ্ব, সমস্ত অবতার, সমস্ত দেবদেবী, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবকিছু। বিষ্ণুযামল-সংহিতার মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন,—

যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ।
সর্ব্বে গ্রহাস্তরণিসোমকুজাদিমুখ্যা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যাঁর পূজা করলে সমস্ত বিবুধগণ, দেবতাগণ, পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হন,

'তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ'—ঋষিগণ সন্তুষ্ট হন, লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন, সমগ্র গ্রহশান্তি হয়ে যায়, পৃথক্ করে আর নবগ্রহ-শান্তির প্রয়োজন হয় না, সেই গোবিন্দকে ভজনা করি। ভাগবতের মধ্যে বেশ যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝান হয়েছে।—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত বৃক্ষ পল্লবিত, ফলফুলে সুশোভিত হয়। গ্রীষ্মের দারুণ নিদাঘে সব জলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে জলের অভাবে। সেইসময় যদি আমি গাছের পাতায় একটু একটু জল ছিটিয়ে দিই, তাহলে কি গাছকে বাঁচান যাবে? যাবে না। মূলেতে জল ঢালতে হবে। "মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকর।" সেই কথাই যুক্তি দিয়ে বুঝান হয়েছে। সমস্ত দেবদেবীর মালিক, উপরওয়ালা যিনি 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রণীতে প্রীণীতং জগৎ।" তাঁর উপাসনা করলে সব দেবদেবী সন্তুষ্ট হন, পৃথক্ করে আর কারও উপাসনার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বাস ত' আমাদের নাই। পাছে কোন দেব-দেবী অসন্তুষ্ট হয়ে যান, সেইজন্য আমরা সব দেবদেবীর শ্রীচরণে একটু করে ফুল-চন্দন দিয়ে যাচ্ছি। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'—বুঝতে পারি না ত' আমরা জিনিসটা। ভগবানে যে নিষ্ঠা—ঐকান্তিকতা সেটা এইরূপ শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উল্টোপাল্টা করে ফেললে ত' হবে না। 'প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং'—প্রাণে আহার দিলে সঞ্জীবিত হয় শরীরটা, সুস্থ থাকে। তা করব না।

একটা গল্প আছে, আপনারা জানেন। সে গল্পের মত আমি এটা বলছি। আমি কতকগুলো অন্নপ্রসাদ নিয়ে চোখে, নাকে, কানে গুঁজে দিলাম। তাহলে মানুষটা বাঁচবে ত'? তার কি ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে, তুষ্টি-পুষ্টি হবে? হবে না। মুখে আহার দিতে হবে, তবে সব ঠিক আছে। 'তথৈব সর্ব্বার্হণ-মচ্যুতেজ্যা'—তদ্রূপ হল ভগবান্ অচ্যুতের সেবাপূজা। তিনি হলেন মূলীভূত কারণ। হরিনাম আমরা করি। এটা হরিনামের আসর। ভাগবত আলোচনা মানে হরিনামের আসর। ভাগবত মানেই হল শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা। হরিনাম যদি ঠিক ঠিক সুষ্ঠুভাবে উচ্চারণ করতে হয়, তাহলে শাস্ত্রে বর্ণিত ১০ রকমের নামাপরাধ বর্জ্জন করে হরিনাম কর। তবে তোমার উচ্চারিত নামের বাস্তব ফল দেখা যাবে। কি রকম দশবিধ নামাপরাধ? ও বিচার ত' আমরা করি না, জানি না। সবাইয়ের মুখে

আছে, আরে দিনান্তে একবার কেষ্ট, বিষ্টু বলে তাঁকে ডাক। এতই সস্তা!

মুনি-ঋষিগণ যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায়??

দিনান্তে মুখে একবার বলে দিলাম, হয়ে গেল! একি ফাঁকি দেওয়ার জিনিস? তাঁর স্বরূপ লক্ষণ শোন। সেটা কি? 'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।' দশ-অপরাধ বর্জ্জন করেন শ্রীনাম গ্রহণ করার বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এই অপরাধগুলি বর্জ্জন করে নাম করলে তবে নামে প্রেমোদয় হবে। তা না হলে হবে না। এ জিনিসটা হল কুপথ্য। যেমন, রোগী যদি ঔষধ ও পথ্য ঠিকমত সেবন করে, কিন্তু কুপথ্যগুলিও করে, তাহলে তার রোগ সারবে না। এই যে কুপথ্য, একেই বললেন অপরাধ। ভগবন্নাম ঠিক ঠিকভাবে, যথাযথভাবে করতে গেলে এই দশ অপরাধ পরিত্যাগ করতে হবে। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার রয়েছে। সেই অপরাধ জেনে, শুনে, বুঝে নিয়ে আমাকে ওটা পরিত্যাগ করে নাম করার চেষ্টা করতে হবে। চেতন-জিহ্বায় এই শ্রীনাম উচ্চারিত হবে। জড় জিহ্বায় এই অপ্রাকৃত শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না। সে ভাবটা আমার ভিতরে আসা চাই। সেইজন্য শাস্ত্রে বললেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

সেবোন্মুখ জিহ্বায়, অপ্রাকৃত জিহ্বায় সেই নাম উচ্চারিত হবেন, সেই নাম নৃত্য করবেন। এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। মশায়! আমি ত' নাম করব, তা অপরাধ সব ছাড়া যায় না, কি করে অপরাধ ছাড়ব? সত্যি কথা, চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই। সেইজন্য বললেন,— তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাও। সেই নামপ্রভুর কাছে তুমি কাতর প্রার্থনা কর—হে প্রভু! আমি যেন তোমার নাম যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে পারি, তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, ক্ষমতা দাও, শক্তি দাও। তবে শক্তি পাওয়া যায়। আমাকে ত' চাইতে হবে, তা না হলে কিছু হচ্ছে না। সেইরকম অপরাধের কথা শাস্ত্রে বলা আছে।—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

'সতাং নিন্দা', প্রথমেই সাধুনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা, গুরুনিন্দা, শ্রীনামগ্রহণ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া—এইরূপ দশরকম নামাপরাধের কথা

শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটা অপরাধ আমি আলোচনা করছি—যেটা আমার বক্তব্য বিষয়। সে নামাপরাধটা হচ্ছে শ্রীভগবানের নামের সঙ্গে অন্য কোন আধিকারিক দেবদেবীর নামকে মিশিয়ে ফেলবে না, তাহলে ভুল হবে। নামেতে কোন ফল পাবে না। জিনিসটা আপনাদের জেনে রাখা উচিত।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

সব নাম এক করা চলবে না। এ আবার কি কথা! এ ত' কোনদিন শুনি নাই। আমরাও ত' বাচ্চা বয়সে শুনি নাই। পরে শুনলাম সৎসঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করে। তবে ত' এ জিনিসটা খুঁজে পেয়েছি। সেখানে লেখা আছে এ কথাটা। এক সিংহাসনে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি এবং আধিকারিক দেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা নিষেধ আছে। অপরাধ হবে। আপনারা শুনেছেন কিনা, জেনেছেন কিনা?—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

ভগবানের নামের সঙ্গে অন্য দেবদেবীর নাম যদি এক করে ফেলি, তাহলে অপরাধ হবে। আমরা ত' কিছু জানি না। দিনান্তে একবার ডাকলে হবে তাঁকে। তাহলে আর 'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়'—কথাটা আসছে কেন? 'নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন'—কথাটা এসেছে। 'নিরপরাধে' শব্দটা ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং এটা Conditional—শর্তসাপেক্ষ। শ্রীভগবানের যে কৃপা, সেটা কোন সস্তার জিনিস নয়। সেকথা বলা আছে। আবার ভক্তের পক্ষে যে শরণাগতি, আত্মসমর্পণ, এটাও কোন শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার নয়। সেইজন্য দুটো কথা লেখা আছে। Surrender-শব্দে যেখানে আত্মসমর্পণ অর্থ, সেখানে বললেন—Unconditional Surrender। প্রাকৃত জগতের কোন শর্ত নাই সেখানে। ভক্তের স্বাভাবিক যে হৃদয়ের বৃত্তি সেটাই তিনি ভগবানের কাছে হাজির করছেন। একেই বলে শরণাগতি। আর শ্রীভগবান্ যে আমাদের দয়া করছেন, সেটাকে কি বলবেন?—তাঁর যে দয়া—Mercy, সেটাকে বলছেন Causeless। সেখানে কোন হেতু নাই। ভগবান্ কেন ভক্তকে দয়া করেন, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ভগবানেরও নাই। আর ভক্ত কেন ভগবানকে ভালবাসেন, তিনিও বুঝাতে পারবেন না এটা। এটা উভয়ের আন্তরদর্শনের ভাব বিনিময়। বুঝাবার ক্ষমতা নাই।

একজনকে খেতে দিয়েছেন, খেলে পরে কেমন পেট ভরল, সেটা তিনি বুঝাতে পারবেন না। যিনি খেয়েছেন তিনি বুঝাতে পারবেন। অপরকে বুঝাবার বিষয় নয়। শ্রীভগবানকে ভালবাসাও এই রকম ব্যাপার। ভগবানের যে নাম আমরা করব, সেটা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হয়ে করতে হবে। কে ভগবান্? তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধটা যুক্ত আছে, সে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় যদি না হয়, তাহলে সেই ভগবানকে কি করে আমি ডাকতে পারি এবং তিনি কি করে ডাকে সাড়া দিতে পারেন? বিচারের কথা। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায়ের শেষের দিকে একটা শ্লোক আছে। যেখানে বলা হচ্ছে—কৃষ্ণের সখাগণ দাবাগ্নি থেকে বেঁচে গেল। আপনারা জানেন ঐ উপাখ্যান। দাবাগ্নি পান করেছিলেন ভগবান্ কৃষ্ণ। দাবাগ্নি পান করা মানে কি?—সংসারে দাবদগ্ধ হয়ে আমরা কষ্ট পাচ্ছি সবসময়। ভগবান্ সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন আমাদের, ফলে আমাদের শান্তিলাভ হচ্ছে। সেই প্রেমময় যে ভগবান্, তিনি যদি আমাদের উপরে না থাকেন, তাঁর শুভেচ্ছা, শুভাশীর্ব্বাদ যদি আমরা না পাই, তাহলে এক পা-ও চলবার উপায় নাই—সেইকথা শিক্ষা দিয়েছেন ওখানে।

দাবাগ্নি যখন আক্রমণ করেছে, গোবৎস, গাভী সব সেই দাবাগ্নির মধ্যে পড়ে গেছে, তখন সখাগণ কান্নাকাটি করছেন,—হে কৃষ্ণ! বাঁচাও বাঁচাও। কৃষ্ণ তাদের রক্ষা করেছেন। সবসময় তিনি রক্ষাকর্ত্তা—Wholetime Guardian। অনন্ত বিশ্বের সকলের Guardian তিনি। তথাপি ভুল ত' আমরা করি। Guardianকে Guardian বলে মানতে চাই না। সেইজন্য ভগবান্ মাঝে মাঝে টোকা মেরে শিখিয়ে দেন—ওগো আমাকে ভুলছ কেন? আমি যে আছি একজন, আমি ভুলবার পাত্র নহি। তাই মাঝে মাঝে বিপদ-আপদ এসে হাজির হয়, তাঁর কথা স্মরণ করার জন্য। এই কথা রয়েছে এর ভিতরে। যখন সখাগণ বেঁচে গেলেন, কৃষ্ণ যখন দাবাগ্নি পান করে নিয়েছেন, তখন সখাগণ বলছেন,—জান আমরা মরি নাই কেন?—আমরা অমর কৃষ্ণের সখা, সেজন্য আমরা মরি নাই। এখানে কি সখাগণের কোন অহঙ্কার প্রকাশিত হয়েছে?—না, কোন জড় অহঙ্কার প্রকাশ পায় নাই। এর মধ্যে কি ব্যাপার আছে, সেটাই বুঝবার বিষয়।

পূজা করতে যাচ্ছি ঠাকুরের, ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছি, খাওয়াতে যাচ্ছি, ঠাকুর আমার হাতে খাবেন কেন, পূজোপহার গ্রহণ করবেন কেন? আমি যে তজ্জাতীয় বস্তু—এটা যতক্ষণ উপলব্ধি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠাকুর আমার

দেওয়া জিনিস খেতে পারেন না, পূজোপহার গ্রহণ করতে পারেন না। এটা আইনের কথা। স্মৃতিশাস্ত্রে ভূতশুদ্ধির কথা আছে। হে ঠাকুর! আমি কিছু জানি না, বুঝি না, তোমায় চিনি না। বোকা হতভাগা আমি। এই দিলাম, তুমি যা করতে হয় কর। শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদে, তাঁরই শুভদৃষ্টিতে সেইসব বস্তু অমৃতময় হয়। তখন শ্রীভগবানের গ্রহণযোগ্য হয়। সেখানে আমার বাহাদুরি নাই, ভগবানের বাহাদুরি—এই ভাবটা শিক্ষা দিয়েছেন।

( ক্রমশঃ )

# শ্রীকৃষ্ণ

যারে ফিরে যমুনার তীরে,
যেথা কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় ধীরে।
ওই কদম্বের তলে,
যমুনার জলে—
কৃষ্ণনাম যেথা বহে অবিরাম,
হৃদি গঙ্গা যেথা ভাসে নীরে॥
নন্দের দুলাল ব্রজের রাখাল—
গোকুলের নয়নমণি।
মথুরার রাজা—কংস মহারাজা
তারে দিল কেমন সাজা
মোদের কৃষ্ণ চিন্তামণি॥
কৃষ্ণ—ভক্ত, ভক্ত—কৃষ্ণ
কৃষ্ণ মহাপদ্ম।
কৃষ্ণ বিনে এ জগতে
সবই কপট ছদ্ম॥
কৃষ্ণনামে চিত্ত শুদ্ধ
করহ নিত্য ওগো ভক্ত-স্বামী!
নিশ্চয়ই করিবেন মুক্তি
কৃষ্ণ অন্তর্যামী॥

—ডাঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী
ফরাক্কা ( মুর্শিদাবাদ )

# বক্তা—সরাগ ও নীরাগ

মূক প্রাণী অপেক্ষা যে-সকল প্রাণী বৈজ্ঞানিক সুশৃঙ্খল ভাষায় কথা বলিতে পারে, সেইসকল প্রাণী শ্রেষ্ঠ। অসভ্য মনুষ্যগণের বাক্যোচ্চারণ-শক্তি থাকিলেও তাহাদের ভাষা সুবৈজ্ঞানিক নহে। আবার সভ্যনামধারী মানুষগণ "ভুই ও ভুঁড়ি"কে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল গ্রাম্যকথা সভ্য মানবের ভাষারূপে উচ্চারণ করে, তাহাও ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাগ্‌বেগবিশেষ। বেদ-পরিভাষার অনুগত সুবৈজ্ঞানিক ভাষাবিৎ কথকই বক্তা।

বাগ্‌বেগ অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের একটী নৈসর্গিক ধর্ম্ম। শ্রীহরিকীর্ত্তন-বিমুখ মনুষ্য মৌন থাকিলেও তাঁহারা অব্যক্ত বাগ্‌বেগযুক্ত। একমাত্র আচার-প্রচার-রত শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনকারী বক্তারই ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাগ্‌বেগ সংযত ও যথার্থ স্থানে অর্থাৎ হরিতোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বক্তার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্‌ভবেৎ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২০৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণবাক্য)

'সরাগ' ও 'নীরাগ'—এই দুইপ্রকার বক্তার কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। **'সরাগ বক্তা' প্রাকৃত লোভে লুব্ধ, কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল;** তাঁহার উক্তি হৃদয় স্পর্শ করে না; তাঁহার উক্তিতে ধার নাই, তাহা অপরের হৃদয়গ্রন্থি বা সংসার-বাসনা, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা ছেদন করিতে পারে না। সরাগ বক্তা উপদেশই করেন, কিন্তু তাহা স্বয়ং আচরণের দ্বারা নিজের জীবনে পরীক্ষা করেন না। তিনি যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস থাকিলে তাহা আচরণে প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। অতএব **সরাগ বক্তা—আচারহীন প্রচারক, বাক্য-বাগীশ, পরোপদেশে পণ্ডিত;** সরাগ বক্তা শ্রোতার অধিকার বা যোগ্যতা পরীক্ষা না করিয়া, অশ্রদ্দধানে উপদেশকারী। অতএব তাহার উপদিষ্ট-বিষয় জগন্নাশকরই হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন,—"আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা" ( কঠ ১।২।৭ ) শ্রেয়ো বিষয়ের অভিজ্ঞ বক্তা এবং নীরাগ বক্তা সুদুর্ল্লভ।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে তথাকথিত ধর্ম্মবক্তার অভাব নাই ; কিন্তু আচরণকারী বক্তা শতকরা প্রায় শতজনের মধ্যেই পাওয়া দুর্ল্লভ। "জড়াভিনিবেশ, দম্ভ, মাৎসর্য্য, শৈথিল্য, অহং-মমাদি-বুদ্ধি, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অনর্থ পরিত্যাগ কর"—এইরূপ বক্তার অভিনয় করিয়াও আমি উহা আচরণে প্রতিফলিত করিতে পারি না। অনেক সময় বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ লোকবঞ্চনার দ্বারা নিজের মাহাত্ম্যবৃদ্ধির উদ্দেশে মহাজন ও শাস্ত্রের ঐ সকল উক্তি আমরা আবৃত্তি করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আচরণ করিবার আন্তরিক সুদৃঢ় ইচ্ছা ও তদনুকূলে সর্ব্ববিধ প্রযত্ন করিতে আমরা খুব কম লোকই প্রস্তুত হই। যখনই উহা আচরণে পরীক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই শৈথিল্য অর্থাৎ "এই মুহূর্ত্তেই আচরণ করিতে পারিব না ; পরে করা যাইবে"—এইরূপ একটী মনোভাব মায়ার বিক্রমরূপে হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রীতির সহিত অনুশীলন করিবার সুদৃঢ়তা ও স্বাভাবিক অভিনিবেশময় বল নিরপরাধ হৃদয় ব্যতীত সম্ভব নহে। **নীরাগ বক্তা ভক্তিসিদ্ধান্তে যেরূপ সুদৃঢ়, তদ্রূপ আচরণেও সুবলী। তিনি নিবেদিতাত্ম।** শ্রীহরির সেবায় উভয়তঃ বলী না হইলে অর্থাৎ আত্মনিবেদনকারী 'বলি' বা উপহার ও আচরণকারী 'বলী' বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত সুদৃঢ় না হইলে শ্রীহরির সন্তোষবিধান হয় না। বলিই বলী হইতে পারেন। অশরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ে বল নাই ; অন্যাভিলাষী ও অন্যাপেক্ষাযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুদুর্ব্বল। তাহার মুখ হইতে বীর্য্যবতী বাণী বহির্গত হইতে পারে না। তাহার কথায় সুতীক্ষ্ণতা নাই, এজন্যই তাহা হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করে না। সরাগ বক্তার ভাসা-ভাসা মুখস্থ করা কথা প্রাণহীন। ইহাকেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "গ্রামাফোনের কীর্ত্তন" বলিয়াছেন। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যতীত কেহ শাস্ত্র-বক্তা হইতে পারে না।

দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধের ফলে যখন হৃদয় অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা শ্রীনামাপরাধ, শ্রীধামাপরাধের ফলে চিত্তে "বজ্রলেপ" উপস্থিত হয়, তখনই 'সরাগ বক্তা' হইয়া জীব 'ভবঘুরে' বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার ভিক্ষুক হয়। সরাগ বক্তা জগতের নিকট বহুমানিত হইলেও দুরন্ত অপরাধী। সরাগ বক্তা কখনও "শ্রবণ-গুরু" হইতে পারে না। কোন সরাগ বক্তার মুখে উপদেশ-প্রতিম-বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি কেহ সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের সন্ধান অথবা শুদ্ধভক্তিপথে প্রবেশও করেন, অথচ ঐ উপদেষ্টার নিজের ব্যক্তিগত কোন

আচরণ বা ব্যক্তিগত মঙ্গল দৃষ্ট না হয়, তবে ঐরূপ ব্যক্তিকে কখনও "শ্রবণ-গুরু" বা "বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু" মনে করিতে হইবে না। **জড়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি কখনই বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু বা শ্রবণ-গুরু নহে।** তাহার বাক্‌চাতুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইয়া বহুব্যক্তি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিলেও সে চিদ্‌বিলাসানুভবযুক্ত "নীরাগ বক্তা" নহে বলিয়া তাহাকে 'শ্রবণ-গুরু' বলা যাইবে না। একমাত্র নীরাগ বক্তাই 'শ্রবণ-গুরু'। তাঁহার লক্ষণ এই,—

কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥

( শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২০৩ অনুঃ )

কামক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তিও এবং জাগতিক শোক-মোহাদিতে বিহ্বল ও ভোগাভাবে দুঃখিতান্তর ব্যক্তিও যাঁহার কথা শুনিয়া জীবনীশক্তি লাভ করিতে পারে, মৃতাবস্থা হইতে চেতনাবস্থা লাভ করিতে পারে, সেইরূপ বক্তাই "পরমগুরু" অর্থাৎ "শ্রবণ-গুরু"-পদবাচ্য। লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি "শ্রবণ-গুরু" হইতে পারে না। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উন্নততরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই "শ্রবণ-গুরু" হইতে পারেন।

শ্রবণ-গুরুর লক্ষণ শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

শ্রবণগুরুমাহ ( শ্রীভাঃ ১১।৩।২১ ),—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

'শব্দে ব্রহ্মণি' বেদতাৎপর্য্যবিচারেণ, 'পরে ব্রহ্মণি' ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে তু অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। ( শ্রীভঃ সঃ ২০২ অনুঃ )।

অতএব উত্তম শ্রেয়ঃজিজ্ঞাসু অর্থাৎ বিমুক্তি বা ভগবৎপ্রীতির অভিলাষী ব্যক্তি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্যবিচারে ও ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে নিরন্তর চিদ্‌বিলাসানুভবযুক্ত শ্রবণগুরুদেবের শরণাগত হইবেন।

এই বাক্য হইতেও জানা যায় যে, 'সরাগ বক্তা' অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মকথার কয়েকটী 'গদ' মুখস্থ করিয়া তাহা আবৃত্তি করিতে পারেন বা তাহার দ্বারা বহির্ম্মুখ লোককে মুগ্ধ করিতে পারেন, তিনি 'শ্রবণ-গুরু' বা 'বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু' হইবেন না। **শ্রবণ-গুরু, বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু ও শিক্ষা-গুরু প্রায়ই একরূপ বা সমান।** দম্ভরহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রবণ-

গুরুর মনোঽভীষ্টের অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকেই নিজের জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রেষ্ঠ ও নিজের ইষ্টদেবের কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ জানিয়া ভজন করিতে হইবে।

শ্রবণ-গুরু অর্থাৎ নীরাগ বক্তার প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্য্যারূপা সেবা করিলে তাঁহাতে যে অভিনিবেশ হয়, তাহাই তাঁহার সঙ্গ। সেই সঙ্গফলে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পারঙ্গতি হয়। শ্রবণ-গুরু বা নীরাগ বক্তার কোন অংশই ভ্রম-প্রমাদাদি-দুষ্ট নহে। যাহারা মনে করে, 'শ্রবণ-গুরুর কোন কোন কথা শ্রবণ করিব, কোন কোন কথা শ্রবণ না করিলেও চলে', তাহারা গুর্ব্বপরাধী; তাহারা বস্তুতঃ শ্রবণ-গুরুদেবকে ভ্রম-প্রমাদাদি-দুষ্ট, অসম্পূর্ণ ব্যক্তি বা মর্ত্ত্যজীব মনে করে। যাঁহাকে 'শ্রবণ-গুরু' বা 'বর্ত্ম-প্রদর্শক-গুরু' বলা যাইবে, তাঁহার কোনও অংশই মর্ত্ত্য নহে। 'মর্ত্ত্যবুদ্ধিও করিব, আবার তাঁহাকে শ্রবণ-গুরুও বলিব'—এইরূপ বিচার কেবল কাপট্য-নাট্য-বিশেষ।

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥

( শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২১২ অনুঃ-ধৃত শ্রীভাঃ ৭।১৫।২৬ শ্লোক )

জ্ঞান-প্রদীপ-প্রদাতা গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। তাঁহার প্রতি যে-ব্যক্তি "ইনি মর্ত্ত্য-জীব"—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করে, তাহার শাস্ত্র-শ্রবণ হস্তিস্নানতুল্য ব্যর্থ হইয়া থাকে। যাহারা শ্রবণ-গুরুর প্রতি অন্তরে কোনওরূপ মর্ত্ত্যবুদ্ধি পোষণ করে, তাহারা কোটিজন্ম শ্রবণের অভিনয় করিলেও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

নীরাগ বক্তা অর্থাৎ নিরন্তর চিদ্‌বিলাসানুভবযুক্ত শ্রবণ-গুরুদেবের শ্রীমুখে যখন আমরা শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করি, তখন তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ব্যাখ্যা-শক্তি দেখিয়া, শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত ও বিক্রীত হইবার সদিচ্ছা পোষণ করিলেও আবার যে মুহূর্ত্তে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুশাসন প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে আচরণশীল করিতে উদ্যত হন এবং সুতীক্ষ্ণ-বাক্যে আমাদের হৃদয়-গ্রন্থিসমূহ ছেদন করিতে থাকেন, তখন আমরা সেই শ্রবণ-গুরুদেবের প্রতি অতিমর্ত্ত্যবুদ্ধি সংরক্ষণ করিতে পারি না—ইহাই কুঞ্জরশৌচবৎ শাস্ত্র-শ্রবণের অভিনয়। শাস্ত্র-শ্রবণের প্রকৃত ফল এই যে, কোনকালেই নীরাগ বক্তার মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারিণী বাণীর দ্বারা তৎপ্রতি চিত্তে উত্তরোত্তর অতিমর্ত্ত্যবুদ্ধি ও আনুগত্যবুদ্ধির পরিবর্ত্তে কোনক্রমেই মর্ত্ত্যবুদ্ধির আভাসেরও উদয় হইবে না। অন্তরে দুরন্ত অপরাধ ও বাহিরে পূজাদি আড়ম্বরের প্রদর্শনী থাকিলেও নীরাগ বক্তার কথা শত শত বার শ্রবণ করিয়াও মঙ্গল লাভ হয় না—জন্ম-জন্মান্তরের জড়াসক্তির গ্রন্থি ছিন্ন হয় না।

ঐরূপ অপরাধী ব্যক্তিগণ সরাগ বক্তাকেই তাহাদিগের পক্ষে 'মানান সই' মনে করিয়া তাহাকেই বহুমানন করে। নীরাগ বক্তার বাণী তাহাদিগের নিকট যমসদৃশ ভয়ানক। তাহারা—

ক্লেশ পায় অবিরত,　　জড়কামে হ'য়ে হত,
'উপদেশামৃতে' মানে 'যম'।

**'নীরাগ বক্তা' বা 'শ্রবণ-গুরু' আপাত নির্ম্মম হইলেও নৃশংস নহেন; তাঁহার আপাত তিক্ত, রুক্ষ ও নিষ্ঠুর বাক্য বস্তুতঃই চরম-স্নেহগর্ভ, পরিণামে পরম-সুখকর ও পরম-শুভঙ্কর।**

নীরাগ বক্তাই আচার্য্য। **সরাগ বক্তা অন্তঃশাক্ত অর্থাৎ অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমানী; বহিঃশৈব—বাহিরে ভস্মত্রিপুণ্ডধর, ত্যাগী, সংসার-বিরাগী; সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ**—সভায় বৈষ্ণবের সজ্জা অর্থাৎ তিলক, মালা, হরি-কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা, ব্যাখ্যাদির অভিনয় প্রদর্শন করিলেও আচরণশীল অর্থাৎ নিরন্তর চিদ্‌বিলাসানুভবযুক্ত নহে বলিয়া আচার্য্য-পদবাচ্য নহে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপের শ্রীউপদেশামৃতের তৃতীয় শ্লোকের পদ্যানুবাদের উপসংহারে লোকশিক্ষার্থ গাহিয়াছেন,—

গর্হিত আচারে,　　রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ,　　আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ॥

'সমশীলা ভজন্তি বৈ'—অর্থাৎ যাহারা যেরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহারা সেইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিকেই ভজনা অর্থাৎ পূজা করে। সরাগ ব্যক্তিগণ সরাগ বক্তারই শ্রোতা হয়। তাহারা নীরাগ বক্তার বিরোধ ও বিদ্বেষ করিয়া থাকে। নীরাগ বক্তার আচার-বিচারকে "সৃষ্টিছাড়া" অর্থাৎ সরাগ জগতের গণ্ডিছাড়া মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকে। নীরাগ বক্তার কথা শ্রবণ করিবার অভিনয় করিয়াও অনেকে দুর্দ্দৈবফলে তাঁহার প্রভাব-পরাকাষ্ঠা, কৃপা-পরাকাষ্ঠা, ভক্তি-বাসনার অসমোর্দ্ধত্ব এবং বিদ্যুদ্‌গতিতে হরি-ভজনের অনুশাসন ও আচরণ কুবুদ্ধিবশতঃ অনুসরণ করিতে অক্ষম হইয়া নিজেকে শত-সহস্রবার ধিক্কার দিবার পরিবর্ত্তে নীরাগ বক্তার উক্তিকেই "সৃষ্টিছাড়া" মুখে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে জানিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসে। নীরাগ বক্তার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া থাকিবার অভিনয় করিয়াও অনেক

জীবের এইরূপ দুর্গতি হয়। বিচার-প্রধান-চিত্তবৃত্তি লইয়া নীরাগ বক্তার বাণী শ্রবণের অভিনয় করিতে গেলে কখনও বা আধ্যক্ষিকতা আসিয়া শ্রোতাকে পাতিত করে, কখনও বা তাহাকে নির্ব্বিশেষ-বিচারপথে লইয়া যায়।

অকৈতবে আন্তরিকভাবে স্বীয় অত্যন্ত অযোগ্যতার অনুভব করিতে করিতে "নীরাগ বক্তা" বা "শ্রবণ-গুরু"র উচ্ছিষ্টভোজী—অন্তেবাসী হইয়া ও কায়মনোবাক্যে অমায়ায় তাঁহার অনুবৃত্তি করিলে নীরাগ বক্তার অসমোর্দ্ধ কৃপালুতা অনুভব করা যায়; তখন আর নীরাগ বক্তাকে ভয়ানক দণ্ডধৃক্ শাসকরূপে না দেখিয়া নিজ-ইষ্টদেবের কৃপাবতার ও প্রেষ্ঠরূপে দর্শন হয়। তখন তিনি অনিচ্ছুক আমাকে আমার বহির্ম্মুখী ইচ্ছার বিপরীত দিকে প্রযত্নের সহিত আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার যে ক্লেশ ও অব্যক্ত ক্রোধ হইয়াছিল, সেরূপ আত্মহত্যাকারিণী চিত্তবৃত্তি আর থাকে না।

( ক্রমশঃ )

—সাপ্তাহিক গৌড়ীয়

---

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-বিরচিত

# সৎক্রিয়াসার-দীপিকা

ও

# সৎস্কার-দীপিকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছেন।

# বকলমে "হায়! ধন্য গুরুবাদ!" প্রবন্ধ-মুদ্রণের প্রতিবাদ (৩)

All Glory to Sri Sri Guru & Gouranga

TRIDANDISWAMI
B. K. SANTA MAHARAJ
Founder & President

**Shri Chaitanya Ashram**
23, Bhupen Roy Road
Behala, Cal.—34

*Ref No*.....  *Dated* ১৪।৩।৮৯

স্নেহাস্পদেষু—

স্নেহের যতি মহারাজ! স্নেহের কৃষ্ণদাসের হাতে তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমাকে 'স্নেহাস্পদেষু' বা 'আশীর্ব্বাদক' যে লিখি তাহাতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ আমার গুরুভাই, তুমি তাঁহার শিষ্য, সেই সম্বন্ধ-সূত্রেতে। তুমি শ্রীচৈতন্যমঠে থাকিবে কি না থাকিবে সেটা তোমার সিদ্ধান্ত। কিন্তু তুমি চৈতন্যমঠে থাকিয়া আচার্য্যত্ব না গ্রহণ করিয়া Dictatorship লইয়া যে-সমস্ত কথা বলিতেছ ও লিখিতেছ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যগণের ও তাঁহাদের প্রশিষ্যগণের অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি তোমাকে অভিশাপ দেই নাই, কিন্তু যে-প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ করিতেছ তাহার হুশিয়ারী দিয়াছি। আমি যদি তোমাকে অভিশাপ দিতাম তাহা হইলে শ্রীল তীর্থ মহারাজের অপ্রকটের পর তোমাকে স্বীকার করিতাম না—সজ্জনকে স্বীকার করিতাম। তোমাকে স্বীকার করিয়াছিলাম, তোমার চরিত্র ভাল এবং বিলাসিতাহীন দেখিয়া। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের যাঁহাদের আচার্য্য করিয়াছিলে, তাঁহাদের কাহাকেও মান্য তুমি কর নাই। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ তোমার গুরুদেব তোমাকেই পাঠিয়েছিলেন আমাকে খড়্গপুর হইতে লইয়া যাইবার জন্য। অধিক কথা পত্রে লেখা বাহুল্যমাত্র। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—
—শ্রীভক্তিকুমুদ সন্ত

---

* শ্রীচৈতন্যমঠের 'সাধারণ-সম্পাদক' এঁর ২য় পত্রের প্রত্যুত্তর।—**প্রকাশক**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনসহ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত**

# দক্ষিণ-ভারত তীর্থাদি-দর্শন

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ !

আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ ( ইং ১।১২।৮৯ ) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্সারী সুপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ ( নদীয়া ) হইতে ভোর ৬ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

**—ঃ দর্শনীয় তীর্থস্থানসমূহ ঃ—**

রেমুণা, ভুবনেশ্বর, সিংহাচলম্, কভুর, মঙ্গলগিরি, ত্রিকালহস্তী, তিরুপতি, কাঞ্চিপুরম্, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম্, পক্ষীতীর্থম্, পণ্ডিচেরী, চিদাম্বরম্, কুম্ভকোণম্, পাপনাশনম্, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম্, মাদুরাই, রামেশ্বরম্, ধনুকোটি, ত্রিচিন্দুর, কন্যাকুমারী, সুচীন্দ্রম্, ত্রিবান্দ্রম্, কালাডী, গুরুবায়ুর, মহীশূর ও শ্রীপুরীধাম প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

**সভ্যবৃন্দ,**

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**

---

**—ঃ নিয়মাবলী ঃ—**

যাতায়াত বাসভাড়া, ঘরভাড়া, ট্রেণভাড়াদি ব্যয়সহ দুইবেলা মহাপ্রসাদ প্রভৃতির জন্য যাত্রিপ্রতি ১৫০০·০০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। বাসের সম্মুখের ২৫টী আসনের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ১৬৫০·০০ টাকা দিতে হইবে। সময়োপযোগী সংক্ষেপে বিছানা, মশারী, থালা, টর্চ্চলাইট, নিত্য-প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রভৃতি সঙ্গে লইবেন। সকল যাত্রীকে নিজের মালপত্র নিজেকে বহন করিতে হইবে। দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই যোগাযোগ করিবেন। আসন সংখ্যা সীমিত। ইচ্ছুক যাত্রী সত্বর যথারীতি নাম-ঠিকানা তালিকাভুক্ত করুন।




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ২ পদ্মনাভ, বাসুদেব, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ৩১শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৯৬, ইং ১৭।৯।৮৯ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্ ( পূর্ব্বার্দ্ধম্ )

( শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-মহাকাব্যে একাদশসর্গে—১২-৩০ )

ঊর্দ্ধোর্দ্ধোরুশ্যামশাখা-সহস্রৈঃ
পীতৈঃ পুষ্পৈঃ স্যন্দমানৈর্মরন্দৈঃ।
শম্পাস্তোদ শ্রীজয়িন্যাং বিশন্তৌ
নীপাটব্যাং রেজতুস্তৌ লসন্তৌ ॥ ১ ॥

বন-শোভা দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ **কদম্ব কাননে যাইয়া বিরাজিত হইলেন।** সেই কদম্ব-কাননে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধোর্দ্ধস্থিত শ্যামবর্ণ সহস্র সহস্র শাখার উপরি পীতবর্ণ অসংখ্য বিকসিত কুসুম হইতে মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় দেখিলেই বোধ হয়, বিদ্যুৎযুক্ত জলধরের শোভাকে জয় করিয়াছে ॥ ১ ॥

মধ্যে তস্যা যা মণীকুট্টিমাল্যো
দ্রাঘীরস্থঃ কৃষ্ণমুদ্বপ্রভূতাঃ।
তা বিন্দন্তেঽহর্নিশং শীধুবৃষ্টিং
জাগ্রত্যা সত্যালিপাল্যৈব পাল্যাঃ ॥ ২ ॥

সেই কদম্বাটবীতে যে অতিদীর্ঘ কুট্টিমশ্রেণী (অর্থাৎ সারি সারি বেদী বা ছত্রি) রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্র সহৃদয়ের হৃদয়ে উদয় হয়,—ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের বপ্র ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দকেই যেন **সেই কুট্টিম শ্রেণীরূপে কেয়ারি করিয়া কে রাখিয়াছে,** যাহার উপরি অনবরত কদম্ব-কুসুমগণ মধুবর্ষণদ্বারা সেচন করিয়া থাকে এবং পরমসুন্দর ভ্রমরগণ বীতনিদ্র হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক রক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

তৎপ্রান্তোত্থস্তম্ভবদ্দ্বিদ্বিবৃক্ষো-
দগ্ধচ্ছাখান্যোঽন্যসংশ্লেষভঙ্গ্যা।
গোপানস্যেবাঞ্চিতাঃ সন্তি পুষ্প-
প্রালম্বাঢ্যা মারকত্যো বলভ্যঃ ॥ ৩ ॥

**এক এক বেদীর দুই প্রান্ত হইতে দুই দুই স্তম্ভ-সদৃশ কুসুমিত কদম্ব-তরু উৎপন্ন হইয়াছে,** তাহাদের পরস্পরের শাখাগণের সম্মিলনে গোপানসীযুক্ত মরকত-মণি নির্ম্মিত বলভী শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হয় এবং স্বভাবতঃ বিকসিত কুসুম-শ্রেণী পুষ্পের প্রালম্ববৎ (বন্ধনমালা) শোভা পাইতেছে ॥ ৩ ॥

তত্তচ্ছাখালম্বিতদ্বিদ্বিশোণ
শ্রীমন্মুক্তামুক্তরজ্জুপ্রণদ্ধাঃ।
'হিন্দোলাল্যো' দ্বিদ্বিসৌবর্ণপট্টী
ভাতা বাতান্দোলিতাঃ সন্তি নিত্যম্ ॥ ৪ ॥

সেই দুই দুই বৃক্ষের শাখায় লম্বিত রক্তবর্ণ পট্টসূত্রে মুক্তাগ্রথিত-রজ্জুর দ্বারা বাঁধা হিন্দোলিকা-শ্রেণী অনবরত মন্দ পবনে আন্দোলিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

পুষ্পৈঃ সূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণচেলান্তরস্থৈ-
র্বৃন্তোন্মুক্তৈঃ কিঙ্করীভিঃ কলাভিঃ।
আচ্ছন্নাস্তাঃ সৌরভৈঃ সৌকুমার্য্যৈ-
স্তবাক্রষ্টুং সাধু শক্তিং তদাধুঃ ॥ ৫ ॥

কিঙ্করীগণ কলা প্রকাশিয়া কোমল সুগন্ধি পুষ্পের বৃন্ত উন্মোচনপূর্ব্বক হিন্দোলিকা-সমূহের উপরি আস্তরণ করিয়া তদুপরি সূক্ষ্ম কোমল চেলদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন। সেই হিন্দোলিকাগণ সৌরভ ও সুকুমারতার দ্বারা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে শক্তিধারণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

মধ্যে তাসাং কাঞ্চিদঞ্চৎ পতাকাং
বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা বিরেজে।
শোভাদেব্যা সেব্যমানামিবৈতাং
মন্যে মূর্ত্তানন্দ এবাধ্যতিষ্ঠৎ ॥ ৬ ॥

**হিন্দোলিকা-শ্রেণীর** মধ্যে পতাকাযুক্ত একখানি পরমোৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখিয়া শ্যামধামা শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিলেন, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল—শোভা দেবীকর্ত্তৃক সেব্যমানা হিন্দোলিকার উপরি মূর্ত্তিমান আনন্দ যেন অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ৬ ॥

কর্ষণ্ কান্তাং হর্ষবর্ষাসু সম্যক্
তিম্যন্ হস্তালম্বমালম্বমানাম্।
উত্থাপ্যৈতাং স্বাগ্রতো জাগ্রতঃ কিং
প্রেম্নো বাপীমাপিপৎ স্বাভিমুখ্যম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ-বর্ষায় সম্যক্প্রকারে আর্দ্র হইবার জন্য অর্থাৎ ভিজিবার জন্য হস্তাবলম্বনকারিণী কান্তাকে আকর্ষণপূর্ব্বক **হিন্দোলিকার উপরি** উঠাইয়া আপনার অভিমুখে উপবেশন করাইলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন মূর্ত্তানন্দের সম্মুখে বিনিদ্র প্রেমের বাপী উপবেশন করিলেন ॥ ৭ ॥

পুষ্পাবল্যারাত্রিকেণাস্যপদ্ম-
দ্বন্দ্বং নীরাজ্যালিসঙ্ঘঃ সগানম্।
হারোষ্ণীষাদ্যাপয়ন্ সুস্থিতত্বং
স্রক্-তাম্বুলস্থাসকৈঃ পর্য্যচারীৎ ॥ ৮ ॥

আলীসমূহ গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরাত্রিকদ্বারা রসিক-যুগলের বদনযুগল নির্ম্মঞ্ছন করিয়া **আরোহণ** সময়ে বিপর্য্যস্ত হার, উষ্ণীষ প্রভৃতি সুস্থির করিয়া মাল্য, তাম্বুল ও চন্দনাদির চর্চ্চার দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

কাঞ্চ্যামুক্তপ্রাঞ্চিশাট্যঞ্চলান্তে
কিঞ্চিৎপৌর্ব্বাপর্য্যতোঽঙ্ঘ্রী বিবৃত্য।
কুব্জীভূয়াদায় দোলাং ক্ষিপন্ত্যা-
বস্থাতাং দ্বে দিশৌ প্রাণসখ্যৌ ॥ ৯ ॥

পরে হিন্দোলিকার দুই দিকে দুই প্রাণসখী কাঞ্চীসহ সাটির অঞ্চল বাঁধিয়া দোলাইবার জন্য দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কুব্জীভূত হইয়া দোলা গ্রহণপূর্ব্বক পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে পদযুগ বিবৃত করিয়া দোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্য ধন্যতর দুই প্রাণসখী করকমলে পুণ্য তাম্বুল-বিটীকা ধারণ-পূর্ব্বক দুই দিকে থাকিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা বেগাবসানে অবকাশ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদনে তাম্বুল-বিটীকা প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

অন্যে ধন্যে নিষ্ঠতঃ স্নেক্ষমাণে
ধৃত্বা পাণ্যোঃ পুণ্যতাম্বুলবীঠ্যৌ।
যূনোরাস্যাম্ভোজয়োরর্পয়ন্ত্যৌ
বেগোপান্তে মজ্জ্মূলব্ধাবকাশে ॥ ১০ ॥

অন্য সাধুশীলা মান্য সখীগণ হিন্দোলন উৎসবে আনন্দিত হইয়া হস্তযুগল-দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপরি প্রশস্ত রাগযুক্ত পরাগ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাদের নয়ন অতুল হর্ষলাভ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

আল্যো মান্যাঃ প্রেমবন্ত্যা ইবান্যাঃ
পর্ব্বশ্রীলাঃ সর্ব্বতঃ সাধুশীলাঃ।
হস্তোদস্তৈঃ শস্তরাগৈঃ পরাগৈ-
শ্চক্রুর্বৃষ্টিং দৃষ্টিমাপয্য হৃষ্টিম্ ॥ ১১ ॥

**গগনমণ্ডলে দেবীগণ তাদৃশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলন-লীলা দেখিয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ দেবীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—"অহো! অদ্য আমাদের কি সৌভাগ্য উদয় হইল, তাহার ফলে শ্রীরাধামাধবের অপরূপ হিন্দোলন-লীলা দেখিতেছি।" ১১ ॥**

দেব্যস্ত্বিষ্টং মানয়ন্ত্যঃ স্বদিষ্টং
তৌ পশ্যন্তঃ শ্যন্ত্য এবাখিলাধিম্ ।
জাতস্তম্ভা অপ্যসম্ভাবিতাশা
দিব্যাতেনুঃ পুষ্পবর্ষং সতর্ষম্ ॥ ১২ ॥

তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সহ বিহারে অভিলাষ সত্ত্বেও গোপীদেহ অপ্রাপ্তিবশতঃ সে আশা সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শনে সকল আধি দূরে গেল, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াও দিব্য কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

তৎসঙ্গিন্যো বিপ্রুষো বৃষ্যমাণা
হৃষ্যন্মেঘৈস্তন্মরন্দত্বমাপুঃ ।
রামারাজেরঙ্গসঙ্গাত্তদীয়ৈ-
র্মুক্তাবৃন্দৈরন্যবিন্দন্তমৈত্রীম্ ॥ ১৩ ॥

যৎকালে দেবীগণ পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন, সেইসময় গগনস্থ মেঘও পরমানন্দযুক্ত হইয়া যে জলকণা বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা পুষ্পের সহিত মিলিত হইয়া মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের অঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহাদের মুক্তা-ভূষণের সহিত মিত্রতালাভ করিল—অর্থাৎ সেই জলবিন্দু ব্রজরামাদিগের মুক্তাভূষণের নিকটে মুক্তাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

জৃম্ভোদঞ্চৎসৌরভব্রাতমাদ্য-
দ্ভৃঙ্গশ্রেণীস্তোত্রভাজা মুখেন ।
গীতৈর্নীতৈর্মাধুরীং সাধুরীতি
দ্যামাচ্ছাদ্য দ্যোততে স্মালিপালী ॥ ১৪ ॥

হিন্দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সখীগণ বীণাদি যন্ত্র ব্যতীত কেবল মুখে যে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন, সেই গান স্বরলোক অবধি আচ্ছাদন করিল; এবং গানকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের যে জৃম্ভা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইতে শ্রীমুখের অসামান্য সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে, তাহা দ্বারা অলিকুল আকুল হইয়া শ্রীমুখের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া বোধ হইল,—অলিকুল যেন শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীমুখের স্তুতি করিতেছে ॥ ১৪ ॥

নৃত্যং ভেজুর্হারতাটঙ্কমাল্যা-
স্যাতোদ্যত্বং কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যাঃ।
বক্ত্রে স্মিত্বা সত্যতামাদদাতে
যূনোর্দোলানন্দচন্দ্রে প্রবৃদ্ধে ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা-বিহার জন্য আনন্দচন্দ্র ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ইঁহাদের হার, তাড়ঙ্ক ও মাল্য নাচিতে লাগিল এবং কিঙ্কিণী, নূপুর প্রভৃতি নৃত্যোপযোগী বাদ্য করিতে লাগিল এবং ইঁহাদের বদনের তাৎকালিক মৃদু হাস্য সত্য হইল ॥ ১৫ ॥

অন্যোন্যাঙ্গপ্রোচ্ছলৎকান্তিসিন্ধো-
র্ব্বীচীব্রাতামন্দহিন্দোলিকাসু।
প্রাপ্তান্দোলান্যোঽন্য-নেত্রারবিন্দ-
শ্রীসন্দোহৈরাঢ্যতামাপুরাল্যঃ ॥ ১৬ ॥

এইপ্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন হিন্দোলার উপরি দুলিতেছেন, এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালিক প্রোচ্ছলিত কান্তি-সিন্ধুর তরঙ্গবৃন্দরূপ অমন্দ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের নয়ন-কমল দুলিতে লাগিল, যাহার শ্রীসমূহদ্বারা সখীগণ আঢ্যতা লাভ করিলেন—অর্থাৎ দোলন-সময়ে পরস্পরের কান্তি দর্শন-জাত আনন্দবশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিশয় শোভা দেখিয়া সখীগণ অসীম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

ইত্থং চেতস্তেতয়োর্দোলয়ন যৎ
কামো বামোঽপ্যন্তরায়ং ন চক্রে।
লীলাশক্তেরেব তত্র প্রভাবঃ
কোঽপ্যোজস্বী হেতুরিত্যাহুরার্য্যাঃ ॥ ১৭ ॥

যেরূপ উভয়ের কান্তি-সিন্ধুর তরঙ্গরূপ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের নয়ন পরস্পর দোলাইতে লাগিলেন, এইরূপ লীলার প্রতিকূল কাম উভয়ের মনকেও পুনঃ পুনঃ দোলাইয়াও হিন্দোলন-লীলার কিছুমাত্র অন্তরায় করিতে পারে নাই, লীলাশক্তির অনির্ব্বচনীয় কোন ওজস্বী প্রভাব তাহার হেতু ॥ ১৭ ॥

দোলারজ্জালম্বশাখে স্ব-লৌল্যা-
দেতৌ চঞ্চৎপঞ্চশাখাগ্রগাভিঃ।

পুষ্পাঢ্যাভিঃ পল্লবালীভিরিষ্টৈঃ
সেবতে স্মামোদনৈর্বীজনৈঃ কিম্ ॥ ১৮ ॥

**যে তরুশাখা-যুগলে দোলারজ্জু বাঁধা আছে,** তাহারাই দোলাবেগে চপল হইয়া শাখাগ্রবর্ত্তী কুসুম-সম্বলিত পত্র-শ্রেণীরূপ সুগন্ধি-ব্যজনদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

তত্তৎ পত্রাল্যন্তরানন্তশিল্প-
প্রোতান্ ধর্ত্তুং চঞ্চলান্ মাল্য-খণ্ডান্ ।
যত্নৈর্ভৃঙ্গানাশকন্ যদ্ভ্রমন্ত-
স্তত্রাগুঞ্জন্ কেবলং সাপি শোভা ॥ ১৯ ॥

সেই সেই শাখাস্থিত পত্রের মধ্যে মধ্যে বহু শিল্পদ্বারা গ্রথিত মাল্যখণ্ড হিন্দোলিকার সহিত দুলিতেছে, ভৃঙ্গগণ তাহা ধরিবার জন্য প্রযত্নবান্ হইয়াও ধরিতে পারিতেছে না, কেবল চঞ্চল মাল্যখণ্ডের সহিত গুঞ্জন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল ॥ ১৯ ॥

---

# শ্রীগুরুভক্তি

সুবিস্তৃত সংসার-জালে আবদ্ধ, মায়ামোহে অন্ধজীবগণ সুখাশায় মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে ; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান সকলের সুখ অন্বেষণ করে, কিন্তু কোনও ক্রমে আপনাকে সুখী করিতে পারে না। এইরূপে জীবের অনেক জন্ম গত হয়। বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতিপুঞ্জের ফলে যখন জীব-হৃদয়ে ভগবদ্বিষয়িনী শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তখনই তাহার সুখলাভের সূচনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, জীবগণ তাঁহার নিত্য কিঙ্কর। **শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সর্ব্বক্লেশ দূর হইয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়। এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম "শ্রদ্ধা"। শ্রদ্ধাবান্ জীব স্বল্পকালেই সদ্‌গুরু-চরণ আশ্রয় করেন, শ্রীগুরুকৃপা-বলেই তাহার সর্ব্বসিদ্ধি হয়।**

অপর কৃপাময় বৈষ্ণবগণ এই জগতের পরম বন্ধু। তাঁহারা জীবগণকে

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জানিয়া তাহাদিগের নিকট নিরন্তর ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। আবার যখন তাহারা ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুরূপে তখন তাহাদিগকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন। ভজনবিজ্ঞ অনন্যচেতা উপযুক্ত শিষ্যকে আবার কৃপা সঞ্চার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাণ্ডার দর্শনে শক্তি প্রদান করেন। এইরূপ বৈষ্ণব-কৃপার অবধি নাই। কত শত অনর্থ-পরিপূরিত, নানারূপে মায়া-বিড়ম্বিত, সংসার-সাগরে নিপতিত অতিক্ষুদ্র অধম জীবকে যিনি শ্রীগুরুরূপে চরণে স্থান দেন, তাহার ভজনবিহীন জীবনের ভার আপনি গ্রহণ করেন, আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র এবং সুদৃঢ় ভজনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে ভজনমার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর করান, **তাঁহার অপার কৃপার বাস্তবিকই কোন সীমা নাই, তাহা অনন্ত এবং অদ্ভুত।** এইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু, 'লোকনাথ' লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হইতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ভেদে শ্রীগুরু দ্বিবিধ। যাঁহার নিকট মন্ত্র লাভ হয়, তিনি **দীক্ষাগুরু**; যাঁহার নিকট ভজন শিক্ষা করা যায়, তিনিই **শিক্ষাগুরু**। উভয়কেই শিষ্য সমান সম্মান প্রদর্শন করিবেন; উভয়কেই কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ বলিয়া জানিবেন, তাঁহাদিগের প্রতি কোন ভেদভাব থাকিলে শিষ্য অপরাধী হইবেন। শ্রীচরিতামৃতে,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥

**গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করা অপরাধের কার্য্য, যেহেতু তাহাতে জীবের ঈশ্বরে সমতা জ্ঞানরূপ মায়াবাদ মত হয়। তবে শ্রীগুরুকে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিশেষ বা শ্রীভগবানের শক্তিরূপে** ভক্তি করিলে কোন দোষ থাকে না। প্রেমময় ভগবানই শ্রীগুরুদেবে

প্রকটিত হইয়া দীক্ষা দিতেছেন,—শিষ্যের মনে এই ভাব থাকিলেই মঙ্গল হইবে; শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি হইবে।

শ্রদ্ধাবান্ জীব বহুযত্নে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিবিধ শাস্ত্র হইতে শ্রীগুরু-লক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ স্বীয় হরি-ভক্তিবিলাস-গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য এই,—দৃঢ়চরিত্র, বিশুদ্ধ ভক্ত ভাগবতোত্তমই জীবের গুরু; এবং নিষ্পাপ, শুদ্ধশ্রদ্ধ বিনীত শিষ্যই শিক্ষার উপযুক্ত। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই অনর্থ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য এই যে,—"যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" এবং "গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।" প্রভুর শ্রীমুখবাক্য সর্ব্বত্রই সত্য হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গুরু বহুদিন যাবৎ শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং শিষ্যও শ্রীগুরু-চরিত্র সন্দর্শন করিবেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের শুদ্ধতা জানিতে পারিলে তবে সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন। **গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ দু'দিনের জন্য নহে, জীবনের পরেও তাহা বর্ত্তমান থাকে।** শিষ্য যত্ন-সহকারে অন্বেষণ করিয়া সদ্‌গুরু-আশ্রয় না করিতে পারিলে নানা কারণে গুরুদেবের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিতে পারেন না এবং গুরুর প্রতি অবজ্ঞা-দোষে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। গুরু যদি অযোগ্য হন, তবে শিষ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সদ্‌গুরু স্বীকার করিবেন। শিষ্যও যদি পতিত হন এবং শ্রীগুরু তাহাকে সংশোধন করিতে অপারক হন, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

**শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যেরূপ আজ্ঞা করেন, দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত শিষ্যের তাহাই পালন করা উচিত।** তাহা না করিয়া নানাজনের নিকট গিয়া নানাপ্রকারের উপদেশ শ্রবণ করিলে লৌল্য-দোষে তাহার ভজন হইবে না। তবে দেখিতে হইবে, শ্রীগুরুদেব যাহা আজ্ঞা করেন তাহা সৎশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কি না। যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বোধ হয়, তবে সরলভাবে শ্রীগুরু-চরণে তাহা জ্ঞাপন করিয়া শাস্ত্রবাক্যের সহিত সমন্বয় করিয়া লইবেন। শ্রীগুরুদেব যেরূপ আজ্ঞা দেন, বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তার সহিত তাহা পালন না করিলে কোনপ্রকারেই গুরু-কৃপালাভ করা যায় না।

ভাগবতোত্তম গুরুদেব ইচ্ছা করিলেই শিষ্যকে শক্তি সঞ্চার করিয়া পরমভাগবত করিতে পারেন, কিন্তু অযোগ্য শিষ্যকে সেরূপ করিতে শ্রীগুরুদেবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না। জীব যত্ন-সহকারে শ্রীগুরুবাক্য পালন

করিয়া অচিরকালেই গুরুকৃপা-ধনে অধিকারী হন। শ্রীগুরুকৃপা কি বস্তু, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন; যতদিন ভজনে অনর্থ থাকে, ততদিন যত্ন-সহকারে শাস্ত্র-বিধি-নিষেধগুলি পালন করিয়া শ্রীগুরুপদিষ্ট ভজন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শিষ্য যখন অনর্থ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নিষ্ঠা এবং তদনন্তর রুচির রাজ্যে উপস্থিত হন, তখনই শ্রীগুরুকৃপা প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। **শ্রীগুরুদেব তখন জীবনের ধন হইয়া থাকেন। তাঁহার উপর শিষ্যের মমতা জন্মে** এবং ক্রমশঃ ভজন-সৌখ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ মমতা পরিপাক হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপূর্ব্ব দাস্য-রস বিস্তার করে। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদে অতিযত্নে আপন জীবন সমর্পণ করেন।

যতদিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক প্রীতির উদয় না হয়, ততদিন শ্রীগুরুকৃপা-লাভের জন্য তাঁহার সেবা করা শিষ্যের একান্ত আবশ্যক। **যত্ন-সহকারে শ্রীগুরুবাক্য পালন করাই তাঁহার প্রধান সেবা।** অনেকে শ্রীগুরুদেবের বাক্য আচরণে তত যত্ন প্রকাশ করেন না, কিন্তু কোনপ্রকারে শ্রীগুরুদেবের পদ-সেবন বা বায়ু-বীজন করিবার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হন। যদি সাহজিক প্রীতির সহিত তাহা কৃত হয় তাহা হইলে তাহা অত্যুত্তম; কিন্তু যদি অন্তরে কপটতা থাকে বা এইরূপ সেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হইব—এই আশা থাকে, তাহা হইলে তাহা তত ভাল নহে। তাহাতে শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হওয়া যায় না। **তাঁহার (শ্রীগুরুদেবের) আজ্ঞাপালনে তিনি বড় সন্তোষ লাভ করেন।** ঐরূপ সেবন অবশ্য মন্দ নহে; উহার ফলে শ্রীগুরুবাক্য প্রতিপালনের শক্তি জন্মে এবং তাহা হইতেই শ্রীগুরুপ্রসাদ লাভ হয়। সাহজিক প্রীতি-জনিত সেবা-ফলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

—**জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

---

# সামাজিক ভেদ

এক এক দেশীয় ব্যক্তিগণ সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকেন ও পরস্পরের সুবিধার জন্য স্বীয় উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে কথঞ্চিৎ সংযত রাখিয়া পুণ্যকর কার্য্যে ব্রতী থাকেন। সামাজিক বিধির যাহারা অধীন থাকে না তাহারা পাপাচার। পাপিষ্ঠগণ অসামাজিক, সমাজ তাহাদের দণ্ড্য বিধান করেন। তাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সমাজের অহিতসাধনে তৎপর।

আবার একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভিন্ন ভিন্ন আচার লইয়া সমাজ বহুধা বিভক্ত। সাধারণ হিসাবে সমাজ বিধির অনুবর্ত্তনকারী নরগণ পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন। তবে ধর্ম্মবিশ্বাস ও কতকগুলি ক্রিয়া বিভেদ লইয়া বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের সুবিস্তৃত ভারতবর্ষে অনেক বিভিন্ন সমাজ বর্ত্তমান।

ভারতের কয়েকটী সমাজ কেবল পারমার্থিক আচারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দাক্ষিণাত্যে শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সমাজ স্বতন্ত্র, পশ্চিম ভারতে মধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্গত তত্ত্ববাদিগণের স্বতন্ত্র সমাজ। এইরূপ চারিটী পারমার্থিক সমাজে ভারতের প্রায় চার পাঁচ কোটী লোক আছে। ইহাঁরা সকলেই বৈষ্ণব, সকলেই একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্ত সবিশেষতত্ত্ব শ্রীশ্রীভগবানের সেবক, তবে পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু দার্শনিক পারিভাষিক ও আচারগত পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া তাঁহারা একাধিক সমাজে বিভক্ত। ভারতের খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সমাজ বাদে যাঁহারা হিন্দু বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন তাঁহাদের মধ্যে এই লোকসংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে।

আমাদের বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে মাধ্ব গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এবং তাঁহার অনুগদাস যথার্থ গোস্বামিগণ শুদ্ধ ঐকান্তিক ভক্ত গৌড়ীয়গণের অনুবর্ত্তনীয় বর্ত্ম ও আচারসমূহ নিজ আচরণদ্বারা ও গ্রন্থাদি ( শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি ) প্রচার করিলেও পরবর্ত্তি ভক্তগণ এক এককালে দুই একমূর্ত্তি ভজনানন্দী বৈষ্ণব ( পরমহংস ) ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আচার্য্যের ভার ল'ন নাই। যাঁহারা প্রভু সন্তান বলিয়া দাবী করিয়া ( এ দাবীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, গৌড়ীয়াচার্য্য সাজিয়া ইন্দ্রিয়দাস থাকিয়াও মিছামিছি গোস্বামী উপাধি বংশানুক্রমে চালাইয়া ) আসিতেছেন, তাঁহারাই অগৌড়ীয় হওয়াতে বঙ্গদেশে একটী স্বতন্ত্র শুদ্ধ গৌড়ীয় সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে অন্তরায় হইতেছে। তথাকথিত আচার্য্যগণ বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ( ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ রচিত ) পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অবৈষ্ণব স্মৃতি সমাজের আনুগত্যে থাকিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে স্ব স্ব অসদাচারের আদর্শে সংযোগী বৈষ্ণব নামে এক অনর্হ সমাজের সৃষ্টির দায়িত্বভাগী হইয়া পড়িয়াছেন।

তাই আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে রঘুনন্দনীয় সমাজের ব্যক্তিবর্গ নির্য্যাতীত করিয়া স্বীয় অনুগমনে পারমার্থিক সদাচার ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে

অনুশাসন প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটী ইতিবৃত্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ জানেন যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ গোস্বামীই বৈষ্ণব ছিলেন। আর তিনি চিরকৌমার্য্যে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ বলিয়া কিছুই নাই। আর অন্যান্য পুত্র অবৈষ্ণব থাকায় তাঁহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বংশ অবৈষ্ণব বংশ। তবে যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ যথার্থ বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিয়া যথার্থ গোস্বামী জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন তাহাতে ব্যক্তিবিশেষকে গোস্বামী বলিতে আপত্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এক প্রপৌত্রের বিচার আমাদের এক্ষণের আলোচ্য। তিনি গোস্বামীর ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাত হন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধপাত্র অন্য পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণের অভাবে শ্রীহরিনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে দিয়াছিলেন, কেননা স্মৃতি-শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ বিরল, অথচ শ্রাদ্ধে একটী অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে সাত পুরুষ নরকগামী হয়, এরূপ অবস্থায় পিতৃপুরুষকে নরকে না পাঠাইয়া তিনি পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুরকেই শ্রাদ্ধপাত্র দিয়া পিতৃকুলের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। এই অপরাধে হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র নব্য স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্বীয় শিষ্য ঐ গোস্বামী ভট্টাচার্য্যকে উপদেশ দিলেন যে, তোমার প্রপিতামহের কুশপুত্তলি দাহ করিয়া আমার প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে পুনরায় শ্রাদ্ধ কর। শিষ্যও তাহাই করিয়াছিলেন। স্মার্ত্তেরা এইভাবে পারমার্থিক আচার পালনে বাধা প্রদান করেন। আজও করিতেছেন। যতদিন না শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকা অনুসারে শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ আশ্রয় করা হয়, ততদিন গৌড়ীয় পরিচয়ে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কপটতা ধৃষ্টতা। তাঁহারা স্মার্ত্ত সমাজের অধীন থাকিয়া পারমার্থিক আচার পালন করিতে পারেন না, তাঁহারা অগৌড়ীয়, শুদ্ধ ভক্ত নহেন। শুদ্ধভক্তি-পথাশ্রয়ী বৈষ্ণব স্মার্ত্তের দাস হইতে পারেন না, স্মার্ত্তের দাস বৈষ্ণব হইতে পারেন না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

# 'মহাজন' সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা
পোঃ চুঁচুড়া ( হুগলী )
তাং ৫।১।৬১

স্নেহাস্পদেষু—

* * * ! তোমার ৩০।১২।৬০ তাং -এর পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমার বড়দিনের ছুটী 'হরিকথায়' কাটিয়াছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তোমার বন্ধুর চিত্তবৃত্তি অনেকটা ভগবদ্ভক্তির দিকে যাইতেছে জানিয়া তুমি খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছ, ইহা স্বাভাবিক। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে কেহ ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সূক্ষ্ম বিচারের কথা অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অনুসরণ করিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তি সুকৃতিসম্পন্ন হইলে জগতের অনেক কল্যাণ হইতে পারে। আমি জানুয়ারী মাসে এখানে থাকিব, ইহা ঠিক। তবে আসাম হইতে * * * গোলকগঞ্জে যাইবার জন্য খুব পীড়াপিড়ি করিতেছে। তাহাতে ১৯শে জানুয়ারী তথায় গিয়া ২৪শে জানুয়ারী এখানে ফিরিতে পারি। * * * আমাকে লইবার জন্য একদিন আসিয়াছিল, তথায় বিশেষ জরুরী কাজ পড়িয়াছে। তবে খুব সম্ভব তথায় এখন যাওয়া না হইতে পারে। সুতরাং জানুয়ারী মাস এখানে থাকিব বলিয়া মনে হইতেছে। জানুয়ারীর শেষ রবিবার অর্থাৎ ২৯।১।৬১ তাং পর্য্যন্ত এখানে থাকিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥"—যে শাস্ত্র এই বাক্যটী লিখিয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই মহাজন কাঁহারা তাহা নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র দ্বাদশ মহাজনের নাম উল্লেখ আছে। তাঁহাদের অনুবর্ত্তনের কথাই লিখিত হইয়াছে। উক্ত দ্বাদশ মহাজনই ধর্ম্মপ্রচারক গুরু, অন্য কেহ নহে।

দ্বাদশ মহাজন,—

"স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥" ( ভাঃ ৬।৩।২০ )

স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতি-পুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি, প্রহ্লাদ, যম—এই দ্বাদশ মহাজন।

সুতরাং সকলেই মহাজন নহে। উক্ত দ্বাদশ মহাজনের অধীন যাঁহারা তাঁহাদিগকে মহাজনানুগ বলা হয়। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব। ধর্ম্মজগতে প্রত্যক্ষবাদী, পরোক্ষবাদী, অপরোক্ষবাদী এবং চতুর্থ অধোক্ষজ হইতেও অপ্রাকৃত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব অধিক।

স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রথম তিন শ্রেণীর ধর্ম্মবেত্তা চলিয়া আসিতেছে। তাহারা শাস্ত্রীয় মহাজন নহে। সাক্ষাৎ হইলে এইসব কথা আরও আলোচনা করিব। যাহার যেরূপ ভাগ্য, সে সেইরূপই গুরু করিয়া তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে। অধিক কি, ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

**—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব**

---

# বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সারার্থ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৮ পৃষ্ঠার পর ]

**তপস্বী**—যাঁহারা তপস্যার প্রভাবে সিদ্ধি বা শান্তিলাভ করিতে চাহেন।

**তামস**—খল; তমোগুণ-সম্পন্ন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিনটী গুণ। তন্মধ্যে তমোগুণের দ্বারা নিদ্রা, আলস্য, খলতা, কপটতা, ব্যভিচার প্রভৃতি বৃত্তির উদয় হয়।

**তথাকথিত সমন্বয়বাদী**—যাহারা প্রকৃত সমন্বয়বাদী নহে, কেবলমাত্র মুখে নিজদিগকে 'সমন্বয়বাদী' বলিয়া দাবী করে; যাহারা সৎ ও অসৎ, চেতন ও অচেতন, মায়া ও ভগবান্ সব একাকার করিয়া থাকে।

**তত্ত্ববস্তু**—পরমেশ্বর।

**তত্ত্ববিরোধ**—'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ যথার্থ বা স্বরূপ, তাহার বিরোধ বা শত্রুতা অর্থাৎ প্রতিকূল বিচার।

**দৈব-বর্ণাশ্রম**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিপ্রকার আশ্রম। যখন এই সকল বর্ণ ও আশ্রমে একমাত্র বিষ্ণুর সেবা হয়, তখনই তাহাকে দৈব-বর্ণাশ্রম বলে। আর যখন ভোগ বা ত্যাগের কার্য্য

হয়, তখন তাহা অদৈব-বর্ণাশ্রম। স্মার্ত্তগণ ও মায়াবাদী ব্যক্তিগণ অদৈব-বর্ণাশ্রমী; আর শুদ্ধভক্ত দৈব-বর্ণাশ্রমী। যিনি শুদ্ধভক্তগণের গুরুদেব, তিনি পরমহংস। তিনি বর্ণ ও আশ্রমের অতীত।

**দ্বিজত্ব**—একবার মাতার গর্ভ হইতে সাধারণ জন্ম, আর একবার দীক্ষার দ্বারা পারমার্থিক জন্ম।

**দ্বৈতপর**—ব্রহ্ম ও জীব সেব্য-সেবক সম্বন্ধে অবস্থিত এই দ্বৈত বিচারযুক্ত বেদের মন্ত্র।

**দীক্ষা-মন্ত্রগ্রহণ**—দিব্যজ্ঞান—ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান; অপ্রাকৃত জ্ঞান।

**নির্ব্বিশেষবাদী**—যাঁহারা বলেন,—ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ভক্তি প্রভৃতি নিত্য নহে। মুক্তিতে ভক্তি ও ভগবান্ বলিয়া কিছু থাকে না। পরিণামে সবই বিচিত্রতাহীন বা একাকার হইয়া পড়ে।

**নিষ্কিঞ্চন**—যিনি জাগতিক ধন-জনের ভিক্ষারী নহেন, কেবলমাত্র ভগবানে শরণাগত।

**নিঃস্বার্থপরতা**—যাহা নিজের ভোগের নিমিত্ত চেষ্টা নহে।

**নির্ব্বিশেষবাদী-দার্শনিক**—দর্শনশাস্ত্রের যে-সকল আলোচনাকারী ব্যক্তি ভক্ত ও ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, তাঁহার ভক্তি, ধাম ও লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, যাহারা তাঁহাদের নিত্যবিলাস স্বীকার করেন না, তাহারা মায়াবাদী বলিয়াই অভিহিত।

**নিত্যতত্ত্ব**—যে বস্তু বা বিষয় চিরকাল থাকিবে, কোনদিনই যাহা নষ্ট হইবে না।

**নৈবেদ্য**—ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনীয় বস্তু।

**নির্ব্বাণ**—সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি। লোভ, ঘৃণা ও মায়ানাশই নির্ব্বাণ। সুখ-দুঃখের অনুভূতির অযোগ্য চেতনহীন অবস্থায় পরিণতি।

**নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোত**—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রতা বা পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা থাকিতে পারে না, তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-নীতির আসামী হইতে হইবে, এইরূপ বিচার প্রবাহ।

**পূর্ণ আনুগত্য**—সম্পূর্ণ শরণাগতি।

**পরিভাষা**—বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা বা শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে যে-সকল তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করা হয়।

**প্রকৃতিজাত**—পৃথিবী বা জগতের স্বভাব হইতে উৎপন্ন।

**প্রত্নতাত্ত্বিক**—প্রত্ন অর্থাৎ পুরাতন তথ্য, প্রমাণাদি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন।

**প্রত্যক্ষবাদী**—জাগতিক বস্তুর ন্যায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকেও মাপিয়া লওয়া যায়, যাহারা মনে করেন।

**প্রাকৃত সহজিয়া**—যাহারা রক্ত-মাংসের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অতীত শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও তাঁহার ভক্তের বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়, এরূপ কল্পনা করে।

**পরার্থপরতা**—পরের অর্থ বা প্রয়োজনের নিমিত্ত যে চেষ্টা বা ধর্ম্ম।

**পারকীয় রস**—পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়ঘটিত যে আনন্দ।

**পরব্যোম**—বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম।

**প্রয়োজন**—কৃষ্ণের সুখ উৎপাদনই জীবের প্রয়োজন বা প্রাপ্যফল।

**পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা**—পঞ্চরাত্র সাত্বত শাস্ত্রবিশেষ; তাহার শাসন অনুসারে যে দীক্ষা তাহা সাধারণতঃ তিনপ্রকার—(১) বৈদিক, (২) পৌরাণিক ও (৩) পাঞ্চরাত্রিক। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির পূর্ব্বের জাতি বিচার করিলে অপরাধ হয়।

**পারমার্থিক**—পরমার্থ (পরম—শ্রেষ্ঠ; অর্থ—প্রয়োজন) বা ভক্তিসম্বন্ধীয়।

**পাষণ্ড**—যাহারা নারায়ণের সহিত ব্রহ্মা, রুদ্র বা শক্তি প্রভৃতি দেবদেবীগণকে সমান মনে করে; যাহারা ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তকে নিত্যবস্তু জ্ঞান করে না।

**পরম শান্তি**—নিত্যধামে ভগবানের নিত্য সেবানন্দ, সাময়িক ক্লেশের নিবৃত্তিমাত্র নহে। ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজাত যে আনন্দ, তাহাই পরা শান্তি।

**প্রেমানন্দ**—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া ভক্তগণ যে আনন্দ লাভ করেন।

**প্রাদেশিক বাক্য**—বেদের একদেশে যে-সকল মন্ত্র বা বাক্য আছে অর্থাৎ যে-সকল মন্ত্র সার্ব্বদেশিক অর্থাৎ সকলস্থানে স্বীকৃত নহে।

**প্রাতিভাসিক সত্যতা**—যে সত্য কেবল প্রতিভাত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সত্য নহে; যেমন রজ্জুতে 'সর্প' জ্ঞান প্রাতিভাসিক সত্য।

**ফলভোগী**—কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য যাহারা কর্ম্ম করে।

**ফলত্যাগী**—জ্ঞানিগণ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে না চাহিলেও ফল কৃষ্ণের ভোগেও প্রদান করে না। তাহারা পরমেশ্বরকে ইন্দ্রিয়হীন ক্লীব জাতীয় বস্তু মনে করে।

**বিরজা**—যাহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে, এইরূপ নদীবিশেষ।

**বদ্ধজীব**—মায়াতে বদ্ধ জীব।

**বহির্ম্মুখ**—বিমুখ, বাহ্য-বিষয়ে আসক্ত।

**বিগ্রহ ব্যবসায়ী**—যাহারা ঠাকুর দেখাইয়া টাকা রোজগার করে।

**বুদ্ধিযোগ**—কিভাবে ভগবানের সেবা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত বুদ্ধি।

**বৈরাগ্য**—সংসার বা বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা।

**বাস্তব**—প্রকৃত; যথার্থ। যাহার নিত্য সত্তা আছে; যাহা নিত্যকালই সত্য, তাৎকালিক বা ব্যবহারিক সত্য নহে।

**ব্রহ্মজ্ঞ**—যিনি ব্রহ্মকে জানেন।

**বৈষ্ণবভোগী**—যে বৈষ্ণবকে ভোগ অর্থাৎ তাঁহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার বা বৈষ্ণবের দ্বারা নিজের জাগতিক স্বার্থ পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টাপর।

**ব্রহ্মবিৎ**—যিনি ব্রহ্ম বা ভগবানকে জানেন।

**ভক্তিসিদ্ধান্ত**—ভক্তির তত্ত্ববিচার বা মীমাংসা।

**ভগবদ্ধাম**—ভগবানের ধাম অর্থাৎ ভগবান্ যে-স্থানে অবতীর্ণ হন বা লীলা করেন।

**ভাগবত-ব্যবসায়ী**—যাহারা ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা বা কথকতা করিয়া অর্থ বা সম্মান সংগ্রহ করে।

**ভ্রমাদি**—(১) ভ্রম, (২) প্রমাদ, (৩) বিপ্রলিপ্সা ও (৪) করণাপাটব—এই চারিপ্রকার দোষ। ভ্রম—ভ্রান্তি; প্রমাদ—অনবধানতা; বিপ্রলিপ্সা—অপরকে ও নিজেকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা, অপটুতা।

**ভাড়াটিয়া**—যে ভাড়া খাটে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চন প্রাপ্তির বিনিময়ে কোন কার্য্য করে।

**ভক্তিরসামৃতসিন্ধু**—ভক্তি বা সেবারস অর্থাৎ প্রেমই অমৃত, তাহার সিন্ধু। নানা লহরী বা নবনবায়মান্ বিচিত্রতাপূর্ণ।

**ভেদের প্রতিপাদক**—ব্রহ্ম ও জীবের সহিত ভেদের অর্থাৎ সেব্য-সেবক সম্বন্ধের বোধক।

**ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারক**—যাঁহারা ভক্তির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কোন্‌টি ভক্তি, কোন্‌টি অভক্তি; কোন্‌টি রস, কোন্‌টি রসাভাস; কোন্‌টি

অপরস, কোন্‌টি বিরস ; এই সকল বিষয় ভক্তির বিজ্ঞান অনুসারে বিচার করেন।

**মধুর রস**—শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী রাধিকা প্রমুখ অপ্রাকৃত ব্রজগোপীগণ যে রসে সেবা করেন। কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, আর গোপীগণ কান্তা, সেই সম্বন্ধে যে রস।

**মায়াবাদী**—ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন জীবরূপে প্রতীত হন, ইহা যাঁহারা বলেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম চিরকালই মায়ার অতীত, মায়া ভগবানের ছায়াশক্তি। ভগবান্ মায়ার ঈশ্বর।

**মায়াধীশ**—মায়ার ঈশ্বর বা প্রভু, মায়া যাহার অধীন।

**মধুপুষ্পিতবাক্য**—বেদের যে-সকল বাক্যে কর্ম্মের বহু ফলের কথা, বহু ভোগের কথা বর্ণিত আছে।

**মন্ত্র-ব্যবসায়ী**—যাহারা মন্ত্রদান করিয়া অর্থাদি গ্রহণ করে এবং তদ্দ্বারা নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করে।

**মাধুকরী ভিক্ষা**—মধুকর বা ভ্রমর যেরূপ বহু পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ ভক্তগণ কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ভিক্ষা বা বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন।

**মৎসরাপন্ন**—পরশ্রীকাতরতাযুক্ত বা অপরের সম্মান দেখিয়া যাহার হিংসা হয়।

**মহাজন**—মহাপুরুষ, ভগবানের জন, পার্ষদ ভক্ত।

**মনোধর্ম্মী**—যাহারা নিজ নিজ মনের বিচারে বা খেয়ালে ভাল-মন্দ স্থির করিয়া থাকে।

**মহাবাক্য**—শঙ্করাচার্য্য 'তত্ত্বমসি' ( ছাঃ ৬।৮।৭ ) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহঃ ১।৪।১০) 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ( কঠ ২।১।১১ ) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ( ছাঃ ৩।১৪।১ ) প্রভৃতি বাক্য মহাবাক্য বলিয়াছেন ; কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 'প্রণব' বা 'ওঁঙ্কার' সর্ব্বদেশিক বাক্য বলিয়াই তাঁহাকেই মহাবাক্য বলেন।

**মহাভাগবতবর**—যিনি উত্তম ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ গুরুদেব।

**মন্ত্রোপদেষ্টা**—যিনি মন্ত্রের উপদেশ করেন, দীক্ষাগুরু।

**মর্ত্ত্যবুদ্ধি**—মাটিয়াবুদ্ধি, মনুষ্যবুদ্ধি, পৃথিবীজাত বস্তু বলিয়া মনে করা।

**মুদ্রা**—চিহ্ন, অভিনয়, হাবভাব।

**মিশ্রসত্ত্ব**—প্রকৃতির অধীন কোন বস্তুতে কেবল সত্ত্বগুণ থাকিতে পারে না ;

তাহার সহিত ন্যূনাধিক রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণ থাকে। তাহাই মিশ্রসত্ত্ব।

**যোগী**—যাঁহারা যোগপথ অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার সহিত মিশিয়া যাইতে চাহেন।

**যুক্তবৈরাগ্য**—যতটুকু বৈরাগ্য ও যতটুকু গ্রহণ করা প্রয়োজন, হরিভজনের জন্য ততটুকু স্বীকারকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে; যে বৈরাগ্য হরিসেবার সহিত যুক্ত।

**রূপককল্পনা**—অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া ব্যাখ্যা বা কল্পনা করা। বাস্তব লীলাকে জাগতিক বস্তু বা বিষয়ের সহিত তুলনা করা। যেমন শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন লীলাকে জীবের কামাদি রিপু-দমনের সহিত তুলনারূপ কল্পনা।

**লয়**—ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত মিশিয়া গিয়া সেবা পরিত্যাগ করা।

**লাভ-পূজা**—প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আশা, জাগতিক বস্তু লাভ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা শান্তি লাভের কামনা; লোকে পূজা করুক, শ্রদ্ধা করুক এইরূপ ইচ্ছা; প্রতিষ্ঠা, সম্মান, যশঃ বা প্রশংসা প্রাপ্তির অভিলাষ।

**লৌকিকীভক্তি**—সাধারণ লোকে মনের খেয়ালে যাহাকে ভক্তি মনে করে; ভক্তি সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম হইতে জাত ধারণা অর্থাৎ উহা প্রকৃত ভক্তি নহে।

**শুদ্ধভক্ত**—যাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত বা তপস্যাকে ভগবানের প্রেমলাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না, যাঁহারা একমাত্র পরমেশ্বর বিষ্ণুকেই স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তের অনুগত হইয়া কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।

**শব্দব্রহ্ম**—শব্দরূপী ব্রহ্ম, হরিকথা, হরিনাম।

**শ্রী-সম্প্রদায়**—শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী হইতে যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ এই সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।

**শ্রৌতশাস্ত্র**—গুরু-পরম্পরায় প্রাপ্ত যে শ্রুতি, তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্র।

**শুষ্কজ্ঞানী**—যে-সকল জ্ঞানী ভক্তির বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কেবল শুষ্ক জ্ঞান বিচারক।

**শ্রৌতবাক্য**—যে উপদেশ সত্য, সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে গুরু-পরম্পরায় আসিয়াছে।

**শুদ্ধসত্ত্ব**—যাহা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অতীত—অবিমিশ্র বা কেবল সত্ত্ব।

**সিদ্ধাবস্থা**—সাধন করিতে করিতে যখন সিদ্ধি বা প্রয়োজন লাভ হয়, সেই অবস্থা ; মুক্তাবস্থা।

**স্থূলবুদ্ধি**—মোটা বুদ্ধি অর্থাৎ দেহটাই আমি, যাহার এইরূপ বিচার।

**স্বার্থপরতা**—'স্ব' অর্থাৎ আত্মার, চেতনের অর্থ—প্রয়োজন যাহা, তদ্বিষয়ে রত ব্যক্তির ধর্ম্ম।

**সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ**—ভগবান্ জীবের ন্যায় রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট বা জন্ম-মরণশীল বস্তু নহেন। তিনি 'সৎ' অর্থাৎ নিত্য, 'চিৎ', অর্থাৎ পূর্ণচেতন ও পূর্ণ 'আনন্দময়' বস্তু।

**সপ্তজিহ্বা**—কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে (১) চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন, (২) সংসার দাবানলের নির্ব্বাপণ, (৩) মঙ্গলরূপ কুমুদের পক্ষে জ্যোৎস্না বিতরণ, (৪) পরাবিদ্যার সেবা লাভ, (৫) আনন্দসাগরে উদ্বেলন, (৬) পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন ও (৭) অপ্রাকৃত রসে সকল আত্মার অবগাহন হয়। এই সপ্তপ্রকার কার্য্য বা শক্তিকেই নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞের অগ্নির জিহ্বা বলা হইয়াছে।

**সেবোন্মুখতা**—সেবায় উন্মুখতা বা প্রবৃত্তি।

**সুসমন্বয়**—সুন্দররূপে মিলন, অবিরোধ বা সামঞ্জস্য।

**স্বতন্ত্রবুদ্ধি**—গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত বা শরণাগত না হইয়া স্বাধীনভাবে চলিবার দুর্ব্বুদ্ধি।

**সম্প্রদায়**—সমাজ ; গোষ্ঠী।

**স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা**—সকল দেবতাই কৃষ্ণের দাস—ইহাই গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন। দেবদেবীগণকে কৃষ্ণের দাস-দাসী বিচার না করিয়া, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের ন্যায়ই স্বতন্ত্র বা স্বয়ং ভগবান্ অথবা কৃষ্ণ বা অন্যদেবতাগণ একই বস্তু, কেবল নামে মাত্র ভেদ—এইরূপ কল্পনা করাই স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা।

**সর্ব্বস্ব সমর্পণ**—মন, বাক্য, বুদ্ধি, আত্মা, অর্থ, প্রাণ ও দেহ সমস্তই ভগবানের সেবায় অর্পণ।

**স্থানভ্রষ্ট**—স্থান অর্থাৎ সত্যের ভূমিকা হইতে চ্যুত।

**সেবোন্মুখ-ইন্দ্রিয়**—যে ইন্দ্রিয় সেবার জন্য উন্মুখ অর্থাৎ সেবার দিকে গতিবিশিষ্ট।

সংগ্রাহক—

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

# জ্যোতিষশাস্ত্র—বেদাঙ্গ, ভ্রান্ত নহে

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৬ পৃষ্ঠার পর ]

"কেহ বলেন,—অখণ্ড দৈবপ্রেরণা-প্রবাহই আমাদের জীবন ও যাবতীয় ঘটনাসমূহ, পুরুষকার বলিয়া কিছুই নাই ; যাহাদের পুরুষকার বলিয়া মনে হয় তাহারা প্রকৃতপক্ষে দৈব-প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ব্যক্তিগত সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্তে কোন কর্ম্মই ছিল না, অতএব প্রথম প্রচেষ্টাটি দৈবদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রথম প্রচেষ্টার ফলানুসারে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার গতি হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রচেষ্টানুসারে তৃতীয় প্রচেষ্টা, তৃতীয়ানুসারে চতুর্থ এবং চতুর্থানুসারে পঞ্চম, এইরূপে অনন্ত পুরুষকার-প্রবাহ প্রথমোক্ত দৈব-প্রেরণার ফলস্বরূপ মাত্র। "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'—অর্থাৎ অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তিগণই নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া থাকে। দৈববাদিগণ নিজদের স্বপক্ষে শাস্ত্রের এই বচন উত্থাপন করিয়া থাকেন।

"পুরুষকারবাদীরা বলেন,—ব্যক্তিসৃষ্টির আদি নাই, উহা অনাদি প্রবাহ। অতএব আদি দৈবপ্রেরণার প্রশ্নই উঠিতে পারে না, আর দৈবের প্রাধান্য স্বীকার করিলে জগৎ-কর্ত্তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষ আসে, কারণ সুন্দর-কুৎসিত ও সুখী-দুঃখীদের প্রতি অনাদি দৈবপ্রেরণার সৃষ্টিকারী পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, বলিতে হয়। কিন্তু পুরুষকারের প্রাধান্য স্বীকার করিলে সকলই সমাধান হয়। আর দৈব বলিয়া যাহাকে মনে হয়, তাহা কর্ম্মফল ছাড়া আর কিছুই নয়। শাস্ত্রের "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"—এখানে কর্ত্তা বলিতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সাধারণ কর্ম্মের ( ব্যক্তি ) কর্ত্তাকে নয় অর্থাৎ নিজেকে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর মনে করাই অহঙ্কারের লক্ষণ বুঝাইতেছে, ব্যক্তিগত কর্ম্মের কর্ত্তাকে বুঝাইবে না।

"অন্য মতাবলম্বীরা বলেন,—ব্যক্তিগত অনাদি সৃষ্টি-প্রবাহ স্বীকার করিয়াই যদি পুরুষকারবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইল, তবে অনাদি দৈব ও পুরুষকার আমরা স্বীকার করিব। তাহাতে সর্ব্বমতের সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে। অতএব দৈব ও পুরুষকার উভয়ের সংমিশ্রণেই ঘটনা সংঘটিত হয়। যেমন দৈবের দ্বারা যদি কখনও খাদ্যদ্রব্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমি উহাকে

হস্তদ্বারা মুখে প্রবেশ করাইয়া চর্ব্বণ করত গলাধঃকরণরূপ পুরুষকারের অনুষ্ঠান না করিলে খাওয়া হইবে না। এখানে দৈবের কাজ পুরুষকারের দ্বারা এবং পুরুষকারের কাজ দৈবের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। ইহার মধ্যে আগে পরে নাই, অনাদিকাল হইতে উভয়েই পাশাপাশি চলিয়াছে। তাছাড়া শাস্ত্রে দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই প্রশংসা দেখা যায়। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই প্রয়োজন না থাকিলে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ অনর্থক বিষয়ে প্রেরণা দিতেন না এবং শাস্ত্রে সদসৎ কর্ম্মের প্রতি বিধি-নিষেধাত্মক বাক্যের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচারের কথাই থাকিত।

"আমরা শেষোক্ত মতকেই সমর্থন করি। এখন দেখিতে হইবে, দৈব বা ভাগ্যকে পুরুষকারের দ্বারা পরিবর্ত্তন করা সম্ভব কি না? এ প্রশ্নের উত্তর ক্ষেত্র-বিশেষে সম্ভব ও ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভব নয়।

"দৈব বা পুরুষকার প্রত্যেকেই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। তীব্র, মধ্যম ও মৃদু—এই তিনটী ভাগ। দৈবের তীব্রত্ব ও মধ্যমত্বই স্বভাব, দৈব মৃদু কদাচ হয়। আর পুরুষকারের মৃদুত্ব ও মধ্যমত্বই স্বভাব, তীব্র পুরুষকার কদাচ সম্ভব। তীব্র দৈব, তীব্র পুরুষকারের দ্বারা খণ্ডিত হয়, মধ্যম পুরুষকারের দ্বারা আংশিকভাবে এবং দুর্ব্বল পুরুষকারের দ্বারা অনিশ্চিতভাবে খণ্ডিত হয়। অনেকে অতি তীব্র ও অতি মৃদু হিসাবে আরও দুইটী ভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। অতিতীব্র নিশ্চিত ফলদায়ক এবং অতি মৃদু নিষ্ফল হইয়া থাকে। বিষয়টি একটী উদাহরণদ্বারা বুঝাইতেছি —যেমন কেহ অসাধ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত অথবা জন্মান্ধ অথবা কর্ত্তিত-হস্ত হইয়াছে, চিকিৎসা শাস্ত্রমতে তাহার আরোগ্যের আশা নাই, এখানে ইহা তীব্র দৈব নামে অভিহিত হইবে। যদি তীব্র পুরুষকারের অনুষ্ঠান হয়, তবেই রোগমুক্তি সম্ভব। কি পুরুষকারের স্বভাব মৃদুত্ব পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কদাচ তীব্র পুরুষকার সংঘটিত হইলে অসাধ্য রোগ দূরের কথা মুমূর্ষু বা মৃত ব্যক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠাও সম্ভব। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে এরূপ অচিন্ত্যনীয় ঘটনার কথা আমরা জানি। আর মধ্যম দৈবের দ্বারা রোগ অসাধ্য না হইয়া দুঃসাধ্য হইবে অথবা অঙ্গবিহীন না হইয়া অঙ্গে আঘাতগ্রস্ত বা রোগগ্রস্ত হইবে এবং তীব্র বা মধ্যম পুরুষকারে উহার খণ্ডন হইবে। এইরূপ মৃদু দৈবের দ্বারা সাধ্য রোগ হয় এবং তীব্র, মধ্যম ও মৃদু পুরুষকারের দ্বারা তাহার খণ্ডন হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দৈব কদাচ মৃদু হয় এবং পুরুষকার কদাচ তীব্র হয়, সুতরাং তীব্র দৈব কদাচ

পরিবর্ত্তিত হয়। তীব্র দৈবকেই সাধারণতঃ লোকে নিয়তি বলে। যোগিগণ তীব্র পুরুষকারের সাহায্যে মৃত্যু পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারেন।"

বর্ত্তমানে কতিপয় ক-অক্ষর গোমাংস ( অজ্ঞ বা অশিক্ষিত ) জ্যোতিষী পঞ্জিকার জ্যোতিষ-বচনার্থ ও বাজারের সস্তা ২।১ খানা জ্যোতিষের বই হাতড়াইয়া স্বীয় নামের পূর্ব্বে জ্যোতিঃকুলশিরোমণি, সিদ্ধান্তাচার্য্যাগ্রগণ্য, জ্যোতিষসাগর প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত করত প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া লোক ঠকাইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। ভণ্ডের ভণ্ডামি বুঝিতে না পারিয়া হতাশাগ্রস্ত মানবগণকে প্রায়শঃ বৃথাই আক্কেল সেলামি দিতে হয়। জ্যোতিষী নামধারী ভণ্ডেরা জ্যোতিষ জগতের কলঙ্কস্বরূপ। তাঁহারা নিজেদের সিদ্ধ বলিয়া অভিমান করেন এবং জ্যোতিষ-বিদ্যা করায়ত্ত করিবার জন্য কোন গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা নাই, মনে করেন। "এইসব নকল জ্যোতিষীরা পরবর্ত্তিজন্মে বিড়াল জন্ম প্রাপ্ত হইবেন" তাহা "শ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য" হইতে অবগত হওয়া যায়। নকল জ্যোতিষীদের মধ্যে অনেকে আবার নাসিকা, ললাট, গণ্ডস্থল প্রভৃতি অঙ্গগুলি নানাবিধ রংয়ে রঞ্জিত করিয়া জনগণের অপেক্ষায় রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। নিজেকে বহুরূপী সাজান অত্যন্ত সহজ, কিন্তু জ্যোতিষ-বিদ্যা করায়ত্ত করা অত সহজ নয়। যেমন হাতুড়ে ডাক্তার বাতুলের ন্যায় নিমোনিয়া রোগীর জন্য যক্ষা রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকেন, জ্যোতিষ সম্বন্ধেও শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে তদ্রূপ মোটামুটি বিষয়ে অনেক অযথার্থ সিদ্ধান্ত করিয়া বহু লোকের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকেন।

অনেকের ধারণা নিখুঁতভাবে জ্যোতিষ মেলে না বা মেলান সম্ভব নয় অথবা সেরূপ লোকের অত্যন্ত অভাব। এই কথাগুলি আংশিকভাবে সত্য। কারণ যেরূপ একই রোগীকে পাঁচজন নামকরা ডাক্তারদ্বারা দেখাইলে তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্রে প্রায়শঃ সামান্য মতভেদ দেখা যায়, জ্যোতিষের বিষয়টিও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়টি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কারণ যে মস্তিক-সঞ্জাত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মত্বের পরিমাপ হয়, তাহা সকলের মধ্যে সমানভাবে থাকে না এবং মানবের মধ্যে তাহা প্রচুর থাকিলেও অপ্রচুর। মানুষ বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় জানিতে পারে, আবার অনেক ক্ষেত্রে জানিতে সক্ষম হয় না। মানুষ প্রাজ্ঞ কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ নয়। তজ্জন্য কোনও সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্যোতিষের ফল কাঁটায় কাঁটায় না মিলিলেই জ্যোতিষশাস্ত্রকে কিছুতেই দোষ দেওয়া চলে না। "একটী শ্রেণীতে

২।১ জন ছাত্র খারাপ থাকিলে সব ছাত্রই খারাপ" যেমন বলা যায় না, তেমনি কতিপয় নকল জ্যোতিষীকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত জ্যোতিষীদের ভণ্ড বলিলে নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হইবে।

মানবের হস্ত দেহের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। হস্তরেখাবিদ্‌গণ করতলগত রেখা বিচার করিয়া মানবের ভূত-ভবিষ্যৎ অতি অনায়াসে বলিতে পারেন। বিখ্যাত দার্শনিক Aristotle বলিয়াছেন,—"হাত হলো সব যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র—সারা দেহের গৌণ অংশসমূহের কর্ম্মপূর্ণ অংশ।" স্যার রিচার্ড ওয়েন, হামফ্রে, স্যার চার্লস্ বেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ হাতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

"ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসই" জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল কথা। যে গ্রহদের ফেরে মানবেরা অহর্নিশ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহারা সবাই ভগবানের ভক্ত। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ফলং রাশিগ্রহাধীনং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং যতঃ" অর্থাৎ "প্রাণীমাত্রেরই যাবতীয় ফল রাশি ও গ্রহাধীন হইয়া থাকে।" ভগবানের নির্দ্দেশে গ্রহগণ জীবগণকে চালাইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজেকে "গ্রহদের রাজা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই সকল গ্রহগণকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব।

অতএব "জ্যোতিষশাস্ত্র—বেদাঙ্গ, ভ্রান্ত নহে," এই তথ্য অবগত হইয়া ভারতবর্ষের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অবদানের কথা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

---

"গুরুর আজ্ঞা যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তাঁহারাই শিষ্য; যাহারা তাহা অস্বীকার করেন, তাহারা গুরুপরম্পরা-বিরোধী, পথভ্রষ্ট এবং গুরুদ্রুহ।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

# বক্তা—সরাগ ও নীরাগ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর ]

তখন শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানদাতা নীরাগ বক্তার নিকট নষ্টমোহ জীব এইভাবে প্রপন্ন হয়,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সু মন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

( শ্রীল দাসগোস্বামিকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ৬ষ্ঠ শ্লোক )

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

নীরাগ বক্তা বা প্রকৃত শ্রবণ-গুরুর বাণী-অঙ্কুশের দ্বারা জীবের কল্মষদ্বিরদ নাশ হইলে তিনি শ্রবণ-গুরুদেবকেই একমাত্র নিত্য অবঞ্চক বান্ধব জানিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকেই সদোপাস্যরূপে বরণ করেন,—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন ॥ ( শ্রীস্তবমালা )

মেঘ হইতে অনবরত বজ্র বা নব বারি যাহাই পতিত হউক না কেন, চাতক যেমন সেই মেঘেরই স্তুতি করে, সেইরূপ হে দীনবন্ধো! আপনি আমার প্রতি দণ্ড অথবা দয়া যাহাই বিধান করুন, আপনি ব্যতীত এই ত্রিভুবনে আমার আর অন্য কোনও গতি নাই।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ( ভাঃ ১১।২৬।২৬ )

বহির্ম্মুখ মনের জন্ম-জন্মান্তরের জড়াসক্তি-ছেদনকারী শ্রীভাগবত-বক্তাই প্রকৃত বক্তা বা সাধু। **শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যার ছলে প্রাকৃত কাব্যরসের দ্বারা অনর্থযুক্ত শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী ব্যক্তিগণ বক্তা নহে। যাঁহার বক্তৃতায় সংসারবন্ধন-ছেদন ও শ্রীহরি-প্রণয়-বন্ধন হয়, তিনিই সুবক্তা;** আর অন্য সকলেই কুবক্তা বা লোক-বঞ্চক—লোক-চাটুকার

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-ভোজী। যাহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশার লেশও আছে, তাহারা কখনও নির্ম্মম-বাক্যে বহির্ম্মুখ জীবজগতের চরম-মঙ্গল করিতে পারে না। তাহাদের আপাত 'নরম' বাক্য চরমে নৃশংস-ব্যবহারেই পরিণত হয়। আর নীরাগ বক্তার আপাত নির্ম্মম-বাক্য চরমে পরম সুখদায়ক ও শুভদায়ক হয়।

"সরাগ বক্তা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবার অভিনয় করিলে তাহা ত' ফলদায়ক হয়ই না, পরন্তু জগন্নাশকর হইয়া থাকে।"—এইরূপ শাস্ত্রোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেক সময় আমাদের প্রাণ শুকাইয়া যায়। কেহ কেহ বা সেই ছলে 'মনমরা ভাব'যুক্ত হইয়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির একমাত্র সুখোৎপাদক কার্য্য শ্রীকীর্ত্তনকে বন্ধ করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করি। কেহ কেহ আবার বলি, **যদি একান্তপক্ষে শ্রীহরিকীর্ত্তনকে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের আদিষ্ট সেবা বলিয়া অনুশীলন করিতেই হয়, তবে প্রচার বা পরোপদেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি, দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি করাই শ্রেয়ঃ।** নিজে কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস্যে অভিভূত থাকিয়া ও আচরণহীন হইয়া অপরকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা ভণ্ডামী ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব প্রচাররূপ কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া 'মৌনী' থাকিয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ, না হয় নিজে নিজে স্তব-স্তুতি প্রার্থনা করাই মঙ্গলজনক।

মনোধর্ম্মী সাধকের এইরূপ চিত্তবৃত্তির অন্তঃপুর সুতীব্র সন্ধানী আলোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে ইহাতে প্রতিষ্ঠালাভের অভাবজনিত নিরুৎসাহ ও তজ্জন্যই 'কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব, কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব' মহাজনের এই শিক্ষার ব্যভিচার লক্ষিত হয়। আপনাকে যথার্থই 'সরাগ বক্তা' বলিয়া অনুভব হইলে সরাগত্ব দূর করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবলে আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিবার চেষ্টাই হইবে। 'সরাগত্ব দূর করিবার প্রযত্ন করিব না, তৎপ্রতি শিথিল ও জাড্যবিশিষ্ট হইয়া কোনছলে একমাত্র মঙ্গলময়ী সাধনকে পরিহার করিব', যেখানে এইরূপ প্রচ্ছন্ন অভিলাষ, তথায়ই কীর্ত্তন পরিহার করিয়া মৌনী থাকিবার প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ যিনি অন্তরের অন্তঃস্থান হইতে আপনাকে 'সরাগ' বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহাতে সুতীব্র দৈন্য উচ্ছলিত হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাকে অধিকতর আকর্ষণ করে। তিনি সর্ব্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজে দুর্দ্দশার কথা অকপটে জ্ঞাপন করেন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তনরূপ

সাধনকে পরিত্যাগ না করিয়া কেবল আত্মনিবেদনের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন ; কারণ অনর্থ-নিবৃত্তি তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন নহে, 'তদর্থমেবেদমিতি'—'শ্রবণ-কীর্ত্তন একমাত্র শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কার্য্য ; আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, উৎসাহ-নিরুৎসাহের কার্য্য নহে। অতএব তাঁহাদের সুখকর কার্য্য হইতে আমি বিরত হইতে পারি না'—এই বিচারে আপনাকে যন্ত্রের ন্যায় জানিয়া যন্ত্রীর কার্য্য অর্থাৎ শ্রুত-বিষয় অনুকীর্ত্তন করিতে থাকেন। ইহাতে নিজের কোনপ্রকার অপস্বার্থানুসন্ধান করেন না। এইরূপ বক্তার সরাগত্ব-ভাব অতি অল্পদিনেই কাটিয়া যায়। নীরাগ বক্তার বীর্য্যবতী বাণী কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান ও সেই উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট-অমৃত-রস আবার শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অভিপ্রেত সুখকর কার্য্যবোধে উদ্গীরণ করিতে করিতে তাঁহার সরাগত্বের লেপ দূরীভূত হয়। অতএব সরাগ বক্তার নাম করিয়া নির্ব্বাক্, নির্জ্জন-ভজনানন্দী বা বাক্যশাঠ্য, বিশেষতঃ সেই ছলে কায়শাঠ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রদত্ত শ্রীবাণীবিগ্রহ-সেবা পরিহাররূপ অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। **যে-স্থানে আমার ভোগ ও ত্যাগের কার্য্য, তথায়ই শাঠ্যের স্পৃহা উদিত হয়** ; কিন্তু যে-স্থানে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কার্য্য, সেখানে কোনপ্রকার কমঠবৃত্তি নাই—কায়শাঠ্য, বাক্যশাঠ্য প্রভৃতি জাড্য নাই।

ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় সাধন-বিশেষ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১৮) বলেন,—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥

নষ্টপ্রায়েষু ন তু জ্ঞানমিব সম্যঙ্ নষ্টেষ্বেবেতি ভক্তের্নিরর্গলস্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবতশাস্ত্রস্য বা সেবয়া ভক্তিরনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী সন্ততৈব ভবতি। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৩ অনুঃ)

সর্ব্বক্ষণ শ্রীভক্ত-ভাগবত ও শ্রীগ্রন্থ-ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তনময়ী সেবা করিতে করিতে অনর্থসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানে নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তির উদয় হয়। 'নষ্টপ্রায়' বলিতে জ্ঞান-সাধনের মত সম্যক্ নষ্ট বুঝিতে হইবে না। এই বাক্যে ভক্তির বাধাশূন্য স্বভাব উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষা ও ভাগবতশাস্ত্রের শুশ্রূষার দ্বারা অনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি লাভ হয়। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাদিতে অজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকাকালে সিদ্ধি হয় না, কিন্তু ভক্তি সেরূপ নহে। কষায়যুক্ত

অবস্থায়ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণাভক্তি আরম্ভ করিয়া প্রেমসিদ্ধি পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

নামাপরাধলক্ষণস্যাভদ্রস্য কশ্চন কশ্চন প্রবলো ভাগঃ ক্ষীণত্বং গচ্ছন্ রতিপর্য্যন্তোঽপি ভবতীতি ভাবঃ। অর্থাৎ নামাপরাধ-লক্ষণযুক্ত অনর্থের কোন কোন প্রবল ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সেবাপ্রভাবে স্থায়িভাব-রতি-পর্য্যন্ত হয়।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—**কীর্ত্তন করিতেই হইবে**; যদি সাক্ষাদ্‌ভাবে মহতের বা নীরাগ চিদ্বিলাসানুভবযুক্ত বক্তার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য না হয়, তথাপি নিজে নিজে কীর্ত্তন করিবে এবং যাহা নিজে নিজে কীর্ত্তন করিবে, তাহা পূর্ব্বে শ্রীশুকদেবাদি মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবে। আর যে-স্থানে মহতের মুখরিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার দুর্ল্লভতম সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, সেখানে যে তাহার অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—**শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করিবে, শ্রোতা না থাকিলে স্বয়ংই গান করিবে অর্থাৎ কীর্ত্তন কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে হইবে না।**

সর্ব্বযুগেই, বিশেষতঃ কলিকালে নামকীর্ত্তন-প্রচার-প্রভাবেই মহাভাগবতত্ব সিদ্ধি হয়; কিন্তু পাষণ্ড-মত-প্রবেশহেতু কলিকালে কেহ কেহ কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিতে চাহিবেন না,—ইহা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন।

তদেবং কলৌ নামকীর্ত্তনপ্রচারপ্রভাবেণৈব পরমভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ডপ্রবেশেন নামাপরাধিনো যে, তেষান্তু তদ্বহির্ম্মুখত্বমেব স্যাদিতি ব্যতিরেকেণ তদ্দ্রঢ়য়তি ( ভাঃ ১২।৩।৪৩-৪৪ ),—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানত-পাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥

( শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৭৪ অনুঃ )

**কীর্ত্তনাখ্যভক্তি মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—সকল শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।** ইহা কেবল নিবৃত্ততর্ষ মুক্তকুলের উপাস্য নহে।

মুমুক্ষু ও বিষয়ী ব্যক্তিও কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির আশ্রয় করিয়া চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। গ্রাম্যকথা-বিঘাতক মহন্মুখরিত শ্রীকৃষ্ণ-বার্ত্তাশ্রবণে ও অনুকীর্ত্তনে মুমুক্ষুগণের মোক্ষ-বাসনা বিদূরিত হইয়া শ্রীবাসুদেবে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয় এবং বিষয়িগণেরও বিষয়-বিদূষিত-চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণরসে অভিষিক্ত হয়। **কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিকে সাত্বত-শাস্ত্র 'পশুঘ্ন' বা 'ব্যাধ' বলিয়াছেন।** ব্যাধের হৃদয় পাষাণ, তাহার ন্যায় দুর্ভাগা জীব আর নাই। ব্যাধ মৃগাদির সৌন্দর্য্যাদি গুণকেও গণনা না করিয়া যেরূপ তাহাতেও হিংসা-মাত্র-তৎপর হয়, সেইরূপ কীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তি একমাত্র ভুবনমঙ্গলাবতার কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির মহাবদান্যত্ব-গুণ দর্শন না করিয়া স্মরণাদি অনুশীলন করিবার ছলে কায়, বাক্য ও মনঃশাঠ্যের দ্বারা আত্মঘাতী হয়,—আত্মার নিত্যস্বভাবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়।

যে-ব্যক্তি নিজের উপকার করিয়া পরের উপকার করিতে অভিলাষী নহেন অর্থাৎ মহন্মুখরিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাহা অনুকীর্ত্তনপূর্ব্বক স্ব-পর-মঙ্গল-বিধানে কৃপণ, সেরূপ ব্যক্তি পতিতপাবন-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা হইতেও বঞ্চিত। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অত্যন্ত বিষয়ীকেও নিজগুণে কৃপা করেন, কিন্তু কীর্ত্তন-পরিত্যাগকারী ব্যাধকে কৃপা করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন,—

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ
কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ।
শৃণীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং
জনার্দ্দনোঽস্যাশু হৃদি প্রসীদতি॥ ( ভাঃ ৩।১৩।৫০ )

ভক্তজনের সংসার-নাশন ভগবানের কথাই কীর্ত্তনের বিষয়। স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট ভগবানের সুমঙ্গলময়ী কমনীয়া কথা যিনি ভক্তির সহিত শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করান, জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

অতএব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-বিগলিতা শিক্ষা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরজনের আনুগত্যে আচরণ করিলে অচিরেই সরাগত্ব দূর হইয়া নীরাগত্ব বা চিদ্‌বিলাসানুভবের উদয় হয়।

—সাপ্তাহিক গৌড়ীয়

# অনন্ত-শয়ন

"শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্।"
কারণবারিধি-জলে নীলিমা ব্যাপিয়া
নীল নভঃস্থলে ঘেরিয়াছে নীল ছায়া।
সহস্রফণায় মহাকাল আবরিয়া
নীলমেঘে নীলমণি রেখেছে ঢাকিয়া ॥ ১ ॥
না খেলে তরঙ্গ জলে নিশীথ নীরব
না খেলে আকাশতলে বিহঙ্গম সব।
না খেলে কালের কোলে ঘটনা-লহরী
ফুটি নীলকান্তি ছুটে শ্রীরূপ-মাধুরী ॥ ২ ॥
নীলমণিময় মাথে মুকুট ভূষণ
নিমীলিত নীলপদ্ম-পত্র দু'নয়ন।
নীলাম্বরী যোগনিদ্রা বসি অংশ পাশে
করে তাঁর ঢাকি আঁখি মৃদু মৃদু হাসে ॥ ৩ ॥
সে হাসি কৌমুদীরাশি ভাসিছে চৌদিকে
ভাতিয়া সে নিরমল মুখ জ্যোৎস্নালোকে।
ঝকিছে কুণ্ডল কর্ণে ঝিকিমিকি করি
কি সুন্দর বিম্বাধর আমরি আমরি !! ৪ ॥
রক্তশ্বেত গজমুক্তা দোলে নাসামূলে
কৃষ্ণনীল আভা তায় অলকার চুলে।
তিলকের প্রতিবিম্বে পীতরঙ্গ ধরে
রক্তিম অধর-ছায়া পুনঃ তাহে পড়ে ॥ ৫ ॥
বামকরে পাঞ্চজন্য ভীষণ নির্ঘোষে
"অহং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি" ভীমরবে ঘোষে।

নিম্নকরে শ্বেতশতদল শোভা পায়,
"অহিংসা সত্যমাস্তেয়ং" সুষমা ছড়ায় ॥ ৬ ॥
বামেতরোপরে ঘোরে চক্র ক্ষুরধার
উগারে অনল যেন মার্ত্তণ্ড আকার।
নাশিতে কলুষরাশি অজ্ঞান আঁধার
আর করে ভীম গদা শাসিতে সংসার ॥ ৭ ॥
বনফুল মালা গলে ঝলমল করে
যেন উর্ম্মিদল নীল উরস সাগরে।
সূর্য্য প্রতিবিম্ব তায় কৌস্তুভ-কিরণ
চঞ্চল উজ্জ্বল আলো ঝলসে নয়ন ॥ ৮ ॥
নবরোমরাজি সাজে মধুর শৈবাল
নাভিসরে ধরিয়াছে একটী মৃণাল ;—
কুসুম সহস্রদল, বিরাজিত তায়
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা রজগুণে রক্তকায় ॥ ৯ ॥
স্বর্ণাক্ষরে লেখা চারিবেদ চারিকরে,
উচ্চারণে চারিমুখ উদাত্তাদি স্বরে,
সম্মিলিত শব্দ উঠি আকাশ উপরে,
"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" গরজে গম্ভীরে ॥ ১০ ॥
চরণকমল-প্রান্তে বসিয়া কমলা
প্রকৃতি বৈষ্ণবীশক্তি লক্ষ্মী অচঞ্চলা ;
বদন-চন্দ্রমা করে করিয়া উজলা
দেহ নীলগিরি পীত পট্টবাসে আলা ॥ ১১ ॥
সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ কর অনুভব,
বাঙ্মনের অগোচর যাঁহার বৈভব,
জ্ঞানময়, জ্যোতির্ম্ময়, প্রেমময় যাঁর ;—
দয়াময় রূপ ওই শান্তি পারাবার ॥ ১২ ॥
যোগিগণ ধ্যানে যাঁরে না পান দেখিতে,
মূঢ় মন ! দেখ চেয়ে ও পাপ আঁখিতে—

শান্তমূর্ত্তি মহামূর্ত্তি দীপ্তমূর্ত্তি যাঁর—
ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত সমস্ত সংসার ॥ ১৩ ॥
শরণ্য বরেণ্য তিনি প্রভু প্রাণাধার,
করম্মুখে অরপণ পদাম্বুজে তাঁর—
আকাঙ্ক্ষা-ইন্দ্রিয়-দেহ-বুদ্ধি-প্রাণ-মন
সদা সর্ব্বভাবে লও তাঁহারি শরণ ॥ ১৪ ॥

—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু

---

# শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীভগবান্ নিত্যশুদ্ধ সনাতন বস্তু, আমি জীবাত্মাও সেই জাতীয় বস্তু। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক কথা নয়, এক ব্যাপার নয়। সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ দিয়ে উদাহরণ দেওয়া আছে শাস্ত্রে। যখন আমি ভাবি,—আমি ভগবান্ হয়ে গেলাম, তখন ত' আর আমার কিছু থাকল না; আমি তখন 'Anarchist'-নামে পরিচিত হলাম। আমি ত' তখন ভগবানের সিংহাসন দখল করতে যাচ্ছি! আমি সেবক, আমি সেবিকা। আমি সেবা করে ধন্য হব—এই হল বিচার। কিন্তু আমি যদি ভগবান্ হয়ে গেলাম, তাহলে আর সেবার যে মাধুর্য্য, সেটা কে উপলব্ধি করবে? সেখানে Anarchism এসে গেল—রাষ্ট্রদ্রোহী, রাজদ্রোহী হয়ে গেলাম আমি। সেখানে আমার সাজা হবে। কি সাজা?—মৃত্যুর পর যারা এইরকম চিন্তা-ভাবনা করেন, তাদের জন্য রয়েছে একটা লোক। সেই লোকের নাম হল—'ব্রহ্মলোক' বা 'সিদ্ধলোক'। ভগবানের হাতে যে-সব অসুরদের মৃত্যু হয়, তাদের সেই স্থানে গতি হয়। সেখানে Interned—নজরবন্দী-অবস্থায় থাকতে হয়, সেইকথা সনাতন শাস্ত্রে বলা হয়েছে।—

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥"

ভগবান্ শ্রীহরির হাতে যে-সকল দৈত্য-দানব ও নির্ব্বিশেষবাদীর মৃত্যু হচ্ছে, তাদের ঐখানে গতি হয়। কোনদিন আর তাদের সেই অবস্থা থেকে উন্নতি নাই। এ একটা ঘুমপাড়ানি অবস্থা। আমরা সাধন-ভজন করে, শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করে শেষকালে কি ঐ Anaesthesia দিয়ে অজ্ঞান-করা অবস্থা পেতে চাই, না স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা পেতে চাই? এটা বিচার করবার বিষয়। শাস্ত্র এসব বিচার করেছেন সুন্দরভাবে। পাঁচ রকমের মুক্তির কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

এর মধ্যে চার রকমের মুক্তি বিশেষভাবে বাস্তবে রূপায়িত। সালোক্য—ভগবানের সমান লোক লাভ করা। যদি আমি উহা লাভ করতে না পারি, তাহলে ভগবানের সেবা হবে না। সার্ষ্টি—ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ হয় ভক্তের। আপনারা অবাক্ হবেন না। ভগবান্ যাঁকে নিজত্বে গ্রহণ করেন, ভগবানের মত ঐশ্বর্য্য তাঁর লাভ হয়ে যায়। সামীপ্য—ভগবানের সমীপে বাস। যদি আমি তাঁর নিকটে বাস না করতে পারি, তাহলে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবালাভ আমার হবে না। সারূপ্য—ভগবানের মত রূপ লাভ করা যায়। আরও অবাক্ কাণ্ড! ভগবানের মত রূপ পাওয়া যাবে?—হ্যাঁ। বিষক্সেনাদি যে-সব ভক্ত-পার্ষদবৃন্দ বৈকুণ্ঠে রয়েছেন, তাঁরা যদি এখানে এসে হাজির হন আমাদের সামনে, তাহলে সাধারণ ব্যক্তি আমরা তাঁদের দেখে কেউ চিনতে বা বুঝতে পারব না। দেখে মনে হবে—স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন। তাঁদের ঠিক নারায়ণের মত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। কিন্তু তথাপি তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, পার্থক্য আছে। স্বয়ং নারায়ণ আর নারায়ণের ভক্ত যদি দুজনে এসে দাঁড়িয়ে যান পাশাপাশি, সাধারণ মানুষ আমরা Decipher করতে পারব না। কিন্তু ভক্ত ওটা বিচার করতে পারবেন—তাঁদের মধ্যে কে ভক্ত, এবং কে ভগবান্। সেই সারূপ্য লাভ হয় ভক্তের। অতএব এই চারটী মুক্তি বাস্তবে রূপায়িত। কিন্তু সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ মুক্তি এবং ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য যে মুক্তি, তার বাস্তব ধারণা সাধারণ লোকের মাথায় আসে না। নির্ব্বিশেষবাদিগণই ব্রহ্মসাযুজ্যাদি কামনা করিয়া থাকেন, যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

অনেকের মধ্যে চিন্তা আছে,—আমি ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব। জলের সঙ্গে খানিকটা লবণ বা চিনি মিশিয়ে দেওয়া বা ঢালাঢালি করে দেওয়া—এটা

কি সে রকম মিশ্রণ বা Dilution ? না, তা নয়। সনাতন শাস্ত্রে জিনিসটা বুঝান হয়েছে।

'লীন'-শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। 'ব্রহ্মলীন'-শব্দটী আজকাল নির্ব্বিশেষবাদিগণ প্রায়শঃই ব্যবহার করছেন। ভগবানে লীন বা ব্রহ্মে লীন কথাটার বাস্তব অর্থ কি ? উদাহরণ দিয়ে বুঝান হয়েছে।—

দুই পণ্ডিত বন্ধু উন্মুক্ত প্রান্তরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বসে বসে গল্প করছেন। সন্ধ্যা এসে গেল। কয়েকটা পাখী আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তখন এক বন্ধু অপর বন্ধুকে বলছেন,—'বনে লীনাঃ বিহঙ্গাঃ।' পাখীগুলো ঐ বনে গিয়ে মিলিয়ে গেল। তারা কি মিলিয়ে গেল ?—না, বনের মধ্যে কোন বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নিয়েছে। 'লীন' শব্দের অর্থ হল এই। সুতরাং ভগবানে বা ব্রহ্মে লীন শব্দের অর্থ হল ভগবানের নিকটে অবস্থিতি। যদি সেবা-চিন্তা না থাকে, তাহলে সেখানে Anarchism এসে যাবে, ভগবানের সিংহাসন দখল করার বৃত্তি সেবাবৃত্তিকে ধ্বংস করে দেবে। আর ভগবানকে ভালবাসা হবে না। ভালবাসা মানে সেবা, সেবাবৃত্তিকে বলে ভালবাসা বা ভক্তি। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বর্ণনা করেছেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতির সেবা করব আমরা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। একেই বলে ভক্তি। তাহলে সেবা ও ভক্তি একই তাৎপর্য্যপর। তাই শাস্ত্রেও বর্ণিত হয়েছে,—ভজনা, সেবা ও ভক্তি-শব্দ তিনটী একই পর্য্যায়ভুক্ত। যাকে বলা হয় ভক্তি, তাকে বলে সেবা, তাকে বলে ভজন। 'ভক্তিরস্য ভজনম্'—সেই ভগবানের সেবাকে ভক্তি বলে। আমরা যদি ঠিক ঠিক ভাবে নামকীর্ত্তন করতে চাই, তাহলে সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য রয়েছে আমাদের সামনে। সেটা মেনে নিতে হবে। তাঁরা কি শাস্ত্রছাড়া ?—তাঁরা শাস্ত্রের অনুসরণ করেন, তাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি-ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" এটা তাঁদের বিশেষভাবে আশ্রয়ণীয় বিষয়।

আমার গুরু কে, তাঁর গুরু কে, তাঁর গুরু কে, এইভাবে সকল গুরু গিয়ে যদি ভগবানের কাছে ঠেকে না যান, তাহলে জানব আমার গুরু-পরম্পরা ঠিক নাই। সেজন্য তারও একটা ইতিহাস-ইতিবৃত্ত টেনে এনেছেন। সর্ব্বোপরি গুরু—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছেন, ব্রহ্মা নারদ-ঋষিকে, নারদ-ঋষি বেদব্যাসকে, বেদব্যাস মধ্বাচার্য্যকে উপদেশ করেছেন। ঠিক

এইভাবে Preceptorial line টা এসেছে। এটা ত' আমাদের বুঝতে ভুল করলে হবে না।

'সম্প্রদায়' কাকে বলা হবে?—সম্যক্‌রূপে তত্ত্বদর্শন, তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রদান করেন যিনি বা যে সংস্থা, তাকে বলে 'সম্প্রদায়'। 'সম্প্রদায়'-শব্দের একটা অপব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে আজকাল। যারা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করছেন, তারা 'Sectarian' চিন্তা নিয়ে—কোণজ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'সম্প্রদায়' শব্দটা শুনলে আঁৎকে ওঠেন—ওরে! সম্প্রদায়, সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িক, সাম্প্রদায়িক! কিন্তু 'সম্প্রদায়' শব্দটা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ দার্শনিক শব্দ। এটা কোনরূপ দোষে দুষ্ট নয়। সনাতন আর্য্যঋষিগণ এই বিশেষ অর্থবোধক শব্দটা ব্যবহার করেছেন। শ্রীভগবানকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের লাইনটা ঠিক করে নিয়ে, গুরুনিষ্ঠ হয়ে, বেদনিষ্ঠ হয়ে তাঁরা ভগবানকে ভালবাসতে চান। তাঁরা হলেন সৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই পদ্মপুরাণের মধ্যে সম্প্রদায়ের কথা লেখা আছে,—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িণঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

'সম্প্রদায়' সম্বন্ধে ত' শাস্ত্রে বহু তথ্য লেখা আছে। সেই সম্প্রদায় আর্য্য-ঋষিগণ স্বীকার করেছেন। তাঁরা বোকা নন—একদেশদর্শী নন। তাঁরা বহুদর্শী—তত্ত্বদর্শী। বাস্তবদর্শন তাঁদের কাছে রয়েছে। তাঁরা ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষি। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে প্রথম উপদেশ-নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাঁর পুত্রকে। উপনিষদে বর্ণনা রয়েছে,—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে কি উপদেশ করেছেন?—শ্রৌতবাণী, আম্নায়-গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা। ঠিক সেইভাবেই জগতে এসেছে সেই ব্রহ্মবিদ্যানাম্নী আম্নায়-ধারা। যদি আমরা ভগবানকে ভালবাসতে চাই, তাহলে আমাদের একটা Line ত' থাকবে এবং এটা Connecting Link Line। যেমন, এখানে এই বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বলছে এখন, Main Power House-এর সঙ্গে এর সংযোগ আছে। আমি ঘরের সমস্ত Wiring complete করলাম, কিন্তু রাস্তার Main Line-এর Connection পাই নাই,

আমার ঘরের আলো জলবে কি, পাখা চলবে কি ?—নিশ্চয় নয়। Electric Office-এ Caution বা Security Money জমা দিতে হবে। কোম্পানীর লোক এসে Main Line-এর সঙ্গে আমার লাইনের Connection দিলে তবে আমার ঘরের আলো জলবে, পাখা চলবে, Motor, Freeze, T. V., Airconditioner চালু হবে। তদ্রূপ গুরুতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

গুরু কে ? তিনি Connecting Link রক্ষা করেন, শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর Direct approach আছে। তিনি কিরূপ Medium ?—Transparent Medium, Opaque Medium নয়। তাঁকে বলে সদ্‌গুরু। তাঁর মাধ্যমে ভগবানকে পেতে হয়, দেখতে হয়, জানতে হয়, বুঝতে হয়। তাঁর নিকট থেকে উপদেশ-নির্দ্দেশ কখন আসবে ?—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি যদি আমার থাকে, তবে ত' উপদেশ কিছু আসে ? তার পূর্ব্বে কোন উপদেশই সম্ভব নয়। গুরু কখনও উপদেশ করতে পারেন না, যদি এই তিনটী গুণ আশ্রিতজনের মধ্যে না দেখেন। এই তিনটী গুণ আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেইজন্য কৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে গীতায় উপদেশ করেছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

সদ্‌গুরু তখন উপদেশ করবেন যখন শিষ্যের মধ্যে—তদধীন ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটী গুণ একাধারে দেখতে পাবেন। ভগবানকে ভালবাসতে হবে একথা সত্য, কিন্তু তত্ত্বদর্শন যদি না জানি, না বুঝি, তাহলে কি করে আমরা অগ্রসর হব ? অনেকে হয়ত' ভাবছেন,—আমি ভাগবত পড়ছি না, কেবল বক্তৃতা করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি এতক্ষণ যে-সব কথাগুলো বললাম সবই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবতের কথা প্রমাণ দিয়ে আপনাদের নিকট আলোচনা করলাম। এখন শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায় আলোচনা করছি।—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে দেবকী-বসুদেবের গৃহে অর্থাৎ কংসরাজের কারাগারে আবির্ভূত হন। তাঁর নাম হয়েছে বাসুদেব কৃষ্ণ, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ। পরে সেই ভগবান্ পূর্ণস্বরূপে আবির্ভূত হলেন—নন্দালয়ে মা-যশোদার গর্ভে। গর্ভগত হয়েছেন, কুক্ষিগত হয়েছেন সেই কৃষ্ণ যিনি শ্রীনন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র। জন্মগ্রহণ করছেন স্বাভাবিক অবস্থায়। ওখানে 'আবির্ভাব'-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; আর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে—'শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী'। এখানে মা-যশোদার গর্ভ থেকে তিনি বিনিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে একই কৃষ্ণ

একবার এ ঘরে ঢুকলেন, আর একবার ও ঘরে ঢুকলেন। আশ্চর্য্য লাগে! ভগবানের কি কোন জাতিপাতি আছে? আমরা ত' সব জাতিপাতি নিয়ে আজকাল খুব ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছি। অজ ভগবান্ অপ্রাকৃত জন্মলীলা পরিগ্রহ করেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি সর্ব্ববর্ণের ও সমস্ত আশ্রমের অতীত। তিনি জড়-চেতনসৃষ্টির সবটার উপর। ভগবান্ সৃষ্টি করেছেন ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তম। মায়াকে বললেন—'ত্রিগুণাত্মিকা মায়া।'—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

ভগবানকে যখন পৃথক্ বিশেষণে বিশেষিত করা হবে, তখন তিনি নির্গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত, ত্রিগুণাতীত, মায়াতীত, লোকাতীত। এসব বিশেষণগুলি শাস্ত্রে খুব সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা হয়েছে। সেইজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভাগবতে বর্ণনা করেছেন,—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥

নির্গুণ হতে চাও তুমি, তাহলে সেই নির্গুণ পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা কর। তাহলে তুমিও নির্গুণ হবে, গুণাতীত হবে, মায়াতীত হবে। 'নির্গুণ'-অর্থে স্থূল হইতে সূক্ষ্মভাব বা প্রাকৃতগুণের অনস্তিত্বকে লক্ষ্য করে না। নির্গুণ-শব্দ অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

লৌকিক বিচারে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে ক্ষত্রিয়ের ঘরে প্রবেশ করেছেন, বসুদেব হলেন ক্ষত্রিয়। আর এদিকে নন্দালয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, নন্দমহারাজ হলেন বৈশ্য। বৈশ্য তিন রকমের।—"কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম-স্বভাবজম্।"—যাঁরা কৃষিকাজ করেন তাঁরা হলেন বৈশ্য, যাঁরা গোরক্ষা করেন তাঁরা হলেন বৈশ্য এবং যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁরাও বৈশ্য; নন্দমহারাজ কয়েক লক্ষ ধেনুর মালিক। অতএব গোপরাজের ঘর। তাঁর ঘরে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং ভগবান্ এখানে রাখাল-বাগাল গিরি করছেন। যখন তিনি বাচ্চা শিশু (ছোট), তখন তিনি বৎসচারণ করেছেন। একটু বড় হয়েছেন, তাই গাভী, গোবৎস একসঙ্গে চারণ করছেন। হাজার হাজার সখারা সব সেজে হাজির হয়েছে কৃষ্ণ-বলরামের নিকট। মা-যশোদা সুন্দরভাবে অলকা-তিলকা করে সাজিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণকে। আর রোহিণীদেবীও বলদেবকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন। এঁরা সকলকে নিয়ে গোচারণে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কৃষ্ণ-

সখাগণের মা-বাবা খাবার সঙ্গে দিয়ে দেন, যেখানে ক্ষিদে লাগে সেখানে স্বচ্ছসলিলা সরোবরের নিকট সবাই বসে খেতে আরম্ভ করে। মাঝখানে কৃষ্ণকে বসিয়ে দিয়ে সবাই গোল হয়ে ঘিরে বসে। যার যে খাবার সব খুলে খেতে আরম্ভ করে। খেতে খেতে যেটা ভাল লাগে, সেটা একটু ভেঙ্গে 'ভাই কানাই খেয়ে দেখ, মা খুব ভাল রান্না করেছে রে' বলে সখা-কৃষ্ণের মুখে গুজে দেয়। স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর তত্ত্ব যিনি, তিনি আজ সখার উচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন! খাওয়া-দাওয়ার পর খেলাধূলা আরম্ভ হয়। যেমন রাখাল বালকেরা হা-ডু-ডু, ভাং-গুলি খেলে, ঠিক সেইরকম। দুই দল নিয়ে খেলা আরম্ভ হয়। একটা কৃষ্ণের দল, আর একটা বলরামের দল। যে দল হেরে যাবে সেই দল অর্থাৎ হেরে যাওয়া দল অপর দলকে কাঁধে নিয়ে বেড়াবে—এই হল সাজা বা শাস্তি। এইভাবে খেলাধূলা হচ্ছে।

একদিন সখাগণ গোচারণে গেছেন। হঠাৎ তাদের ক্ষুধা লেগে গেছে। তাই সখাগণ সবাই অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় করতে লাগল কৃষ্ণ-বলদেবের কাছে। হে কৃষ্ণ! হে বলদেব! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ-বলদেব বললেন,—আমরা এখানে কি পাব, তোমাদের কি খাওয়াব? খাওয়াতে পারছেন না। কিন্তু সখাগণ ছাড়বার পাত্র নয়, তারা বলছে, এইখানেই খাওয়াতে হবে। আমরা জানি, তুমি আমাদের যে সে সখা নয়, অসাধ্য সাধন করেছ তুমি, আমাদের আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছ তুমি। তুমি আমাদের এখানে খাওয়াতেও পার—সে বিশ্বাস আছে আমাদের। তুমি সখা বটে, কিন্তু ভগবান্‌রূপী সখা তুমি আমাদের। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম ইতি ঈশ্বরঃ।" সাধারণ মানুষ যা পারে, ভগবান্ তা অনায়াসে পারেন; সাধারণ মানুষ যা পারে না, ভগবান্ তাও অনায়াসে পারেন। সব জিনিসকে ঘুরিয়ে উল্টেপাল্টে দিয়ে তিনি একটা নূতন জিনিস স্থাপন করতে পারেন—সে ক্ষমতা তিনি রাখেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, তুমি এখানে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ॥

সখাগণ জানাচ্ছেন কৃষ্ণের কাছে। এখানে বর্ণনায় আছে 'দেবকীসুত'। আপনারা ভুল বুঝবেন না কিন্তু, আমি এখানে নন্দনন্দনের কথাই আলোচনা

করতে যাচ্ছি। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বর্ণনা করে বসে আছেন—'দেবকীসুত'। দেবকীসুত কৃষ্ণের কাছে সখাগণ প্রার্থনা জানাচ্ছে। তাহলে দেবকীসুত কে? বসুদেবের পুত্র?—না, তা নয়। কেন নয়?—যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝান হয়েছে, এখানে বসুদেব-পত্নী দেবকীকে লক্ষ্য করা হয়নি। মা-যশোদাকে লক্ষ্য করা হয়েছে, তাঁরই পুত্র। কিভাবে সম্ভব? টীকাকার, ভাষ্যকার শাস্ত্র থেকে, অন্য জায়গা থেকে Quotation—উদ্ধৃতি এনে বলছেন যে,—মা যশোদার দুটো-নাম ছিল—যশোদা ও দেবকী। "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়াঃ যশোদা-দেবকীতি চ।" নন্দ মহারাজের ভার্য্যার নাম দুটো—দেবকী ও যশোদা। সুতরাং এখানে দেবকীসুত বললে ভুল হয় না। বেদব্যাস বর্ণনায় ভুল করেন নাই। তিনি ঠিকই বলেছেন, তাঁর বিচার ঠিকই আছে। "ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়া প্রসীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ।" সখাগণ যখন অনুরোধ করছে—আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর, সঙ্গে সঙ্গে সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন এই উপলক্ষে আজ আমি বিপ্রভার্য্যাগণকে (যাজ্ঞিক পত্নীগণকে) দয়া করব। তখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন,—

প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া॥

এই অদূরে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছেন, তাদের যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে, ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে। তোমরা গিয়ে তাদের কাছে চাইলে কিছু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাবে। তাহাতে তোমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে। 'ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ' যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছেন, তার একটা বিশেষণ দিয়েছেন বেদব্যাস—'ব্রহ্মবাদিনঃ'। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ কাকে বলে। শাস্ত্রে 'ব্রহ্মবাদী' ও 'ব্রহ্মবিৎ' দুটো শব্দ পাশাপাশি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দুটো শব্দের অর্থ পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। 'ব্রহ্মবিৎ' মানে যাঁরা ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ, ভগবানকে জেনেছেন, বুঝেছেন বাস্তব-রূপে। আর 'ব্রহ্মবাদী'র অর্থ হল ব্রহ্মকে নিয়ে যারা বাদ উঠাচ্ছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে নিয়ে ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছেন যারা, তাঁকে বিশ্বাস করেন না, মানেন না। ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাদের কোনরূপ ধারণা নাই, তারাই ব্রহ্মবাদী। এখানে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছেন। কারণটা কি? 'ব্রহ্মবাদী' শব্দটা প্রয়োগ করেছেন কেন?—'সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া॥'—তারা স্বর্গ-কামনায় আঙ্গিরস-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। ব্রাহ্মণ কি করবেন? —পরব্রহ্ম ভগবানের আরাধনা করবেন, তাঁর সাধন-ভজন করবেন। তার প্রাপ্তব্য লোক কোথায়? প্রাপ্তব্য-বিষয় কি?—বৈকুণ্ঠধাম। ভগবানের

থাকবার যে নিত্যবসতি-স্থান। সেই প্রেমময় ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে জগদ্বাসীকে আহ্বান করেছেন তাঁর দিকে। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার লোকে যাবে? আমার কাছে গেলে এ জগতে আর ফিরে আসতে হবে না। এ মরজগতে যে কষ্ট, সে কষ্ট আর করতে হবে না। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" আমার নিকট ফিরে গেলে আর এই মর্ত্ত্যভূমিতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। আর ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ কি করছেন?—'স্বর্গকাম্যয়া'—স্বর্গকামনা করছেন। যাগ-যজ্ঞ করে—একটু পুণ্য সঞ্চয় করে আমরা স্বর্গে যাব। স্বর্গে গিয়ে কি লাভ হবে? দুদিন বাদে আবার ঘাড়ধাক্কা খেতে হবে ত' আমাকে। কেন?—জমার ঘর ত' একদিন ফুরিয়ে যাবে; চিরদিন স্বর্গে বসে খেতে পারব না।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

পুণ্য শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ জগতে এসে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। পুনর্জ্জন্মবাদ-রহস্যের মধ্যে এ কথা বলা আছে। আবার জন্ম কি করে হচ্ছে?—অনুশোচনা—'হায়! হায়! আমার সব জমার ঘর ফুরিয়ে গেল', এর থেকেই তাকে আবার কর্ম্মভোগময় সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হচ্ছে। বেদান্তদর্শনের মধ্যে এই বিষয়টা বুঝান হয়েছে। "কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট স্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ"—কৃতকর্ম্মের ফল যে মুহূর্ত্তে আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখনই আমার অনুশোচনা, অনুতাপ আসে। তার থেকে আমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। সুতরাং মানুষের যে কর্ম্মফল, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরকভোগ এটা Cyclic order-এ সবসময় ঘুরছে। এর হাত থেকে কি কোন রেহাই আছে?—হ্যাঁ, সেইটীই শাস্ত্র বললেন। যদি তুমি ভগবানের উপাসনা কর, ঈশ্বরের আরাধনা কর, তাহলে তোমার আর এখানে কষ্ট পেতে হবে না। এটাই হল তার উত্তর। "দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥"—যিনি দশাশ্বমেধ-যজ্ঞ করছেন, (যদিও এই যজ্ঞ কলিকালে নিষিদ্ধ, আপনারা হয়ত' অনেকে জেনে থাকবেন,) তথাপি বলছেন—দশাশ্বমেধ-যজ্ঞকারীও কর্ম্মফল ভোগ করেন অর্থাৎ তাকেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। 'কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়'—কিন্তু যাঁরা কৃষ্ণভজন করবেন, তাঁদের আর পুনর্জ্জন্ম হবে না। তাঁদের বৈকুণ্ঠে গিয়ে ভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভ হবে। সেইকথা সনাতন শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করছেন। (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ৩ দামোদর, প্রদ্যুম্ন, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ৩০শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৯৬, ইং ১৭।১০।৮৯ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্ ( উত্তরার্দ্ধম্ )

( শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-মহাশয়-কৃতে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-মহাকাব্যে একাদশসর্গে—৩১-৫২ )

দোলা-বেগাধিক্যকামৌ স্বপদ্ভ্যা-
মাক্রম্যৈতাং স্বাবনত্যুন্নতিভ্যাম্।
স্বং স্বং সর্ব্বাঃ কৌশলং দর্শয়ন্তৌ
প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুস্তৌ ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ দোলা অধিক বেগে দোলাইতে অভিলাষ করিয়া পদযুগলদ্বারা দোলা আক্রমণ করিয়া নিজ অবনতি ও উন্নতিদ্বারা দোলাদোলন-কৌশল দেখাইয়া সখীদিগকে প্রেমানন্দে তুন্দিল করিলেন ॥ ৩১ ॥

হিন্দোলায়া রংহসী বিন্দমানে
পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ স্তো যদন্তৌ।
প্রাপ্যোর্দ্ধাধঃ স্থায়িনোঃ খেলতো সা
যূনোঃ কান্তিঃ কৌতুকং কাপি তেনে ॥ ৩২ ॥

পরে হিন্দোলার বেগ পর্য্যায়ক্রমে দুইদিকে যাইতে লাগিল, বেগের দুই অন্ত প্রাপ্ত হইয়া উপর্য্যধঃস্থিত ক্রীড়াপর যুবক-যুবতীর শোভা বড়ই কৌতুক উৎপাদন করিল, অর্থাৎ হিন্দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের অভিমুখে পরস্পর, অর্থাৎ ( সামনা-সামনি ) বসিয়াছেন ; দোলার বেগ পর্য্যায়ক্রমে দুই দিকে যাওয়ায়, শ্রীরাধা যে দিকে বসিয়াছেন সেই দিকে দোলা উর্দ্ধগত হইলে শ্রীরাধার নীচে শ্রীকৃষ্ণ থাকিতেছেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যে দিকে বসিয়া আছেন, সেই দিকে যে বার দোলা উর্দ্ধে উঠিতেছে শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের নীচে থাকিতেছেন ; এইরূপ পুনঃ পুনঃ দোলাবেগে দোলা একদিকে উর্দ্ধ ও একদিকে নীচ হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণও পুনঃ পুনঃ একবার একজনের নীচে ও অন্যবার উর্দ্ধে হইতেছেন, দেখিয়া কোন রহস্য লীলাবিশেষ মনে হওয়ায় সখীদিগের মহা কৌতুক হইতে লাগিল ; তাঁহারা ঈষৎ হসিত-বদন বসনে অর্দ্ধাচ্ছাদন করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

রাধা-হারং সংস্পৃশন্ কৃষ্ণ-বক্ষ-
শ্চক্রে নৃত্যান্যেকতো দিগ্যদারম্।
অন্যত্রাস্যাঃ কঞ্চুকীং শ্লিষ্যতি স্ম
স্রক্ তস্যাপীত্যায়যুর্মোদমাল্যঃ ॥ ৩৩ ॥

যেবার শ্রীকৃষ্ণ নীচে থাকিতেছেন, সেইবার শ্রীরাধার হার শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃস্পর্শ করিয়া একদিকে নাচিতে লাগিল এবং যেবার শ্রীরাধা নীচে থাকিতেছেন, সেইবার অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তীমালা শ্রীরাধার কঞ্চুক স্পর্শ করিয়া নাচিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

অন্যোঽন্যাঙ্গাদর্শ-দৃষ্টস্য-ভাসো-
রন্যোঽন্যানালোকজক্লান্তিভাজোঃ।
তর্হ্যন্যোন্য-শ্বাসভূমাভিমর্ষা-
দন্যোন্যং সংদৃশ্য তৌ হৃষ্যতঃ স্ম ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মরকত-মুকুর-সদৃশ অঙ্গে শ্রীরাধা নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না ; এইরূপ হেম-দর্পণ-সদৃশ

শ্রীরাধাতনুতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না ; তন্নিমিত্ত উভয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। পরে দুঃখবশতঃ উভয়ে যেমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তৎকালে উভয়ের দর্পণ-সদৃশ অঙ্গ মলিন হওয়ায় উভয়ে আর নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না, উভয়কেই উভয় দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইত্থং লীলা-বারিধিঃ কৌতুকিত্বা-
দত্যুদ্রেকং রংহসো নির্ম্মিমাণঃ।
পৃষ্ঠামৃষ্টোত্তুঙ্গপর্য্যন্তশাখা
পত্রালীকাং তাং চকারেব ভীতাম্ ॥ ৩৫ ॥

এই প্রকার লীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অধিক দোলাবেগ বৃদ্ধি করিয়া কৌতুকের সহিত স্বয়ং দোলা দোলাইতে লাগিলেন, তাহাতে দোলা অত্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় শ্রীরাধার পৃষ্ঠে অতি উত্তুঙ্গ কদম্বশাখার পত্র স্পর্শ হওয়ায় উহা পতিত হইবে বলিয়া শ্রীরাধা ভীত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

মৈবং মৈবং মাধিকং হন্তদোলে-
ত্যুক্তিং তস্যাস্তৎসখীনাঞ্চ শৃণ্বন্।
স্মিত্বা স্মিত্বা বর্দ্ধয়ন্নেব দোলা
জজ্ঞালস্থং মাধবো ভ্রাজতে স্ম ॥ ৩৬ ॥

তাহা দেখিয়া শ্রীরাধা ও সখীগণ ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন —"হে কৃষ্ণ! আর দোলাইও না, হে কৃষ্ণ! আর দোলাইও না" ; শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়াও নিবৃত্ত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, প্রত্যুত হাসিয়া হাসিয়া দোলাবেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

বন্ধাদ্বেণী বিচ্যুতা নাবগুণ্ঠ-
স্তস্থৌ মূর্দ্ধ্নি ব্যস্ততা ভূষণানাম্।
পাদৌ শাটী নাপ্যধাদিত্যমুষ্যা
বৈয়গ্র্যে হা জাহসীতি স্ম কৃষ্ণঃ ॥ ৩৭ ॥

তাহাতে বৈয়গ্রবশতঃ শ্রীরাধার বেণীর বন্ধন খুলিয়া গেল, মস্তকে অবগুণ্ঠন থাকিল না, এবং ভূষণসকল ব্যস্ত হইয়া গেল, এবং পবনে অন্তরীণ বসন উত্তোলিত হইবে বলিয়া শ্রীরাধা পদযুগলদ্বারা যে শাটী আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও পদদ্বারা আর আক্রমণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না ; হায়! হায়!! শ্রীরাধার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

ইত্থং স্বাক্ষ্ণোস্তৃপ্যতো রংহসা তাং
বিত্রস্তাক্ষীমাসনাদ্ভ্রংশয়িত্বা।
স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস মধ্যে
দোলাখট্টং তাং চ জগ্রাহ দোর্ভ্যাম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধিকার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছেন, এবং দোলাবেগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে অধিকাধিকরূপে বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে শ্রীরাধা বিত্রস্ত-নয়না হইয়া নিজাসন ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও দুই বাহুদ্বারা ভীতা শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ যে দুই হস্তে দোলারজ্জু ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকে বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কেবলমাত্র পদাবলম্বনে তাদৃশ বেগবতী দোলার উপরি নিজ কান্তাকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণপূর্ব্বক দুলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

একীভূতে চম্পকেন্দীবরাভে
মূর্ত্তী যূনোরুদিগরন্ত্যাবভাতাম্।
সংমর্দোত্থং সৌরভং ব্যাশ্নুবানং
পারেস্বর্গং হন্ত পদ্মাদিনাসাঃ ॥ ৩৯ ॥

চম্পক ঈন্দীবর-সদৃশ এই যুবক-যুবতীর (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) মূর্ত্তি নিবিড় সংযোগবশতঃ একীভূত হইল, এবং সম্মর্দ্দ-নিবন্ধন এই দুই মূর্ত্তি হইতে চম্পক ও ঈন্দীবর-কুসুম-সদৃশ সৌরভ নিঃসৃত হইয়া স্বর্গের পারে বৈকুণ্ঠস্থিত পদ্মাদির নাসা অবধি ব্যাপ্ত হইল ॥ ৩৯ ॥

সাম্যদ্বেগা সমন্তাদ্ধৃতাভূ-
দ্দোলাপ্যারাদাগতাভিঃ সখীভিঃ।
রাধা দ্রাগেবাবরুহ্যাথ তস্যা-
স্তাভিস্তত্তৎ সংলপন্তী ললাষ ॥ ৪০ ॥

তাহার পর অবলম্বন বিনা দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিয়া সখীগণ আসিয়া দোলা ধারণ করিলে বেগ শান্ত হইল; শ্রীরাধা অমনি দোলা হইতে অবরোহণ করিয়া সখীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে-যে প্রকার বিড়ম্বনা করিয়াছেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥

মুখ্যাস্বষ্টাস্বাদ্যভূতামথালী-
মারোহ্যাস্যাং তাং সকৃষ্ণাং স্বয়ং সা।

প্রেম্না গায়দ্দোলয়ন্তী স চাপি
প্রেয়ান্ দোলে পূর্ব্ববত্তামজৈষীৎ ॥ ৪১ ॥

পরে অষ্ট সখীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা কৌশলক্রমে দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করাইয়া স্বয়ং দোলাতেই লাগিলেন, ও প্রেমের সহিত গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দোলার উপরি শ্রীরাধার যে অবস্থা করিয়াছিলেন, ললিতাকেও তাহাই করিলেন ॥ ৪১ ॥

এবং প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদিকালীঃ
সান্দ্রং দোলান্দোলমাপয্য তস্যাঃ।
হিন্দোলাতঃ সোঽবতীর্য্যৈব সর্ব্বা-
স্বেকৈকস্যামন্য-হিন্দোলিকাসু ॥ ৪২ ॥
তাসাং দ্বে দ্বে সুন্দরীণাং স্বদোর্ভ্যাং
তত্রাগৃহ্যারোহ্যমহ্যাঃ প্রসহ্য।
ভ্রাম্যন্নেকো দোলয়ন্তাঃ সমস্তাঃ
প্রেমাম্ভোধেস্তস্য কিং বাস্ত্যকৃত্যম্ ॥ ৪৩ ॥

এই প্রকার বিশাখা প্রভৃতিকে দোলান্দোলন জন্য অবস্থা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্বে যে হিন্দোলা-শ্রেণীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক হিন্দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ভূমি হইতে নিজ ভুজযুগলদ্বারা উত্তোলন করিয়া আরোপণ করিলেন, এবং একাকী অসংখ্য হিন্দোলা দোলাইতে দোলাইতে তদুপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যদি কেহ কহেন,—বহু প্রয়াসসাধ্য সেই কার্য্যে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রবৃত্তি হইল? তাহার উত্তর,—প্রেমসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের কি অকরণীয় আছে?? ৪২-৪৩ ॥

তাঃ সর্ব্বাস্তু স্ব-স্ব-হিন্দোলিকান্ত-
স্তং চাপশ্যন্ স্ব-স্ব-বক্ত্রং ধয়ন্তম্।
নৈতচ্চিত্রং গোকুলাধীশ-সূনো-
রিচ্ছাশক্তেঃ কিং পুনঃ স্যাদশক্যম্ ?? ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, প্রত্যেক হিন্দোলিকার উপরিস্থিত গোপীযুগলের মধ্যে আমিও থাকিব, তাহা তাঁহার সিদ্ধি হইয়াছিল; কারণ হিন্দোলিকার উপরিস্থিত প্রত্যেক গোপী দেখিতে লাগিলেন, শ্রীমধুসূদন আমাদের বদনকমল

পান করিতেছেন—ইহা গোকুলেন্দ্র-নন্দনের সম্বন্ধে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কারণ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কিছুই অশক্য নাই ॥ ৪৪ ॥

একং তত্রৈবাস্তি হিন্দোলনাজং
বৃন্দোদ্দিষ্টং প্রেয়সীভির্মুকুন্দঃ।
আরুহ্যৈতৎ কর্ণিকাস্থোপবর্হা-
লম্বী দোষাশ্লিষ্টরাধো ররাজ ॥ ৪৫ ॥

তথায় একখানি হিন্দোলনাজ অর্থাৎ কমলাকৃতি হিন্দোলা আছে, তাহা শ্রীবৃন্দাদেবী দেখাইয়া দিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রেয়সীগণের সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। হিন্দোলনাজের কর্ণিকায় পূর্ব্ববৎ বৃন্তহীন কুসুমের উপরি দিব্য বস্ত্র আস্তরণ ও ফুলের উপাধান আছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণিকার উপরি শ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণপূর্ব্বক বিরাজিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

অষ্টাবাল্যোঽপ্যষ্টপত্রান্তরস্থা-
স্তত্তদ্বাহ্যে ষোড়শাল্যো বিভান্ত্যঃ।
বৃন্দানীত-স্বাদুখর্জ্জুর-জম্বু-
দ্রাক্ষাঃ প্রাশ্নন্ কান্ত-ভুক্তাবশিষ্টাঃ ॥ ৪৬ ॥

অষ্টদলে ললিতাদি প্রধানা অষ্টসখি উপবেশন করিলেন, তদ্বাহ্যে ষোড়শদলে আর ষোড়শ সখী উপবেশন করিলেন। হিন্দোলনাজে সখীসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণে বিরাজিত দেখিয়া পরমানন্দে বৃন্দাদেবী খর্জ্জুর, জম্বু, দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ ফল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে রক্ষা করিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহা ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা সখীগণ ভোজন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

পীযূষান্তর্গর্ব্বসর্ব্বঙ্কষস্য
প্রাগেবাভূৎ পানকাদেঃ প্রপাণম্।
অন্তে হেমদ্যোতিতাম্বূলবীটী
বৃন্দান্যোঽন্য-প্রীতিদানাভিযোগঃ ॥ ৪৭ ॥

ইহারা খর্জ্জুরাদি ফল ভোজন করিবার পূর্ব্বেই হিন্দোলনাজে উপবেশন করিয়াই অমৃত-গর্ব্ব-হারী পানক ( সরবৎ ) প্রভৃতি পান করিয়াছিলেন। ভোজনাবসানে স্বর্ণকান্তি তাম্বূল-বীটি পরস্পর প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সখীবৃন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে তাম্বূলবীটি প্রদান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

নান্দীবৃন্দে বিন্দতঃ স্ম প্রমোদং
নোদং পাণ্যোর্দোলনাজে দদত্যৌ।
দাস্যোঽপ্যাস্যোল্লাসমাপন্ন সদ্যো
নানাগানারম্ভশম্ভা বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥

হিন্দোলনাজ দোলাইবার জন্য নান্দীমুখী ও বৃন্দা দুই দিকে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ দোলাইতে দোলাইতে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। দাসীগণের তদ্দর্শনে বদনে উল্লাসের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, তাঁহারা পরমানন্দে নানাবিধ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

দোলান্দোল-ক্রীয়য়া তাঃ সমস্তাঃ
জিত্বা প্রাপ্তাশ্লেষ-চুম্বাদিরত্নঃ।
সার্দ্ধং কান্তামণ্ডলেনাবরুহ্য
প্রাগাৎ প্রেয়ান্ কাননাৎ কাননায় ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, দোলান্দোলন-লীলাদ্বারা সকল সখীকে জয়পূর্ব্বক আশ্লেষ, চুম্বন প্রভৃতি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। পরে দোলা হইতে অবতরণপূর্ব্বক কান্তামণ্ডলের সহিত কানন হইতে কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

রাধাস্যোত্থা মুদ্রিতা যা স্মিত-শ্রী-
স্তস্যাস্তত্র স্মারকানেব দৃষ্ট্বা।
যূথ্যালীনাং কোরকান্ স ব্যচৈষীৎ
হৃদ্যাধাতুং তান্ স্রজঃ সংরচয্য ॥ ৫০ ॥

বন-ভ্রমণ-সময়ে বর্ষাজাত যূথী-কুসুম-কোরক দেখিয়া মনে হইল—"শ্রীরাধার শ্রীমুখে যে হাসি উত্থিত হইয়া অবহিত্থাবশতঃ পুনঃ মুদ্রিত হয়, সেই শোভা এই যূথী-কোরকসমূহ আমার মনে উদয় করিয়া দিতেছে"—এইরূপ চিন্তা করিয়া যূথী-কুসুম চয়ন করিয়া তাহাদ্বারা মালা গাঁথিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন —অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যূথী-কুসুম-কোরকের মালার ছলে শ্রীরাধার মৃদু হাসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥ ৫০ ॥

খহেগান্মেঘঃ কৃষ্ণ-গাত্র-চ্ছবিত্বং
বিদ্যুত্তাসামঙ্গভাসা-ততিত্বম।
ভূমে রূঢ়ৈরিন্দ্রগোপৈঃ সমূটৈঃ
পাদালক্তাভ্যক্ততাব্যক্তমাসীৎ ॥ ৫১ ॥

গগনের নবজলধর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, এবং মেঘ-সঙ্গে যে-সকল বিদ্যুৎশ্রেণী খেলিতেছে, তাহারা শ্রীগোপিকাদিগের অঙ্গকান্তি, ইন্দ্রগোপ-নামক রক্তবর্ণ যে বর্ষা-কীট ভূমিতলে রহিয়াছে, তাহারাও শ্রীগোপীদিগের শ্রীচরণের অলক্তকরূপে প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণাভ্রেণাতুলঘনরসৈঃ সর্ব্বতো বৃষ্যমাণৈ-
রত্যুৎফুল্লাঃ কিল সুমনসঃ পর্ব্ববত্যো লতাশ্চ।
তৎশস্যাল্যোঽপসমসুষমাঃ শং চিরায়াঘভুবন্
বর্ষাহর্ষং বনমপি যতো হর্ষবর্ষাস্বমাংক্ষীৎ ॥ ৫২ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণ-মেঘ অতুল ঘনরস সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাদ্বারা সুমনস ( মালতী ) ও লতাগণ অত্যুৎফুল্লা ও পর্ব্ববতী হইল। এবং তৎশস্যালি অর্থাৎ তৎতৎ-বৃক্ষের ফলশ্রেণীও অসম সুষমাযুক্তা হইয়া বহুকাল স্থায়ী সুখানুভব করিতে লাগিল ; অহো ! যে ঘন রস-বর্ষণে বর্ষাহর্ষ বনও হর্ষ-বর্ষায় ডুবিয়া গেল ! ( শ্লেষার্থে ) শ্রীকৃষ্ণরূপ ঘন যখন অতুল ঘন রস ( শৃঙ্গাররস ) সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত সখীগণ সুমনা, অর্থাৎ অনুরাগিণী এবং অত্যুৎফুল্লা ও পর্ব্ববতী ( উৎসববতী ) হইয়া দীর্ঘকাল সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাহাতে বর্ষাহর্ষ বনও হর্ষবর্ষায় মগ্ন হইল ॥ ৫২ ॥

---

# বিশুদ্ধ ভজন

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৮ পৃষ্ঠার পর ]

## প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগলালসা ভজন-বিরোধী

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপট ভক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে সেই সমস্ত দুরাশা ত্যাগ না করিলে কিরূপে বিশুদ্ধ ভজন হইবে ? শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী যে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধুঃ প্রেমাঃ স্পৃশতি শুচিরেতন্মনু মনঃ ॥ ( মনঃশিক্ষা-৭ )

প্রতিষ্ঠাশা-রূপিণী চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়প্রাঙ্গনে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন ?

অতএব বহুযত্নে এই দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা যত্ন-সহকারে স্পর্শ না করাই ভাল। ইহা সনাতন গোস্বামীর উপদেশ—

"কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥"

### (ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৩) হৃদয়-দৌর্ব্বল্য :—

হৃদয়-দৌর্ব্বল্য জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে হইতে অসদ্বিষয়ে জীবকে এরূপ অভিনিবিষ্ট করে যে, জীব কোনও ক্রমে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলির আদর করিতে পারে না, পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলি স্বভাব-স্বরূপে পরিণত হয়। ইহাই জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎ-সঙ্গ, কুটিনাটি, বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়, তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪ )

### বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি ও কুটিনাটি, হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অন্তর্গত

হৃদয়-দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটি হইতে আদৌ **বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহান্ দোষ** উপস্থিত হয়। আপনার জাতি, বিদ্যা বা সম্ভ্রমগত অভিমান উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণব-অধরামৃত, চরণামৃত ও পদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজন-চেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়। অতএব প্রভু-আজ্ঞা,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥ ( চৈঃ ভাঃ )

শ্রীল দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরথর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্॥ ( মনঃশিক্ষা-৬ )

ওরে মন ! কপটতা এবং কুটিনাটিরূপ মূত্রে স্নান করিয়া কি জন্য আমাকে এবং আপনাকে দগ্ধ করিতেছ ?

কুটিনাটি ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সুখ হয় না। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে। তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করত ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।" ( চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫ )

"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥" ( চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩ )

### (ক) অনর্থযুক্ত জীবের (৪) অপরাধ ঃ—

অপরাধই চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসত্তৃষ্ণা, এবং অসত্তৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও কোন ফল হয় না। যথা, শ্রীচরিতামৃতে—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৯-৩০ )

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়। (১) বৈষ্ণবাপরাধ, (২) সেবাপরাধ ও (৩) নামাপরাধ।

### বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ

বৈষ্ণবাপরাধ যথা, স্কান্দে,—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পততানি ষট্॥

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টী অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবাপরাধ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিচার্য্য।

### নামাপরাধ দশবিধ, যথা ঃ—

১। **সাধুনিন্দা**—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়।

২। **দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর, অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্য দেবদেবীর ভজন হয়, এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া, কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অন্য এক ঈশ্বর, এইরূপ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়।

৩। **গুর্ব্ববজ্ঞা**—যিনি নাম-তত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষতা শিক্ষা দেন, তিনি নাম-গুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরম ফল নাম-তত্ত্ব লাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে তাঁহার অন্য কিছু প্রয়োজন নাই। কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই।

৪। **শ্রুতি-নিন্দা**—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্যসূচক বেদ-বাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়।

৫। **হরিনামে অর্থবাদ**—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-কর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়।

৬। **নামবলে পাপবুদ্ধি**—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটী পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ।

৭। **শুভকর্ম্ম-সাম্য**—অর্থাৎ ধর্ম্মব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটী শুভকর্ম্মবিশেষ। অতএব যে কোন একটী শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করা অপরাধ।

৮। **প্রমাদ**—নামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নাম গ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়-চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নাম-গ্রহণে অরুচি, এবং কতক্ষণে সংখ্যানাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপ-মালার সুমেরু প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্য-বশবর্ত্তী হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষেপ।

৯। **অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্র-দান**—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের

নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে গুরু অপরাধে অধঃপাতিত হন।

১০। **অহং-মম ভাব**—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্যবশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম-লাভ হয়। যথা, প্রভুবাক্য—

"শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।" ( চৈঃ চঃ মঃ ৯। ২৬১ )

"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" ( চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭১ )

### কৃষ্ণনামানুশীলনই বিশুদ্ধ ভজন

কৃষ্ণ-নামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়; অন্যাভিলাষ, অন্য দেবপূজা এবং স্বাধীন জ্ঞানকর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

—**জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

---

# চ্যুতগোত্র

'গোত্র' শব্দে আমরা ইহাই বুঝি যাহা পূর্ব্বপুরুষকে ব্যক্ত করে। 'গু' ধাতুর অর্থ শব্দ করা। উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে অধস্তন পুরুষ আবির্ভূত হন। এই পুরুষ-পারম্পর্য্য দুইপ্রকার প্রণালীমতে সিদ্ধ হয়। স্থূল শরীর লাভ করিতে হইলে পৃথিবীতে শৌক্রপদ্ধতিক্রমে পুরুষ-সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হন। স্থূল শরীরের উৎপত্তির কারণ-রূপ জনক ও ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতি বা জননী। এই ধারাকেই গোত্র বলে। মনু লিখিয়াছেন,—'মাতুরগ্রেঽধিজননং' অর্থাৎ 'শৌক্র শরীর লাভের ইহাই পদ্ধতি বা প্রণালী।' শৌক্র শরীর লাভ করিবার পর মানবগণের দ্বিতীয় জন্ম হয়। তাহাই মনুর বাক্যানুসারে মৌঞ্জিবন্ধনরূপ দ্বিজত্ব। এই দ্বিতীয় জন্মকে চ্যুতগোত্র বলে না। আচার্য্য পিতা গায়ত্রী মাতা

গানকারী পুত্রের কীর্ত্তনযোগ্য বেদপাঠই জন্মান্তর প্রদান করেন, পরে বেদপাঠ সমাপ্তিকালে যজ্ঞাধিকাররূপ তৃতীয় জন্মে গুরুই পিতা ও দীক্ষাবিধিই মাতা হইয়া অচ্যুতগোত্রের আবাহন করেন। আম্নায়-পারম্পর্য্যই ইহার বংশ প্রণালী।

চ্যুতগোত্রীয়গণকে ঋষিকুল বা ব্রহ্মকুল বলা হয়। পৃথুরাজার রাজ্যকালে তিনি এই ঋষিকুল এবং অচ্যুতগোত্রীয়গণকে কোনপ্রকার আদেশ করিতেন না বা তাঁহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতেন না। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসমূহ কোন-দিনই ভাগবতগণকে ও ব্রাহ্মণদিগকে নিজাপেক্ষা অবরজ্ঞান করিতেন না। যাবতীয় অচ্যুতগোত্রীয় পরিচয়ের পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই চ্যুতগোত্র আছে অর্থাৎ চ্যুতগোত্রাভিমান পরিহারপূর্ব্বক গুরুর দাস পরিচয়ই অচ্যুতগোত্রাভিমান বা চ্যুতগোত্রের পরিণতি।

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে যে, বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোমিশ্রগুণের প্রকাশ ক্ষত্রিয়, রজোস্তমোগুণের প্রকাশ বৈশ্য ও তমোগুণের প্রকাশ শূদ্রবর্ণ চতুষ্টয়াত্মক গুণপরিচয়ে বিভক্ত হইবার উদ্দেশে বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। 'সৃষ্ট হইয়াছিল' এই শাস্ত্রোক্তিদ্বারা ভবিষ্যৎকালে যে-সকল ব্যক্তি তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইবেন ও তত্তৎবর্ণে বিভক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের সেই সেই কার্য্যটী ভূতকালে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ নয়। যদি 'সৃষ্ট হইয়াছিল' পদটী ভব্যবর্ণাভিমানীর প্রতিষেধক হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু এই শ্লোকটী তদীয় সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া শৌক্রপদ্ধতিকে বা চ্যুতগোত্রকে বিপন্ন করিতেন না। দ্বিতীয় অধ্যায় ভার্গবীয় মনুসংহিতা হইতে এস্থলে সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল,—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

অর্থাৎ যে সংস্কৃতদ্বিজ বেদপাঠ পরিহারপূর্ব্বক অন্য বৃত্তি অবলম্বনরূপ শ্রম করেন, তিনি স্বয়ং জীবদ্দশায় উপনয়নাদি সংস্কারবিশিষ্ট হইলেও ভাবিকালে পুত্রগণের সহিত শূদ্রতা লাভ করেন।

ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মুকুন্দবাবু 'ঢাকা প্রকাশ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আবার ঐ সভার জ্ঞানবাবুও বেদশাস্ত্রের বিমুখ হইয়া ব্যবহারিক জগতে শ্রমনিপুণ, সুতরাং আমাদের আশঙ্কা হয়, এই মনুক্ত শ্লোকগুলি তাঁহাদের ভাবী সন্তানগণকে শৌক্র-পদ্ধতিতে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণকার্য্যে অর্গলস্বরূপ বাধা দিতেছে।

এই সভার সদস্যবর্গের ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণ বোধ করি বেদাধ্যয়ন ব্যতীত অন্যপ্রকার শ্রমকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না বলিয়াই তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে সম্প্রতি চ্যুতগোত্রীয় ব্রহ্মকুলের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন, আর পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার কথক রাধাবিনোদ ও পাঠক প্রাণগোপাল প্রভৃতি মহাশয়গণও বোধকরি ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি-লিখিত 'ব্রাহ্মণাপসদ' সংজ্ঞার বা 'পংক্তিদূষকে'র কোন কার্য্যই করেন না। এই সকল মহাত্মা শৌক্রপদ্ধতি অনুসারে আপনাদিগকে প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আপনাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারবিশিষ্ট বেদপাঠীর অধস্তন জানাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মা হইতে ইহাঁদের পিতৃপুরুষ-সমূহের নাম, অসবর্ণ বিবাহের প্রতিষেধক প্রমাণ, তাঁহাদের কেবল বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা বৃত্তিতে অবস্থিতি প্রমাণ প্রভৃতি জানিতে পারিব আশা করিতেছি। এই সকল জানিতে না পারিলে আমরা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অজগরমোক্ষ অনুপর্ব্বাধ্যায় লিখিত বৃত্তব্রাহ্মণতার পথকেই শাস্ত্রীয় বর্ণনির্ণয়ের সুগম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিব।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

---

# মাধুর্য্যরসাশ্রয়ীকে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার-প্রচারমুখে নিরপেক্ষভাবে শ্রীহরিসেবার উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা
পোঃ মথুরা ( উঃ প্রঃ )
তাং ২৭/১/৬২

স্নেহাস্পদেষু—

* * * মহারাজ! * * * ব্যাপার শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। মাধুর্য্যরসের সেবকগণের বীরত্বের অভাব কল্পনা করা ঠিক নহে। **মাধুর্য্যরস পূর্ণ রস, তাহাতে দ্বাদশ রসেরই অবস্থিতি।** আবশ্যক ক্ষেত্রে সমস্তই মধুররসের

সেবকগণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিষ্ক্রিয়তা অলসতার প্রতীক। 'শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল' এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ১টী পয়সা রক্ষা করিবার জন্য একলক্ষ হত্যাকাণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়া যায়—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের শিক্ষা।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—উপনিষদের এই বাক্য স্মরণ করিলে বুঝা যায়—**দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষের পক্ষে ভগবদ্ভজন নহে।** সহজিয়াগণের দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমরা সহজিয়াগণের ন্যায়, মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতে কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিব না। **হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হরিভজনের প্রধান অনর্থ।** ইহা হইতে পরিমুক্ত পুরুষগণই প্রচারকার্য্যে সর্ব্বোত্তম অধিকারী। তাঁহারাই পৃথিবীকে শিষ্য করিবার যোগ্য। বীরত্বের লক্ষণ নিষ্পন্দন নহে। স্পন্দন চেতনেরই ধর্ম্ম।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় বীরপুরুষগণের বংশে পারমার্থিক জন্মলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাহা ছাড়া সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বীর শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী রাখি। যাহারা ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব, অলস, তাহারাই আজকালকার বাবাজী, মাতাজী বা জাতি-গোস্বামিগণের ভগবদ্ভক্তবিরোধী চেষ্টার আনুগত্য করিয়া থাকে। আমরা সহজিয়াগণের Devotional blunder-এর পুনরাবৃত্তি করিব না। 'তৃণাদপি সুনীচের' প্রকৃত ব্যাখ্যা—'তবে লাথি মার তার শিরের উপরে'—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতেই পাওয়া যায়। **শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে' স্মরণ রাখিলে তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইতে পারা যায়।** অধিক কি, * * *-র প্রদত্ত বাড়ী কি হরিসেবায় লাগিবে না? এই পত্র সকলকে পড়িয়া শুনাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

———

# প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত

ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় লোকেই পাপ-যন্ত্রণাদায়ক। ইহলোকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ পাপ করিয়া থাকে, পরলোকে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণই পাপের ফল অর্থাৎ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। এই জন্মে মনুষ্যগণ মন, বাক্য ও শরীরদ্বারা পাপ আচরণ করিয়া যদি ইহজন্মেই সেই মন, বাক্য ও শরীরদ্বারা যথাবিধি তত্তৎপাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাহারা অবশ্যই অসৎ যাতনাপূর্ণ নরকসমূহে স্থান পাইয়া থাকে। সাধারণভাবে "প্রায়োণাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। তপো নিশ্চয়-সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥" কে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা হয়। 'প্রায়'-শব্দের অর্থ 'তপঃ' অর্থাৎ তপস্যা এবং 'চিত্ত'-শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়'; নিশ্চয়-সংযুক্ত অর্থাৎ পাপক্ষয়সাধন-বিষয়ে নিশ্চিত তপস্যাই 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে অভিহিত। পাপক্ষয়সাধন-বিষয়ে কর্ম্মমার্গে নানাপ্রকার ও জ্ঞানমার্গেও প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উক্তপ্রকার প্রায়শ্চিত্তাদি যে প্রকৃতপক্ষে মানবগণের পক্ষে কল্যাণকর নহে, তাহা নিম্নে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মূলস্বরূপ পাপের বিনাশ-জন্য কর্ম্মমার্গে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও পাপমূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না। অবিদ্যা হইতে পাপবীজ বা পাপবাসনা এবং পাপবাসনা হইতে পাপ—এই তিনপ্রকার বদ্ধজীবের ক্লেশ। অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও, সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপবীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। কখনও মানব পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার কালান্তরে পুনরায় সেই পাপই করিয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত হস্তীস্নানের ন্যায় নিরর্থক। মন্বাদি উক্ত ধর্ম্মবিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের পরও যখন পুনঃ পুনঃ পাপপ্রবৃত্তিই হইয়া থাকে, তখন উহারা প্রকৃত 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দবাচ্য নহে। কর্ম্মিগণের পক্ষে পুণ্য ও পাপ—উভয়ই সম্ভব, কারণ তাঁহাদের সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ আছে। দেহধারি-ব্যক্তি ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব কর্ম্মিগণের পাপ অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই দণ্ডের যোগ্য। কোন কোনক্ষেত্রে পাপ করিয়া সাময়িক অনুতাপ জন্মিলে পাপিগণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত (মন্বাদি উক্ত ধর্ম্মবিধি অনুসারে) করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা যাতনাময় নরকের কথা চিন্তা করিয়াই ভয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে। অনুতাপ অথবা ভয় দূরীভূত হইলে চাব্বত-চর্ব্বণের ন্যায় পুনরায় তাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

কর্ম্মিগণের কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তাদি "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়"—এই নীতির পূর্ণ সমর্থক। নিজের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা, অপরের জন্য তদ্বিপরীত করা। "নিজের বেলায় ছকড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।" অপর কেহ সামান্য দোষ করিলেও তাঁহার জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, অথচ নিজে অথবা নিজের আত্মীয়স্বজনের কেহ অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করিলেও তাহার 'সাত খুন মাফ'। তাই কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত—প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত নহে, তাহা ছলনা মাত্র।

জ্ঞানমার্গে জ্ঞানই মুখ্য প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হয়। জ্ঞানে পাপবীজ বিনষ্ট হয়; সুতরাং উহাকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা পাপমূল অবিদ্যার উচ্ছেদ হয় না। কেবলমাত্র বাসুদেবে ভক্তিযোগ-প্রভাবেই পাপমূল অবিদ্যার বিনাশ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে হয় না। অতএব শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়।

## মানবগণের পক্ষে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই—প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত

কর্ম্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানমার্গীয় প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা চিত্ত সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। তাই পাপকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইলে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই মানবগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীহরিনামই পাপমূল অবিদ্যা বিনাশ করিয়া চিত্ত-সংশোধন করিতে সমর্থ। উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি-গুণজ্ঞাপক নামোচ্চারণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কেবল পাপক্ষয় করিয়াই নিবৃত্ত হন না, পরন্তু জীবকে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ বিশেষ বিচার করিয়া গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ঐরূপই ব্যবস্থা। কিন্তু শ্রীহরিনামে ঐ প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না, যেহেতু ঐ নাম স্মরণমাত্রই পাপিগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"কোন প্রায়শ্চিত্ত নহে নামের সমান।
অতএব কর্ম্মত্যাগ করে বুদ্ধিমান্॥"

তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত হৃদয়-মালিন্য, অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবাদ্বারা তাহা হইয়া থাকে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন

করিলে তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ অগ্নির তৃণরাশি দগ্ধ করিবার ন্যায় ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল উপাখ্যানে বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিয়াছেন,—

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রী-রাজ-পিতৃ-গোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ( ভাঃ ৬।২।৯-১০ )

"স্বর্ণস্তেয়ী ( সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্যাপহরণকারী ), মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী এবং অন্যান্য যে-সকল মহাপাতকী আছে—শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর "এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে আমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য"—এইরূপ মতি হইয়া থাকে।" শাস্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ॥ ( বিষ্ণুধর্ম্ম )

"হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ ইত্যাদি মঙ্গলময় নাম যাঁহার মুখে বর্ত্তমান, তাঁহার কোটী কোটী মহাপাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।" নামে অন্য প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ প্রসঙ্গে অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥
( বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণ )

"হরিনামে যত পাপনাশিনী শক্তি বর্ত্তমান, পাতকী ব্যক্তি তত পাপ করিতে সমর্থ নহে।" অতএব পাপবিমুক্তপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পাপমূলনাশক শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই।

## নামবলে পাপক্ষয়—নামাপরাধ

মানবগণের পাপঘটন দুইপ্রকারে হয়—অকস্মাৎ প্রমাদ হইতে পাপ হইয়া পড়ে এবং বিচার হইতে পাপ হয় অর্থাৎ 'আমি একটী পাপ আচরণ করিব' ইহার বিচার পূর্ব্ব হইতে স্থির হইয়া পাপ অনুষ্ঠিত হয়। এই দুইপ্রকার পাপে অনেকে প্রভেদ। ভক্তের প্রমাদে পাপ উপস্থিত হইলে তাঁহার

প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। তাই "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

যদি কভু প্রমাদে ঘটয় কোন পাপ।
ভক্ত তবু নাহি সহে প্রায়শ্চিত্ত-তাপ॥
সে পাপ ক্ষণিক, নাহি পায় অবস্থিতি।
নামরসে ভেসে যায়, না দেয় দুর্গতি॥

নামে মতি হইতেছে, তৎপূর্ব্বের অবস্থা এবং তৎপরের অবস্থা—এই দুই অবস্থার মধ্যগত অবস্থাকে সন্ধিকাল বলে। এই সন্ধিকালে নূতন পাপে মতি হয় না। অভ্যাসক্রমে পূর্ব্বপাপের কিছু কিছু ক্ষয়োন্মুখ গন্ধ থাকিতে পারে।

পূর্ব্ব দুষ্টভাব তা'র ক্রমে হয় ক্ষীণ।
পবিত্র স্বভাব শীঘ্র হইবে প্রবীণ॥
এই সন্ধিকালে পূর্ব্বপাপের সম্বন্ধ।
থাকিতেও পারে কিছুদিন পাপগন্ধ॥
নামের সংসর্গে যত সুমতি উদয়।
হ'য়ে সেই পাপগন্ধ শীঘ্র করে ক্ষয়॥ (শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য বিচার করিয়াই সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে অখিল-কল্যাণ-গুণের আকর ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের নামকীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযোগই বিধান করেন। তাঁহারা আমার দণ্ডার্হ নহেন, তাঁহাদের পাপই হইতে পারে না; যদি প্রমাদবশতঃ কখনও তাহা হয়, তবে শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তন-প্রভাবেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। তাই পরমভাগবত পরীক্ষিৎ (প্রায়শ্চিত্তান্তর পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া) প্রায়শ্চিত্তকে নিন্দা বা গর্হণ করিলেও, তিনি ভক্তিপ্রসঙ্গে (সাধনকালে) ভক্তগণের মধ্যে কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও তাহার কোন নিন্দা করেন নাই।

শ্রীনামের ভরসা করিয়া বারংবার পাপ আচরণ করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও মহা-অপরাধজনক। তাই বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

নামবলে পাপমতি মহা-অপরাধ।
তাহাতে মজিলে হয় ভক্তিতত্ত্বে বাধ॥

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

কিন্তু যদি কোন জন নামে করি' বল।
আচরে নূতন পাপ সে জন-চঞ্চল॥
সে কেবল কপটতা করিয়া আশ্রয়।
নাম-অপরাধে পায় শোক-মৃতি-ভয়॥ (শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

পাপকার্য্য করিয়া অনুতাপ বা অনুশোচনা না জন্মিলে নামবলে পাপক্ষয় করিবার প্রবৃত্তি সাধকের হৃদয়কে সর্পগ্রস্তের গ্রাস করিয়া ফেলে। "বারংবার পাপ করিলে ক্ষতি কি আছে? আমি ত' শ্রীহরিনাম করিয়া যাইতেছি" এই মহা-অপরাধমূলক চিন্তাধারা সাধককে ভক্তিসাধন হইতে বিচ্যুত করাইয়া তমিস্রাঘন নিরয়ের স্থানে নিক্ষেপ করে। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল উপাখ্যানে বিষ্ণুদূতগণের মুখে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার পরে অজামিল স্বীয় পূর্ব্বকৃত অশুভকর্ম্মসকল স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপে অর্থাৎ অনুশোচনায় নিজেকে দগ্ধীভূত করিয়াছিলেন। অনুশোচনার পরেই তাহার সাধুসঙ্গে থাকিয়া শ্রীহরিভজন করিবার তৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং পাপ আচরণ করিবার প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। নামাশ্রয়ীর পাপ করা দূরে থাকুক, পাপে মতি হইলেই নামাপরাধ হয়। তাই "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে,—

সংসারী মানব যেবা আচরয়ে পাপ।
প্রায়শ্চিত্ত আছে তা'র আর অনুতাপ॥
কিন্তু নামবলে যদি পাপে করে মতি।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তা'র বড় দুর্গতি॥
বহু যম-যাতনাদি পাইলেও তা'র।
সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার॥
পাপে মতিমাত্রে হয় এরূপ যন্ত্রণা।
পাপাচারে যত দোষ তা'র কি গণনা॥

প্রবঞ্চক, শঠের নামভরসায় পাপক্রিয়া মর্কট বৈরাগ্য মাত্র। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের জানাইয়াছেন,—

শাস্ত্রে শুনিয়াছি নাম যত পাপ হরে।
কোটীজন্মে মহাপাপী করিতে না পারে॥
পঞ্চবিধ পাপ, মহাপাতক অবধি।
নামাভাসে যায়, শাস্ত্র গায় নিরবধি॥
সেই ত' ভরসা করি' প্রবঞ্চকজন।
শঠতা করিয়া নাম করয়ে গ্রহণ॥ (শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

নামবলে পাপাচরণকারী নামাপরাধীর মধ্যে পরিগণিত। নামাপরাধীর ও শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির ক্রিয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে একই দেখাইলেও, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার

"জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থে বাবাজী মহারাজ ও বিজয়কুমারের কথোপকথনের মাধ্যমে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা হইতেছে,—

বাবাজী—যাহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যে-সকল পাপ করা যায়, তাহা যম-নিয়মদ্বারা শুদ্ধ হয় না, কেননা, তাহা নামাপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয়।

বিজয়—প্রভো, জগতে যখন এরূপ পাপ নাই যাহা নামে বিনষ্ট হয় না, তখন নামোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না হইয়া কেন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয়?

বাবাজী—বাবা, জীব যেদিন শুদ্ধ নামাশ্রয় করেন, সেদিন এক নামেই তাঁহার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়, পরে যে নাম গ্রহণ করেন, তাহাতে নামে প্রেম হয়; সুতরাং শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দূরে থাকুক, পুণ্যাদি কার্য্যেও রুচি থাকে না; পাপপুণ্যের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষেও রুচি থাকে না; নামাশ্রিত ব্যক্তি কখনও পাপ করিবেন না। তবে এইমাত্র ইহাতে বিবেচ্য যে, সাধক ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল 'নামাভাস' হয়, শুদ্ধ নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্ব্ব পাপক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে, কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়, কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন সকল পাপক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে —এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।

সাধুসঙ্গে থাকিয়া নিষ্কপটে অবিশ্রান্ত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলেই সাধকের নামাপরাধ খণ্ডন হইয়া দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। কারণ বৈষ্ণবগণই সাধকের রক্ষক ও প্রহরী। তাই মহাজন-উপদিষ্ট নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীহরিভজনের পথে অগ্রসর হইলে মানবগণের পাপসমূহের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যদ্যপি প্রমাদে নামবলে পাপবুদ্ধি।
শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গে করি' তার শুদ্ধি॥
পাপস্পৃহা বাটপাড় পথে আসি' ধরে।
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ পথরক্ষা করে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি' রক্ষকের নাম ধরি'।
পলাইবে বাটপাড় আসিবে প্রহরী॥
আদরে বলিবে,—ভাই, নাহি কর ভয়।
আমি ত' রক্ষক তব, শুন মহাশয়॥

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

# শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে তিথি-বন্দনা-গীতি

( ১ )

বন্দি তোমারে অষ্টমী-তিথি তুমিত' সকল তিথির সেরা।
আনন্দ-নিলয় প্রশান্ত-হৃদয় সকল মঙ্গল পুণ্য দিয়ে ঘেরা॥
তব শুভাগমে মানব-মনের যত গ্লানি আর যত আবর্জ্জনা—
কলুষ-সম্ভার চূর্ণ অহঙ্কার, দূরে গেল সব অসার কামনা॥
পীড়িতের ব্যথা হ'ল অবসান মরু-বুকে এল ভক্তি-প্রস্রবণ।
জীব ত্যজিয়া অনিত্য সুখৈশ্বর্য্য-ভোগ তিথি-বন্দনায় হইল মগন॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

( ২ )

বৈষ্ণবের পদরেণু শিরে ধরি' বন্দি তোমারে আমি দীনজন।
তব শুভ বিজয়েতে আনন্দ-সাগরে নিগমন হ'ল জীব অগণন॥
কঠিন পাষাণ হরষে গলিয়া পরিণত হ'ল স্নিগ্ধ ঝরণায়।
উঠিল ঝঙ্কারি' তব বন্দনা-গীতি কোটী কোটী জীব-রসনায়॥
ছিন্ন করিয়া মায়ার সংসার অনন্ত অটুট বাসনা-নিগড়—
হৃদয় শোধিয়া উছলি উঠিল মেদুর-শুদ্ধ ভকতি-সাগর॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

( ৩ )

রবি-শশী-গ্রহ-তারকা-নিচয় তব শুভাগমে হইল শান্ত।
নির্ম্মল হ'ল মলিন আকাশ বিঘ্নকারিগণ হইল ক্ষান্ত॥
মধুকর-শ্রুতিমধুর ঝঙ্কারে মুখরিত হ'ল কুসুম-কানন,
জগৎ-জীবন মৃদুল পবন কুসুম-সুবাস করিয়া হরণ—
অমিয় পরশে দিক্ সুরভিত, পশুপাখী-চিত করি' আকর্ষণ,—
তোমারে পূজিতে করিছে নিয়োগ, তুমি সকলের আরাধনা-ধন॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী॥"

( ৪ )

দেবতা-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-চারণ-অপ্সর-কিন্নর-বিদ্যাধরগণ।
হরষে নৃত্য করিছে সকল হেরিয়া তোমার শুভ আগমন ॥
নন্দনবন-মন্দারফুল বরষিছে সুর-কুমারীগণ।
গাহিছে তোমার মহিমার গান ব্রহ্মা হইতে জীব অগণন ॥
তব পুণ্য-প্রভায় দীপ্ত ললাটে শোভিত শুভ্র গরিমা-সূর্য্য।
শঙ্খ-নিনাদে পূরিল ধরণী, নাদে আগমনী-বিজয়-তূর্য্য।
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী ॥"

( ৫ )

পৃথিবীর যত নরনারী আজ অর্ঘের থালি লইয়া ত্রস্তে।
বৈষ্ণব-অনুগত হ'য়ে সবে বাসিত কোমল কমল-হস্তে—
পরিজন সহ হে তিথি! তোমারে করিয়া বরণ জনসমগ্র,
শ্রীগুরু-চরণ কল্পতরু-মূলে আশ্রয় লভিয়া হইয়া ব্যগ্র,
পূজিছে আজিকে ভকতিপূর্ণ হৃদয়ে তোমার যুগল চরণ।
বৈষ্ণবানুগত্যে আমিও আজি তব শ্রীচরণে লইনু শরণ ॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী ॥"

( ৬ )

আমি আজিকে তোমার জগদ্বন্দ্য চরণ পূজিব শুদ্ধ-ভক্তিভরে।
রাধাসহ রাধাকান্তপদে যেন চিরমতি থাকে মোর তব বরে ॥
আমি অতি দীন প্রেম-ভক্তিহীন, কেমনে জানিব তোমার মহিমা।
তব মহিমা-সাগর অতল-অপার-অনন্ত—তাহার নাহিক সীমা ॥
জয় জয় জয় অষ্টমী-তিথি অখিল ভুবন-বন্দনীয়া।
তুমিত' আমার অনর্থনাশিনী, তুমি মোর সর্ব্বকাল পূজনীয়া ॥
হে তিথি! তোমাতে শুভ প্রকটিতা আজি বৃষভানু-রাজার নন্দিনী।
"কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তুমি শ্রীমতী রাধিকা ত্রিলোক-বন্দিনী ॥"

বৈষ্ণবসেবাভিলাষী—
শ্রীগোপালচন্দ্র দাসাধিকারী
( মেদিনীপুর )

---

# গীতা ও সনাতন ধর্ম্ম

## ইতিহাস

"যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদঃ"—সেই অধমতারণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণ বন্দনা করি এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। "যন্তান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ"—সুর ও অসুরগণ যে পরদেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত-চিত্তে যাঁহাকে দর্শন করেন, বেদসকল সামগানে যাঁহার অভ্যর্থনা করেন; পুনঃ যিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, সকল 'জগতের পিতা (যে) কৃষ্ণ' শান্তাদি দ্বাদশরসবিশিষ্ট পরমানন্দ-স্বরূপ যাঁহার মূর্ত্তি, চতুর্দ্দিকে প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা যিনি যূথেশ্বরীদিগকে বশীভূত করিয়াছেন এবং শ্রীরাধিকার অতিশয় প্রীতিবিধানতৎপর সেই সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমান জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জগন্মঙ্গল নিমিত্ত ঈশ্বর, জীব, কাল, সংসার, কর্ম্ম ও সর্ব্বোপরি সাধ্য-সাধন তত্ত্বাদি-সমন্বিত আপন মুখপদ্মবিগলিত যে বাণী রাখিয়াছেন,—এবম্বিধ শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃতা সনাতন ধর্ম্মকথাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীভগবানের একান্ত প্রিয়ভক্ত ও সুহৃদ্ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বদ্ধজীবের বোধোৎপাদনের নিমিত্ত শ্রীব্যাসদেব জগদীশ্বরের মুখনিঃসৃত অমৃতবর্ষিণী সেই বাণী গীতাকারে গ্রথিত করেন। সেই ত্রিকালজ্ঞ 'বিশালবুদ্ধে' ব্যাসদেবকে প্রণাম করি।

শ্বেতবরাহকল্পান্তর্গত বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর ও কলিযুগের সংযোগসময়ে, অর্থাৎ প্রায় ৫, ১২১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয়গণের মধ্যে এক মহাসমর হইয়াছিল। উক্ত যুদ্ধকালে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সমর-বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন করেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে ঘরে বসিয়া সমর-বিষয়ক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি বা বর দিতে চাহিলেও, তিনি জ্ঞাতিবধ দেখিবার ভয়ে চক্ষুষ্মান্ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। অতঃপর তিনি সঞ্জয়ের নিকট কৌরব এবং পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যসমাবেশ ও ব্যূহ রচনার কথা বিশেষভাবে জানিতে পারিলেন।

অপরদিকে অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত আত্মীয়-স্বজনগণকে দেখিয়া জগদীশ্বর শ্রীবাসুদেবকে 'আমি যুদ্ধ করিব না' বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই কারণেই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ গোপনীয় বিজ্ঞান-সমন্বিত ব্রহ্মবিদ্যা

ও তদন্তর্গত সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বের মহিমা-মাহাত্ম্য এবং অপরদিকে পার্থিব বিষয়ের অবরতা ও নশ্বরতা-সমন্বিত তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত বর্ণনা এবং জ্ঞানোপদেশের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ লাভ করেন। এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অপরাপর যুদ্ধের সহিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নিন্দা বা সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিপালক ও সর্ব্বনিয়ন্তা হতারিগতিদায়ক ভগবান্ স্বয়ং নিহত শত্রুদিগকে সদ্গতি দান করিতেছেন, অধিকার, বিশ্বাস ও কর্ম্মানুযায়ী জীবকে সদ্গতি দান করিতেছেন, পুনঃ লোকশিক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মাচরণ এবং সনাতন-ধর্ম্মবিরোধী কণ্টকাপসারণ করিয়া নিত্য-ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। এ যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংস আছে, কিন্তু অপচয় নাই। তাই জগন্মঙ্গল-বিধায় শ্রীহরির রিপু-দমনরূপ জীবকল্যাণ 'ক্ষেত্রে'র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার জন্য ১ম শ্লোকেই বেদব্যাস কুরুক্ষেত্রকে 'ধর্ম্মক্ষেত্র'-রূপে চিহ্নিত করিয়া শ্রীভগবানের সম্মান যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের তত্ত্ব বর্ণনাত্মক বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া অর্জ্জুন প্রত্যক্ষ করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই মূল অংশী ভগবান্। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র কর্ম্ম। বদ্ধ ও মুক্ত—দ্বিবিধ জীব। বদ্ধজীব ভগবানের মায়া-বিমোহিত এবং তদীয় সেবা-বঞ্চিত। মুক্তজীব শ্রীভগবানের প্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর। জীব ভগবানের নিত্যসেবক এবং শ্রীভগবান্ জীবের নিত্য সেব্যতত্ত্ব। সেব্যে ও সেবকে অচিন্তনীয়ভাবে ভেদ ও অভেদাত্মক নিত্যপ্রেমসম্পর্ক-মহিমা সদা বর্ত্তমান। শুদ্ধভক্তিই একমাত্র সাধন এবং শ্রীভগবৎপ্রীতি একমাত্র সাধ্য-বস্তু। অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টিতে সংসারে ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের নিষ্ফল জীবনের অনর্থক পদচারণ ও দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীভগবান্-কথিত চিন্ময়ধামের সন্ধান এবং সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য প্রার্থনা করেন।

ভীষ্মপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্য্যন্ত অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 'উপনিষৎ' নামান্তরে প্রসিদ্ধ। ইহাতে মোট ৭৪৫টী শ্লোক বর্ত্তমান। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকানুযায়ী—

ষটশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ॥
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মানমুচ্যতে॥

অর্থাৎ—উক্ত অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধৃতরাষ্ট্র একটী শ্লোক উচ্চারণ করেন, সঞ্জয় সাতষট্টিটী, অর্জ্জুন সাতান্নটী এবং জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকালের, সকল জীবের সকল সংশয় ছেদন নিমিত্ত ছয়শত কুড়িটী

শ্লোকোচ্চারণ করেন। উহা জীবের 'সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা' বিশেষতঃ বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত।

## গীতামৃত

সংসার-সাগর হইতে জীব-উদ্ধারনিমিত্ত ভোগ-মোক্ষযুক্ত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে-সকল দিব্যজ্ঞানের কথা শ্রীভগবান্ কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহাই—গীতামৃত। উহা জীবের বিকৃতস্বভাব নিবারক এবং স্বরূপ-ধর্ম্মোপদেশাত্মক বলিয়া সুদুর্ল্লভ জ্ঞান। বেদব্যাসের বাক্য যথা,—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

( মঙ্গলাচরণম্ ৪র্থ শ্লোক )

সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী-স্বরূপিণী। গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা। অর্জ্জুন উক্ত গাভীর বৎস। শাস্ত্রসিদ্ধান্তই অমৃত। সুধীগণ উহা পান করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে অবিদ্যারূপ শার্দ্দূলের হাত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীঅর্জ্জুনের মোহ নিবারণ ছল করত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব-নিরূপিকা এই গীতা-শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। ইহার আঠারটী অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে—দেহ ও জীবের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য, জীবের অমরত্ব ও দেহের পরিবর্ত্তনশীলতা, আত্মীয়-অনাত্মীয় ভ্রম, জন্ম-মৃত্যু এবং ইহার ভয়াবহতা, বিষয়ধ্যানের কুফলস্বরূপ কাম-ক্রোধাদি রিপুর উদ্ভব, আত্মা-অনাত্মা কথা অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা-তত্ত্বব্যাখ্যা, ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর সম্ভাব্যতা, কর্ম্ম ও কর্ম্মের স্বরূপ—অকর্ম্ম-বিকর্ম্মদোষ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ-কর্ম্মের দ্বারা দেবপূজন, ধর্ম্মাদি রক্ষাকল্পে ভগবানের অবতরণ, কর্ম্মানুযায়ী ফলদাতৃত্ব, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগোপদেশ, যজ্ঞের উপদেশ ও যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া ১ম অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিভিন্ন মনোরম শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীভগবান্ উল্লিখিত বিষয়গুলি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং সাধ্য-সাধন নির্ণয়াত্মক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের ভূমিকা প্রস্তুত হয়।

বিশেষ সাবধানে লক্ষিতব্য বিষয় হইল—**জৈব-চেতনতা বিকাশের ধারায় ক্রমে ক্রমে সাধকের জীবনে ভগবদিচ্ছা ও চিন্ময়-বিষয়বস্তুর সমাবেশ-কালে শ্রীগুরু ও শ্রীভগবান্ এবং তাঁহাদের কৃপালাভের পর্য্যায়গুলি গীতায় উত্তমরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।** ইহা শ্রবণ-

সুখকর এবং শ্রেয়োজনক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীভগবানে **আত্মনিবেদন** করিয়া কাতরস্বরে অর্জ্জুন প্রার্থনা করিতেছেন,—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ (গীঃ ২।৭)

বলাবাহুল্য, **প্রতিটি শুদ্ধ** জীবসত্তায় এবম্প্রকার আত্মনিবেদন ও দৈন্য বর্ত্তমান। ইহার মধ্যেই ভগবদ্ভজনানুকূল্য গ্রহণ এবং প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের অঙ্গীকার বর্ত্তমান। **ভজনের পথে ইহা যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহাই প্রদর্শিত হইল।** শ্রীঅর্জ্জুন বলিতেছেন, "আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর তাহাই আপনি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ করুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাপন্ন হইলাম, এইক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।"

## গুরুকরণোপদেশ

জীবসত্তায় নিত্যবর্ত্তমান এই সরল-সুমধুর স্বভাব দৃষ্ট হইলে ভগবান্ হৃষ্টচিত্তে অন্তরে উপস্থিত থাকিয়া সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের উপদেশ দান করেন। যথা—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

জীবের সংসার ও উৎকণ্ঠা দর্শনে ভারাক্রান্তহৃদয়ে শ্রীগোবিন্দ উপদেশ করিতেছেন,—এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদবিচারে তুমি অক্ষম হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। তাই আমার উপদেশ এই যে, তুমি ভেদবিচারপূর্ব্বক **জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর।** তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে সদ্গুরুর সম্মান শিক্ষা দিয়াছেন, যথা—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—"হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।"

চৈতন্যচরিতামৃতে উহাই ব্যক্ত হইয়াছে,—

'যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥' (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪-৪৫)

## দৈববর্ণাশ্রমান্তর্গত হইয়া গীতানুশীলন কর্ত্তব্য

প্রতিটি অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমান্তর্গত শ্রদ্ধালু জীবের বহুবিঘ্নময় জীবনে সাধন-ভজনের দ্বারা উন্নত হইতে উন্নততর চেতনতার জয়গান করিয়াছেন। অনেকের ধারণা—শ্রীকৃষ্ণকথিত সনাতন-ধর্ম্মে বিশ্বাসী না হইয়াও, কেহ গীতা পাঠ করিলেই মঙ্গল হয়। ইহা ব্যাসদেব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

'সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তীস্নানং বৃথৈব তৎ॥' (গীতামাহাত্ম্যম্ ১২)

গীতারূপ সলিলে স্নান করিয়া সাধুর সংসারের সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয়। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির সেই কার্য্য হস্তীর স্নানের ন্যায় বৃথাই হয়। মুখ্যফল লাভ হয় না। মুখ্যফল হইল কৃষ্ণপ্রেম।

যদি প্রশ্ন হয়—বর্ণাশ্রমান্তর্গত না হইলে তিনি 'সাধু' বা 'শ্রদ্ধাবান্' নহেন,—ইহা কিরূপ বাক্য? তাহার উত্তরে বিষ্ণুপুরাণে **সাধক জীবের বৈধীভক্তি অনুশীলনের** উপদেশ, যথা—

'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥'

বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত জীব ম্লেচ্ছাচারসিদ্ধ। তাহার পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবদ্ভজন অসম্ভব। তজ্জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইলে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য।

পুনঃ— 'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

এই প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেই গীতা পাঠে মুখ্য ফল হয়। তখন জীব শ্রীভগবানের অমোঘবাণী অনুসরণ করিয়া আদৌ লৌকিক গুরু ও কুলগুরু ত্যাগ এবং কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণব-গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। কারণ সদ্গুরুর অহৈতুকী কৃপাতেই এবং তাঁহার আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ এবং শ্রীধামে বাসাধিকার লাভ সম্ভব। অন্য কোন উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই প্রকারে দীক্ষা-শিক্ষাদি গ্রহণ, সদাচার পালন এবং শ্রীরাধামাধবের চিন্ময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলা চিন্তনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিবেন—ইহাই শ্রীভগবানের উপদেশ। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

# শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৮০ পৃষ্ঠার পর ]

যাজ্ঞিক বিপ্রগণ সবাই স্বর্গে যেতে চাচ্ছেন। স্বর্গসুখ ক্ষণিক সুখ, বেশীদিন সেখানে থাকা যায় না। তাই যেখানে চিরদিন থাকা যাবে না, সেখানে গিয়ে লাভ কি? ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা বোকা লোকেরই বিচার। এইজন্য এখানে 'ব্রহ্মবাদী' শব্দটা প্রয়োগ করেছেন। এঁরা জেনে-শুনে-বুঝে স্বর্গে যাবেন—এ কি কথা! যেখানে চিরকাল থাকা যায় না, সেখানে যাওয়ার জন্য এঁরা যাগ-যজ্ঞ করছেন।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্তলোক পর্য্যন্ত মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়—শাস্ত্রে লেখা আছে। তারপরে বিরজা, তারপরে সিদ্ধলোক। যেখানে Interned—নজরবন্দী হয়ে থাকে ভগবানের সিংহাসন দখল করতে যাওয়া Anarchist-গণ। তারপরে আরম্ভ হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। তারই ভিতরে উত্তম প্রকোষ্ঠ হল গোলোক-বৃন্দাবন। সাধনার ক্রম-অনুসারে—সাধক-সাধিকার অধিকার অনুসারে মধুররসে যাঁরা আরাধনার যোগ্যতা লাভ করেছেন, তাঁরা সেই প্রেমময় শ্রীহরির স্থানে—গোলোক-বৃন্দাবনে অধিকার লাভ করেন, সাক্ষাৎ সেবা লাভ করেন। আমাদের ত' সেইভাবে সাধন-ভজন করতে হবে।

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্॥

হে গোপগণ! তোমরা বিপ্রগণের নিকটে যাও। তাঁদের কাছে অন্ন প্রার্থনা কর, পেয়ে যাবে। যদি তাঁরা না দেন তাহলে আমার ও আমার দাদা বলদেবের নাম করবে। তাহলে তোমরা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাবে। ভগবান্ এখানে মিথ্যাকথা শিখিয়ে দিচ্ছেন না সখাগণকে। একদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাবাদী, চোরের সর্দ্দার। তিনি ত' নবনীতচোর। ননীচোরা নাম তাঁর। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাঁর সৃষ্ট সকল ভাল-মন্দের সামঞ্জস্য-বিধানকারী।

ইত্যাদিষ্ট ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি॥

ভগবানের যাঁরা সখা, তাঁদের ত' সুন্দর আদবকায়দা সব জানা আছে। Etiquette দুরস্ত সব। তাই সখারা গিয়ে প্রথমে হাতজোড় করেছেন,

সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেছেন। 'দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি'—সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণাম। বলছেন কি ?—

হে ভূমিদেবা শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নোরামচোদিতান্॥

হে ভূমিদেব! হে ভূসুর! হে পৃথিবীর দেবতা! আপনারা দয়া করে আমাদের কথাটা শুনুন। কৃষ্ণ-বলদেব আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা তাঁদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য; তাই আপনাদের কাছে এসেছি।

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ॥

হে ধর্ম্মবিদ্‌গণ! কৃষ্ণ এবং বলদেব খুব ক্ষুধার্ত্ত হয়েছেন, আমরা কিছু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাদের যদি শ্রদ্ধা হয়, যদি দয়া করে দেন। যদি না দেন তাঁরা, তজ্জন্য একটা যুক্তি দেখাচ্ছেন—আপনাদের ত' যাগ-যজ্ঞ সব সমাপ্ত হয়েছে, ঠাকুরের ভোগরাগ শেষ হয়ে গিয়েছে। ঠাকুরের ভোগের আগে প্রসাদ পাওয়া যায় না, সেটা ভাল করে জানি আমরা। ভোগের পর যদি কিছু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ দেন তাহলে আমরা নিয়ে যাই। সখাগণ অনেক অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করলেন, কিন্তু কোন কিছু উত্তর এল না, অন্ন পাওয়া ত' দূরের কথা।

ইতি তে ভগবদ্‌যাজ্ঞাং শৃন্বতোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।

কে পাঠিয়েছেন তাঁদের ?—স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু সেই ভগবদ্‌যাজ্ঞা অবজ্ঞা, অবহেলা করলেন যাজ্ঞিক বিপ্রগণ। 'শৃন্বতোঽপি ন শুশ্রুবুঃ'—শুনেও শুনলেন না। আমার অন্তরে একজনের দুঃখ-কষ্ট যদি অনুভূত হয়, তবে না আমি সেটার ব্যবস্থা নেব। কবি লিখলেন,—

চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আসি' বিষে দংশেনি যারে॥
যতদিন ভবে, না হবে না হবে, তোমার আমার অবস্থা সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম॥

এখানেও সেই অবস্থা। 'শৃন্বতোঽপি ন শুশ্রুবুঃ'—এরা শুনলেন, হৃদয়ে তা গ্রহণ করলেন না, তার কোন ব্যবস্থা নিলেন না।

ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এখন এদের বিশেষণ দিচ্ছেন কি ?—'ক্ষুদ্রাশা'। কেন ক্ষুদ্রাশা ? অনেক পরিশ্রম করে যাবেন কোথায় ?—স্বর্গে যাবেন। এটা

ক্ষুদ্রাশা বৈকি ? 'ভূরিকর্ম্মাণো'—বহ্বারম্ভ। বহু ঘি, বহু কাঠ পুড়ছে। 'বালিশা'-শব্দের অর্থ কি হবে ? বালিশ-শব্দ শুনলে ত' আমাদের ঘুম পায়। 'ঘুমে ঘুমে তল্লাস বালিশ'। কিন্তু এখানে 'বালিশ'-শব্দের অর্থ অতাত্ত্বিক জন, ভগবৎতত্ত্ব যাদের লাভ হয় নাই, তাদের বলে বালিশ বা অজ্ঞ। এরা অনেক কিছু জেনেছেন, বুঝেছেন, কিন্তু এটা রপ্ত হয় নাই। যদি এটা রপ্ত হত তাহলে ভগবানের কথা কি কখনও অবহেলা করতে পারেন। 'বৃদ্ধমানিনঃ' —যারা নিজেদের খুব জ্ঞানী, পণ্ডিত বলে অহঙ্কার করেন। বৃদ্ধ দুরকমের —বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ। যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ তিনিই উপযুক্ত বৃদ্ধ। আর বয়োবৃদ্ধ যিনি তিনি বয়সে বৃদ্ধত্ব লাভ করেছেন। শাস্ত্রে আমাদের দেখান হয়েছে,— 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।'—যখন আপৎকাল উপস্থিত হবে তখন বৃদ্ধলোকের বচন গ্রহণ করতে হবে, তাঁদের পরামর্শ নিতে হবে। আছে কি আজ এ পরিবেশ ? 'Grey-haired should be respected'—একথা পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত ও প্রচলিত। আমাদের দেশেও ঋষিগণ ত' একথা বলে গেছেন—'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।' বর্ত্তমান দুনিয়ায় এটা চলছে না। এখন তরুণ নেতাদের বেলায় দেখা যাচ্ছে,—বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ ! তোমরা সব সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত হও। বড় দুঃখের কথা ! যাঁদের ভিতরে জ্ঞানভাণ্ডার আছে, যাঁদের থেকে অনেক কিছু নেওয়ার আছে, তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু নিতে চাচ্ছি না। দুর্ভাগ্যের কথা ! দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য ! এই সমাজেই বাস করি আমরা। 'আমরা বাঙালী বাস করি এই তীর্থবরদ বঙ্গে।'—কবি গাইলেন। আর এখন আমরা দেখছি কি ? শুনছি কি ?—'আমরা বাঙালী বাস করি এই খিস্তিমুখর বঙ্গে।' কোন্ বঙ্গে বাস করছি আমরা, আছে কি কোন সুস্থ পরিবেশ এখানে ? স্থিরচিত্তে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারত আলোচনা করব যে, সে পরিবেশ কি আছে ? আমি বলব,—নাই, নাই। এই ভারতবর্ষের নীতি-আদর্শ সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বের বিদ্বজ্জনবরেণ্য ও চিন্তাশীল মনীষিগণ সেইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কাছাকাছি দেশ আমাদের ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। সেই দেশবাসীও একদিন এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আজও সে দেশে রামায়ণ, মহাভারতের প্রচলন আছে, যদিও বর্ত্তমানে কিছু রাজনীতি বিপর্য্যয় ঘটাচ্ছে। আজও সে দেশের লোক যাত্রা-থিয়েটার করে—এই রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে। আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা আজ ঋষিগণের নীতি অনুশীলন করে না। ঐটাকে বাদ দিয়ে আর সব করে অর্থাৎ তারা কেবল সমালোচনাই করতে শিখেছে।

যদি আমরা সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করতে যাই, তাহলে আমাদের আর্য্যঋষিগণের যে নীতি-আদর্শ, সেটা মনে-প্রাণে মেনে নিতে হবে। সেই-ভাবে আমাদের উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে সেই পূর্ব্বের যে গুরুকুল, সেই প্রাচীনগল্পের যে তপোবন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম। সেই প্রাচীন যুগের শিক্ষা পুনরায় প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। তা না হলে আমাদের দেশের কল্যাণ নাই, শান্তি নাই। আমরা যতই হৈ-হুল্লোড় করি না কেন, কেউ আমাদের দাবী শুনছে না, শুনবে না। কে কার দাবী শুনবে? আমি কি কারও দাবী কখনও শুনেছি। আমি যদি কোনদিন কারও কোন দাবী পূরণ করেছি, তবে আমার দাবী পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি ত' কারও দাবী শুনি না, কারও দাবী মানি না, আমি ত' আমার পিতামাতা, Guardian, মুনি-ঋষিগণ ও ভগবানকে মানি না, ধর্ম্ম মানি না—কোনকিছু মানি না। ধর্ম্ম মানেই নীতি-আদর্শের মূল্যায়ন। অথচ আমার বড় অহঙ্কার, বড় দাবী—আমাকে তোমরা সবাই মান। বড় দুঃখ লাগে! তাই শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে কথাগুলো বুঝিয়েছেন,—যদি তুমি সত্যই মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠা চাও, অপরের প্রতি সেই ব্যবহার আগে নিজে কর। বৃটিশ শাসন যখন ছিল, তখন বিভিন্ন অফিসে অফিসে দেখেছি একটা লাইন লেখা থাকত—"Do to others as you would be done by."—"তুমি যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, সেইরকম ব্যবহারও তুমি অপরের প্রতি করবে।" "পরের কথা সইতে যদি নার। তবে আগে নিজের মুখ মিষ্টি কর॥" আমি যদি মিষ্টি কথা না বলি, তাহলে মিষ্টি কথা শুনতেও পাব না। ব্যবহারটা ত' আগে আমাকে দেখাতে হবে, তবে ত' আমি কিছু আশা করতে পারি। সেইকথা শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন,—

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং, ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং, কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণম্??

বেদ প্রমাণ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন প্রমাণ—এই প্রমাণকে যারা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না, তাদের কে প্রমাণ বলে মানবে? তাদের কথা যুক্তিবাদী দুনিয়া মানবে না। আমি যদি কখনও কারও কথা মেনেছি, মানতে পারি, তাহলে আমার কথা কেউ মানতে পারে। আমি যদি সকলকে Ignore—অস্বীকার করি, তাহলে আমাকে ত' দুনিয়া অস্বীকার করেই বসে আছে। আমি কেন চাই মান, সম্মান, প্রতিপত্তি? ওটা চাওয়া উচিত নয় আমার। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর Theory এখানে এসে গেছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ এসে গেল। আগে কিছু যোগ্যতা অর্জ্জন না করলে আমি কিছু পাচ্ছি না। আমাকে যদি কিছু আহরণ—কিছু সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে আমার জমার ঘর প্রথমে দরকার। জমার ঘর কি?—

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হয়ে করহ কীর্ত্তন॥

তোমার কিছু কথা বলার অধিকার আছে। অধিকার-বহির্ভূত হলে তোমার কথা কেউ শুনবে না। অহঙ্কারী ব্যক্তির কথা কেউ শুনতে চায় না, শুনতে পারে না। কোন কথা বলতে গেলে সেখানে দৈন্যভাব থাকা চাই, তা না হলে জগৎ নেবে না। দুনিয়াটা ত' যুক্তিবাদী। যুক্তিদ্বারা সব জিনিস কষে নিতে চায়। আমি ত' যুক্তির বাইরে যেতে পারি না। তাই আমাকে শান্ত-শিষ্ট হয়ে সমাজে চলতে হবে। তা না হলে আমার কোন কল্যাণ নাই—সমাজে স্থান নাই।

তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজম্।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥

যাজ্ঞিক বিপ্রগণ কার আজ্ঞা অবহেলা করেছেন? তিনি কি কোন সাধারণ মানুষ? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাঠিয়েছেন সখাগণকে। যাজ্ঞাটা-প্রার্থনাটা ছিল স্বয়ং কৃষ্ণের, কিন্তু তারা তাঁকে অবহেলা, অবজ্ঞা করলেন। তিনি কে?—'তং ব্রহ্ম পরমম্'—তিনি সনাতন পরব্রহ্ম, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন। তিনি Supreme Authority, যাঁর 'পরে কারও কোন কথা বলবার ক্ষমতা নাই। তিনি Supreme Autocrat, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম, সর্ব্বোপরি মালিক, সর্ব্বোপরি তত্ত্ব।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

এই ছয়রকমের শক্তি যাঁর পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, যিনি সবকিছু পূর্ণভাবে নিয়ে বসে আছেন, তিনি হলেন ভগবান্। তিনি হলেন সর্ব্বসমর্থ। তাঁকে অস্বীকার করেছেন।

'ভগবন্তমধোক্ষজম্'—তিনি অধোক্ষজ, ইন্দ্রিয়াতীত। আমাদের যে অক্ষজ দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এই জগতের যে সীমিত জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের অতীত

যিনি, তাঁকে বলে অধোক্ষজ তত্ত্ব ভগবান্ বিষ্ণু। এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন শাস্ত্রে।—

"অধঃ কৃতমতিক্রান্তং বদ্ধজীবানাম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।" অধোক্ষজ-শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন,—"God is He who has reserved the Absolute Right of not being exposed to human Senses." আমরা এজগতে খুব বড়াই, খুব অহঙ্কার করছি—হ্যাঁ মশায়, সব জেনে, বুঝে নেব। আমি সব কিছু জেনে, বুঝে নিতে পারি না, ক্ষমতা নাই আমার। একটা অপেক্ষা, একটা নির্ভরতা আছে, তার দ্বারা সব জেনে, বুঝে নেওয়া যায়। সেটা গায়ের জোর নয়। সেখানে কোনরকম জাগতিক ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি চলবে না। সকল বিষয় আমাকে একজন বুঝিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমার আধার যদি না থাকে, তাহলে বুঝব কি করে?

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ণ নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥

যখন সখাগণ নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন, তখন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন,—কি হল তোমাদের? সখাগণ বললেন,—অন্ন-ব্যঞ্জন পাওয়া ত' দূরের কথা, ব্রাহ্মণগণ আমাদের সঙ্গে কোন কথাই বললেন না! আমরা আর কি করব, নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্॥

জগদীশ্বর শ্রীভগবান্ ঐ কথা শুনে একটু হাসতে লাগলেন। এটা কি বিদ্রূপের হাসি? সখাগণ ক্ষুধায় কাতর, আর কৃষ্ণ হাসছেন। তাদের অধৈর্য্যভাব দেখে ভগবান্ হাসছেন। মাত্র একবার চেয়ে তোমরা পাও নাই, সেজন্য পুনরায় তোমাদের যাওয়ার ইচ্ছা নাই। যাঁরা প্রার্থী, যাঁরা যাচক, তাঁদের ধৈর্য্যধারণ করা উচিত। পুনরায় যাও তোমরা। সখাগণ বললেন,—না, ফিরে এসেছি যখন, আর আমরা যাব না। তখন ভগবান্ তাদের ধৈর্য্যধারণের উপদেশ প্রদান করছেন। বার বার চাইতে হয়, তবে কিছু পাওয়া যায়। একবার চাইলেই পাওয়া যায় না, এটাই লৌকিকী রীতি। আমি কথা দিচ্ছি,—তোমাদের এবার আর নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না।

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সঙ্কর্ষণমাগতম্।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধামম্যুষিতা ধিয়া॥

হে গোপগণ! এবার তোমরা যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের নিকটে যাও। তাঁদের কাছে গিয়ে বল, সঙ্কর্ষণ বলদেবের সঙ্গে আমি (কৃষ্ণ ভগবান্) এখানে এসেছি। বহুদিন ধরে তাঁরা যে আমাদের প্রতি স্নেহশীলা, আমাদের কথা শুনলে তাঁরা তোমাদের প্রার্থিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দান করবেন।

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্॥

ভগবানের কথায় সখাগণ পুনরায় সলঙ্কৃতা যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ঠিক পূর্ব্বের মত আদব-কায়দা দেখাচ্ছেন তাঁরা। ব্রাহ্মণপত্নীগণকে প্রণাম জানিয়ে সখাগণ বলতে লাগলেন,—

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্॥

হে বিপ্রপত্নীগণ! আপনাদিগকে প্রণাম, নমস্কার জানাই। আমাদের কথা দয়া করে শুনুন। কৃষ্ণ-বলরাম গোচারণ করতে করতে অতি নিকটে এসে গেছেন। তাঁরাই আমাদের পাঠিয়েছেন।

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্॥

পূর্ব্বে সখাগণ কৃষ্ণ-বলরামের নামে অন্নাদি প্রার্থনা করেছেন। কৃষ্ণ-বলরাম ক্ষুধার্ত্ত হয়েছেন, আপনারা কিছু অন্ন-ব্যঞ্জন দেন। বর্ত্তমানে ক্ষুধার জ্বালাটা এত বেড়েছে যে, কৃষ্ণ-বলদেবের সঙ্গে নিজদের কথাটাও জানাচ্ছেন— আমরাও ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি, দয়া করে আমাদেরও কিছু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রদান করুন।

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জ্জাতসম্ভ্রমাঃ॥

বহুদিন ধরে ভগবান্ কৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করে বসেছিলেন সেই যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণ। আজ সেই ভগবান্ কাছাকাছি এসে গেছেন যখনই শুনেছেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্তরদেবতা অন্তর্যামী ভগবানকে সসম্ভ্রমে ব্রাহ্মণীগণ মনে মনে প্রণাম জানালেন। হে ভগবন্! মনে হচ্ছে, আমাদের ভাগ্য অতি প্রসন্ন, বহুদিন পরে তোমার দর্শন পাব।

চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥

চার রকমের অন্ন-পায়সাদি সব থালায় সাজিয়ে তাঁরা চলেছেন। চার

রকমের অন্ন কি কি ?—খুব সুন্দর সুগন্ধি গোবিন্দভোগ চালের অন্ন, খেচরান্ন অর্থাৎ খিঁচুড়ি, পুষ্পান্ন আর পরমান্ন বা পায়স। তৎসহ বহুপ্রকারের ব্যঞ্জনাদি আছে। ভগবানকে দর্শন করতে চলেছেন, তাঁদের গতিবেগটা কি রকম ?—'সমুদ্রমিব নিমগ্নাঃ'—বর্ষাকালে স্রোতস্বিনী নদী যেমন সাগরে মিলিত হওয়ার জন্য দ্রুতগতিতে ছুটে যায়, তদ্রূপ তাঁদের গতিবেগ। কি জানি, ভগবান্ কাছাকাছি এসে গেছেন, কিন্তু যদি আবার ওখান থেকে চলে যান, তাহলে আর দর্শন পাব না! তাই তাঁরা স্ব-স্ব পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সাজিয়ে নিয়ে ছুটে চলেছেন ভগবানকে দর্শন করতে।

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ॥

তাঁদের কারও বা স্বামী, কারও বা ভাই, কারও বা বন্ধু, আবার কারও ছেলে বাধা দিতে লাগলেন—যেও না, যেও না। কিন্তু বহুদিন ধরে তাঁরা যে ভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, যে ভগবানের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করে আসছেন, তাঁকে দর্শন না করলে তাঁদের মনে শান্তি-স্বস্তি নাই। তাই কোন বাধা না মেনে তাঁরা ছুটে চলেছেন। কোথায় গিয়ে হাজির হয়েছেন ?—

যমুনোপবনেঽশোক-নবপল্লবমণ্ডিতে॥
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ॥

সেই ব্রাহ্মণীগণ যমুনার উপবনে নবপল্লবে সুশোভিত অশোককাননে—যেখানে ভগবান্ কৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সঙ্গে বিচরণ করছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। ভগবানকে তাঁরা দর্শন পেলেন। ভগবানের রূপ-মাধুর্য্য, গুণ-মাধুর্য্য বর্ণনা করেছেন এখানে। কিরূপ ভগবানকে দেখলেন তাঁরা ?—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্।

তাঁর বর্ণ শ্যামল, পরিধানে পীতবাস। তিনি বনমালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু এবং প্রবালদ্বারা নটবরবেশে সজ্জিত। একহস্ত (বামহস্ত) তাঁর সহচরের স্কন্ধে স্থাপন করেছেন এবং অন্য হস্তে (দক্ষিণহস্ত) তিনি নীলকমল (পদ্মযুগল) সঞ্চালন করছিলেন। তাঁর কর্ণযুগলে উৎপল, কপোলযুগলে অলকা-তিলকা এবং মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাচ্ছে। এই হাসি এবং তাঁর হাতের বাঁশীর দ্বারা তিনি ত্রিজগৎকে আকর্ষণ করেন—মোহিত করেন, জগৎকে ভুলিয়ে দেন। (ক্রমশঃ)

## শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

# শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"
—কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীর সেবায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ ভারতের সর্ব্বত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারকেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারে ব্রতী আছেন। শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠিত মেঘালয় প্রদেশের ওয়েষ্ট গারো হিলস্-এর 'শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ' ইহার অন্যতম প্রচারকেন্দ্র। বহুদিন যাবৎ এই মঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

যথাপূর্ব্ব বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শুভাবির্ভাব-তিথি তথা জন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে গত ৬ই ভাদ্র, ১৩৯৬ ( ইং ২৩।৮।৮৯ ) বুধবার শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারে বিরাট্ তোরণ নির্ম্মিত হয়। শ্রীমন্দিরসহ উৎসব প্রাঙ্গন বিচিত্র রঙ্গিন বস্ত্রাদি, আম্রপল্লব ও পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধার্ব্বকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী-জীউ এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেবের জয়দানপূর্ব্বক এই মহোৎসবের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়।

৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার মঙ্গলারাত্রিকান্তে সুসজ্জিত মোটর গাড়ীতে শ্রীগুরুবর্গের ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আলেখ্য মূর্ত্তিসহ ভক্তবৃন্দ শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল ও ব্যাণ্ডযোগে তুরা সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে দিবা ৮ ঘটিকা হইতে সারাদিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থের পারায়ণ হয়। বৈকাল ৬ ঘটিকায় ব্রহ্মচারিগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়দানপূর্ব্বক সুললিত কণ্ঠে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, দশাবতার-স্তোত্রম্, মহাজন পদাবলী প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অদ্যকার সভায় চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদাধর মঠের মঠরক্ষক পরম পূজ্যপাদ শ্রীসৎপ্রসঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনন্তর প্রধান অতিথি Prof. T. K. Das ( Tura Govt. College ) ও

শ্রীরাম নরেশ পাণ্ডে ( প্রধান শিক্ষক, তুরা হিন্দী হাইস্কুল ) এবং পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমৎ যতি মহারাজ ও শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অবতারবাদ" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান করেন।

৮ই ভাদ্র, ২৫শে আগষ্ট, শুক্রবার অর্থাৎ নন্দোৎসব দিবসে বেলা ১২-৩০ মিনিট হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

বৈকাল ৬ ঘটিকায় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর তাঁহার নির্দ্দেশে শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধিযজ্ঞ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী "সনাতন ধর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্মবাদ" সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজের বক্তৃতান্তে রামায়ণ গান হইয়া থাকে।

৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীসমিতি-পরিচালিত 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠে'র ( English Medium School ) ছাত্রছাত্রীগণের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। তৎপরে V. D. O. যোগে 'শ্রীজগন্নাথ' ও 'শ্রীধ্রুব' চরিত্র প্রদর্শিত হয়।

এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য স্থানীয় সুধী ভক্তবৃন্দের ও P. W. D., B. S. F. ও P. H. E. প্রভৃতি সরকারী বিভাগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের এইরূপ সহযোগিতার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বলাবাহুল্য শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব সমিতির প্রধানকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদন্তর্গত শাখামঠসমূহে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

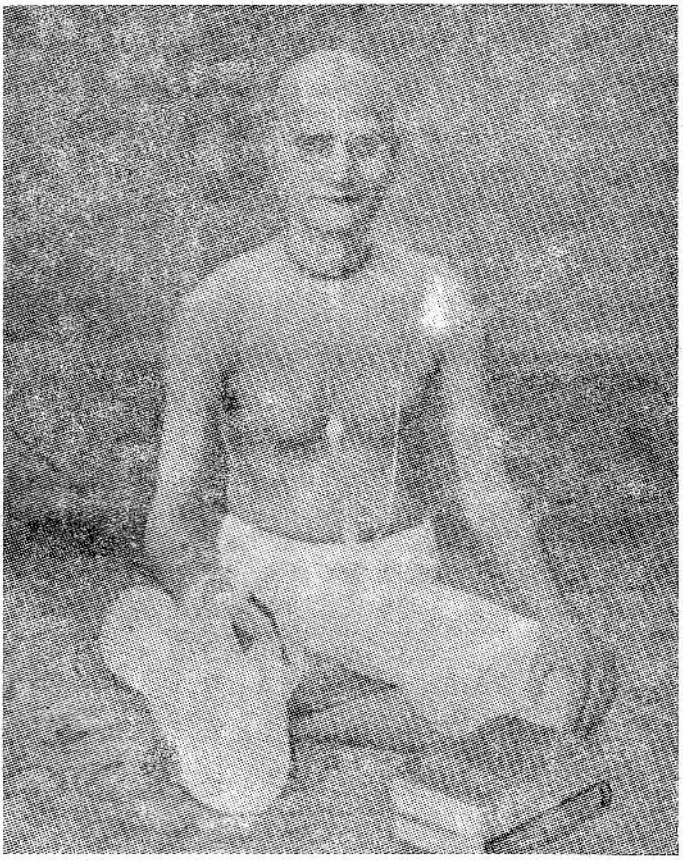
॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

# আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

# শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২১শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

---

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ ( নদীয়া )।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**
( রেজিষ্টার্ড )

**শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**
পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )।
ফোন—২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ২৭শে আশ্বিন, '৯৬ ( ইং ১৪।১০।৮৯ ) শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২১শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—৩রা আশ্বিন, ১৩৯৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
**সভ্যবৃন্দ,**
**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**

## —ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২৭শে আশ্বিন ( ইং ১৪।১০।৮৯ ), শনিবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।
মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।
অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া ( পঃ বঙ্গ )—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম স্বনুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ৩ কেশব, কারণোদশায়ী, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৬, ইং ১৬।১১।৮৯ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্‌ (পূর্ব্বাহ্ন-স্মারকম্‌)

( শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে সপ্তমসর্গে—১-৫, ৫৫-৬৪ )

কিয়দ্দূরং ততো গত্বা নিবৃত্যেদ্বর্ত্মনা হরিঃ।
রাধাকুণ্ডং সমায়াতঃ প্রিয়া-সঙ্গোৎসুকঃ প্রিয়ম্‌॥ ১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর গমন করিয়া তথা হইতে নিবর্ত্ত হওত শ্রীরাধার সঙ্গ-সুখাভিলাষে বিপথ দিয়া রাধাকুণ্ডে গমন করিলেন॥ ১॥

পরিতো মণিসোপানাবলিভিঃ পরিবেষ্টিতম্‌।
চতুর্ভির্মণি-সংবদ্ধ-তীর্থৈর্দিক্ষু সুশোভিতম্‌॥ ২॥

আহা! রাধাকুণ্ডের কি আশ্চর্য্য শোভা, উহা মণিময় সোপান-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত এবং মণি-নির্ম্মিত ঘট্টচতুষ্টয়ে সুশোভিত॥ ২॥

তীর্থোপরি স্ফূরদ্রত্নমণ্ডপৈঃ সাঙ্গনৈর্যুতম্।
তত্তীর্থোভয়-পার্শ্বস্থ-মণিকুট্টিম মণ্ডিতম্ ॥ ৩ ॥

অপর ঐ ষট্টচতুষ্টয়ে অঙ্গন-সহিত দেদীপ্যমান রত্নমণ্ডপ এবং ষট্টচতুষ্টয়ের পার্শ্বদ্বয় মণিকুট্টিম অর্থাৎ অষ্ট বেদিকায় ভূষিত ॥ ৩ ॥

প্রতিমণ্ডপ-পার্শ্বস্থ-তরুশাখাবলম্বনৈঃ।
যুতং নানাপুষ্পবাসশ্চিত্রৈর্দোলা-চতুষ্টয়ৈঃ ॥ ৪ ॥

প্রতি মণ্ডপের পার্শ্বভাগে প্রত্যেক তরুর শাখায় নানাজাতি কুসুম এবং বিবিধ বসনদ্বারা প্রস্তুত দোলা-চতুষ্টয় আলম্বিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

যাম্যে চম্পকয়োঃ পূর্ব্বে নীপয়োরাম্রয়োঃ পরে।
সৌম্যে বকুলয়োর্ব্বদ্ধ-রত্নহিন্দোলিকান্বিতম্ ॥ ৫ ॥

দক্ষিণদিকে চম্পকদ্বয়ের, পূর্ব্বদিকে কদম্বদ্বয়ের, উত্তরদিকে আম্রদ্বয়ের এবং পশ্চিমদিকে বকুলবৃক্ষদ্বয়ের শাখাদ্বয়ে রত্নঘটিত হিন্দোলা দোলায়মান রহিয়াছে ॥ ৫ ॥

আগ্নেয্যাং ভাতি পদ্মাভ-রত্নহিন্দোল-কুট্টিমম্।
পূর্ব্বাপর-দিগুৎপন্ন-প্রবীণ-বকুলাগয়োঃ ॥ ৫৫ ॥
সাচি কিঞ্চিদ্বিনির্গত্য গত্যা বক্রোর্দ্ধয়োপরি।
মিলিতাভ্যাং সুশাখাভ্যাং ছাদিতং মণ্ডপাকৃতি ॥ ৫৬ ॥

অনঙ্গরঙ্গাম্বুজ চত্বরের অগ্নিকোণে রত্নময় হিন্দোল-কুট্টিম শোভা পাইতেছে, অষ্টদল পদ্মের ন্যায় উহার আকৃতি, পূর্ব্ব-পশ্চিমদিগ্‌ভাগে দুইটী বিস্তৃত বকুলবৃক্ষের শাখা পরস্পর মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে বক্রগতিতে চন্দ্রাতপের ন্যায় উহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৫৫-৫৬ ॥

তচ্ছাখামূল-সংনদ্ধৈঃ পট্টরজ্জু-চতুষ্টয়ৈঃ।
দৃঢ়ৈর্বদ্ধ-চতুষ্কোণং নাভিমাত্রোচ্চ-সংস্থিতি ॥ ৫৭ ॥

সেই শাখার মূলদেশে একটী দোলা আছে, কঠিন পট্টসূত্রদ্বারা চতুষ্কোণ আবদ্ধ থাকায় ঐ দোলা নাভিমাত্র উচ্চ প্রদেশে দোলায়মান রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

পদ্মরাগাষ্ট-পট্টীভিঃ প্রবালজ-পদাষ্টকৈঃ।
ঘটিতং হস্তমাত্রোচ্চ-পট্টীবেষ্টন-কেশরম্ ॥ ৫৮ ॥

ঐ হিন্দোলার আটখানি পট্টী পদ্মরাগ-মণি-নির্ম্মিত, উহাতে প্রবালনির্ম্মিত আটটী পদ্ম আছে, এক হস্ত-পরিমিত বেষ্টন-পট্টীই উহার কেশর ॥ ৫৮ ॥

অষ্টপত্রাম্বুজাকার-রত্নানি-চিত্রকর্ণিকম্।
দ্বিদ্বি-পাদান্বিতাম্ভোজ-দলাভাষ্ট-দলৈর্বৃতম্ ॥ ৫৯ ॥

ষোড়শদল পদ্মের আকার রত্নশ্রেণীই কর্ণিকা, হিন্দোলার দুই দুই পদে পদ্মদলের আকার অষ্টবিধ দল বিরাজ করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

রত্নপট্টীকেশরান্তর্দ্বারাষ্টক-সুসংযুতম্।
দক্ষিণে দল-পার্শ্বস্থারোহদ্বার-দ্বয়ান্বিতম্ ॥ ৬০ ॥

রত্নপট্টীর কেশরমধ্যে আটটী দ্বার আছে, উহার দক্ষিণ দলের পার্শ্বে আরোহণার্থ দুইটী দ্বার বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৬০ ॥

লঘুস্তম্ভদ্বয়াসক্ত-পট্টীপৃষ্ঠাবলম্বকম্।
পট্টতূলী-লসন্মধ্যং পার্শ্ব-পৃষ্ঠোপধানকম্ ॥ ৬১ ॥
নানাচিত্রাংশুকৈশ্ছন্নং স্বর্ণসূত্রান্বরৈরপি।
লসচ্চন্দ্রাবলী-মুক্তাদাম-গুচ্ছ-বিতানকম্ ॥ ৬২ ॥

ক্ষুদ্র স্তম্ভদ্বয়ে সংসক্ত পট্টী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশের অবলম্বন-স্বরূপ, হিন্দোলার মধ্যস্থলে বসিবার জন্য পট্টবস্ত্রের তুলী ( তোষক ) এবং পার্শ্বপৃষ্ঠে উপাধান ( বালিশ ) সকল শোভিত রহিয়াছে। অপর নানাবিধ চিত্রবিচিত্র বসন ও স্বর্ণসূত্র-নির্ম্মিত কৃত্রিম চন্দ্র এবং পুষ্পমালা-মণ্ডিত চন্দ্রাতপ উহার উপরিভাগে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ॥ ৬১-৬২ ॥

যত্রাষ্টদলগালীনাং মধ্যগৌ রাধিকাচ্যুতৌ।
গায়দন্যবয়স্যাভির্বৃন্দা দোলয়তীশ্বরৌ ॥ ৬৩ ॥

যাহা হউক, ঐ হিন্দোলাম্বুজের অষ্টদলস্থ সখীগণের মধ্যে সমাসীন শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বৃন্দাদেবী দোলা-নিম্নস্থ অন্য গায়িকা সখীদিগের সহিত দোলাইয়া থাকেন ॥ ৬৩ ॥

স্বারূঢ়-রাধাচ্যুতয়োঃ সর্ব্বাভিমুখতাকরম্।
হিন্দোলাম্বুজমাভাতি মদনান্দোলনাভিধম্ ॥ ৬৪ ॥

তথায় আর এক আশ্চর্য্য এই যে, যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মদনান্দোলন-নামক হিন্দোলায় আরোহণ করেন, তখন যেন ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে আছেন, এইরূপ বোধ হয় ॥ ৬৪ ॥

# পরহিংসা ও দয়া

## পরহিংসা মহাপাপ—বৈষ্ণবে ইহা নাই

সাধারণে ইহাই বিশ্বাস করেন যে, পরহিংসা একটী মহাপাপ। পরহিংসা করিলে নরক গমন হয়। পরহিংসা সর্ব্বপাপের মূল, সুতরাং পাপের অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা-প্রবৃত্তি থাকে না। যথা—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ ত্বদাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

হে ব্যাধ! তোমার অহিংসাদি গুণসকল হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেননা, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা পরপীড়ক হন না।

অন্য প্রাণী-বধই পরহিংসার পরাকাষ্ঠা। তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি হয়।

সেই কর্ম্ম-ভক্তিহীন পরহিংসা যায়॥

## জীবহিংসা ভক্তিবিরুদ্ধ ও পরোপকার ভক্তির অনুকূল

যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্ম ভক্তি-সম্মত এবং যে কর্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ। এরূপ কার্য্যে কোন সুফল হয় না। জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে-কার্য্যে জীবহিংসা আছে, তাহা ভক্তির প্রতিকূল। মূল তাৎপর্য্য এই যে,—চিত্তের আর্দ্রতাই ভক্তিভাবের লক্ষণ। কৃষ্ণভক্তিতে যেরূপ আর্দ্রতা আছে, জীব-দয়াতেও সেইরূপ আর্দ্রতা আছে; জীব-দয়া কৃষ্ণভক্তির অঙ্গবিশেষ। দয়াহীন ভক্ত হইতে পারে না, তবে ভক্তিহীন দয়ালুতা যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল চিত্তের আর্দ্রতার কুণ্ঠভাব মাত্র। কুণ্ঠভাব দূর হইলেই ভক্তি ও জীব-দয়া এক হইয়া প্রতীত হয়। সুতরাং মহাপ্রভুর উপদেশ চৈতন্যভাগবতে এই যে,—

প্রভু বলে,—বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥

## সর্ব্বভূতে দয়া তিনপ্রকার, যথা:—দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক

সর্ব্বভূতে দয়া তিনপ্রকার,—(১) জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সৎকার্য্য মধ্যে গণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে

ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান—এই সকলই দেহ-সম্বন্ধীয় দয়া হইতে নিঃসৃত। (২) বিদ্যাদানই জীবের মন-সম্বন্ধে দয়া হইতে নিঃসৃত। (৩) কিন্তু জীবের আত্ম-সম্বন্ধীয় দয়াই সর্ব্বোপরি। সেই দয়া হইতে জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়।

**কৃষ্ণভক্তি প্রচার বা ভক্তিদানই নিত্য-দয়া ; অপর দয়া অনিত্য।**

বৈষ্ণবাত্রেরই সর্ব্বভূত-দয়া একটী মহদ্‌গুণ যাহা ভক্তির উদয়ে উদিত হইবে। তবে সকল ভক্ত সর্ব্বপ্রকার দয়া করিতে পারেন না। ভক্তগণমধ্যে যাঁহারা ধনবান্ ও বলবান্, তাঁহারা জীবগণের শরীর ও মন-সম্বন্ধে দয়া করিতে পারেন। কিন্তু যে-সকল ভক্তের কৃষ্ণভক্তি ধন ব্যতীত অন্য ধন না থাকে, তাঁহারা জীবের সংসার-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণভক্তি-প্রাপ্তির সহায়তায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। এই প্রবৃত্তি হইতেই নগরে উচ্চ-সংকীর্ত্তন হয় ; ভক্তি-প্রচারের অন্য সকল অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। এই দয়াই নিত্য। অপর দুইপ্রকার দয়া অনিত্য।

**শুদ্ধভক্তই দয়ালু ; কর্ম্মী-জ্ঞানী প্রকৃত দয়ালু নহেন**

শুদ্ধভক্তগণ প্রায়ই জীবের অধোগতি দেখিয়া গলিত হন এবং যথাসাধ্য তাহার শুদ্ধগতির জন্য যত্ন করেন। কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধীয় ও মন-সম্বন্ধীয় দয়াকে অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মন-সম্বন্ধীয় দয়াকে অধিক আদর করেন। **শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচারদ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধনের** যত্ন করেন। যাহা হউক, দয়া কখনই ভক্তি হইতে পৃথক্ নয়। মূল বৃত্তি —প্রেম। সেই প্রেম কৃষ্ণে প্রযুক্ত হইলে **ভক্তি**, সৎজীবে প্রযুক্ত হইলে **মৈত্রী**, অমঙ্গল-প্রাপ্ত জীবে প্রযুক্ত হইলে **দয়া** এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ দৃঢ় অসৎ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হইলে **উপেক্ষা**রূপে লক্ষিত হয়।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

"শ্রীগুরুপাদপদ্ম মৃত নহেন, প্রকট-অপ্রকটে তাঁহার সমান অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব একতাৎপর্য্যপর ; সুতরাং আবির্ভাবে বিরহ-স্মৃতি ও তিরোভাবে মিলন-মহোৎসব যুগপৎ সম্ভব।"

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

# নৃমাত্রাধিকার

জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি। ভক্তি ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন বৃত্তি নাই। জীবাত্মায় যে সচ্চিদানন্দ শক্তি-বিচিত্রতা তটস্থভাবে নিত্য পরিলক্ষিত হয়, সেই পরিচয়ে ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতি সেই ভক্তি বা সেবা করিয়া থাকেন। পরমাত্মভক্তি নিত্যা। ভজনীয় ভগবান্ নিত্য, জীবাত্মা ভক্ত নিত্য। অনাত্মবৃত্তিতে ভক্তি মিশ্রভাবাপন্না হন। ভক্তি ব্যতীত আর দুইপ্রকার বৃত্তি আত্মায় আরোপিত হইতে দেখা যায়। তাহা অচিৎপ্রতীতিমূলক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বৃত্তিমাত্র। সূক্ষ্ম উপাধিতে নিরস্ত-কর্ম্ম-জ্ঞানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানে লীন হইলে জ্ঞাতার জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক ধারণা বিলুপ্ত হয়। এজন্য উপাধিদ্বয়ের ভোগ বা উপাধিদ্বয়ের বিনাশরূপ ত্যাগে ভক্তি নাই। সৃষ্টির বিভিন্ন বিচিত্রতায় নানাপ্রকার জীব নানা বেশে উপস্থিত হইলেও মানবের অপরাপর জীব হইতে একটু স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। সেই স্বতন্ত্রতাটী অন্য কিছুই নহে, আত্মোপলব্ধির জন্য ভক্তিমূলা বৃত্তি। ভক্তিমূলা বৃত্তি নিরুপাধিকা। তাহা অভ্যাগত মাত্র নহে। মানবেরই ভক্তিতে একমাত্র অধিকার। ইহা শাস্ত্রে নানাস্থানে পরিকীর্ত্তিত আছে। আবার প্রাণীতে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। পশুকে নানাবিধ বাহ্য সংস্কার দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অনেক স্থলে সে তাহা নিজ মনোমধ্যে সকল সময় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। মানব বাক্যের যোগে অন্য কথনশীল মানবের নিকট হইতে জ্ঞেয় সত্য লাভ করিতে সমর্থ হন। নরমাত্রই অপর নরকে স্বীয় চিদ্বৃত্তির সাহায্যে চিৎ ও অচিৎ সম্বন্ধীয় কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য পশুদিগের নিকট অথবা অন্য সজীব বৃক্ষাদির সহিত নিজ চেতনের ভাব আদান-প্রদান করিতে পারেন না।

মানব স্বীয় অক্ষজ জ্ঞান অপর মানবকে প্রদান করিতে সমর্থ, আবার সেই মানবই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সমাধিলব্ধ অধোক্ষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া প্রদান করিতে পারেন। অক্ষজ জ্ঞান পূর্ব্বে থাকে না। অক্ষের সাহায্যেই তাহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু সমাধিলব্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত সত্য জ্ঞানে মনুষ্য নিজ চেষ্টাদ্বারা উপনীত হইতে পারেন না। উপনিষৎ বলেন,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" ভাগবত বলেন,—অক্ষজ জ্ঞানবিশিষ্ট মানব অধোক্ষজের

সেবাবিশিষ্ট হইলেই তাঁহার অনর্থের নাশ ঘটে। অনর্থ থাকাকাল পর্য্যন্ত নিত্যার্থ বা পরমার্থরূপ অধোক্ষজ বস্তুবিষয়ক নিরন্তকুহক-জ্ঞান হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ চারিটী আপেক্ষিক তাৎকালিক অবস্থা মাত্র। তাহাদের কোনটীরই নিত্যতা নাই। বদ্ধবুদ্ধির পরিবর্ত্তনই মুক্তির লক্ষ্য বিষয়। ঐগুলি কখনই জীবের নিত্যকালের সঙ্গী নহে। ভক্তিই জীবের সার্ব্বকালিকী বৃত্তি। ভক্তিই উপায় ও উপেয়। অব্যভিচারিণী ভক্তিবলেই জীবের নিত্য মঙ্গল উদিত হয়। ভক্তির অভাবেই উপাধিদ্বয়ের চেষ্টাগুলি নিত্য সুফল আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে পরিশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

জীব কায়মনোবাক্যদ্বারা চেষ্টাবিশিষ্ট হন। বাক্যই কায়মনের গুরুরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। সাধুসঙ্গ হইতেই কীর্ত্তন, শ্রবণরূপে জীবের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে হৃদ্‌গত ভাব জিহ্বা ও ওষ্ঠে স্পন্দিত হয়। এই চেতনের বৃত্তি কায়মনোবাক্যের পথে বিচরণ করিতে থাকে। যে কালে বাক্য স্থূল ও সূক্ষ্ম মনোবিষয়ক, সেইকালে তাহা খণ্ডকালের আগমাপায়িরূপে জীবের উপাধিতেই অস্মিতা স্থাপন করে। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা হইতেই কায় ও মনঃ মুক্ত হয়। তখন শব্দব্রহ্মের আবাহনকারী জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। বিষ্ণুবস্তুর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণপ্রভাবে জীবের স্বরূপে বৈষ্ণব দর্শন লাভ ঘটে।

নরমাত্রেই যখন ভক্তির অধিকারী, তখন আমরা পাত্রনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই বৈষ্ণব অনুভবের যোগ্যতা আছে, জানি।

মানব অক্ষজজ্ঞানে যে বর্ণবিভাগ বুঝিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃতির গুণ হইতে জাত। কর্ম্মভূমিতে বিচরণকালে গুণ বা বৃত্তই বর্ণবিভাগের প্রধান উপকরণ হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগক্রমে জাতবর্ণ ভক্তির বাধা দিতে পারে না। মানব বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও ভক্তিতে অবস্থিত থাকিতে পারে, আবার বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া দিয়াও বিষ্ণুসেবার উদ্দেশে অগ্রগামী হইতে পারেন। যে কালে মানব বিষ্ণুসেবা করেন, সে কালে বৃত্তবিভাগ মাত্রে অবস্থিত মানবের ন্যায় তাঁহাকে মনোদ্বারা যমদ্বারে নীত হইতে হয় না। কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না, বা ব্রহ্মে নির্ভিন্ন হইতে হয় না। বর্ণাশ্রমাবস্থিত মানব বৈষ্ণব পরমহংসকে বর্ণাশ্রমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধি করিতে বঞ্চিত হয় মাত্র। এজন্য শাস্ত্র বলেন,—চ্যুতগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যেরূপ চ্যুতগোত্রাভিমান হইতে দ্বিজত্ব লাভ করেন, সেইপ্রকার অচ্যুতাত্ম ভজনশীল

মানব দিব্যজ্ঞান লাভের বিধানানুসারে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হন। দ্বিজ-শব্দে দ্বিতীয় জন্মলাভকারী অর্থাৎ লব্ধ-সংস্কার মানব। দীক্ষাবিধানক্রমে সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার হইয়া যায়। বৈষ্ণব কখনই অসংস্কৃত থাকেন না। অদীক্ষিত মানব, দীক্ষাভ্যন্তরে যে সংস্কার লাভ হয়, তাহা স্বীয় প্রাক্তন দুষ্কৃতিক্রমে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই শাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে,—'দীক্ষাবিধানেন নৃণাং দ্বিজত্বং জায়তে।' যে-স্থলে দীক্ষাবিধিতে সংস্কার নাই ও পাপ বর্ত্তমান থাকে, সে-স্থলে যথার্থ দীক্ষাবিধানের অভাব আছে, জানিতে হইবে। দীক্ষাবিধান স্বীকার না করিয়া কলিকালে যে মন্ত্রোপদেশকে দীক্ষা বলা হইতেছে, তদ্দ্বারা দীক্ষিত ভক্তকেও পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বলার পরিবর্ত্তে পাপময় শূদ্রাদি বলিয়া অবজ্ঞা করা হইতেছে। যাঁহারা এইরূপ অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা নিজেরা দীক্ষিত নহেন এবং তাঁহাদের ভক্তি নাই—তাঁহারা কর্ম্মী বা জ্ঞানী অভক্ত। যে-সকল ব্যক্তির আত্মবোধ হয় নাই, তাঁহারাই অনাত্মবুদ্ধি প্রবল করিয়া পূজ্যবিগ্রহে সাধারণ দ্রব্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে শৌক্রজন্মবুদ্ধি, প্রসাদাদিতে জড়ের অন্য দ্রব্যের ন্যায় ভোগ্য দ্রব্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল বৃত্তি তাঁহাদের অভক্তির নিদর্শন এবং দিব্যজ্ঞানের অভাব মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান থাকে। প্রাকৃত বুদ্ধিবলে তাহারা বৈষ্ণবকে গুণকর্ম্ম-বিভাগদৃষ্টিতে কর্ম্মী জীব মনে করেন। এইরূপ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা ভক্তিচ্যুত হইয়া অচ্যুত-সেবার বিনিময়ে চ্যুতগোত্রীয় ঋষিকুলজাত অভিমান করেন। নশ্বর জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করিতে করিতে তাঁহারা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। বৈষ্ণব গুরুকে গোখরের ন্যায় বুদ্ধিবলে জড়সেবার অনধিকারী জানেন। বৈষ্ণব-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্গতি নাই। উদরের লোভ, শৌকরী বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমাজ হইতে গৃহব্রতের সমাজে টানিয়া লইয়া যায়। নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নরকুলের বিশেষত্ব ভক্তি হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন। বৈষ্ণবাপরাধীর ভোগ-মোক্ষ হইতে কোন কালেই নিষ্কৃতি নাই।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

# ব্যবহারের দোষ-গুণেই অর্থ—অনর্থ ও পরমার্থ; সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য-বর্ণন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )
তাং ৪।৮।৬১

স্নেহাস্পদেষু—

* * *! তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। **টাকাকড়ি হরিসেবার মূল বস্তু নয়। অর্থ ই অনর্থের মূল।** যে অর্থ বিষয়কার্য্যে অথবা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয়িত হয়, তাহাই অনর্থ, কিন্তু যে অর্থ হরিসেবায় লাগে বা লাগিতে পারে, তাহা অনর্থ নহে; বরং তাহাকে পরমার্থ বলা যায়। *** মহারাজ তোমার নিকট কি হরিসেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য অর্থ চাহিয়াছিলেন? তাহা হইলে সেরূপভাবে তাহাকে অর্থসাহায্য না করাই প্রয়োজন।

তুমি লিখিয়াছ,—তোমার যে অর্থ মজুত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা হরিসেবায় লাগিবে। তোমার এ বিচার ভাল, তবে সদ্য সদ্য সেবার ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে তখনই সেই সেবায় মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। বদ্ধজীবের ভবিষ্যৎ প্রায়ই অন্ধকারময় হইয়া থাকে। সুতরাং **তুমি সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে যাইও না। পৃথক্ থাকিলে মায়া আক্রমণ করিবে।** সামান্য অর্থ বাঁচাইতে গিয়া মায়িক কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। তুমি * * * মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া যে-কোন উপায়েই হউক, পুনরায় মঠে থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। তুমি কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছ, পত্রপাঠ আমাকে জানাইবে।

তোমার মাতা ঠাকুরাণী হরিনাম লইয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের রান্না করিয়া একাকী থাকার পক্ষে অসুবিধা হইলে তোমার সহিত একত্রে রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকিবেন। আমার মনে হয়, তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়াছে; এখন তাঁহার কোন অসুবিধা নাই। তবে তিনি যদি তোমার সঙ্গে থাকেন, তাহা হইলেও তোমার ভজনের সুবিধা হইবে না। হরিসেবা করিবার সময় কম পাইবে। * * * মহারাজকেও আমি পত্র দিতেছি। তোমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মঠের কার্য্য চালাইবে। নবদ্বীপে আমাকে পত্র দিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

# শ্রীরাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। যে শ্রীরাধিকার সেবা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভও সুদূরপরাহত, তাঁহাকে জানিবার আগ্রহ সাধকমাত্রেরই স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি যে বস্তু তাঁহাকে সেইরূপে প্রকাশ বা বর্ণনা করিলেই তাহার সত্যতা রক্ষিত হয়, অন্যথা সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বর্ণনারূপ বঞ্চনাই পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চোপাসকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব মায়িক অভিরুচি অনুযায়ী সুবিধাবাদীর ন্যায় অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট শ্রীভগবান্ ও তচ্ছক্তির তত্ত্ব ও লীলা বর্ণনাদ্বারা পারমার্থিক-কল্যাণেচ্ছু জনসাধারণকে ভ্রমপথে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের স্ব-স্ব ইষ্ট বা উপাস্যগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনকল্পে তাঁহারা রাজসিক-তামসিক-ভাবাপন্ন হইয়া বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করেন। তত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণ তাহা আলোচনাদ্বারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অধিকতর অকল্যাণ বরণে ব্রতী হন। এজন্য প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত মায়াবদ্ধ জীব অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার চিচ্ছক্তির স্বরূপ-বর্ণনে অসমর্থ হওয়ায়, শাব্দিক অবতার অপৌরুষেয় বেদ ও তদনুগ ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ এবং ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষচতুষ্টয়-বিবর্জ্জিত আত্মোপলব্ধ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদবর্গের বাণীই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মনোধর্ম্মী জীবের সদসৎ-বস্তু-বিবেক না থাকায় সে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে স্থাপনে আগ্রহশীল। আজকাল ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বা সুষ্ঠু ধারণারহিত পণ্ডিতম্মন্য বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক তাহাদের অসম্যক্ ও ভ্রমবিচারপূর্ণ উক্তি ও মতবাদদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সাধন-সাপেক্ষ, আচরণশীল সাধকের নিকটই উহা ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে গুরুকরণের দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মস্থ মুক্তপুরুষগণই সেই ভগবৎ-সম্পদের সন্ধান প্রদানে সমর্থ, অন্যে নহে। সাধন-বিমুখ প্রকৃতিবাদী ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ কিরূপে তাহা লাভ করিবেন? বস্তুজ্ঞান না হইলে তাহার সর্ব্বাবস্থায় ভ্রম—চেতনে জড়ত্বের আরোপ (Anthropomorphism) বা প্রাকৃতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি (Apotheosis) হইবেই। ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আত্মোপলব্ধ ব্যক্তিত্বের (Realised personality) আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। "নায়মাত্মা প্রবচনেন"—শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে,

ভগবৎকৃপা ব্যতীত ঐহিক বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্নরূপ বিকৃত মতবাদ পোষণ করেন। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসুগণ তাহাতে বিমুগ্ধ না হইয়া সাত্ত্বিক-শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণনাই যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে রাজসিক-তামসিক-শাস্ত্রে বর্ণিত সাত্ত্বিক-শাস্ত্রানুগত বাক্যও সাত্বতগণের পক্ষে প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"শিবশাস্ত্রেষু তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগী যৎ।
পরমো বিষ্ণুরেবৈকং তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধকম্।
অন্যথা মোহনায় হি বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ তামসিক শাস্ত্র হইতেও সাত্ত্বিকশাস্ত্রানুগত বাক্য গ্রহণযোগ্য। সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত বিষ্ণুই পরতত্ত্ব—ইহাই মোক্ষসাধক জ্ঞান; অন্যপ্রকার উক্তিসকল (অসুর) মোহনের নিমিত্ত; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সেইসকল বাক্য অপ্রামাণ্য-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন।

অনেকে বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব-শাস্ত্র হইলেও ইহাতে শ্রীরাধিকার নাম পাওয়া যায় না। যাঁহাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা-বিলাস, তাঁহার উল্লেখ না থাকায় অনেকে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান্ হন। কিন্তু যাঁহাদের শব্দব্রহ্ম-পরব্রহ্ম-নিষ্ণাত তত্ত্বদর্শী গুরুর আনুগত্যে ভাগবত আলোচনার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থলে "অনয়ারাধিতো নূনং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধার নামোল্লেখ লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত বহুতর পুরাণ, উপপুরাণাদিতেও শ্রীরাধিকার আবির্ভাব ও তত্ত্ব বর্ণিত আছে। আমরা এস্থলে প্রমাণরূপে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে দুই-একটী অংশ উদ্ধার করিতেছি,—

## গোলোকে রাসমণ্ডলের বর্ণনা

ভগবান্ গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর পরিজনবর্গের সহিত অতি রমণীয় রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। সেই রাসমণ্ডল অতি কমনীয় কল্পবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী;—মণ্ডলাকৃতি সুস্নিগ্ধ, সমতল ও সুবিস্তীর্ণ; সেই স্থান—চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি নানা সুগন্ধদ্রব্যে সুসংস্কৃত, তথায় কোনস্থানে দধি, কোনস্থানে খই, কোনস্থানে শুক্লধান্য এবং কোনস্থান নবীন দূর্ব্বায় পরিব্যাপ্ত; সেই রাসমণ্ডল পট্টসূত্রের গ্রন্থিবিশিষ্ট উপরিভাগে

দোদুল্যমান নব নব চন্দন-পল্লবে পরিশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে রম্ভা-তরুসমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত। সেইস্থান উৎকৃষ্ট রত্নসমূহ-নির্ম্মিত ত্রিকোটী গৃহদ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে, গৃহসমূহে নিরন্তর নানা রত্ননির্ম্মিত দীপসকল স্ব-স্ব কিরণজালদ্বারাই অন্ধকার দূর করিতেছে; সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপাদির গন্ধ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সকলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে; নানাবিধ ভোগ্যসামগ্রী-পরিপূর্ণ মনোহর শয্যাসমূহ নিরন্তর অবস্থিত থাকিয়া অলৌকিক শোভা সম্পাদন করিতেছে। জগদীশ্বর গোলোকনাথ সেইস্থানে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।

## গোলোকে শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীরাধার আদি-আবির্ভাব

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হইয়া সত্বর গমনে পুষ্প আনয়নপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। গোলোক-ধামের রাসমণ্ডলে **সেই কন্যা প্রকটিতা হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'রাধা' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।** সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবী; শ্রীকৃষ্ণ-প্রাণ হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া নিজপ্রাণ হইতেও প্রিয়তমা হইলেন। দেবী রাধা আবির্ভাবমাত্রেই ষোড়শবর্ষ-বয়স্কা, নবযৌবন-সংযুক্তা, অত্যুজ্জ্বল-নীলাম্বরধারিণী, ঈষৎহাস্য-বদনা; অতিশয় কোমলাঙ্গী মনোহারিণী সেই দেবী জগতের যাবতীয় সুন্দরী হইতেও সৌন্দর্য্যবতী। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্বীয় স্থূল নিতম্ব ও পয়োধররূপে কিঞ্চিৎ অবনত; তাঁহার ওষ্ঠাধর বিম্বফলের রক্তিমাকেও পরাজয় করিয়াছে; তিনি মুক্তাশ্রেণীর পরাভবকারী দন্তপংক্তিদ্বারা পরিশোভিতা। সেই চারু-সিমন্তিনীর বদনকমল শরৎকালীন পূর্ণিমা-শশধরের শোভা ও নয়নদ্বয় শরৎ-পঙ্কজের শোভাকে ধিক্কৃত করিতেছে; তাঁহার গরুড়ের ন্যায় সুন্দর নাসিকা; গণ্ডদ্বয় সুবর্ণনির্ম্মিত গেণ্ডুকের শ্রীকেও পরাজিত করিয়াছে। রত্নরাজি-বিরাজিত কর্ণযুগল-ধারিণী শ্রীরাধা,—কপোলতলে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও সিন্দূরবিন্দুযুক্ত হওয়ায় অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছেন। শ্রীরাধা মালতীমালা-ভূষিত, সুসংস্কৃত কেশপাশযুক্ত, সুন্দর কবরীভার এবং স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্যাপহারী পাদযুগল ধারণ করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ-মনোমোহিনী রাধার গমনকালে হংস ও খঞ্জন পক্ষীও লজ্জিত হয়। তিনি নিরন্তর উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মনোহর বনমালা, হীরকনির্ম্মিত কণ্ঠহার, রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর ও কঙ্কন এবং নানাপ্রকার

অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত নানাভরণে ভূষিতাঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই রাধা এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া, কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার বদনকমল নিরীক্ষণপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সেইসময়ে শ্রীরাধার লোমকূপসকল হইতে রূপ ও বেশ রচনায় তৎসদৃশ গোপাঙ্গনাগণ আবির্ভূত হইলেন।

## ভৌম-ব্রজে শ্রীরাধার আবির্ভাব

একদিন রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বৃন্দাবনস্থিত রাসমণ্ডলে সৌভাগ্য-শালিনী বিরজা-নাম্নী গোপীর সহিত ক্রীড়ায় রত ছিলেন। তথায় শ্রীরাধার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমভঙ্গ ভয়ে ভীত হইয়া সেইস্থান ত্যাগ করিলেন; বিরজাও রাধার ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বিরজা গোলোকধামে নদীরূপে প্রবাহিতা হইলেন। শতকোটী যোজন দীর্ঘ এবং কোটী যোজন বিস্তৃত সেই নদী পরিখার ন্যায় গোলোক বেষ্টন করিল। এদিকে শ্রীরাধা সেই রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজার দর্শন না পাওয়ায় স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সুদামাদি-অষ্টসখার সহিত শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বহু তিরস্কার করিলেন। প্রাণপ্রিয় সখার নিন্দা শ্রবণে সুদাম-সখা রাধিকাকে ভর্ৎসনা করিলেন। শ্রীরাধিকাও অধিক ক্রুদ্ধা হইয়া "ক্রূরমতে! ক্রূরতর অসুরযোনি লাভ কর" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন; সুদামও "গোলোক হইতে ভূলোকে যাইয়া গোপের গৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শত বৎসর অসহ্য কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ অনুভব কর" বলিয়া প্রতি-অভিশাপ প্রদানান্তে প্রস্থান করিলেন।

তখন শ্রীরাধা সুদাম-শাপে ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"সুদাম আমাকে ভূতলে গোপী হইয়া থাকিবার অভিশাপ দিয়াছে। হে ভয়ভঞ্জন! তোমা ব্যতীত আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে নাথ! তোমা ব্যতীত আমার ক্ষণকালও শত যুগ বলিয়া বোধ হয়; তোমার বিরহে আমার মন সর্ব্বদা দগ্ধীভূত হয়। তুমি আমার প্রাণ, আত্মা, দৃষ্টিশক্তি, জীবন-ধন; আমি কেবল দেহ মাত্র। হে প্রভো! স্বপ্নে ও জ্ঞানে আমার চিত্ত তোমাতেই রহিয়াছে এবং নিরন্তর কেবল তোমার পাদপদ্মই স্মরণ করিতেছি। তোমার দাস্য ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিতা থাকিতে ইচ্ছা করি না।" শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী শ্রীরাধার আশঙ্কা দূর করত তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন,—"হে বরাননে! আমি বরাহকল্পে ভূতলে গমন করিব; আমার

সহিত তোমার ভূতলে গমন ও তথায় জন্ম নিরূপিত হইয়া আছে। দেবি! আমি ব্রজে যাইয়া ব্রজের কাননে বিহার করিব; তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি ?"

সখা সুদাম শ্রীরাধাশাপে অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচূড়-নামে প্রসিদ্ধ হন এবং কালপূর্ণ হইলে শ্রীশিবহস্তস্থিত ত্রিশূলদ্বারা বিদারিত হইয়া গোলোকে গমন করেন। শ্রীরাধাও বরাহকল্পে গোকুলনগরে বৃষভানুরাজার কন্যারূপে অবতীর্ণ হন। বৃষভানু-পত্নী কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করেন। কালে রাজপত্নী বায়ু প্রসব করিলে সেই বায়ু হইতে অযোনিসম্ভবা শ্রীরাধা উৎপন্না হন। দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে বৃষভানুরাজ আয়ানের সহিত নবযৌবনা নিজ-কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। শ্রীরাধা বৃষভানু-সুতায় নিজছায়া সংস্থাপন করত স্ব-স্বরূপে অন্তর্হিতা হন; সেই ছায়ার সহিত আয়ানের বিবাহ হয়। শ্রীরাধার চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার স্ব-স্বরূপে গোকুলে প্রথম মিলন হয়। বৃন্দাবনের বনে নিত্যকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস হইয়া থাকে। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের দেহার্দ্ধস্বরূপিণী সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্না সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাই প্রেয়সী।

## শ্রীরাধা-তত্ত্ব

শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়ে রাধিকে! তুমি গোলোক বৃত্তান্ত স্মরণ কর। তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গলপ্রদায়িনী প্রেয়সী রাধিকা। যে তুমি, সে-ই আমি; আমাদের কোন ভেদ নাই; যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি। যেরূপ কুলাল মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না, স্বর্ণকার কদাচও স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই না। তুমি সৃষ্টির আধার-স্বরূপা; আমি বীজস্বরূপ; হে সাধ্বি! তুমি আমার বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী। ভূষণ যেরূপ দেহের শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ তুমিও আমার দেহের শোভা-সম্পাদিকা। যে-সময়ে তোমা হইতে বিযুক্ত থাকি, তখন লোকসকল আমাকে মাত্র 'কৃষ্ণ' বলে; আর যখন তোমার সহিত অবস্থান করি, তখন তাহারাই আমাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া থাকে। তুমি শ্রী,

তুমি সম্পত্তি, তুমিই জগতের আধাররূপা এবং তুমি আমার ও সকলের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি পরমাশক্তি এবং আমি পরম-পুরুষ—ইহাই বেদে নির্ণীত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বস্বরূপ। যখন আমি তেজোরূপ, তখন তুমিও তেজোরূপিণী। হে সুন্দরি! যে-সময়ে আমি পরম যোগবলে সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমিও সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ও সকল স্ত্রীরূপধারিণী হইয়া থাক; তুমি আমার অর্দ্ধাংশ-সম্ভূতা মূলপ্রকৃতি; তুমি শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্যা।

যে নরাধমের আমাদের উভয়ে পৃথক্‌বুদ্ধি হয়, সেই পাপী চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র-নামক নরকে বাস করে এবং তাহার ঊর্দ্ধ-অধঃ সপ্ত-পুরুষ অধোগামী হয় ও তাহার কোটী জন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। যদি অজ্ঞান-বশতঃ কোন নরাধম আমাদের নিন্দা করে, সেই পাপাত্মা অনন্তকাল নরক ভোগ করে। যে-ব্যক্তি 'রা'-মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে, প্রশান্তচিত্তে তাহাকে আমি উত্তমা ভক্তি প্রদান করি; এবং পরে সে ব্যক্তি 'ধা'-শব্দ উচ্চারণ করিলে—ইহা শ্রবণ-লালসায় তাহার সমীপে গমন করিয়া থাকি। যাহারা ষোড়শোপচারে আমার সেবা করে, তাহারা যাবজ্জীবন নিত্য ভক্তিযুক্ত হয়। তাহাতে আমার যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, রাধা-শব্দ উচ্চারণে তাহা হইতে অধিক প্রীত হই; হে রাধে! আমার ষোড়শোপচার-পূজা-নিরত ব্যক্তিগণ যেরূপ আমার প্রিয়, তাহা অপেক্ষা রাধা-নাম যাহারা সতত উচ্চারণ করে, তাহারাই অধিক প্রিয়। ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব প্রভৃতি সকলেই আমার প্রিয় এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রীও আমার প্রিয়; কিন্তু তোমার সমান কেহই প্রিয়া নহে। হে সতি! তাঁহারা মাত্র প্রাণতুল্যা, কিন্তু তুমি আমার প্রাণাধিকা; তাঁহারা ভিন্নস্থানে অবস্থান করেন, তুমি আমার বক্ষঃস্থলেই নিয়ত বাস কর। আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও তোমার অংশ সকলকে নিয়ত বক্ষে ধারণ করিতেছে, আমিও অংশিনী তোমাকে নিত্য হৃদয়ে ধারণ করিতেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে তথায় মালা-কমণ্ডলুধারী ঈষৎহাস্যযুক্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া আনতমস্তকে সাশ্রুনেত্রে পুলকিতান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক আগমানুসারে স্তব করিলেন। পরে শ্রীরাধিকা-সমীপে গমনপূর্ব্বক দেবীর চরণযুগল স্বীয় জটাজালে বেষ্টন করিয়া কমণ্ডলুর জলদ্বারা প্রক্ষালন করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহারও স্তব করিতে লাগিলেন,—মাতঃ! সকল দেবীগণ প্রকৃতির অংশ-

সম্ভূতা, অতএব তাঁহারা প্রাকৃতিক ও জন্যা। কিন্তু আপনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাংশ-সম্ভূতা এবং সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার সদৃশী; আপনি শ্রীকৃষ্ণ, ইনি রাধা বা আপনি রাধা, ইনি স্বয়ং হরি—ইহা কে নিরূপণ করিতে পারে? ইহা বেদেও কখন দেখিতে পাই নাই। মাতঃ! ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধদেশে গোলোক ধাম, আপনি তথায় বাস করেন। যেরূপ গোলোক ও বৈকুণ্ঠ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। যেরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব কৃষ্ণের অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ আপনিও সেই প্রতিজীবে সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। পুরুষগণ শ্রীহরির অংশজাত; স্ত্রীসমূহ আপনার অংশসম্ভূতা। এই ভগবান্ কৃষ্ণ আত্ম-স্বরূপ, আপনি দেহস্বরূপ ও আধাররূপিণী। হে মাতঃ! আপনি কৃষ্ণের প্রাণযুক্তা হইয়া নিখিল জগতের মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয়! কোন্ শিল্পী এইরূপ সৃজন করিয়াছে, তাহা বোধগম্য নহে। এই কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। আপনি ইহার অংশ, কি ইনিই আপনার অংশ —ইহা কেহই নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না। আমি জগতের বিধাতা ও বেদ-প্রণয়নকর্ত্তা; সেই বেদ গুরুমুখে শ্রবণ করত অধ্যয়ন করিয়া বহুবিধ লোক পণ্ডিত হইয়া থাকে। আমি সেই বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও আপনার গুণের শতাংশের একাংশও বলিতে সক্ষম নহি; বেদ অথবা পণ্ডিত—কে আপনার গুণানুবাদ করিতে সমর্থ? স্তবের কারণভূত—জ্ঞান, আপনি সেই জ্ঞানশালিনী চিচ্ছক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হে মাতঃ! আপনি বুদ্ধির জননী; এইরূপ ধীমান্ কে আছে, যে আপনার স্তব করিতে সক্ষম হইবে? যে বস্তু সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, পণ্ডিতগণ তাহারই নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু অদৃষ্ট, অশ্রুত-বিষয়ের নির্ব্বাচন করিতে কে সমর্থ হয়? আমি, অনন্ত কিম্বা শিব, আমরা কেহই আপনার স্তব করিতে সক্ষম নহি; হে জগদীশ্বরি! সরস্বতী এবং বেদও আপনার স্তবে সমর্থ নহেন।

একসময়ে দেবী পার্ব্বতী শ্রীরাধাতত্ত্ব জানিতে চাহিলে শ্রীমহাদেব তদুত্তরে বলেন,—হে মহেশ্বরি! আমি আগম-বর্ণনকালে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ-কীর্ত্তনে উদ্যত হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি ধ্যানে তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমার ইষ্টদেবের প্রিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভক্তিপদ অতি গোপনীয় তত্ত্ব তোমার নিকটে বলিতেছি। পূর্ব্বে গোলোকে বৃন্দা-বনের রম্য বনস্থ রাসমণ্ডলে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ইচ্ছাময় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণলীলার নিমিত্ত দুইরূপে প্রকটিত হন। তিনি দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি

এবং বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা পরম-রমণীয়া রাধিকাদেবী রাসমণ্ডলে রাসবিহারীর সহিত অবস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটীচন্দ্রোজ্জ্বল অঙ্গে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, বদনে মন্দ মন্দ হাস্য, মালতীমালামণ্ডিত কেশদাম, সূর্য্যকিরণসদৃশ রত্নমালা শোভা পাইতেছিল। তিনি সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রিয় আচরণে সমর্পিতাত্মা। "শ্রীরাধা কৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই সমান"—সাধুগণ এই কথা বলেন। দুর্গে! ভক্তগণ 'রা'-শব্দ উচ্চারণ মাত্রে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন এবং অন্ত্যবর্ণ 'ধা'-শব্দ উচ্চারণ-মাত্রেই শ্রীহরির পাদপদ্মে স্থিতিলাভ করেন। অনঙ্গমোহনের বামাঙ্গ হইতে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা উৎপন্না হন। অন্যান্য দেবীগণ তাঁহারই অংশে উৎপন্না হইয়াছেন। শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে গোপীগণ এবং তাঁহার বামাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মী উদ্ভূতা হইয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর বাস করেন এবং তিনি কৃষ্ণের প্রাণসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হে পার্ব্বতি! অপ্রাকৃত-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-কান্তা সৌভাগ্যশালিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রাণ হইতে অধিক প্রেয়সী। মূল-প্রকৃতি পরমেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। হে দেবি! তুমি গুণাতীত সর্ব্বপূজ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ সেবা কর; ইহাই সর্ব্বসারাৎসার জানিবে।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

---

# ভোগবাদ

জীবগণ ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ অনাদিকাল হইতে বারংবার ভ্রমণ করিতেছে। তত্তৎজন্মে তাহারা সুখান্বেষণ ব্যতীত দুঃখান্বেষণ কেহই করে না। দুঃখকে পরিহারপূর্ব্বক সুখলাভেচ্ছা তাহাদের লক্ষ্য এবং তাহার সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহাদের একমাত্র উপায় বা পথ বলিয়া তাহারা বিচার করিয়া থাকে। কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিসমূহের তর্পণ লক্ষ্য হইলেও মুখ্যরূপে যৌনেন্দ্রিয়কেই তাহারা প্রাধান্য প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ চেষ্টা দেবতা, মনুষ্য হইতে যাবতীয় ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি সকল জীবেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—ইহা অনস্বীকার্য্য। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মায়াবদ্ধ জীবকে এই পথ বা ধর্ম্মাবলম্বী দেখা যায়। ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ বলিয়া তাহারা

কেহই বিচার করিতে পারে না। এই পথকে এককথায় ভোগবাদ বলা হয়। এই ভোগবাদে বিশ্বাসী জীবকে ভোগের চরমাবস্থায় হিরণ্যকশিপু পর্য্যন্ত চরমভোগী হইতে দেখা যায়। এই পন্থায় ভোগ্য বিষয় বা বস্তুকে কাড়াকাড়ি বা বলপূর্ব্বক অন্যের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার বৃত্তি প্রকাশ পায়। অন্যের সংগ্রহীত ভোগ্য বস্তুকে বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করাকে তাহারা সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত বা ন্যায্য বলিয়া বিচার করে। এই বিচারের উন্নত স্বরূপই যুদ্ধ বা মারামারি। বৈদেশিক আক্রমণেরও ইহাই কারণ। অন্যকে ভোগ করিতে দেখিলে ভোগী জীব তাহা সহ্য করিতে পারে না; তাহার দখলাধীন ভোগ্য বস্তুকে সে ছিনাইয়া লইয়া নিজে সেইরূপই ভোগ করিবে—ইহাতে তাহার কোন অন্যায় হইতেছে বলিয়া সে বুঝিতে অক্ষম। মনুষ্যদেহ বা দেবাসুর দেহ লাভ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিতে উন্নত হইয়া তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যকে সে এই ভোগসিদ্ধির কার্য্যে লাগাইয়া থাকে। তজ্জন্য সে মারণ অস্ত্র বা বিশ্বধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিতেছে। ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত অস্ত্রাদি তজ্জন্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ইহার পরিণাম ধ্বংস—ইহা বুঝিয়াও বুদ্ধিমান জীব এই পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। ক্রমশঃই সর্ব্বাত্মক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে—ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে?

উন্নত জীব জ্ঞানগরিমার চরম শিখরে উন্নত হইয়াও ইহার প্রতিকার চিন্তা করিতে অক্ষম। তাহারা League of Nations-এর সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের এই পরিস্থিতির প্রতিকারে যত্নবান্ হইলেও এই সমস্যার মূল অন্বেষণে তাহারা বিমোহিত বলিয়া তাহাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতেছে না। কত না কত 'ইজিম্' উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাও যে মূলতঃ ভোগবাদেরই প্রকাশ তাহা ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া বোধগম্য হইতেছে না। তুমি বা তোমরাই কেবল ভোগ করিবে,—রাজা বা মন্ত্রী থাকিবে? আমি বা আমরা কেন রাজা বা মন্ত্রী হইব না—এরূপ বিচার ভোগবাদ ব্যতীত কিছুই নহে। মনুষ্যের বা দেবতার কা কথা; মনুষ্যেতর সমস্ত প্রাণীতেই ইহার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কামী কাক-কুক্কুর প্রভৃতি অবর প্রাণীও অন্যকে ভোগ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে না। বলপূর্ব্বক তাহার দখলীকৃত বস্তুকে ছিনাইয়া লইয়া নিজে তাহা ভোগ করিতে চায়। মায়ান্ধ মনুষ্য জাতিও তদ্রূপ অন্য ভোগীকে ছলে বলে কৌশলে পরাভূত করিয়া নিজে এবং তাহার মতাবলম্বী সকলে ভোগ করিবে বলিয়া চেষ্টা করিয়া মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে কি শ্রেষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিতেছে—তাহা কি চিন্তার্হ নহে?

তাহার এই চেষ্টা কি কখনও শান্তিময় হইতে পারিবে? পরাভূত ব্যক্তি বা তৎপক্ষীয় ব্যক্তিগণ পরাভূত হইয়া ভোগবৃত্তি পরিত্যাগ করত নিশ্চেষ্ট থাকিবে কি? পরন্তু তাহারা অধিকতর চেষ্টান্বিত হইয়া পুনর্দখল করিবার প্রয়াসী হইবে। অতএব যুদ্ধ বা কাড়াকাড়ি কোথায় বন্ধ হইল? শান্তি স্থাপিত হইল কোথায়? Disarmament conference কেমন করিয়া সার্থক হইবে। মূল যে ভোগবাদ তাহা উৎপাটিত না হইলে এই শুভচেষ্টা কি কস্মিন্‌কালে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে? এই ভোগপথাবলম্বী জীব কখনই মৎসরতা ত্যাগ করে না। তাহারা নির্ম্মৎসর হইয়া মঙ্গললাভও করিতে পারে না।

ভোগী জীবকুল ভোগের বিষময় ফল দর্শন করিয়াও পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে ঝম্পপ্রদান করত আত্মবিনাশকেও তাহার মঙ্গল বলিয়া বিচার করিয়া থাকে।

যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ (ভাঃ ৭।৯।৪৫)

—এই মহাজনবাক্যকে ভোগপথাবলম্বী মনুষ্য কি আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে? মৈথুনসুখকে চরম সুখ মনে করিয়া তাহারা কি বিবাহ কার্য্যে প্রয়াসী হয় না? স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখ যাহার ভোগ না হইল সেই মনুষ্য পরম দুঃখী ও ভাগ্যহীন বলিয়া—ভোগীকুল কি বিচার করে না? এজন্য নিজব্যয়ে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের বিবাহিত করিয়া তাহারা পরদুঃখকাতরতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহা একটী মহৎকার্য্য ও পরম শুভ অনুষ্ঠান বলিয়া সমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাদ্বারা পুত্রকন্যাগণকে মহাদুঃখের অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করা হইল—এ বিচার ভোগবাদী কখনই অনুভব করিতে পারে না। ভগবন্মায়ার এমনই প্রবলা শক্তি যে এই বিবাহ কার্য্য হইতে মনুষ্যগণ শতদুঃখভাগী হইতেছে এবং মানবতাকেও বিসর্জ্জন দিয়া কত না কত পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতেছে—তাহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝে না। একই মাতৃস্তন্যপায়ী ভ্রাতাভগ্নীদের প্রতি পরম মৎসরতা প্রকাশ করিতেছে, এমন কি তাহাদিগকে পরম শত্রুজ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে উৎসাদিত করিতেও যত্নবান্ হয়। যদি এই ভোগবাদ হইতে সহোদর ভ্রাতাভগ্নীর প্রতি পরম শত্রুজ্ঞান জন্মায়, তবে অন্যের প্রতি কি-প্রকারে আত্মীয়-জ্ঞান সম্ভবপর হইবে। ইংরাজী প্রবাদেও দৃষ্ট হয়—Charity begins at home. সহোদর ভ্রাতা—

ভগ্নীদের প্রতি মিত্রজ্ঞান হইল না, দেশবাসীকে মিত্রজ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভবপর? পরমপূজ্য পিতামাতার প্রতিও অনাদর ও শত্রুজ্ঞান এই ভোগবাদ হইতেই জন্মলাভ করে। ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

যোষিৎ সঙ্গপ্রভাবে অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগস্বরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। তাহাদের সঙ্গপ্রভাবে সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, ধনসম্পদ, যশ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রায়শঃই দেখা যায় ছাত্রীর সহিত প্রেমের ফলে শিক্ষক মহাশয় গুরুজন হইয়াও তাহাকে বিবাহ করিয়া থাকে, পরন্তু এই কার্য্যকে নিন্দনীয় বলিয়া ভদ্রসমাজে লজ্জাবোধ করে না। পারমার্থিক জগতেও শিষ্যাস্থানীয়া অথবা গুরুভগ্নীর সহিত অবৈধ প্রেমের পরিণামে বৈষ্ণবমতে পরিণীত হইয়া লজ্জাবোধ দূরে থাকুক অতীব নির্লজ্জ হইয়া স্ফীতবক্ষে সাধুসমাজে বিচরণ করিবার চেষ্টা করিতে অনেককে দেখা যায়। শাস্ত্রের তথা ভগবানের উল্লিখিত বাক্য বিশ্বাস করিলে ভোগবাদ ও তজ্জনিত বিবাহাদিকর্ম্ম কখনই শুভকর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে না। কিন্তু ভগবন্মায়ার প্রভাবে ভোগী মনুষ্য তাহাকে শুভ বলিয়া বিবেচনা করিলেও পরিণামে তাহা যে বহুদুঃখের জনক, তাহা প্রকাশ পায়।

তবে কেন শাস্ত্রে এই বিবাহপ্রথার বিধান পরিদৃষ্ট হয়? শাস্ত্রকার বা মুনি-ঋষিগণ কেন ইহার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন? এমনকি, বৈষ্ণব আচার্যগণও ইহার প্রবর্ত্তন ও অনুষ্ঠানে লিপ্ত দেখা যায়। তবে কি বৈষ্ণবমতানুসারে বিবাহ করিয়া তাহারা যোষিৎক্রিয়ামৃগ হইবে না বা কপিলদেবোক্ত লজ্জাদি সদ্‌গুণ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না? বৈষ্ণবমতানুসারে বিবাহ করিলেই কি অবৈধ সঙ্গজনিত দোষের ক্ষালন হইয়া থাকে? এরূপ নানা প্রশ্নের অবকাশ অনিবার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রশিরোমণি এ সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আলোচ্য এবং গ্রাহ্য হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমস যোগীবর বলিয়াছেন,—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাস্থ নিবৃত্তিরিষ্টা॥

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যক নাই, **পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে** বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণি-নামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং **এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।**

বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তদীয় টীকায় লিখিয়াছেন, —"**নন্থ**, ব্যবায়াদীনামপি "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ, হুতশেষং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ কিমিতি তে নিন্দ্যন্তে, তত্রাহ,—লোক ইতি। ব্যবায়ঃ স্ত্রীসঙ্গঃ আমিষমদ্যয়োর্মাংসমদিরয়োঃ সেবা ভক্ষণানি নিত্যা রাগত এব নিত্য-প্রাপ্তাঃ তত্র ব্যবায়ঃ স্বভাবত এব আমিষমদ্যসেবা মানুষস্য কুলপরম্পরাপ্রাপ্তত্বা-দিতি জ্ঞেয়ম্। অতস্তত্র তাসু চোদনা শাস্ত্রবিধির্নাস্তি অপ্রাপ্তপ্রাপণস্যৈব বিধিত্বাৎ। নন্থ 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ' ইত্যাদির্বিধির্দৃষ্ট এবেতি, তত্রাহ—ব্যবস্থিতিরিতি। তেষু ব্যবায়াদিষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈর্ব্যবস্থিতির্ব্যবস্থৈব দত্তা, যদি স্ত্রীমাংসমদ্যাদিকং বিনা স্থাতুং ন শক্যতে তদা বিবাহবিষয় এব ব্যবায়ঃ কার্য্যঃ, যজ্ঞ এবামিষসেবা, সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান্ গৃহ্লাতীতি শ্রুতেস্তত্রৈব মদ্যসেবা কার্য্যেতি তত্র তত্রৈবাভ্যনুজ্ঞা দত্তা নতু বস্তুতো বিধিঃ। অত আসু ব্যবায়াদিসেবাসু নিবৃত্তিরেবেষ্টা নিবৃত্তাবেব শাস্ত্রস্য তাৎপর্য্যমিতি। তথাহি 'ভার্য্যামেবোপেয়ান্ন স্ত্রীমাত্রং' 'ঋতাবেবোপেয়ান্নান্যত্র'। তত্রাপি পঞ্চপর্ব্বাতি-রিক্তসময় এক রাত্রাবেব পুত্রকামনয়ৈবেতি ক্রমক্রমতো নিবৃত্তিরেবাভিপ্রেতা অথ "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে গতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে" ইত্যস্যার্থঃ প্রবৃত্তিকর্ম্মৈকনিষ্ঠানাং মতে যথা অত্যন্তমপ্রাপ্তৌ বিধিঃ যত্র রাগতো বিধ্যন্তরতো বা সর্ব্বথৈব প্রাপ্তির্নাস্তি স বিধিরুচ্যতে। যথা 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' ইতি 'মাঘস্নানং প্রকুর্ব্বীত' ইতি 'নিশি ন স্নায়াৎ চন্দ্রগ্রহে স্নায়াৎ' ইতি অত্যন্তাপ্রাপ্তিরহিতে স্থলে তু বিধির্ন ভবতি কিন্তু নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা। তত্র কুত্র বা নিয়মঃ কুত্র বা পরিসংখ্যেত্যত আহ পাক্ষিকে অসতি নিয়মঃ পাক্ষিকে অংশে অসতি নিন্দা প্রায়শ্চিত্তার্হে সতি নিয়মঃ যথা "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" ইতি। ঋতুসময়ে হি ভার্য্যায়াং গমনঞ্চ রাগপ্রাপ্তং, তত্রাগমনাংশে নিন্দিতো, যথা "ঋতুস্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ

নোপগচ্ছতি। ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ" ইতি স্মৃতেঃ। অতএব নিয়ম এব, 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াদেব' ইতি ঋতৌ ভার্য্যাগমনাযোগো ন কর্ত্তব্য ইতি ফলিতার্থঃ। অথ তত্র চ তন্মধ্য ইত্যর্থঃ। অন্যত্র চ অন্যত্র তু অন্যস্মিন্ ভাগে অসতি সতি পরিসংখ্যা যথা—"পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা" ইতি। অত্র রাগপ্রাপ্তে, পঞ্চ পঞ্চনখাভক্ষণে চ নিন্দা ন শ্রূয়তে কিন্তু তদিতরভক্ষণ এব। অতঃ পঞ্চৈব পঞ্চনখা ভক্ষ্যা নান্য ইতি পরিসংখ্যৈব অভ্যনুজ্ঞা-দানমাত্রমতো মাংসমাত্রস্যাপ্যভক্ষণে নাস্তি দোষ ইত্যায়াতম্। অথ নিবৃত্তকর্ম্মৈকনিষ্ঠানাং মতেঽর্থো যথা 'অত্যন্তং সর্ব্বথা প্রাপ্তৌ বিধিঃ' যথা 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' ইত্যাদি। পাক্ষিকে প্রাপণে সতি বিধিত এব একত্র কোটৌ প্রাপ্তৌ সত্যাম-ন্যত্রাপ্রাপ্তৌ চ সত্যাং নিয়ম ইত্যর্থঃ। যথা 'ইমামগৃভ্ণন্ রসনামৃতস্য' ইতি মন্ত্রেণ ঋতস্য যজ্ঞীয়পশো রসনাং রজ্জুমগৃভ্ণন্নিতীমামিত্যেকবচনেন গর্দ্দভাশ্বাভি-ধান্যোরশনয়োরেকতরস্যাং প্রাপ্তির্বুধ্যতে। তত্র কিমশ্বাভিধান্যামুত গর্দ্দভা-ভিধান্যামিতি সংশয়ে নিয়ম্যতে অশ্বাভিধানীমাদত্ত ইতি অশ্বাভিধানীমেবা-দদ্যান্ন গর্দ্দভাভিধানীমিতি নিয়মে নিষেধো বাক্যার্থঃ। তদেবং অপূর্ব্ববিধিরিতি নিয়মবিধিরিতি দ্বাবপ্যেতৌ বিধী এব। কা খলু পরিসংখ্যেত্যপেক্ষায়ামাহ, তত্র চ তন্মধ্যে ত্বিত্যর্থঃ। অন্যত্র বিধিত ইতরত্র রাগস্থলে প্রাপ্তৌ সত্যাং যা পরিসংখ্যা বিধীয়তে। যথা রাগতঃ সর্ব্বমাংসভক্ষপ্রাপ্তৌ পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইতি। পঞ্চ পঞ্চেতরমাংসানি সর্ব্বাণ্যেবাভক্ষ্যাণি ভোক্তুঃ প্রত্যবায়-জনকানীত্যর্থঃ। মাংসভক্ষণে পঞ্চ পঞ্চনখমাংসান্যেব পরিসংখ্যাতানি অভ্যনু-জ্ঞাতানীতি তত্রৈব ন প্রত্যবায়ঃ পরিসংখ্যায়া অভ্যনুজ্ঞাদানমাত্রার্থত্বাৎ সর্ব্বমাংস-ভক্ষণ এব শাস্ত্রতাৎপর্য্যম্। এবমেব ভার্য্যামেবাভিগচ্ছেন্ন পরকীয়াং, ঋতাবেব গচ্ছেন্নান্যত্রেত্যভ্যনুজ্ঞামাত্রদানাৎ স্ত্রীমাত্রানভিগমনএব শাস্ত্রতাৎপর্য্যং, ঋতু-স্নাতায়াং ভার্য্যায়ামগমনদোষশ্রবণন্তু ন বিধ্যতিক্রমাৎ বিধ্যনুপপত্তেরিতি সন্দর্ভঃ। তস্মামরুচ্যা দ্বেষাদিনা বা তদনভিগমন এব দোষশ্রবণমিতি স্বামিচরণাঃ॥"

শ্রীচমস ঋষি তাঁহার বক্তব্য আরও পরিষ্কার করিতে বলিয়াছেন—

যদ্ব্যাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথাপশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥

অনুবাদ—শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই; সেইরূপ যথেচ্ছ পশুহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুব্যবহার এবং আত্মতৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে, পরন্তু মনোরথবাদিগণ এবম্বিধ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম অবগত হয় না।

দেবীধামে এই ভোগবাদ সত্যাদি সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান ছিল, আছে এবং থাকিবে। পরন্তু এই পথে অদ্যাপিও কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে না—ইহাই শিক্ষণীয় বিষয়। সত্যাদি যুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ, দ্বাপরে বাণাদি বহুশক্তিমান্ রাজাগণ দিগ্বিজয় করিয়া অন্যের পক্ষে অলভ্য ভোগ্যবস্তু অধিকার করত ভোগ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পরিণাম বিচার করিলে শোচনীয় নিধন এবং শান্তিলাভের আশা দুরাশা বলিয়া জ্ঞান লাভ করা যায়। ভগবান্ কপিলদেব এই স্ত্রীসঙ্গজনিত ভোগবাদের পরিণাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

মাংসভক্ষণ অথবা মদ্যাদিপান মনুষ্যের মোহজনিত হইলেও তাহা স্ত্রীসঙ্গ-জনিত মোহের ন্যায় অতীব ভয়ানক হয় না। এই স্ত্রীসঙ্গজনিত মোহ নিজেই শুধু অতীব ভয়ানক নয়, পরন্তু তাহার তীব্রতা স্ত্রীসঙ্গি ব্যক্তির মাধ্যমেও অন্যের প্রতি তীব্রভাবে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এই স্ত্রীসঙ্গজনিত মোহের তীব্রতা বর্ণন করিয়া শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন,—

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্॥

অনুবাদ—মাতঃ আমার স্ত্রী-রূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এই প্রমদারূপিণী মায়া একটী মাত্র ভ্রূভঙ্গের দ্বারা দিগ্বিজয়ী জীবগণকে পর্য্যন্ত পদাবনত করিয়া থাকে। ( ক্রমশঃ )

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

---

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রণীত

সৎক্রিয়াসার-দীপিকা

ও

সংস্কার-দীপিকা

প্রকাশিত হইলেন।

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

# ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

"আচার্য্যের নামোচ্চারণের সময় তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'প্রণব', 'শ্রী' ও 'বিষ্ণুপাদ' শব্দের উচ্চারণ এবং তৎসঙ্গে প্রণতি ও কৃতাঞ্জলি করিবার আদেশ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে,—

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৬০ সংখ্যাধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

যতাত্মা ব্যক্তি যথায় তথায় যে-সে-প্রকারে অভক্তিসহকারে আচার্য্যের নাম উচ্চারণ করিবে না। মস্তক অবনত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'প্রণব', 'শ্রী'অমুক এবং তৎপরে 'বিষ্ণুপাদ' সমন্বিত করিয়া নাম উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ"—এইরূপ বলিবে।

এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু টীকায় 'গৃহ্ণীয়াৎ'-শব্দের দ্বারা এরূপ আচারের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জানাইয়াছেন।

আচার্য্যকে "বিষ্ণুপাদ" বলিবার কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীউদ্ধব-গীতায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২২)

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,—হে উদ্ধব, **আচার্য্যকে মৎস্বরূপ** জানিবে, আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিবে না, তাঁহাকে নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ হিংসা করিবে না। আচার্য্য—সর্ব্বদেবময়।

ভগবানের ঐ বাণী হইতে আরও জানা যায়,—'আচার্য্য' বা 'গুরু' পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ যিনি আচার্য্য, তিনিই গুরু; যিনি গুরু, তিনিই আচার্য্য।

কিরূপ লক্ষণান্বিত মহাপুরুষ ভগবৎপ্রকাশতত্ত্ব বলিয়া বৃত হইবেন, শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে তাহা এইরূপ বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব সেব্যের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি

বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।"

**"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ"** অর্থাৎ **আচার্য্য ভগবৎস্বরূপ** এবং সমস্ত শাস্ত্রেই **আচার্য্য সাক্ষাৎ হরি** বলিয়া কথিত এবং সাধুগণও আচার্য্যকে তাহাই জানেন—এই সকল শাস্ত্র ও মহাজনের উক্তিই আচার্য্যকে **'ওঁ বিষ্ণুপাদ'** বলিবার সার্থকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' অর্থাৎ 'বিষ্ণুচরণ', 'ভগবচ্চরণ' বা **'সাক্ষাৎ হরি' হইলেও 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' বিশেষণে বিশেষান্বিত অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব,** শক্তিমত্তত্ত্ব বা বিষয়বিগ্রহ নহেন; তিনি সেব্য ভগবান্ নহেন,—সেবক ভগবান্। এইজন্যই **"গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর"**, "শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং **তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব** মন্যতে", "কিন্তু **প্রভোর্যঃ প্রিয় এব** তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্" ইত্যাদি উক্তি তাঁহার **বিষ্ণুপাদত্বের সহিত শ্রীত্ব** অর্থাৎ শক্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি বিষ্ণু হইয়াও সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবতত্ত্ব—তিনি ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ হইয়াও ভগবদ্দাস—

যদ্যপি আমার গুরু **চৈতন্যের দাস।**
তথাপি জানিয়ে আমি **তাঁহার প্রকাশ॥** (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৪)

শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ—ভগবত্তত্ত্ব বা বিষ্ণুতত্ত্ব। আচার্য্য সেই বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীচৈতন্যের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণবতত্ত্ব। **বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের যুগপৎ আবির্ভাব আচার্য্যত্বে প্রকাশিত।** এইজন্যই ভগবান্ সতর্ক করিয়াছেন,—মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের প্রতি মৎসরতা করিও না।

শ্রীল প্রভুপাদ কটক-সচ্চিদানন্দমঠে বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ২৫শে আষাঢ় তারিখের এক বক্তৃতায় আচার্য্যের স্বরূপ ও আচার্য্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন :—

"**সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না।** সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা। **যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না জান্‌লে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না।** তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

**তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন—যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।**

'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।'
'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥'

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহ-ই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'চ্ছেন। **ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।**"—( শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা )

শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন তারিখের একটী পত্রে লিখিয়াছেন,—"তটস্থাশক্তিপ্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখন সে গুরুপাদপদ্মে ভেদ দর্শন করে। **গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য-অবস্থিত হইয়া তটস্থশক্তিতে বহু জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন।** ভজন-পরিপক্কতায় অনঙ্গমঞ্জরীকে তাঁহার সেব্যা বার্ষভানবীর সহিত অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। **মুক্তজীব ভেদাভেদপ্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মধুর রতিতে স্বয়ং প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ংপ্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন।** 'গুরুরূপা সখী বামে' বাক্যে জানা যায়—সখী শ্রীবার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্না।"—( শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা )

আচার্য্যে বিষ্ণুত্ব ও বিষ্ণুসেবকত্ব যুগপৎ প্রকাশিত। বিষ্ণুই বিষ্ণুকে দিতে পারেন। তবে আচার্য্য **"বিষ্ণুপাদ"** বলিয়া **লক্ষ্মীর ভোক্তা বিষ্ণু** নহেন বা তিনি গোপীনাথও নহেন। স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব ও নিত্যানন্দের রাস শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে; কিন্তু আচার্য্যে সেইরূপ বিচার নাই। **আচার্য্য নির্ব্বিশেষবাদী বাউল বা অহংগ্রহোপাসক নহেন।**

**অষ্টোত্তরশতশ্রী অর্থাৎ অষ্ট মুখ্যা ( শ্রী ) গোপীকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া শত ( শ্রী ) লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধানকারিগণের যূথের স্বরূপ যে আশ্রয়বিগ্রহে বর্ত্তমান, সেই শক্তিতত্ত্বই আচার্য্যতত্ত্ব।**

**আচার্য্য কখনও আচার্য্যব্রুব নহেন।** যে আচার্য্য-নামধারী আপনাকে বিষ্ণুসজ্জায় সজ্জিত করিতে চাহে বা নিজেকে বিষয়-জাতীয় অভিমান করে, পদদেশে তুলসীমঞ্জরী গ্রহণ (?) করে, সে পাষণ্ডী।

'বিষ্ণুপাদ', 'বিষ্ণুচরণ', 'প্রভুপাদ' বা 'প্রভুচরণ' প্রভৃতি শব্দ আচার্য্যোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক। সম্মানার্থ 'চরণ' শব্দের প্রয়োগ। যেমন অনেক সময় বলা হয়—"স্বামিচরণ বলিয়াছেন।" কখনও বা আমরা বলিয়া থাকি—"আমাদের গুরুপাদপদ্ম ইহা বলিয়াছেন" অর্থাৎ আচার্য্যদেব প্রভু বা নিয়ামক বলিয়া পাদপদ্মস্বরূপ, আর আমরা বশ্য বা শিষ্য বলিয়া সেই পাদপদ্মের পরাগ বা ধূলি। যাঁহারা আনুগত্য-ধর্ম্মে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন, তাঁহারা সকল সময়ই আপনাদের স্বরূপ 'গুরু ও বৈষ্ণবের পদধূলি' বলিয়াই জ্ঞান করেন। এইজন্যই আচার্য্যকে প্রভুপাদ, বিষ্ণুপাদ, ভগবচ্চরণ প্রভৃতি বলা হয়। 'বৈষ্ণব'-দর্শনে 'শ্রীপাদ' ও 'আচার্য্য'-দর্শনে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' শব্দের প্রয়োগ; কিন্তু প্রকৃত আচার্য্য ও প্রকৃত বৈষ্ণব নিজেকে কখনও 'বিষ্ণুপাদ' অর্থাৎ 'আমি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন লোক-গুরু' কিংবা 'শ্রীপাদ' অর্থাৎ 'আমি বৈষ্ণব'—এইরূপ বিচার করেন না।

অতত্ত্বজ্ঞ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"আচার্য্যকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিলে যিনি উহা বলেন ও যিনি উহা স্বীকার করেন, উভয়েই 'নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ড' হইয়া পড়েন! ইহাতে মায়াবাদ-দোষ উপস্থিত হয়!" বস্তুতঃ এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ; কারণ, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সংরক্ষিত সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই যে,—**এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন** করেন, এমনকি, **স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার যে-কোন শিষ্যকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন** এবং **শিষ্যগণও** প্রভুপাদের **সেই আহ্বানে উত্তর** এবং এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবের আহ্বানে উত্তর প্রদান করিয়াছেন ও করেন। ইহার রহস্য কি? যখন শিষ্যকে শ্রীল প্রভুপাদ 'প্রভু' বলিয়া ডাকিতেন, আর যখন এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া ডাকেন, তখন কি তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের 'প্রভু' হইয়াছেন মনে করেন? শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের প্রভু ত' তাঁহাদের গুরুদেব অর্থাৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ-তত্ত্ব বা বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্, অথবা প্রভুতত্ত্ব ত' নিত্যানন্দ বা অদ্বৈত-তত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব—

এক মহাপ্রভু, আর **প্রভু দুই জন**।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বাক্য অনুসরণ করিলে গুরু ও বৈষ্ণবগণ যখন শিষ্যকে ও অপর বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহারা যখন প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তখন আহ্বানকারী ও উত্তরপ্রদানকারী উভয় সম্প্রদায়ই কি মায়াবাদে পতিত হন? বস্তুতঃ সেখানে 'প্রভু' শব্দে আহ্বানকারী গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ জানেন,—ইঁহারা সকলেই আমার গুরুদেবের বৈভব-প্রকাশ। আর উত্তরপ্রদানকারীও জানেন,—আমি গুরু বা প্রভু নহি; কারণ, "আমি ত' বৈষ্ণব—এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥" আমি আমার নিত্যপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলি। 'প্রভু'-শব্দে একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।" **শ্রীগুরুদেব আমাকে 'প্রভু' বলিয়া আহ্বান করিলে আমি যদি আমাকে 'আমার প্রভুর ( গুরুদেবের ) প্রভু মনে করি, তাহা হইলে আমি কি আমাকে বিষয়তত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর মনে করিয়া পাষণ্ড নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িলাম না? অতএব শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ কাহাকেও প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিলে তদুত্তর প্রদান-কারীর যদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি বলিয়া আত্মাভিমান না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ঐ 'প্রভু' শব্দ শ্রবণ করিবার বা উত্তর দিবার আদৌ অধিকার নাই।** গুরু ও বৈষ্ণবের প্রভু-বিচারে উত্তর প্রদান করিলে উত্তরপ্রদানকারীর মায়াবাদ ও পাষণ্ডতা-অপরাধ উপস্থিত হইবে। তদ্রূপ আচার্য্যকে যখন তদনুগত-সম্প্রদায় 'বিষ্ণুপাদ' বলেন, তখন যদি তিনি মনে করেন ( ইহা মনে করিলে তিনি আচার্য্যই নহেন )—'আমি বিষ্ণু, আমি নিত্যানন্দপ্রভু', তাহা হইলে তাঁহাতে পাষণ্ডতা ও মায়াবাদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু আচার্য্য নিজের সম্বন্ধে এরূপ বিচার করেন—আমি সকল শুদ্ধ গুরুদাসের—শ্রীরূপানুগগণের পদধূলি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব-প্রকাশগণ আমার গুরুদেবকেই 'বিষ্ণুপাদ' বলিতেছেন, দস্যু ও বাটপাড়ের ন্যায় মধ্যপথে আমি ইহা অপহরণ করিতে পারি না।" আচার্য্য জগতে ভক্তির সদাচার ও আনুগত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বিধির মর্য্যাদা প্রচলন ও সংরক্ষণ করেন। নিজে প্রতিষ্ঠা-শৌকরীবিষ্ঠা ভোগ করিবার জন্য ঐ সকল বিচার গ্রহণ করেন না। তিনি ঐ সদাচার প্রবর্ত্তিত না রাখিলে জীবের ভক্তি-বৃত্তি বিলুপ্ত হইত।

এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"নাচ্‌তে ব'সে ঘোমটা টান্‌লে হ'বে না।" **আমি গুরুর কার্য্য ক'র্‌ছি, কিন্তু যদি 'আমার জয় দিতে**

হবে না'—এ কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি 'বেশী ক'রে আমার 'জয়' দাও,' তাহলে সেটা 'কপটতা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি মূর্খ সম্প্রদায়ের—হিংসাপরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা ক'র্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ।" আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন কর্‌'তে কপটতা ক'র্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের—কপট-সম্প্রদায়ের—ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেব না—আমি কপটতা শিখ্‌ব না। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—ফল্গুত্যাগিগণ—স্বার্থপর-গণ বুঝতে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লবমাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপট-সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায়, অন্তরে জড়প্রতিষ্ঠাকামি-সম্প্রদায় মনে ক'র্‌ছেন—গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যগণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপ! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানী-মানদ'-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে; যারা তা'তে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা দিবান্ধ-পেচকসদৃশ—অপরাধী।"—( বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ২৪-২৫ পৃষ্ঠা )

কোন কোন ব্যক্তি বলেন,—"আমরা দীক্ষাগুরুকে 'বিষ্ণুপাদ' বলিব, কিন্তু শিক্ষাগুরুকে সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলে কিংবা সতীর্থ ভ্রাতাকে 'বিষ্ণুপাদ'-ভূষণে ভূষিত করিলে দীক্ষাগুরুদেবের প্রতি অমর্য্যাদা-প্রদর্শন অর্থাৎ দীক্ষাগুরুদেবকে শিক্ষাগুরুর সহিত সমান বা তাঁহার শিষ্যের সহিত সমান বিচার করায় পাষণ্ডতা, মায়াবাদ ও গুর্ব্বপরাধ উপস্থিত হইবে।"

( ক্রমশঃ )

# গীতা ও সনাতন ধর্ম্ম

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৮ পৃষ্ঠার পর ]

## শুদ্ধভক্তি-উপদেশ

জ্ঞানযোগ ( অর্থাৎ সাংখ্যযোগ ) ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ নয়। তদুভয়ের চরমস্থান একই অর্থাৎ 'ভক্তি'। কর্ম্মযোগের প্রথমাবস্থা কর্ম্মপ্রধান 'জ্ঞান' ও তাহার শেষাবস্থা জ্ঞানপ্রধান 'কর্ম্ম'। জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ চিন্ময়। মায়াভোগ-বাসনাক্রমে জড়বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ জড়ের সহিত ঐক্য লাভরূপ অধোগতি পাইয়াছেন। যে-পর্য্যন্ত জড়দেহ, সে-পর্য্যন্ত জড়ীয় কর্ম্ম অনিবার্য্য। চিৎ চেষ্টাই একমাত্র মোচনোপায়। অপরিহার্য্য জড়দেহযাত্রাকালে শুদ্ধচিচ্চেষ্টা যত প্রবল হয়, কর্ম্মপ্রধানতা ( স্বর্গকামনা ) তত হ্রাস পায়। ইহাতে ভগবানের কোন বৈষম্য নাই। পঞ্চম অধ্যায়ে এ সকল উপদেশ করিয়া ষষ্ঠোঽধ্যায়ে ভক্তিযোগানুষ্ঠাতার অধিক মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা :—

'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥' ( গীঃ ৬।৪৭ )

তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী—ইহাদের সকলের অপেক্ষা আমাতে সমর্পিতাত্মা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতাই শ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকেই ভজন করেন।

কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য দেবতান্তরে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শুদ্ধ-ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যথা :—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ (গীঃ ৭।২১)

যে-সকল জীব ভোগকামনায় যে দেবমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধাবান্ তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী আমি অন্তর্যামিরূপে সেই সেই রূপে শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি। উহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ( গীঃ ৭।২৩ )

অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের দেবতান্তর ( শিব, দুর্গা, কালী, সূর্য্য, ইন্দ্রাদি ) আরাধনার ফল—নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে। কিন্তু আমার

ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফলস্বরূপ আমাকে লাভ করেন। কৃষ্ণেতর বিষয় তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। কারণ ভাগবত বলেন,—

'ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥' ( ভাঃ ১।৭।৪ )

চিৎকণ জীবের কৃষ্ণভক্তিযোগবলে সর্ব্বপ্রকার মায়ামোহ সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হয়। ভক্তজনে ভক্তিচর্চ্চার সময় কৃষ্ণানুভবের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, জ্ঞান ও বিরক্তি যুগপৎ উদয় হয় এবং কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনাসক্তি পরিলক্ষিত হয়। ঠিক যেরূপ ভোজন করিলে প্রতি গ্রাসে তুষ্টি পুষ্টি হয় এবং ক্ষুধার নিবৃত্তি অনায়াসেই হয়, ইহাও তদ্রূপ। অতঃপর সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন নির্ণয় করিয়া দিতেছেন।

## সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্ব

আদৌ দেহাভিমান পরিত্যাগ এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হইলে, আমাদের 'হৃদয়নাথ' যশোদানন্দন শ্যামসুন্দরে শরণাপত্তি জাগ্রত হয়। কারণ, শুদ্ধস্বরূপে আমরা তাঁহারই নিত্যদাস। অতএব, কৃষ্ণেতর বিষয় বর্জ্জন; কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন; কৃষ্ণ-ভক্তি অনুকূল সদাচার পালনের মাধ্যমে-সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলাকীর্ত্তন ও স্মরণাদি; ধামবাস ও একাদশ্যাদি ব্রতোদ্‌যাপনদ্বারা সাধন-ভজন পুষ্ট হইলে যে সুদুর্ল্লভ 'কৃষ্ণ-প্রেম' লাভ হয়, তাহাই **'প্রয়োজন'** তত্ত্ব। কৃষ্ণ **'সম্বন্ধ'** তত্ত্ব এবং কৃষ্ণ-ভক্তি হইল **'অভিধেয়'** তত্ত্ব। এই তত্ত্বত্রয়-বিষয়ক আলোচনাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

নবম অধ্যায়ে একাদশ শ্লোক 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ' দ্বারা তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—যাহারা আমার সচ্চিদানন্দময় রূপ এবং পরমভাব না জানে, তাহারা আমি জগতে অবতীর্ণ হইলে, আমাকে মনুষ্যরূপে দেখিয়া অনাদর করে। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' ( গীঃ ৯।১০ ) শ্লোকের মাধ্যমে প্রকৃতিবাদীকে স্তম্ভিত করিতেছেন। অতঃপর—

'ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ( গীঃ ১০।২ )

আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ, ইহা সুরাসুরগণ জগতে অবতীর্ণ আমাকে দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারে না। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' ( গীঃ ১৮।৬৫ ) এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ( গীঃ ১৮।৬৬ ) শ্লোকের মাধ্যমে ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত জীবের প্রভাব খণ্ডন করত **'সম্বন্ধ তত্ত্ব'** স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ গুরুরূপে প্রিয় ভক্তকে উপদেশ করিতেছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ( গীঃ ১৮।৬২ )

হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বভাবে সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদেই পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। বেদ সেই উপদেশই দান করিয়াছেন। যথা—

"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তান্
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥"

বিষ্ণু সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত। তিনিই সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। সেই মহানুভব বিষ্ণুর নাম 'চিৎ' অর্থাৎ সকলের ভজনীয় ও আরাধ্য।

অভিধেয় ভক্তি সম্পর্কে ভগবান্ বলিতেছেন—,

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ( গীঃ ১১।৫৪ )

হে অর্জ্জুন! অনন্য ভক্তিদ্বারাই ( অভিধেয় ) আমি এইরূপে জ্ঞাত ও দৃষ্ট হইয়া থাকি। ইহার উদয় হইলে সকল অন্যাভিলাষিতাশূন্য হওয়া যায়; মোক্ষ বা মুক্তি ইচ্ছা আর হৃদয়ে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে না।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এ বিষয়ে সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়াছেন, যথা—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদিস্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

যে মুক্তি ভক্তের নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেবা প্রার্থনা করে,—ভক্তিমান, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সমর্পিতাত্মা সে জীব চতুর্ব্বর্গ বা মুক্তি না চাহিয়া সর্ব্বদা প্রেমময় জগৎস্বামীর প্রেম অভিলাষ করিয়া তাঁহার চিন্তায় সর্ব্বদা মগ্ন। প্রেমময় ভগবানের প্রেমসেবাময় প্রীতিযুক্ত সম্পর্ক তাঁহার জীবনে সফলতা দান করে।

প্রীতিরহিত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ বিফল ও বিড়ম্বনাদায়ক। যথা—

'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥' (ভাঃ ১।২।৮)

প্রীতিরহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক। তাই প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার নাম-

সংকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্ত্যঙ্গ যাজন এবং একাদশী তিথি, জন্মাষ্টমী তিথি পালনরূপ ব্রতোদ্‌যাপনের দ্বারা সততযুক্ত থাকিয়া উপাসনার উপদেশ দান করিতেছেন।—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥" (গীঃ ৯।১৪)

এস্থলে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"……"লভতে পরাম্" শ্লোক মাধ্যমে নির্গুণা (প্রেম) ভক্তি লাভ করিবেন, তাহা ব্যক্ত হইল।

## মায়াবাদ নিরাস

কলি বিবদমান যুগ। সৎশাস্ত্র-সিদ্ধান্তাবলী প্রচারিত ও প্রচলিত হইলে তাহা আকাশপ্রমাণ বিবাদ-বিপত্তিকেও সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে।

এখন মায়াবাদ সম্পর্কে কিছু দিক্ দর্শন করা হইতেছে। ইচ্ছাময় পুরুষ ভগবান্। জীবের পরীক্ষার নিমিত্ত সদসৎ শাস্ত্র তাঁহারই ইচ্ছায় প্রণীত হইয়াছে। যাহারা ভগবদিচ্ছায় রুদ্রাদি দেবতা-কর্ত্তৃক প্রচারিত কল্পিত-শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভগবানকে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ও নিঃশক্তিক ভাবিয়া থাকেন এবং নিজেদের ভগবানের সমান শক্তিশালী এবং জীবই ভগবান্—এসকল অপসিদ্ধান্ত-মূলে মায়াভোগে অতিশয় তৎপর অথবা 'মোক্ষে'র নামে শ্রীভগবানের সেবাবিমুখ,—তাহারা সকলেই মায়াবাদী। শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥" (পদ্মপুরাণ)

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎশাস্ত্র। ইহা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলনীতি, নিরীশ্বরবাদের ভিত্তিতে (ভগবান্—নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক বলিয়া প্রচারিত) আর্য্যদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। কলিকালে আমি ভগবদাদেশে ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

নীলাচলে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিতেছেন,—বৌদ্ধ-নাস্তিক্যবাদ অপেক্ষাও 'মায়াবাদ' অধিকতর নাস্তিকতাপূর্ণ। যথা—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৮)

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু সাবধান করিয়াছেন,—

"মায়াবাদী হয় কৃষ্ণাপরাধী" অর্থাৎ ভক্তিবিরোধী। এবম্প্রকার মায়াবাদ-দুষ্ট গীতা-ভাষ্য পাঠ অকর্ত্তব্য। আজকাল নাস্তিক্য পুঁথির ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হওয়ায় সকলেই সম্পাদক ও প্রকাশক হইয়া বসিয়াছেন। আজ বটতলার লেখকরাও 'শাস্ত্র-প্রণেতা'। অসৎপুঁথির প্রতাপে সৎশাস্ত্র আজ বাজারে অচল। ফলে লোকে সিদ্ধান্ত-অপসিদ্ধান্তের পরিমাপ আর কি-প্রকারে করিতে পারেন?

শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হইল—সুসিদ্ধান্ত এবং শ্রীভগবানের ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদি-সমন্বিত ধ্যান-ধারণার প্রচার। ফলস্বরূপ জীব ও জগৎ শ্রীভগবানে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হউক্। এ ক্ষেত্রে মায়াবাদদুষ্ট ভাষ্য আমাদিগকে কি দান করিতে পারে?

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উপরিউক্ত মতে প্রতিষ্ঠিত জীব,—দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতির সিদ্ধান্তানুকূলে (অধুনা শ্রীমৎ শঙ্করের কেবলাদ্বৈত মতাদর্শে) সাধনে কি ফল লাভ করিয়া থাকে? অপরদিকে তোমার একান্ত ভক্তগণ—ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ভক্তিসিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রণালী—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ পথ?

তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ (গীঃ ১২।২)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাভরে (অর্থাৎ আমার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও বৈশিষ্ট্যের সমাদরমূলে) সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়পূর্ব্বক প্রেমাবেশে মধুর-রতিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ আমার সেবায় নিযুক্ত, তাঁহারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

অপরদিকে—'যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।' (গীঃ ১২।৩) শ্লোকে নির্ব্বিশেষবাদীর সম্পর্কে বলিতেছেন,—যাহারা সদা সমবুদ্ধিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাহারা বহু কষ্টের পর ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাতেই স্থিতি লাভ করেন। কিন্তু গীঃ ১২।৫ শ্লোকে বলিতেছেন উহা ক্লেশকর। কারণ ভক্তিযোগ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিলেই জীব কর্ম্মাচ্ছন্ন হয়। অতএব, নির্ব্বিশেষ স্বরূপের উপাসনায় যে অধ্যাত্মযোগ, উহা প্রশস্ত নয়।

এইরূপে মায়াবাদ খণ্ডনদ্বারা শ্রীভগবান্ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা আর বলিবার অপেক্ষা কোথায় যে, ভক্তিযোগ ব্যাখ্যার পূর্ব্বেই শ্রীভগবান্ গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

## উপসংহার

আমরা জানি, দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তুলাদণ্ডে আরোহণ লীলাদ্বারা জীবকল্যাণের নিমিত্ত সত্যভামাদি মহিষীবৃন্দ এবং শ্রীনারদের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব ছলে শ্রীনাম ও তুলসীর মহামহিমাময় মাহাত্ম্য প্রকট করেন; সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার্থে উদ্ধব ও অর্জ্জুনকে সনাতন ধর্ম্মকথা উপদেশ করেন; ব্রজে গোপাঙ্গনাগণের প্রেমসম্পদ প্রকট করেন এবং সর্ব্বোপরি শ্রীমতী রাধিকার প্রেম-মাধুর্য্যে আপনি আত্মহারা হইয়া তাহা আস্বাদনের চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এমন সময় যুগ-পরিবর্ত্তন এবং যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বাধ্যবাধকতা উপস্থিত হইলে গৌণ-মুখ্য ভেদসমন্বিত এইসকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষাসার নিজহাতে বিলাইতে তিনি সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। সেই গোপীজনবল্লভ রাধারমণই রাধাভাবকান্তি লইয়া উল্লিখিত ভাবাদির নির্ভুল ব্যাখ্যা দান ও প্রচার-মানসে কলিতে আগমন করেন। অতএব গীতা, ভাগবতাদি—এসকল শাস্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারানুকূলে পাঠ্য ও ধ্যেয়।' তাই বিশেষ প্রার্থনা জানাই,—

'হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শ্যাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥'

( চৈঃ চঃ মঃ ১০।১১৯ )

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্যদেব! যাহাতে হেলায় সমস্ত খেদ দূরীভূত হয়, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতিবিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী

# হায়! অন্ধ সম্পাদক !!

চোরকে 'চোর' বলিলে চোর যেরূপ ক্রোধান্বিত হয়, ঠিক সেরূপ অসৎ ব্যক্তিকে 'অসৎ' বলিলে সেও বিরুদ্ধাচারী হয়—ইহাই চিরাচরিত প্রথা। এক্ষেত্রে আমরা 'কলি'কে অনর্থক দোষারোপ করিতে চাই না। কারণ কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার একটী মহৎ গুণ আছে—যাহা অন্য কোন যুগে ছিল না। সেইহেতু কারণে-অকারণে সর্ব্বদা কলির ঘাড়ে দোষ চাপান ঠিক নহে। "নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা"—বলিয়া একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। ব্যক্তিগতভাবে যদি কেহ কিছু অন্যায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহাকে 'কলিকালের প্রভাব' বলাটা কি যুক্তিসঙ্গত? এটা কি Business Economics এর 'Shifting of Tax' এর ন্যায়? একজনের দোষ সর্ব্বদা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়াও ঠিক তদ্রূপ বিগর্হিত কাজ। আমাদের উচিত—প্রকৃত দোষী বা অপরাধী নির্ণয় করা এবং তাহাকে সাজা প্রদান করা।

'হায়! ধন্য সম্পাদক !!' প্রবন্ধে ( গত ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত ) আমরা Printing Mistake—মুদ্রণ-প্রমাদের প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র সমালোচক সম্পাদক মহাশয়কে জন্মান্ধ ও পুত্র-স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র লেখায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন—ইহা তৎপ্রদত্ত উত্তরেই জাজ্জ্বল্যমান্। তিনি আমাদের শ্রীপত্রিকার একজন মাননীয় লেখককে "জাল-জুচ্চুরি করেছেন" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখানে প্রমাণ করিয়া দিতেছি,—'উক্ত লেখক মহাশয় জুয়াচোর নহেন, সমালোচক সম্পাদক মহাশয়ই জুয়াচোর।' তিনি একটী অন্যায়কে চাপা দিতে গিয়া হাজার হাজার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেছেন, তথাপিও নিজের অন্যায়কে স্বীকার করিতে কেন এত কৃপণতা? ইহাতে যে তিনি লোকচক্ষে অধিক পরিমাণে হেয় হইতেছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় একজন গণ্যমান্য সম্পাদকের কি চোখে পড়িতেছে না? তিনি কি চোখে কালো চশমা এঁটে চলেন? যদি তাই না হবে তাহলে আমরা যে তাঁহাকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে—"(১) গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন শিষ্য তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আলেখ্য পূজা করিবেন না, (২) নিজ-গুরুপাদপদ্মের জয় দিবেন না, (৩) তাঁহাকে শ্রীগুরুদেব বা শ্রীগুরুমহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিবেন না বা ঐ বলিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন না, (৪) বৈষ্ণবদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়

ও (৫) কোন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী গুরুজন হইলেও তাঁহার পদস্পর্শ করিবেন না।"—প্রভৃতি অপসিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সৎসিদ্ধান্ত, পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিমত, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের দ্বারা সমালোচনা করিতে জানাইয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কেবল বৃথা তর্কের আবাহন, অবৈষ্ণবোচিত অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ এবং বিষয়ান্তরে গিয়া ব্যক্তিগত চরিত্র হননের প্রয়াস পাইতেছেন কেন? উক্ত সমালোচক মহাশয় যাঁহাকে 'জালজোচ্চোর' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তাঁহারই নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া পত্র আদান-প্রদান করিতেছেন! (প্রয়োজন হইলে উক্ত পত্রগুলি ও তাহার প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইবে।)

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন,—'কথায় বলে অধিক চতুর নিজের গলায় নিজে ফাঁসি টানে।'—ইহা প্রকৃতই সত্য। তাহা না হইলে এমন একজন বিচক্ষণ সম্পাদক (?) কেন নিজের গলায় নিজে ফাঁসি লাগাইতেছেন। তাঁহার উক্তি,—"আর নাকি বাবাজী মহারাজ বলেছেন "পূজ্য শ্রীমৎ কেশব গোস্বামী মহারাজের সন্ন্যাস গুরুপ্রদত্ত সর্ব্বজন বিদিত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ঈর্ষা-বিদ্বেষমূলে শ্রীভক্তিবেদান্ত মহারাজ লেখা হইয়াছে।"……। ঐ লেখক মহাশয় লিখেছেন তিনি (বাবাজী মহারাজ) ইহলোক পরিত্যাগ করবার পূর্বে যখন সাক্ষাৎ করেন তখন নাকি বাবাজী মহারাজ দেড়-দুই মাস পূর্বে ঐ উক্তিগুলি করেছিলেন।…… । ঐ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অর্থাৎ মে সংখ্যায় আমরা প্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নামটি ভক্তিবেদান্ত এই ভুলটি ছাপিয়েছি। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নির্যাণ হয় ২৬শে এপ্রিল সুতরাং ঐ লেখক নিশ্চয়ই বাবাজী মহারাজের সঙ্গে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে সাক্ষাৎ করেছেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন দেড়-দুমাস পূর্বে। তাহা হইলে এইবার দেখুন মে মাসের সংখ্যায় (২০শে মে) ছাপানো ভ্রান্তি তাহার পূর্বেই তো বাবাজী মহারাজ নির্যাণ লাভ করেছেন। সুতরাং একজন মহান নির্যাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখে এই সমস্ত কথা তাঁর উক্তি বলে পরিচয় দিতে গিয়ে কিরূপ জালজুচ্চুরি করেছেন।"

এখন আমাদের বক্তব্য বিষয় হইল,—উক্ত সমালোচক মহাশয় অতীতের কথা আদৌ স্মরণ রাখিতে অক্ষম। কারণ তিনি তাঁহার পত্রিকায় কখন কি লিখিতেছেন, তাহা তাঁহার বিন্দুমাত্রও মনে থাকে না। আর মনে থাকিলেও হয়ত' প্রতিবাদিত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই তাঁর এই দুরভিসন্ধি। কিন্তু আমাদের সতর্কদৃষ্টি হইতে তিনি ত্রাণ পাইবেন

না। তাঁহাদের প্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীভক্তিবেদান্ত কেশব' ভুলটী বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের বহু পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল। হয়ত' তিনি উহা দেখিয়াও না দেখার ভাণ করিয়া এইরূপ অশালীন মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁর এই অশালীন মন্তব্য করা কি বৈষ্ণবোচিত হইয়াছে?

যদি পরম পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ ২৬শে এপ্রিল '৮৯ নির্যাণ লাভ করেন এবং বিগত ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮র পত্রিকায় আমাদের শ্রীপত্রিকার পরমপূজনীয় প্রতিষ্ঠাতার নাম ভুল ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাবাজী মহারাজ তখন প্রকট ছিলেন কিনা, পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন। আমাদের লেখক মহাশয় বাবাজী মহারাজের সহিত যদি ফেব্রুয়ারী মাসের (১৯৮৯) শেষের দিকে সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত সংবাদ জানাইতে পারেন কিনা, তাহাও পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ আরও যে-সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের লেখক মহোদয় ভদ্রতার খাতিরে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু সমালোচক মহাশয় বাধ্য করিলে যথাসময়ে সেই সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইবে।

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অর্থাৎ মে সংখ্যায় আমরা প্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নামটি ভক্তিবেদান্ত এই ভুলটি ছাপিয়েছি।" ইহাদ্বারা প্রমাণিত যে,—উক্ত ভুলটী জ্ঞানকৃত ও ইচ্ছাকৃত—মুদ্রণ-প্রমাদ নহে, এবং ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার ভুল। অতএব সঠিক নাম জানা সত্ত্বেও যদি কেহ বার বার একই ধরণের ভুল ছাপাইতে থাকেন, তাহা হইলে ইহা কি নিষ্কপটভাবে কৃত, না অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ-মূলকভাবে কৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে? এখন তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাই প্রমাণ করিয়া দিতেছেন যে,—পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ-কৃত উক্তিগুলি—যাহা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মিথ্যা এবং 'জালজুচ্চুরি' নহে। অতএব নিরপেক্ষ সুধী বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকবৃন্দ এখন বিচার করিয়া দেখুন, কে কাহাকে মিথ্যাবাদী ও শঠ সাজাইতে প্রয়াস করিতেছেন? তাঁহার এই প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—'বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।' আর সেখানে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, ত্রিগুণাত্মিকা জড়মায়ায় বিমোহিত আমি মাননীয় বৈষ্ণব সম্পাদকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিব—ইহা আমার ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি! উক্ত সম্পাদকের উক্তি—"এইবার ভব্য পাঠকগণ বুঝে দেখুন সত্যের কিরূপ অপলাপ করা হচ্ছে! ইহার পরও কলিযুগে সাধু পরিচিত হওয়া হয়ত

যেতে পারে! মানুষ অপরাধেরও ভয় কি করে না? অতএব ভাঁওতা দিয়ে সমাজের কিছু শ্রেণীর লোককে বোকা বানানো যাইতে পারে। কিন্তু সকল লোককে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যায় না, যাবে না। এখন সুধীগণই বিচার করুন উহা কাহার পক্ষে প্রযোজ্য।" অতএব মহাশয়! আপনিও যে বর্ত্তমানে 'ধামাচাপা বিড়ালের মত' প্রচারে আগ্রহান্বিত কেন হইতেছেন—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের বক্তব্য, —আচার্য্যকেশরী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পারমার্থিক মাসিক মুখপত্র কোনদিন কাহারও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই এবং কখনও দিবেন না। শ্রীপত্রিকা অপসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চিরদিনই খড়্গহস্ত। পত্রিকার মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলী কখনও 'জালজুচ্চুরির' আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবেন না। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে,—বৃথা গালিগালাজ এবং পাঠকবর্গের দৃষ্টি মূল-সমালোচিত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে না করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ নিজের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করুন। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" —শুষ্কতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবগণের ইহা অকর্ত্তব্য।

—শ্রীসত্যপ্রকাশ দাস

---

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমানে শ্রীপত্রিকার কাগজ, মুদ্রণ-ব্যয় ও ডাকমাশুল অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আগামী ৪২শ বর্ষ হইতে শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ২৫·০০ টাকা এবং ষান্মাসিক ভিক্ষা ১৪·০০ টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। গ্রাহকগণ আগামী বর্ষের ভিক্ষা তদনুসারেই প্রেরণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। এ বিষয়ে আপনাদের একান্ত সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করি।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

## শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

# বিরহ-মহোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক ও বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ২১শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব গত ২৭শে আশ্বিন, ১৩৯৬ ( ইং ১৪।১০।৮৯ ) শনিবার, শারদীয়া-রাসপূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের মন্দিরদ্বয় বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে ব্রহ্মচারিগণ বিরহকাতর-হৃদয়ে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীগুরু-মহিমাসূচক কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-কৃত 'যে আনিল প্রেমধন' কীর্ত্তনটী করেন।

বেলা ১১ ঘটিকায় আহূত বিরহ-সভায় কলিকাতা, পুরী ও খড়্গপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ যথাক্রমে শ্রীল কেশব গোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সহস্রাধিক ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে রাত্রি ৭টা হইতে বিরহ-সভার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর সভাপতির ভাষণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বামন মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বিচার-বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন।

বলাবাহুল্য, এই বিরহ-উৎসব শ্রীসমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহেও বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৪১শ বর্ষ | ৪ নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে অগ্রহায়ন, শনিবার, ১৩৯৬, ইং ১৬।১২।৮৯ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীহিন্দোল-লীলা-বর্ণনম্ ( মধ্যাহ্ন-স্মারকম্ )

( শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে চতুর্দ্দশ-সর্গে—৪৯-৬০ )

ক্রীড়ন্নিখমসাবমুভিরগমদ্দোলাজ-বেদ্যন্তিকং
বৃন্দা কুন্দলতে দৃগিঙ্গিতনয়ৈঃ কৃত্বা সহায়ে হসন্।
কান্তায়াঃ করপঙ্কজাৎ কৃত-পয়োযন্ত্রাপহারো হরি-
র্হিন্দোলাম্বুজমারুরোহ স হঠাদাচ্ছিন্ন-বেণুস্তয়া॥ ৪৯॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে হিন্দোলা-বেদীর নিকট গমন করত নয়ন-ভঙ্গিদ্বারা বৃন্দা ও কুন্দলতাকে সহায় করিয়া শ্রীরাধার হস্তপদ্ম হইতে জলযন্ত্র হরণ করিলেন এবং শ্রীরাধাকর্ত্তৃকও বলপূর্ব্বক

তাঁহার বেণু অপহৃত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা-পদ্মের উপর গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অবদদথ হসন্তী কুন্দবল্লী ত্বমস্মৈ
বিসৃজ সুমুখি! বংশী-কুট্টিনীং মাস্পৃশামুম্।
ত্বমপি সলিল-যন্ত্রং স্ত্রী-ধনং মাধবাস্যৈ
ত্বরিতমিতি তয়োক্তং তৌ বিধাতুং প্রবৃত্তৌ ॥ ৫০ ॥

তৎপরে কুন্দলতা হাস্যপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে কহিলেন,—সুমুখি! তুমি এই বংশী শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ কর, এ কুট্টিনী (কুটনী), ইহাকে স্পর্শ করিও না এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—মাধব! তুমিও এই জলযন্ত্র শ্রীরাধাকে শীঘ্র দাও, ইহা স্ত্রী-ধন, স্পর্শ করিও না; কুন্দলতার এই বাক্যে উভয়েই তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫০ ॥

যচ্ছন্নসব্যেন করেণ যন্ত্রকং
সব্যেন গৃহ্ণন্ মুরলীং তয়ার্পিতাম্।
তাভ্যাং নিজাভ্যাং স দধার তচ্ছলা-
ত্তত্তদ্‌যুতে তৎ-কর-পঙ্কজে হরিঃ ॥ ৫১ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণহস্তে জলযন্ত্র অর্পণ ও বামহস্তে শ্রীরাধাপ্রদত্ত মুরলী গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের দুই হস্তদ্বারা আদান-প্রদানচ্ছলে যন্ত্র ও বংশীযুক্ত শ্রীরাধার দুইটী করপদ্ম ধারণ করিলেন ॥ ৫১ ॥

অধস্তাদ্‌বৃন্দয়া কুন্দবল্যা চোত্থাপিতাং হরিঃ।
দোলামারোহয়ামাস প্রতীপামপি তাং বলাৎ ॥ ৫২ ॥

অনন্তর বৃন্দা ও কুন্দলতা নিম্নদেশ হইতে দোলারোহণে অনিচ্ছাবতী শ্রীরাধাকে উত্থাপিত করিলে বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দোলায় আরোহণ করাইলেন ॥ ৫২ ॥

হিন্দোল-মধ্যং প্রিয়য়া গতেঽচ্যুতে
গায়ন্ত্য উচ্চৈর্মুদিতাস্তদালয়ঃ।
পশ্চাদ্‌গতাঃ কাশ্চিদথাগ্রতঃ পরা
হিন্দোলিকান্দোলনমুদ্বিতেনিরে ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত দোলার মধ্যগত হইলে, সখীগণ আনন্দচিত্তে উচ্চৈস্বরে গান করিতে করিতে কেহ কেহ অগ্রে ও কেহ কেহ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত হইয়া হিন্দোলাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

হিন্দোলিকায়াং সহসালিবৃন্দৈ-
রান্দোলিতায়াং বলবচ্চলন্ত্যাম্।
উদ্বেল্লিতাঙ্গী কিল চঞ্চলাক্ষী-
সালিঙ্গ্য কান্তং ললনা ললম্বে ॥ ৫৪ ॥

তৎপরে সখীগণ সহসা সঞ্চালিত করিতে লাগিলে, ঐ হিন্দোলা দ্রুতগতি সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তখন শ্রীরাধা কম্পিতাঙ্গী ও চঞ্চললোচনা হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫৪ ॥

তয়োর্ভ্রশ্যৎ কৈশ্যং মিথ ইহ চলৎকুণ্ডল-যুগে
তথা চঞ্চৎকাঞ্চী-স্তবক-পটলং তৎসমুদয়ে।
পরিম্লায়ন্মাল্যদ্বয়মপি চলৎকঙ্কণ-বরে
দৃঢ়ং দোলান্দোলে সতি সপদি সন্দানিতমভূৎ ॥ ৫৫ ॥

তদনন্তর হিন্দোলিকা এমন সবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেশপাশ স্খলিত হইয়া উভয়েরই কুণ্ডলযুগলে আবদ্ধ হইল, সন্দোলিত চন্দ্রহারে স্তবকপটল ( থোপ্না ) ঐ চন্দ্রহারেই সংযুক্ত হইল এবং উভয়ের মাল্যযুগল চঞ্চল কঙ্কণে সুদৃঢ় সংলগ্ন হইল ॥ ৫৫ ॥

দোলায়ামতিলোলায়াং রাধা চঞ্চল-লোচনা।
সখী-সাহায্যমিচ্ছন্তী ব্যতর্কি তাভিরিঙ্গিতৈঃ ॥ ৫৬ ॥

হিন্দোলা অতিশয় আন্দোলিত হইতে থাকিলে, শ্রীরাধা চঞ্চললোচনা হইয়া সখীদিগের সাহায্য ইচ্ছা করিতেছেন, সখীগণ ইঙ্গিতদ্বারা বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

তাভির্লোলিত-দোলামীশান্তামতিলোলা-
মাপ্তাত্মেপ্সিতশস্তাং গাঢ়ান্দোল-বিহস্তাম্।
স্বালীনাং পরিচর্য্যাং বাঞ্ছন্তীং হৃদি বর্য্যাং
প্রেঙ্খোলীঞ্চ মুহুস্তামাজ্ঞায়ারুরুহুস্তাঃ ॥ ৫৭ ॥

বিতর্ক এই যে, সখীগণ দোলাকে অতিশয় আন্দোলিত করিলে, যিনি অতিশয় সন্দোলিত হইতেছেন এবং যিনি নিজাভিলাষে সুস্থচিত্তা ও প্রগাঢ় আন্দোলনে ব্যগ্র হইয়া মনে মনে নিজ-বয়স্যাগণের পরিচর্য্যা বাঞ্ছা করিতেছেন, সখীসকল শ্রীরাধার এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া হিন্দোলিকার উপরে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

তাম্বূলবীটীর্ললিতা বিশাখয়া
চম্পালিকা সা ব্যজনে চ চিত্রয়া।
শ্রীতুঙ্গবিদ্যা-সহিতেন্দুলেখয়া
পানীয়-জাম্বূনদ-ঝর্ঝরীযুগম্ ॥ ৫৮ ॥
সার্দ্ধং সুদেব্যা কিল রঙ্গদেবী
সুগন্ধ-পঙ্কান্ পটবাসকাংশ্চ।
প্রেম্ণা সমুৎকাতিমুদা গৃহীত্বা
হিন্দোলিকাং তূর্ণমথারুরোহ ॥ ৫৯ ॥

পরিচর্য্যা-সামগ্রীর সহিত সখীগণের দোলারোহণের প্রকার এই যে বিশাখার সহিত ললিতা তাম্বূলবীটিকা, চিত্রার সহিত চম্পকলতা চামর, তুঙ্গবিদ্যার সহিত ইন্দুলেখা জলপূর্ণ দুইটী স্বর্ণঝারি এবং সুদেবীর সহিত রঙ্গদেবী সুগন্ধ পঙ্ক ও সুগন্ধি চূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক সহর্ষে শীঘ্র হিন্দোলিকায় আরোহণ করিলেন ॥ ৫৮-৫৯ ॥

তাভিঃ সেবিতয়োস্তৈস্তৈঃ প্রেষ্ঠয়োর্নয়নেঙ্গিতৈঃ।
ক্রমাৎ পূর্ব্বাদি-দলগা বিরেজুর্ললিতাদয়ঃ ॥ ৬০ ॥

তৎপরে সখীগণ সেই সেই সেব্যবস্তুর দ্বারা প্রিয়তম শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া সখীগণকে ইঙ্গিতদ্বারা আদেশ করিলে, ঐ ললিতাদি সখীগণ যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দলে অর্থাৎ অষ্টদল-কমলাকারে দোলার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

---

# বিষয় ও বৈরাগ্য

## বিষয়ীর বৈরাগ্য ও বৈরাগীর বিষয়

অনেকে মনে করেন যে, বিষয়ী লোকের বৈরাগ্য নাই ও বৈরাগীর বিষয় নাই। একথা নিতান্ত অতাত্ত্বিক। বিষয়ে অবস্থিত ব্যক্তির বৈরাগ্য অভ্যাস অসম্ভব নহে; বরং সুবিধা হইলে সেই অবস্থাতেই বৈরাগ্য সাধন অনেকে করিয়া থাকেন। বিরাগ উদয় হইলেই যে বিষয় ত্যাগ হয়, তাহাও নয়। স্থূল দেহে সাধক যে-পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন সে-পর্য্যন্ত শারীর-কার্য্য

নির্ব্বাহোপযোগী সমস্তই বিষয়ই থাকে। দেহধারী মনুষ্যমাত্রেই বিষয়ী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া যখন যিনি নির্ব্বিষয়ীভাব বাঞ্ছা করেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে হৃদয়-নিষ্ঠাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যখন তিনি সফল হন, তখন তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন।

## শ্রীদাস গোস্বামীর উদাহরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীদাস গোস্বামীর নির্ম্মল চরিত্র আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া সংসার ত্যাগের বাসনা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সে-সময় পরমারাধ্য শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল॥
**মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।**
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
**অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার।**
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯ )

## শ্রীদাস গোস্বামীর সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যদ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষাদান

বৈরাগী কুলতিলক দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর আজ্ঞা পরমানন্দে মস্তকে ধারণ করত স্বগৃহে গমন করিলেন। তথায় কিছু দিবস সদ্‌গৃহস্থের ন্যায় আচরণ করত বৈরাগ্যোপযোগী ব্যবহার শিক্ষা করিয়া পরে সুযোগ পাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে মহাপ্রভু এই কথা বলিলেন,—

ভাল কৈল বৈরাগী ধর্ম্ম আচরিল॥
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥

বৈরাগী হইয়া করে **জিহ্বার লালস**।
পরমার্থ যায় আর **হয় রসের বশ**॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যে ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

( চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২২-২২৭ )

শ্রীদাস গোস্বামী যদিও সিদ্ধ পার্ষদ তথাপি জগজ্জনকে বিষয়ে অবস্থিত হইয়া ক্রমচেষ্টাদ্বারা কিরূপে বৈরাগ্য লাভ করা যায়, তাহার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে পূর্ব্বোক্ত ক্রমশিক্ষা দিয়াছেন।

## ত্যক্তগৃহই ভক্ত এরূপ নহে, গৃহীও ভজন-পরায়ণ হইলে ভক্ত হন

অনেকে মনে করেন যে, বর্ণাশ্রমস্থিত কৃষ্ণোপাসকগণ 'বৈষ্ণব' নাম পাইবার অধিকারী নন অর্থাৎ যাঁহারা ভেক লইয়া কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই বৈষ্ণব। একথাটী নিতান্ত অমূলক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহস্থ-বৈষ্ণব। কলিকালে যেরূপ দৌরাত্মের প্রবলতা তাহাতে বৈষ্ণবগণ যে-পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পক্কাবস্থা লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত গৃহস্থ ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করিবেন। ইহা জগতকে শিখাইবার জন্য শ্রীকলিযুগপাবন অবতারের পার্ষদবর্গ অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া যেরূপ উচ্চ বৈষ্ণবতা আচরণ করিতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন।

## অপক্ক অবস্থায় ভেকগ্রহণ অপ্রয়োজনীয়

পরিপক্কাবস্থার অপেক্ষায় বৈষ্ণবকে গৃহে থাকিতে গেলে ভেকধারী বৈষ্ণবের সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া পড়িবে, এ আশঙ্কায় অপক্কাবস্থায় ভেক লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সংখ্যা স্বল্পই হওয়া স্বাভাবিক; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়। যথা—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ( ব্রহ্মযামল বাক্য )

পরিপক্ক বৈরাগী-বৈষ্ণবের সম্বন্ধে দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু শ্রীমুখে এই আজ্ঞা করিয়াছেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ ( চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭ )

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

# ভৃতক শ্রোতা

ভৃতি বা বেতন না দিয়া ব্রাহ্মণাপসদ ভৃতককে ব্যাসাসনে বসাইয়া যিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি ভৃতকাধ্যাপক। ভৃতকের মজুরী দিয়া ব্রাহ্মণ যদি ভৃতকাধ্যাপিত বা শ্রোতা হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি পংক্তি-দূষক বা ব্রাহ্মণাপসদ হইয়া যান—ইহা বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে। ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া যিনি খোরাকী দিয়া ছাত্র সংগ্রহ করেন, তাঁহাকে ভৃতকাধ্যাপিত বা ভৃতক শ্রোতা বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু ব্রহ্মচারী, গুরু-বৈষ্ণব-গৃহে বাস করিয়াই গুরুর সেবা করিবার কালেই বেদ বা বেদের প্রপক্কফল ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণাপসদ ভৃতক বর্জ্জন করিবেন এবং তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে আহার করিবেন না। তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রসাদ বা পিত্রুদ্দেশে দত্ত শ্রাদ্ধ পাত্র দিবেন না।

ভৃতক ভাগবত পাঠকের স্বরূপ বর্ণন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন,—"বেদৈবিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ। পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥" বেদাধ্যয়নে যোগ্যতার অসমর্থতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ শূদ্র ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে যান। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বেদপাঠে অসমর্থ হইয়া অন্যত্র শ্রম করেন, তাঁহারাই শূদ্রতা লাভ করিয়া বেদপাঠ পরিহারপূর্ব্বক নিজ নিজ সন্তানকে শূদ্র না জানিয়া অন্যায়পূর্ব্বক উপনয়ন প্রদান করান এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করান। ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠকালে শূদ্র যখন নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করেন, তখনই আপনাকে বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিবার লোভ প্রদর্শন করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে গেলে

পাছে নিজের শূদ্রতা ধরা পড়ে, তজ্জন্য তাহাতে অযোগ্য হইয়া পুরাণপাঠে নিযুক্ত হন। তাহাতেও তাঁহার বেতন অর্জ্জন করিয়া উদর ও পুত্রকলত্রাদি প্রতিপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য আসিয়া পড়ে, আবার শ্রোতৃবর্গের নিকট ভৃতি বা বেতন পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক গদ্য পাঠকালে তিনি 'যথাবর্ণবিধানম্' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করেন। তখনই তাঁহার ভাগবত পড়িয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক উদর ও পুত্রকলত্রাদিকে অন্যায়পূর্ব্বক পোষণ-স্পৃহায় লজ্জা বোধ হয়, তিনি তখন কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দেন, আবার কৃষিবৃত্তিতে উদর-ভরণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে ভাগবতের পাঠক হইয়া বৈষ্ণবের গুরু হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবের গুরু হইয়া 'যথাবর্ণবিধানম্' শ্লোকের অপরূপ ব্যাখ্যা করেন। ভৃতক পাঠকের ব্যাখ্যাটী এই—"যথাবর্ণবিধানম্" এই কথাটী ছাড়িয়া দিলে তুমি ভারতবর্ষের প্রজা, একথা বলিব না। এই বর্ণে স্থিত হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতেই অপবর্গ লাভ হইবে। আমাদের ব্রাহ্মণোচিত জীবন নাই সত্য, তথাপি প্রতিমার প্রাণ বিসর্জ্জন হলেও জড়টা আছে। এ যে পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ চলে আস্‌ছে, সেটী ঠিক হবে। বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যেন আমরা বর্ণধর্ম্ম যাজন করিতে পারি—ইহাই সমস্ত ভারতবাসীর নিকট আমার প্রার্থনা।"

শ্রীমদ্ভাগবতের মূল পাঠে এরূপ আছে—"অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বা হ্যেব সর্ব্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চাপি ভবতি।" অর্থাৎ এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরুষগণ নিজ নিজ প্রাক্তন শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণোত্থ কর্ম্মানুসারে দেব, মনুষ্য ও নরকাদি বহুপ্রকার গতি লাভ করে এবং যে বর্ণের যে বিধান বা মোক্ষ প্রকার বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসবিধি অতিক্রম না করিয়া এই ভারতবর্ষের মানবগণের বর্ণাশ্রমাতীত অপবর্গ বা ভক্তিযোগ লক্ষণও লাভ ঘটে।

ভাগবত-ব্যাখ্যাতা ভাগবতের কথিত বর্ণাশ্রম-বিধি ছাড়িয়া কৈতবপূর্ণ ত্রৈবর্গিকের দৌরাত্ম্যকে বর্ণ মনে করিয়া যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজ বৃত্তগত বর্ণ কোথায় তাহা নিরূপণ করেন নাই। 'কেবল জড়টা আছে পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ চলে আস্‌ছে, সেটী ঠিক হবে' বলিয়াই অসমর্থতা জানাইতেছেন। ভাগবতের পাঠকসূত্রে তাঁহার অবশ্যই জানা আছে যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত শ্রবণকালে অধোক্ষজ পরম পুরুষে শ্রীকৃষ্ণে শোকনাশিনী, মোহ-বিধ্বংসিনী, ভয়হারিণী সেবা-প্রবৃত্তি

লাভ করিবেন। যেখানে সে ফল লাভ শ্রোতৃবর্গের ভাগ্যে ঘটিতেছে না এবং পাঠক মহাশয়েরও নিজোক্তিক্রমে 'ব্রাহ্মণোচিত জীবন নাই' কেবল জড়টা আছে এবং পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ চলে আস্‌ছে, সেটী ঠিক হবে'—এইসব উক্তি ভাগবতপাঠের ফল, সেস্থলে ফলের দ্বারা ভাগবতপাঠের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইলে ভাগবতপাঠ হয় নাই, জানিতে হইবে। ফল হইতে ফল-কারণ অনুমিত হয়। যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবত-শ্রবণ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ফল হইত না।

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।

কই, পাঠকের অভাব-জনিত ভয়, মোহ ও শোক ত' যায় নাই—তিনি বোধ হয়, নিজের পাঠ নিজেই শুনেন নাই। বেদশাস্ত্রে যত্ন করেন নাই, এরূপ পূর্ব্বপুরুষের অধস্তন হইয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আপনাকে শূদ্র না জানিয়া উপনয়ন সংস্কারাদি লাভ করিয়া তাহার বলে শৌক্রবিধান মতে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত! দীক্ষা বিধানদ্বারা ব্রাহ্মণ হইলেন না কেন?—সে যে বৈষ্ণব স্মৃতি-শাসন! আবার "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" এই ভাগবতোক্ত "যথাবর্ণবিধানম্" উল্লঙ্ঘনের অবৈধ প্রয়াস করিতেছেন। শাস্ত্রীয় দীক্ষাবিধান ধ্বংস করিয়া স্বার্থবশে নিজের শূদ্রত্বে প্রতিষ্ঠার বাসনায় শূদ্রের দান, প্রতিগ্রহাদি করিয়া ব্রাহ্মণাপসদ, পংক্তিদূষক সংজ্ঞাকে আচ্ছাদিত করিতেছেন। এই সত্য ধ্বংসের চেষ্টা কি তাঁহার সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা?

দীক্ষিত জনগণে তিনি অদীক্ষিতের বর্ণ বলপূর্ব্বক আরোপ করিবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? শৌক্রবিধানদ্বারা সাবিত্র্য জন্ম হয়, আর দীক্ষা বিধানক্রমে দ্বিজত্ব হয় না—এই অভিনব কথা সৃষ্টি করিতে ভূতক পাঠককে কে অধিকার দিল? চারিযুগ ধরিয়া শৌক্রবিধান ও দৈক্ষ্যবিধানক্রমে দ্বিজত্বের কথা, শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন, পুরাণসকলও নজির দেখাইতেছেন। মহাভারতাদি স্মৃতি ও পুরাণ স্পষ্ট যাহা বলিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশীয় একজন ভূতক পাঠক সত্য আচ্ছাদন করিলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, এরূপ নয়। মহাভারত বলিতেছেন,—

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম-মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ॥
সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ।
সর্ব্বে বর্ণা নান্যথা বেদিতব্যাঃ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূন-জাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥

যেকাল পর্যন্ত না ব্যক্তিবিশেষের ব্রহ্মা হইতে নিজের পিতা পর্য্যন্ত ধারাবাহিক পিতৃপুরুষের প্রমাণমূলে নাম বলিতে পারিবেন, তখন তাঁহার বৃত্ত পদ্ধতি ব্যতীত শৌক্র পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণতা কিরূপে স্বীকৃত হইবে, এই কথাই মহাভারতে উল্লিখিত আছে। যেকাল পর্য্যন্ত না পিতৃপুরুষবর্গের প্রত্যেকের নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারের প্রমাণ না পাওয়া যাইবে, ব্যক্তিবিশেষের বৃত্ত পদ্ধতি ব্যতীত শৌক্র পদ্ধতিমতে তাহাকে কি-প্রকারে অবিসংবাদিত ব্রাহ্মণ বলা যাইবে? যেকাল পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষবর্গের প্রত্যেকের বেদাধ্যয়নের প্রমাণ পাওয়া না যায়, তাহার পূর্ব্বে কি-প্রকারে নিঃসন্দেহে বৃত্তবিধান বা দৈক্ষ্য ব্যতীত শৌক্রবিধানের সুবিধা দেওয়া যাইবে, বুঝা যায় না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রণীত
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা
ও
সংস্কার-দীপিকা
[ 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ'-সহ ]
আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

# শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রানুসারেই রথযাত্রানুষ্ঠানাদি কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা
পোঃ—চুঁচুড়া (হুগলী)

স্নেহাস্পদেষু— ইং ১২।৭।৬২

* * * ! তোমার ২৫।৩।৬৯ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। ২৮শে আষাঢ় গৌর-একাদশী ইহা লেখা আছে, তবে বড় বড় অক্ষরে একাদশীর উপবাস ছাপা হয় নাই। তাহা না হইলেও ২৯শে আষাঢ়—একাদশীর পারণ লেখা আছে; সুতরাং মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ উপবাস লেখা না হইলেও পারণ দেখিলেই উপবাস বুঝিতে পারা যায়। ঐদিন শয়ন-একাদশী, সুতরাং ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার একাদশীর উপবাস করিয়া শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ২৯ মিনিটের মধ্যে পারণ করিবে।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে যেরূপ মত আছে সেইরূপ মতানুযায়ী আমাদের পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বাদশীপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং পূর্ণিমা দিবস হইতেও চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ হইয়া থাকে। অথবা সৌর মাসের ১লা তারিখ হইতে অর্থাৎ ১লা শ্রাবণ হইতেও চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ হইতে পারে। এই বৎসর পূর্ণিমা ১লা শ্রাবণে হওয়ায় উভয়পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য একদিনেই হইয়াছে। বিশেষ কথা এই যে,—**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত জনগণ ও প্রভুপাদের অনুগৃহীত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণপক্ষে পূর্ণিমার দিনই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ কর্ত্তব্য**। বিশেষতঃ মাস বলিলে চান্দ্রমাস পূর্ণিমা হইতেই আরম্ভ হয়। **চাতুর্ম্মাস্য বলিলে পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারটী মাসকেই চাতুর্ম্মাস্য বলে। গৃহস্থগণ পূর্ণিমাতেই ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ব্রতারম্ভ করিবে।** অন্যরূপ করিবে না। শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবহেতুই পাড়াগাঁয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হইতেছে। আমরা ইহা জানি না। চাতুর্ম্মাস্যের বিধি হরিভক্তিবিলাস হইতে আমাদের পঞ্জিকাতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীচে তাহার অনুবাদ এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বিবরণ পড়িয়া লইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের পঞ্জিকা ভাল করিয়া

পড়িবে। আমরা পঞ্জিকায় যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই আছে। সামান্য মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন।

**শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার ৪৭৬ গৌরাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষের রথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী, পুনর্যাত্রা প্রভৃতি সমস্তই ঠিক লেখা আছে।** বাংলাদেশের সমস্ত পঞ্জিকাকারগণ ভুল করিয়াছে। এমনকি, সংবাদপত্রওয়ালারা সাধারণকে ধোকা দিয়া পাটোয়ারীচালে রথ সম্বন্ধে সংবাদ লিখিয়াছে। **পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ আমাদের পঞ্জিকানুযায়ীই হইয়াছে।** আমাদের পঞ্জিকায় ১৯শে আষাঢ় বুধবার রথযাত্রা লেখা আছে এবং ঐদিনে হরিভক্তিবিলাসের প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে মোটা অক্ষরে ছাপা আছে,—**"রথযাত্রাশ্চ জগন্নাথানুসারতঃ কারয়েৎ।" * সুতরাং রথযাত্রা পুরীতে যেভাবে হইবে সেইভাবেই করিতে হইবে।** আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি এবং এই সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছি পুরীর রথ বুধবারেই হইয়াছে। মঙ্গলবার হয় নাই। কেহ যদি মঙ্গলবার পুরীতে রথ হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া থাকে তাহা হইলে সে মিথ্যাকথা লিখিয়াছে। সে জালিয়াত, প্রতারক, শাস্ত্রজ্ঞানহীন ভণ্ড পঞ্জিকাকারগণের কথা আমরা মানি না। আমরাই ঠিক, অন্য সকলেই ভুল। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

**—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব**

---

* কিন্ত্বীদৃগ্ভক্তিসন্দর্শী-জগন্নাথানুসারতঃ।
দোলা-চন্দন-কীলাল-রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ॥

( শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত দোলোৎসব-বিধি-মাহাত্ম্য )

ভক্তির আদর্শস্বরূপ জনানুগ্রহকারী জগন্নাথের অনুসরণ করিয়া দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা করিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তমে যে যে দিনে এই সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তদনুসারে করা উচিত।

# শ্রীরাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৭ পৃষ্ঠার পর ]

## গোলোকে শ্রীরাসমণ্ডলের বর্ণনা

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

সখা-সখীগণ-পরিবৃত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোলোকে স্বীয় ধামে শ্রীরাসমণ্ডলে নিত্যলীলায় অনুরক্ত। চিৎস্বরূপা পরমেশ্বরী বিশ্বমোহিনী পরমারাধ্যা শ্রীরাধা—রূপে-গুণে সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণতুল্যা। গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং বিরজা—ভগবানের এই চারি শক্তিও পরমপ্রিয়া; তাঁহাদিগের সহিত লীলাপরায়ণ গোবিন্দ পরমসুখে অবস্থান করেন, কিন্তু সকল প্রিয়তরা হইতে বিশ্বরূপিণী গোবিন্দ-নন্দিনী শ্রীরাধা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বকারণকারণ, পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রত্নভবনে রত্নসিংহাসনে সমাসীন। শ্বেতচামরের সমীরণদ্বারা গোপালগণকর্ত্তৃক তিনি সেব্যমান, তাঁহার ঈষৎহাস্যযুক্ত মুখচন্দ্র, তিনি গোপীগণকর্ত্তৃক নৃত্য-গীতদ্বারা সেবিত হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্ব কলেবর চন্দনচর্চ্চিত, রত্নভূষিত ও তিনি শতকোটী গোপ-পরিবেষ্টিত। অভিনব জলধরতুল্য শ্যামবর্ণ সুন্দর শ্রীঅঙ্গশোভা, পীতবসন এবং দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের ন্যায় গোপালরূপী গোবিন্দের মনোহর রূপ। তাঁহার কোটীচন্দ্রসম সুশীতল কান্তি, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল, কোটী কন্দর্পতুল্য লীলা-লাবণ্য ঐ শ্যামসুন্দর রূপকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাঁহার ঈষৎহাস্যযুক্ত বন্দনারবিন্দ, রত্নসার ও মাণিক্যনির্ম্মিত বিচিত্রাভরণে ভূষিত কলেবর এবং দর্শনীয় রূপ গোপীগণের সম্যক্ স্পৃহনীয়। তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা শ্রীরাধা অবস্থিতা; তিনি রাধাদত্ত সুবাসিত তাম্বূলভক্ষণ-পরায়ণ।

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ক্রোধ নিবারণ করত আপনার শরীরকে বহুরূপে বিভক্ত করিলেন। সকল রূপই সমভাবে রঞ্জিত হইল অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর বনমালা-বিভূষিত রূপলাবণ্য—ঔদার্য্য-মাধুর্য্য সকলরূপেই সমান হইল। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শতবিধরূপে বিভাগ করিলে গোবিন্দমোহিনী রাধাও শত শতরূপে বিভক্ত হইলেন। আত্মসম্ভব এই মূর্ত্তিসকল রাধাঙ্গ-সম্ভবা সেই সকল গোপীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসযুক্ত রাসোৎসব রচনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক এক গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ হইয়া স্ব-ভুজদ্বারা পরস্পর আবদ্ধ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডলে

চন্দ্রশোভার ন্যায় গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থিত জগন্নিবাস গোবিন্দ পরিশোভিত হইলেন। আপ্তকাম, নির্গুণ, চেষ্টারহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ রাধানুরাগে দীপ্তিমান হইয়া বিলাস-তৎপর হইলেন। এইরূপে গোলোকমণ্ডলে রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্ত হইলে বাগ্বাদিনী সরস্বতীদেবী সুস্বরবিশিষ্টা মধুর বীণা বাদন করিতে লাগিলেন; অপরে মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসময় রাসলীলা কীর্ত্তনে রত হইলেন। সর্ব্ববিদ্যা বিনোদিনী বাণীর বীণাবাদনে সমস্ত রাসমণ্ডলস্থ জনগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দপ্রায় হইলেন। অতিশয় সুমধুর স্বর এবং মনোহর রাগালাপ-সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ এককালে জলপ্রায় দ্রবীভূত হইয়া গোলোকধামে পরিব্যাপ্ত হইলেন; তদ্দৃষ্টে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অলক্ষ্যগতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ সহসা আবির্ভূত হইলে উভয়ের নয়ন-মনোভিরাম রূপ দর্শনান্তে রাসমণ্ডলস্থ সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।

## সনৎকুমারাদির গোলোকগমন ও অভিশাপ-প্রদান

এই সময় পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক পরমযোগী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার গোলোকে শিষ্যসহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনলালসায় সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগের বায়ুতুল্যগতি, সকলেই বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণ-আগমাদিশাস্ত্র-পারদর্শী, মহাতেজস্বী, গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যসম প্রভাযুক্ত, মৃগচর্ম্ম-পরিহিত পিঙ্গলবর্ণ জটাজালমণ্ডিত-মস্তক এবং সকলেরই করদ্বয়ে দণ্ড ও কমণ্ডলু পরিশোভিত। তিলক-নামাবলী-পরিশোভিত গাত্র, সদা শ্রীনামোচ্চারণ-পরায়ণ দেবর্ষিপ্রবর সনৎকুমার গোলোকধামের দ্বারদেশে দ্বারপালপতিকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—"তোমাদের মঙ্গল হউক, ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহবান্ ভগবান্ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে; তুমি আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।" দ্বারপালগণ কহিলেন,—"হে বিপ্রর্ষে! এসময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি গোপনীয় স্থানে রাধাসহ অবস্থান করিতেছেন, এ কারণ কেহই তাঁহাকে এমন সময়ে দর্শন করিতে সক্ষম নহেন। অতএব ক্ষণকাল এইস্থানে বিশ্রাম করুন, পরে প্রভুর দর্শনলাভ হইবে।" সর্ব্বজ্ঞ ঋষি ধ্যানযোগে পূর্ব্বেই ভগবানের রাসমণ্ডলে অবস্থিতি অবগত ছিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক পুর-প্রবেশের উদ্যোগ করিলে দ্বারপালকর্ত্তৃক প্রতিবারিত হইয়া মহাক্রোধে তাহাকে বলিলেন,—"ক্ষণকালমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাত আমি সহ্য করিতে পারি না।" সনৎকুমার দ্বিগুণক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া প্রতিহারিকে বলিলেন,—"আরে মূর্খ! যদি তুমি আমাকে পুর-প্রবেশ করিতে

না দাও, তবে ক্ষণমাত্রেই পুরসহিত তোমাকে অভিশপ্ত করিব। মদান্ধ, হৃতজ্ঞান, পাণ্ডিত্যাভিমানী, মূঢ়গণ কদাচ সাধুগণের অনুগ্রহের পাত্র হয় না।" ঋষিবর প্রস্ফুরিত ওষ্ঠ ও আরক্তলোচনে স্বীয় করধৃত কমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ-পূর্ব্বক রোষভরে বলিতে লাগিলেন,—"রে পামরগণ! মদমত্ত জনসকল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও নষ্টশ্রী হয়; তোমরা ঐশ্বর্য্যমদে অত্যন্ত মত্ত ও অহঙ্কারী হওয়ায় তোমাদিগের ঈশ্বর ও পুরস্থ জনগণের সহিত তোমরা সত্ত্বধাম গোলোক হইতে পৃথিবীতলে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ কর।" এই নিদারুণ অভিশাপ-প্রদানান্তে অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহামুনি সনৎকুমার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। *

## পরিকরগণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভৌম-ব্রজাগমনের কারণ

এদিকে মহামুনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর গোলোকধাম সহসা কাঁপিতে লাগিল। ভয়ঙ্করবেগে প্রভঞ্জন-বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল। দিবাকর ও নিশাকরকে রাহু গ্রাস করিল। অমঙ্গলসূচক উৎপাতসকল সমুপস্থিত দেখিয়া গোলোকবাসিগণ বিগতশ্রী, প্রাণহীন, ভগ্নোৎসাহ, তেজরহিত ও

---

* মহাজ্ঞানী সনৎকুমার জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, সত্ত্বগুণাবলম্বী, উদারস্বভাব, লাভালাভ-মানাপমানে সমজ্ঞানী হইয়াও স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া এমন অভিসম্পাৎ করিলেন কেন?—এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তর এই যে,—সর্ব্বজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার নিজাপমানে ক্ষুব্ধ হন নাই; তিনি পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের মনোগত ভাব অবগত হইয়া অভিশপ্ত করণাভিপ্রায়েই গোলোকে আগমন করিয়াছিলেন। শাপ-প্রদানছলে তিনি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মনোঽভীষ্ট সম্পাদন এবং তাঁহার ভৌম-লীলায় সহায়তা করিয়াছেন মাত্র। শ্রীরাধা ও সুদামের পরস্পর অভিশম্পাতাদি এবং দৈত্য-নিপীড়িতা ধরিত্রীদেবীর কাতর ক্রন্দনে ভগবান্ মর্ত্ত্য-লীলা করণার্থ ধরাতলে গমন করিবেন ইত্যাদি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই ভগবান্ সনৎকুমারকে নিমিত্ত করিয়া তৎকর্ত্তৃক গোলোক ও তত্রস্থ অধিবাসিগণের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন; এইরূপ না করিলে নিষ্কারণে তাঁহার গোলোক ত্যাগ করিয়া ভৌম-ব্রজলীলা সম্ভবপর হয় না। নির্গুণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও তদ্রূপবৈভব গোলোকধাম কখনই অভিসম্পাতাদিদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না।

—প্রকাশক

সর্ব্বোদ্দমহীন হইয়া পড়িলেন। গোলোকের বিবরণ জানাইবার নিমিত্ত সকলে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পূর্ব্বেই এসকল বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল পরে ঈষৎ হাস্যসহকারে অনুগত জনগণকে বলিলেন,—"হে অমরোত্তমগণ! মহামুনি সনৎকুমার-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত গোলোকের বিবরণ সকল আমি জানি, মুনি-শাপ কখনই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে তোমরা সকলে পৃথিবীতে গমন কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে। কুরু, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, পাঞ্চালদেশে গিয়া, কুরু, যদুকুলের প্রধান প্রধান মনুষ্যগৃহে সকলে জন্মগ্রহণ কর। ধরাতলে নরদেহ ধারণপূর্ব্বক আমাতে ভক্তিপরায়ণ, আমার কথা আলোচনা, আমার স্বরূপ ধ্যান ও নামসঙ্কীর্ত্তন-পরায়ণ হইবে এবং আমার গুণ-লীলাশ্রবণে সর্ব্বদা রত থাকিবে। আমার ভক্তসঙ্গে নিয়ত বাস করিবে, অবিরত আমার চরণ-সেবায় রত থাকিবে। আমার আজ্ঞায় তোমরা সকলে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠরূপে দৈত্য-দানব-যজ্ঞ-রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক অজেয় হইয়া ভূতলে কিছুকাল অবস্থানের পর পুনরায় এই গোলোকে আগমন করিবে। তোমরা কেহ বিরহকাতর হইও না, যেহেতু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিশ্বরক্ষার্থ আমিও পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতি বিনাশের নিমিত্ত জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইব। মৎপরায়ণ ভক্তিমতী গোপিকাসকল এবং ভক্তিমান্ সহস্র সহস্র গোপগণ সকলেই পরমধাম গোকুলে গিয়া গোপগৃহে জন্মগ্রহণ কর।" অতঃপর প্রাণাধিকা শ্রীরাধাকে বলিলেন,—"হে দেবি! তুমিও ধরাতলে গমন কর; নন্দব্রজে বৃষভানুগৃহে কীর্ত্তিদা-ক্রোড়ে তুমি আবির্ভূত হও।"

পূর্ব্বেই ভগবান্ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কলহে গঙ্গাদেবীকে আত্মকলেবরে দ্রবময়ী অবস্থায় লীন করিয়া রাখেন। পুনরায় শ্রীরাধার ভয়ে বিরজা নদীরূপ ধারণ করত ছত্রিশ যোজন প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যে শত যোজন বিস্তৃত হইয়া বিরজা-নামে বিশ্রুতা হন। এই সময়ে শ্রীরাধা ও সুদামের মধ্যে পরস্পর অভিশাপ বিনিময় হয় এবং তাহাতে তাঁহাদের উভয়েই ভূলোকে গমনপূর্ব্বক যথাক্রমে গোপগৃহে গোপকন্যারূপে ও অসুররূপে জন্মগ্রহণ নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাশঙ্কায় রাধার প্রার্থনায় ভগবান্ পরিজনসহ বরাহকল্পে ভূতলে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধার সহিত যমুনাতীরস্থ রাসস্থলীতে মিলিত হইবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন।

পুনরায় ব্রহ্মা-শিবাদিকে অগ্রে লইয়া দৈত্য-দানব-অসুরগণকর্ত্তৃক

নিপীড়িতা ধরিত্রীদেবীর কাতর ক্রন্দন ও প্রার্থনায় তাঁহার করুণা উচ্ছলিত হইল; দৈববাণীদ্বারা তিনি ভক্তগণের রক্ষাবিধান ও ভূভার-হরণ লীলার কথা বিঘোষিত করিলেন। গোলোকস্থিত মহাত্মা ও মহাতেজসম্পন্ন ভগবৎ-পরিবারগণ পৃথিবীতে দ্বাপর-যুগাবসানে যদু, বৃষ্ণি ও কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। নন্দাদি গোপসকল শ্রীদামাদি কৃষ্ণের বয়স্যগণ সকলেই ব্রজভূমিতে জন্ম লইলেন। নিত্য পুষ্প-ফলবান পাদপাকীর্ণ, নানাধাতু ও বিবিধ মণি-মণ্ডিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উপত্যকায়, কালিন্দীতীরে পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীরাধার শ্রীমূর্ত্তি যে-স্থানে প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তৎসন্নিহিত গোকুল-নগরে ললিতাদি সখীগণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজভূমিতে যথাসময়ে রোহিণীনন্দন ও যশোদানন্দনরূপে আবির্ভূত হন এবং শ্রীরাধাও বৃষভানু-গৃহে আবির্ভূতা হইয়া মাতা কীর্ত্তিদার স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হইতে থাকেন।

( ক্রমশঃ )

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

---

# ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ের সুষ্ঠু বিচার করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

**শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।** ( চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭ )

দীক্ষাগুরুর ন্যায় শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণের স্বরূপ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের "আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি"—( ভাঃ ১১।২৯।৬ ) পদেও উক্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—**"আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিধেয়-বিগ্রহ সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন, উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। 'কৃষ্ণরূপে' ও 'স্বরূপে' ভাষাগত বৈষম্য নাই।"** ( চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭ )

দীক্ষাগুরু সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ, আর শিক্ষাগুরুগণ অভিধেয়-দাতা শ্রীরূপের অভিন্ন-বিগ্রহ। শ্রীসনাতন শ্রীরূপের গুরুদেব বলিয়া

শ্রীসনাতন হইতে শ্রীরূপ ছোট—এরূপ বিচার শুদ্ধ ভাগবতগণের নাই, উহা অর্ব্বাচীন প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার। যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে আমরা নিষ্কপটে শিক্ষাগুরু বলি, তিনি বা তাঁহারা আমাদের দীক্ষাগুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব—এরূপ নহেন, উভয়ের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্যমাত্র বর্ত্তমান। **কতকগুলি লোক গুরুসেবকগণকে 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া আবার তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকে! শিক্ষাগুরুকে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়? অতএব ইহাদের কপটতা ও অসূয়া সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইহাদের দীক্ষাগুরুতেও সম্পূর্ণ মর্ত্ত্যবুদ্ধি আছে।** কেবল নিজেকে পাষণ্ড-পদবী হইতে বাঁচাইবার জন্য মুখে দীক্ষাগুরুর প্রতি অতিমর্ত্ত্য-বুদ্ধির ছলনা প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি ইহাদের দীক্ষাগুরুতে অতিমর্ত্ত্য বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তদভিন্ন-তত্ত্ব শিক্ষাগুরুতেও প্রাকৃতবুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান থাকিত না।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবের চরণে বিন্দুমাত্রও অপরাধ নাই। যেখানে প্রকৃত-বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ দৃষ্ট হয়, সেখানে "বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব"—আচার্য্য-বাক্যানুসারে দীক্ষাগুরুত্ব ও শিক্ষাগুরুত্ব স্বীকৃত হইবে না। যেখানে দীক্ষাগুরুর সহিত শিক্ষাগুরুগণের চিত্তবৃত্তি একতাৎপর্য্যপর, সেখানেই শিক্ষাগুরুত্ব। সেইরূপ দীক্ষাগুরুর স্বযূথাশ্রিত ও সমচিত্তবিশিষ্ট কোন যোগ্যতম শিক্ষাগুরু যদি আমাদের দীক্ষাগুরুর প্রতিভূরূপে জগতে গুরুগোষ্ঠী বা গুরুগোত্রবর্দ্ধনরূপ সেবাকার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের দীক্ষাগুরু না হইলেও অভিধেয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু শ্রীরূপের আনুগত্যময়ী সেবাশিক্ষা দেওয়ায় দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতনের ভৃত্যসূত্রে তাঁহাকেও আমরা 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত করিতে পারি। তিনি সম্বন্ধ-বিগ্রহ শ্রীসনাতন প্রভুর অভিন্নতত্ত্ব দীক্ষাগুরুদেবের কৈঙ্কর্য্য করায় শ্রীসনাতন-শিষ্য শ্রীরূপেরই অভিন্ন-বিগ্রহ সেবাশিক্ষাগুরু। অতএব দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর অভিন্নত্ব-বিচারে তাঁহাকেও 'বিষ্ণুপাদ' বলা যাইবে।

**দীক্ষাগুরুতে ঈশ্বরত্ব অধিক প্রকটিত, আর শিক্ষাগুরুতে সেবকত্বের উজ্জ্বলতার দ্বারা সেব্যত্ব আচ্ছাদিত।** গোপীগণ, নন্দ-যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রক-চিত্রক—ইঁহারা শিক্ষাগুরু। ইঁহাদিগকে কৃষ্ণও বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইঁহারা কৃষ্ণত্বকে সেবার বিলাসে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইঁহারা কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণশক্তি। ইঁহাদিগকে 'বিষ্ণুপাদ'

লিখিলেও মায়াবাদ হয় না। কিন্তু অপর আশ্রয়-বিগ্রহগণ যদি আপনাকে নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম বা রক্তক-পত্রক-চিত্রক প্রভৃতি আশ্রয়বিগ্রহ মনে করেন, তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদ-অপরাধ উপস্থিত হয়। **নিজেকে মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বা বিষয়-বিগ্রহ উভয়প্রকার অভিমানই মায়াবাদ।** নন্দ-যশোদা কিংবা শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীশ্রীজীব, শ্রীল কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী', 'ভাগবত পরমহংস', 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি বলা হয় বলিয়া আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি ঐ সকল শব্দই প্রয়োগ করিলে তিনি কি তাহাতে আপত্তি করিতেন? বা ঐ সকল শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা মায়াবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইয়াছে,—ইহা বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন? নিত্যসিদ্ধ পূর্ব্বগুরুগণ 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' প্রভৃতি যে-সকল শব্দের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন, সেইসকল শব্দ যখন শিষ্যবর্গ তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই প্রতি প্রয়োগ করিতেন, গ্রন্থে, অভিনন্দনে, সাময়িক পত্রে প্রচার করিতেন, তখন সেইগুলি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও মায়াবাদ হইলে বা তদ্দ্বারা গুরুর আসন, গুরুর বিশেষণ আত্মসাৎ করিবার কোন অভক্তিপর অভিসন্ধি থাকিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ আদর্শকে মায়াবাদ বা গুর্ব্ববজ্ঞা বলেন নাই কেন? বরং উহাকে ভক্তিসিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদই বিরুদ্ধবাদিগণের মতবাদ গৌড়ীয়ে, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে শত শতবার নিরাস করিয়াছেন। যাহা মায়াবাদ ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ কেন স্বীকার করিবেন? **আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই নিজগুরুপাদপদ্মে ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণ-সমূহ পৌঁছাইয়া দিয়া ঐ সকল বিশেষণের দ্বারা গুরুদেবেরই সেবা করিয়াছেন।**

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার 'প্রতি-নিবেদনে' বলিয়াছিলেন,—"শ্রীব্যাসের অনুগ-সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবহমানকাল আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক-বিচারে নিজ-অযোগ্যতার বিচার আসিয়া অধিরোহণ-কার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু **শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ দুষ্প্রবৃত্তিবশে আমাদিগকে যেন কোনদিন গুরুপাদপদ্ম-সেবাবিমুখ না হইতে হয়**—ইহাই শ্রীব্যাসদেবের, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রীচরণে আমাদের বিজ্ঞপ্তি।"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন,—"যে-সকল বাক্য আমার উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক-বিচারে আমার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐ সকল উক্তিই শ্রীগুরুদাসসূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া ঐ বাণীসমূহ আত্মসাৎ করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই, যেহেতু প্রভুর আদেশে "তৃণাদপি-সুনীচ" ক্ষীণ-শরীরী আমি এতাদৃশ গুরুভার বহনে অনিপুণ, সুতরাং এইসকল কথা শ্রীমদ্‌গুরুতত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।

ভবতা মহতা সমর্পিতং ন হি ধর্ত্তুং প্রভবামি বৈভবম্।
উচিতং গুরবেঽহং অদ্য তং সুবরাকঃ প্রণয়াৎ সমর্পয়ে॥"

( বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড 'প্রতিনিবেদন' )

ইহাই আচার্য্যত্বের রহস্য যে, আচার্য্য পূর্ব্বগুরুবর্গের মর্য্যাদা, শিষ্যের কর্ত্তব্য-শিক্ষাদান ও আম্নায়ধারা সংরক্ষণকল্পে সকল উপায়ন ও বিশেষণ গুরুবর্গের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, নিজে মধ্যপথে ডাকাতি করেন না। কেহ 'বিষ্ণুপাদ', 'পরমহংস' বা 'ভগবচ্চরণ' বলিতে উদ্যত হইলে দৈন্যের ছলনায় কপটতা করিয়া 'ঐ সকল বলিও না' বলিয়া নিজকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা হইতে বঞ্চিত ও ভক্তিবিধানকারীকে তাঁহার সেবাবৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যখন কোন কোন ব্যক্তি নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচারে সন্ন্যাসী দেখিয়া "জঙ্গম-নারায়ণ" প্রভৃতি বলিয়াছেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

—'বিষ্ণু বিষ্ণু' ইহা না কহিবা।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ, জীব—কিরণকণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্য-কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
যেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥

( চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১১, ১১২, ১১৫ )

সেই মহাপ্রভুই আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ ও তাঁহার নামের পূর্ব্বে

**'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিবার আদেশ প্রদান করিলেন।** ইহাদ্বারা আচার্য্য-দর্শনে জীব-দর্শন নাই—ইহা প্রমাণিত হইল। আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ-দর্শনই—গৌড়ীয়-দর্শন, আর আচার্য্যে জীব-দর্শন—কল্মষপাদ ( রাক্ষস )-দর্শন। আচার্য্য—অভিন্নকৃষ্ণ, তিনি বিষ্ণুপাদ, কিন্তু তাঁহাতে কৃষ্ণকোটিত্ব বা বিষ্ণুকোটিত্বের বিচার নাই। শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণকোটি নহেন—সেবককোটি। সর্ব্বদেবময়ত্ব আচার্য্যত্বের অন্তর্ভুক্ত। **আচার্য্য বলিব, অথচ 'বিষ্ণুপাদ' বলিব না—এইরূপ বিচার আচার্য্যের পদের ( Office-এর ) প্রতি অপরাধ—ভক্তিসিদ্ধান্তের নিকট অপরাধ।** "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" —এই উক্তির দ্বারা কি শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ Apotheosis বা জীবে ঈশ্বরকল্পনারূপ অপরাধের প্রশ্রয় দিয়াছেন ?

আচার্য্যতত্ত্বটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহের প্রকাশ, বা দিব্যজ্ঞান-প্রদান, শক্তিসঞ্চার—ইহা বিষ্ণুর কার্য্য। আচার্য্য ঐ সকল কার্য্য করিয়া বিষ্ণুর সেবা করেন। **দীক্ষাদাতা আচার্য্য 'বিষ্ণুপাদ' বলিয়াই একজনের বহু দীক্ষাদাতা হন না ;** কারণ, বিষ্ণু বহু হইতে পারেন না। বিষ্ণুর নাম-বৈচিত্র্য, রূপ-বৈচিত্র্য, গুণ-লীলা-বৈচিত্র্য হইতে পারে ; কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব বহু হন না। অতএব "যার যার গুরু, তার তার কাছে ; যার যার গৌর, তার তার কাছে" কিংবা "যার যার ইষ্ট, তার তার কাছে মিষ্ট" প্রভৃতি প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার সম্পূর্ণ অভক্তিপর। **আচার্য্যতত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বলিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যকে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায়ই 'বিষ্ণুপাদ' ও 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' বলা হইবে, নতুবা আচার্য্যত্ব-স্বীকার কপটতা মাত্র। অসূয়া বা মৎসরতা ঐ কপটতাকে অনভিবিলম্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়।** আচার্য্য—বৈকুণ্ঠবস্তু। বৈকুণ্ঠবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানেতর ভেদ নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম হইতে দীক্ষালব্ধ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতে অভিন্ন-বিচারে ও আচার্য্য-দর্শনে 'বিষ্ণুপাদ', 'পরমহংস', 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারাই ভূষিত করিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদের অনুগ শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল গৌরকিশোরের অনুগ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। অতএব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সতীর্থেরও এক পুরুষ নিম্নে—এরূপ প্রাকৃত-বিচার পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কাজেই **কোন সতীর্থ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের যোগ্যতম অধস্তন হইলেও আমরা যে কেবল তাঁহাকে**

**আমাদের সহিত সমান বা কিঞ্চিৎ উন্নত বিচার করিব**—আমাদিগের সখা, বয়স্য বা আমরা তাঁহার পাল্লাদার-বিচারে একজগদ্‌গুরুবাদ-স্বীকারকারী সিমাইট্‌দের অভক্তিপর বিচারের সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া তথাকথিত (Brotherhood) ব্রাদারহুড্ স্থাপন করিব ও একজনের নিকট মাথা বিকাইয়াছি মুখে বলিয়া কার্য্যতঃ যথেচ্ছাচারী ও স্বতন্ত্র হইবার অভিসন্ধিতে আনুগত্য-ধর্ম্মকে চুলায় দিব—এইরূপ উদ্দেশ্য নির্ব্বিশেষবাদ ও নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

---

# ভোগবাদ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৩ পৃষ্ঠার পর ]

ভগবানের স্ত্রী-রূপিণী মায়া এইরূপ প্রভাবশালিনী সত্য, কিন্তু তাহার প্রভাব অজিতেন্দ্রিয় ভোগবাদীর উপরেই কার্য্যকরী, পরন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তদ্দ্বারা পরাভূত হন না। দৈহিক বলাধিক্য এই স্ত্রী-রূপিণী ভগবন্মায়া জয়ের অনুকূল হয় না, বরং প্রতিকূল। দৈহিক বলশালী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলিও প্রবল হইয়া প্রবলভাবে ভোগপিপাসু হয় বলিয়া সে সহজেই মায়াকবলিত হইয়া থাকে। ভোগবাদই এক্ষেত্রে মূল কারণ জানিতে হইবে। এই মায়ার ছল-চাতুরী সম্বন্ধে কপিলদেব আরও বলিতেছেন,—

যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥

অনুবাদ—দেবনির্ম্মিতা যোষিৎরূপিণী মায়া শুশ্রূষাদির ছল করিয়া ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করিয়া থাকে। অজিতেন্দ্রিয় ভোগী তাহার এই ছলনাকে সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে, তজ্জন্যই সহজে তাহার কবলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ তৃণের দ্বারা আচ্ছাদিত কূপমধ্যে পতিত হইয়া যেরূপ মৃত্যু ঘটে, সেইরূপ তাহাকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিবেন।

আর্য্য মুনি-ঋষিগণ বিবাহপ্রথার দ্বারা ভোগবাদের অনুমোদন করেন নাই, পরন্তু ভোগবাদকে গর্হণ করত পরিবর্জ্জন করাইতে ইচ্ছা করিয়া

বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন—ইহা বিধি নহে। বহু স্ত্রী ভোগজনিত ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যাপক ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই ব্যবস্থা। বহু স্ত্রীতে যথেচ্ছভাবে অত্যধিক ভোগ করিলে ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, গণোরিয়া, সিফিলিস্, যক্ষা, কুষ্ঠ, হইতে নানাবিধ দুষ্ট ও গোপন রোগাক্রান্ত হইয়া ব্যক্তিগত ও সমাজগত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঋষিদের এই ব্যবস্থা—ইহা কখনই অনুমোদন নহে। অত্যন্ত ভোগপ্রবণ ব্যক্তিকে নিষেধ করিলেও সে তাহা অমান্য করিয়া গোপনে গোপনে ভোগকার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। ফলস্বরূপে সে তাহার নিজ জীবন এবং নিজ সন্বংশকেও পরম্পরাগত ভাবে অতীব রোগগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফেলে। মানবজন্মের মুখ্য ও চরম ফল হরিভজনের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

ভীষ্মদেব কাশীরাজের অত্যন্ত রূপবতী দুই কন্যাকে নিজে বিবাহ না করিয়া তাঁহার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ কন্যাদ্বয়ের অনুপম রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিচিত্রবীর্য্য অত্যধিকভাবে ভোগ করা হেতু যক্ষারোগাক্রান্ত হন এবং পুত্রোৎপাদন করিতে অক্ষম হইয়া অকালে কালগ্রস্ত হইয়াছিলেন। "দুশ্চর্ম্ম গুরুতল্পগঃ" বাক্যের দ্বারা কুষ্ঠরোগ ও আক্রমণ করে জানা যায়। এই সমস্ত কঠিন ও দুষ্ট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসকগণ স্ত্রীসঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে থাকিবার আদেশ বা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সুতরাং এই স্ত্রীসঙ্গ প্রশংসার্হ ও মঙ্গলজনক ক্রিয়া নহে। এইজন্যই সমাজকে রক্ষা করিতে ঋষিদের ব্যবস্থা—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি। (ভাঃ ৯।১৯।১৭)

অনুবাদ—মাতা, ভগ্নী অথবা দুহিতার সহিত সঙ্কীর্ণ আসনে (পরস্পর সংলগ্নগাত্রে নির্জ্জনে একাসনে) উপবেশন করিবে না, কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রকার ব্যবস্থাসমূহকে অগ্রাহ্য করত ভোগপ্রবণ দেশের অনুকরণে বর্ত্তমান ভারত কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। রাস্তাঘাটে, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, স্কুল-কলেজ, অফিসাদি কার্য্যালয়ে, সিনেমা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে ইহার বিষময় পরিণাম সহজেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। যৌবনে ইন্দ্রিয়সমূহ বলবান হয়। তখন যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটিলে বিদ্বান্ ব্যক্তিও সংযত থাকিতে সমর্থ হয় না। কায়িক ভোগ হইতে রক্ষা পাইলেও মানসিক ভোগ হইতে রক্ষা পাওয়া তাহাদের পক্ষে সুকঠিন।

বিশেষতঃ পারমার্থিক পথিকগণের পক্ষে ভোগবাদের অনুকূল এই প্রকার আচরণ অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের খেদোক্তি,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

অনুবাদ—ভবসাগরকে সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ীকে ও স্ত্রীলোককে সন্দর্শন করা বিষভক্ষণ করা অপেক্ষাও অমঙ্গলজনক। বিষভক্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটে; এই মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল আর কি হইতে পারে? এতদুত্তরে জ্ঞাতব্য যে, বিষভক্ষণ করিলে সেই দেহটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে পরন্তু বিষয়ীকে এবং যোষিৎকে সন্দর্শন অর্থাৎ ভোগনেত্রে দর্শন করিলে পরিণামে ভোগবাঞ্ছা-দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। এই ভোগবাঞ্ছা জন্য তাহাকে কত জন্ম হরিভজন বিমুখ হইয়া কাটাইতে হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভজনোন্মুখ সাধকগণকে সাবধান থাকিবার জন্যই তাঁহার পার্ষদ ছোট হরিদাস প্রভুকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ মুই তাহার বদন॥

আরও লক্ষ্যের বিষয় যে,—এই মৈথুনকার্য্য নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকারক বলিয়াই ঋষিগণ ইহার ব্যবস্থা গভীর রাত্রে পঞ্চপর্বকালে প্রদান করিয়াছেন। যদি ইহা প্রশংসার্হ ও মঙ্গলজনক হইত তবে দিবাভাগে ও প্রকাশ্যে ইহা ব্যবস্থিত হইত। যেমন শ্রীহরিনাম গ্রহণের ব্যবস্থা দিবাভাগে ও সর্ব্বকালে প্রকাশ্যে এবং উচ্চৈস্বরে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মৈথুনক্রিয়া কুকার্য্য বলিয়াই গভীররাত্রে ইহার ব্যবস্থা।

ইহা কুকার্য্য বলিয়াই চারিটী আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের প্রতি এই স্ত্রীসঙ্গম নিষিদ্ধ হইয়াছে। গৃহস্থগণকে আদেশ বা ব্যবস্থা প্রদান করিলেও "পঞ্চাশদূর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই বাক্যের দ্বারা তাহাদিগকেও স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। মনুর এই বাক্যকে গৃহস্থগণ না মানিলে পিতৃবাক্য লঙ্ঘন-জন্য অধঃপতন হইয়া থাকে। ঋষিদের বাক্যকে মান্য করিয়া ভোগীমানব বিবাহ করে, পরন্তু অত্যধিক ভোগাসক্ত হইয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলে ভার্য্যাগমন

বন্ধ বা ত্যাগ করিবার আদেশকে তাহারা লঙ্ঘন করিতেছে। এই পরিত্যাগের বেলায় শাস্ত্রের দোহাই কোথায় থাকে? ভোগী ব্যক্তিকে ভোগ করিও না বলিলেও সে ভোগবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেক্ষেত্রে তাহাকে কিছুটা ভোগ করিতে দিলে তখন তাহার পক্ষে পরিত্যাগ সম্ভবপর হইবে এই আশা করিয়াই তাহাকে বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সুফল লাভ হয় না। ভোগপ্রবৃত্তি এমনই দুর্ব্বার। অনাদিকাল হইতে জীব এই ভোগপ্রবৃত্তি প্রতিজন্মেই চরিতার্থ করিয়া আসিতেছে—এত দীর্ঘকালেও তাহার নিবৃত্তি কোথায়? বরং অধিকাংশক্ষেত্রে অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। পরম বিচক্ষণ যযাতি মহারাজ তজ্জন্যই মন্তব্য করিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৪)

অনুবাদ—ঘৃতাহুতিদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না।

এই যযাতি মহারাজের জীবনচরিত অতীব মঙ্গলজনক ও শিক্ষণীয়। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।—

অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের দেবযানী নামে এক কন্যা ছিল। শুক্রাচার্য্যেরই যজমান বৃষপর্ব্বা রাজার শর্ম্মিষ্ঠা নাম্নী কন্যা তাহার সখী ছিল। একদিন তাহারা সহস্র সখীর সঙ্গে পুরীমধ্যস্থ পুষ্পোদ্যানে অবস্থিত প্রফুল্লিত কমল-সৌরভান্বিত সরোবরের তীরে নিজ নিজ বস্ত্র উন্মোচন করত সরোবরের জলে পরস্পরের গাত্রে জল সিঞ্চনপূর্ব্বক জলবিহার করিতেছিল। এমন সময়ে বৃষারূঢ় গিরীশ ও উমাদেবীকে আগমন করিতে দেখিয়া ঐ কমলনয়না কন্যাগণ অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া তীরে উত্থানপূর্ব্বক বস্ত্রপরিধান করিল। অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য শর্ম্মিষ্ঠা ভ্রমবশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করে। ইহাতে দেবযানী অনিচ্ছাকৃত দুষ্টা শর্ম্মিষ্ঠাকে "যজ্ঞে কুক্কুরী যেরূপ যজ্ঞীয় হবি স্পর্শ করে তুই তদ্রূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিস" বলিয়া তিরস্কার করিল। দেবযানী আরও বলিল,—আমার পিতা সর্ব্বাত্মা শ্রীনিবাসের বন্দ্য ও পূজ্য, তদুপরি ভৃগুবংশজাত ব্রাহ্মণ। আর তুই আমারই পিতার অসুরকুলজাত শিষ্য বৃষপর্ব্বার কন্যা। শূদ্রের বেদ ধারণের ন্যায় অসতী তুই আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিয়াছিস।

দেবযানীর এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধে

সর্পিনীর ন্যায় মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধরোষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক গুরুপুত্রী দেবযানীকে কঠোর বাক্যে প্রতিতিরস্কার করিয়া বলিল,—

'ভিক্ষুকি! নিজেরা কি করিস্ তা না বুঝিয়া বৃথা আত্মগরিমা প্রকাশ করিতেছিস্ কেন? তোরা আমাদের গৃহদ্বারে কাকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিস্ না?' শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে এইপ্রকার কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্রোধে তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া একটী কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং গৃহে গমন করিল।

রাজা যযাতি মৃগয়া করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া ঘটনাক্রমে ঐ কূপের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং দেবযানীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া তাহার পরিধান নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিলেন এবং দেবযানীর হস্তধারণ-পূর্ব্বক তাহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। ইহাতে দেবযানী প্রেমার্দ্রা হইয়া বীর যযাতিকে বলিল,—হে শত্রুপুরী জয়কারী রাজন্! আমার যে কর আপনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কর যেন অন্য কেহ গ্রহণ না করে। আমার পাণি-গ্রহণজনিত আমাদের এই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ঈশ্বরকৃত, কোন জাগতিক ব্যক্তিকৃত নহে। বৃহস্পতিতনয় কচকে আমি ইতঃপূর্ব্বে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কচ আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম। তাহাতে সেও আমাকে "তোমার ব্রাহ্মণ পতি হইবে না" বলিয়া অভিশাপ দিয়াছে। রাজাও দেবযানীর করস্পর্শজনিত নিজকে তদ্গতচিত্ত জানিয়া এবং ইহা প্রতিলোম কার্য্য জ্ঞান সত্ত্বেও দেবযানীর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। তদনন্তর দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে পিতা শুক্রাচার্য্যসমীপে তাহার প্রতি শর্ম্মিষ্ঠার উক্তি এবং কূপে পাতনাদি সমস্তই নিবেদন করিল। ইহা শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্য অতীত দুঃখিত হইলেন এবং পৌরহিত্যকর্ম্মের নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করত দেবযানীকে সঙ্গে লইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন।

শর্ম্মিষ্ঠার পিতা বৃষপর্ব্বা জানিতে পারিলেন যে, শুক্রাচার্য্য রুষ্ট হইয়া তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবপক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। তজ্জন্য বৃষপর্ব্বা রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে শুক্রাচার্য্যের পদতলে স্বীয় মস্তক সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বাকে বলিলেন,—দেবযানীর অভিলাষ অনুসারে কার্য্য কর, সংসারে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। অনন্তর দেবযানী বলিলেন,—পিতাকর্ত্তৃক

প্রদত্তা হইয়া আমি যে স্বামীর গৃহে গমন করিব সখী শর্ম্মিষ্ঠাও সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হউক্। রাজা বৃষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলে সঙ্কট উপস্থিত হইবে বুঝিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন, শর্ম্মিষ্ঠাও পিতৃকর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া সহস্র সখীর সহিত দেবযানীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠাসহ দেবযানীকে যযাতির হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি এই শর্ম্মিষ্ঠাকে কখনও নিজ শয্যায় গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

যথাকালে দেবযানীর পুত্রলাভ হইল। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে সুপুত্রবতী দেখিয়া কোন সময় ঋতুকাল উপস্থিত হইলে দেবযানির পতি যযাতিকে নির্জ্জনে পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা করিল। রাজা যযাতি ধর্ম্মবিদ্ ছিলেন, সে-কারণ শুক্রাচার্য্যের বাক্য লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াও ঋতুস্নাতা শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

এদিকে দেবযানী যযাতি হইতে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভোৎপত্তি জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত অভিমান ও ক্রোধে মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজা যযাতি মহাক্ষমতাশালী জীব হইলেও ভোগপ্রবৃত্তিজনিত ইন্দ্রিয়দমনে অপারগ ছিলেন বলিয়া দেবযানীর অনুগমন করিয়া তাহার পদধারণপূর্ব্বক নানাপ্রকার অনুনয়-বিনয়পূর্ণ বাক্যদ্বারা কিছুতেই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না।

স্নেহপরায়ণ শুক্রাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি জরাগ্রস্ত হও" বলিয়া যযাতিকে অভিশম্পাত করিলেন। ইহাতে রাজা যযাতি বলিলেন,—হে পরমপূজ্য! আমি আপনার কন্যাকে ভোগ করিয়া এখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। আপনার এই অভিসম্পাত পক্ষান্তরে আপনার কন্যার প্রতিই প্রযুক্ত হইল। যযাতির এই বাক্যে শুক্রাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তুমি কাহারও যৌবনের সহিত ইচ্ছামত তোমার এই জরা বিনিময় করিতে পারিবে।

অনন্তর রাজা যযাতি তাঁহার পঞ্চপুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ চার পুত্রের নিকট তাহাদের যৌবন বিনিময় করিতে প্রার্থনা করিলেন। তাহারা কেহই পিতার প্রার্থনামত বিনিময় করিতে সম্মত হইল না। সর্ব্বকনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পুরু পিতাকে বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! যাঁহার কৃপায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, সেই পিতার প্রত্যুপকার করিতে ইহলোকে কেহই সমর্থ হয় না। এই কথা বলিয়া পুরু হৃষ্টচিত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিয়া আপন যৌবন পিতাকে প্রদান করিল। পিতা যযাতিও পুত্রের

যৌবন লাভ করিয়া যথোচিত বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রেয়সী দেবযানীও সর্ব্বদা নির্জ্জনে মন, বাক্য ও দেহাদিদ্বারা ভর্ত্তার পরমানন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ যযাতি এইরূপে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত বিষয়ভোগ অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগাদি করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, পরন্তু বহু যজ্ঞাদি দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা ও সৎসঙ্গ প্রভাবে নিজের অনিষ্ট বুঝিতে সক্ষম হয়েন এবং বৈরাগ্যবান্ হইয়া প্রিয়া দেবযানীর নিকট নিম্নোক্ত রূপক ইতিহাসটী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।—

হে ভৃগুনন্দিনি! পৃথিবীতে আমার ন্যায় আচরণকারী এক ব্যক্তি ছিল, তাহার আচরণের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ গ্রামবাসীর জন্য বনস্থিত ধীর ব্যক্তিগণও শোক করিতেন।

এক ছাগ বনমধ্যে নিজ প্রিয়বস্তু অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল। কামুক ছাগটী ঐ ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে কূপতটে শৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকা অপসারিত করত ছাগীর নির্গমনপথ প্রস্তুত করিয়া দিল। সুনিতম্বশালিনী সেই ছাগী কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল। ছাগী ঐ ছাগকে পতিত্বে বরণ করিল দেখিয়া অন্যান্য বহু ছাগীও ঐ স্থূলকায়, রেতঃ সেচক এবং মৈথুনাভিজ্ঞ ছাগকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইল। সেই অজশ্রেষ্ঠও একাকী অনেক ছাগীর আসক্তি চরিতার্থ করত কামগ্রস্ত হইয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিল। আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না। পরন্তু কূপ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত ছাগী নিজ প্রিয়তমকে অন্য ছাগীতে রমণাসক্ত দেখিয়া ছাগের এবম্বিধ কর্ম্মকে সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া কপট মিত্রবেশী বস্তুতঃ অমিত্র, ক্ষণকালের জন্য বন্ধুত্বাভিলাষী, কামুক নিজস্বামীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেল। স্ত্রৈণ ছাগটীও দুঃখিত হইয়া ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শব্দ করিতে করিতে তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না। ছাগী তাহার পালনকর্ত্তার নিকট গমন করিলে পালনকর্ত্তা ক্রোধভরে ছাগটীর লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছেদন করিয়া দিল। ছাগটী অত্যন্ত অনুরোধ করায়, উপায়জ্ঞ দ্বিজ নিজ পুত্রীর কামভোগার্থে পুনরায় ঐ অণ্ডদ্বয় সংযুক্ত করিয়া দিল। ভদ্রে! এইরূপে পুনরায় অণ্ডদ্বয় সংযুক্ত হইয়া ঐ ছাগ কূপলব্ধ ছাগীর সহিত বহুকাল বিষয়ভোগে অতিবাহিত করিল। তথাপি আজ পর্য্যন্ত তাহার কামভোগে তৃপ্তিলাভ হইল না। হে সুভ্রু! ঐ ছাগের ন্যায় দীন

আমিও তোমার প্রেমে মুগ্ধ ও যন্ত্রিত হইয়া আত্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ হইতেছি না। পৃথিবীতে যে-সকল ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু, স্ত্রী আছে, সে সমুদয়ও কামহত ভোগী ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। অতঃপর তিনি মহা সুসত্য উল্লিখিত "ন জাতু কামঃ কামানাং……" শ্লোকটী মন্তব্য করিয়াছেন।

সুতরাং এই ভোগবাদ মনুষ্য কেন কোন জীবকেই পরিতুষ্ট করিতে পারে না; পরন্তু তাহাকে পরম মোহাচ্ছন্ন করিয়া অত্যন্ত ক্লেশভাগী করিয়া থাকে। ভোগী ব্যক্তি যে সমস্ত বস্তু প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইলে সুখী হইবে বলিয়া যত্ন করেন, সেই সমস্ত বস্তু অনিত্য ও নিত্যক্লেশপ্রদানকারী বলিয়া কোনকালেই তদ্দ্বারা শান্তিলাভ ঘটে না। ভোগী অথবা কর্ম্মীজগৎ এই কারণে অদ্যাবধি শান্তি পাইতে পারেন নাই, পরন্তু বিপরীত ফল পাইয়া আসিতেছেন। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ ঋষি নিমিরাজকে লক্ষ্য করিয়া জগতকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।১৯)

অর্থ, বিত্তসম্পত্তি, গৃহ, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি পশু অথবা বর্ত্তমানকালের মোটরগাড়ী, হেলিকপ্টার প্রভৃতির প্রত্যেকটীই নিত্যার্ত্তিদ অর্থাৎ এইগুলির প্রত্যেকটীকে অর্জ্জন করিতে বহুক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্জ্জন করিলে ত' সুখী হইব বা শান্তি লাভ করিব। কিন্তু অর্জ্জিত হইলেও শান্তি দানের পরিবর্ত্তে অশান্তিই প্রদান করে। এই বস্তুগুলির কোনই নিত্যতা নাই, যে কোনও মুহূর্ত্তেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। তজ্জন্য তাহাদিগকে সংরক্ষণ করিতে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও ভীত হইতে হয়। ইহা অবশ্যই ধ্বংস পাইবে তৎকালেও মহা শোকাচ্ছন্ন হইতে হয়। সুতরাং এই বস্তুগুলি অর্জ্জন করিতে কষ্ট, রক্ষা করিতে কষ্ট বা ক্লেশ এবং ধ্বংস হইলেও ক্লেশ বা কষ্ট। নিত্যকালই ইহারা ক্লেশই প্রদান করে; শান্তি প্রদান করিবার বস্তু নহে। অতএব প্রচুর পরিমাণে ভোগের বস্তু সংগৃহীত হইলেও তাহাতে দুঃখ বা অশান্তি ব্যতীত ভোগবাদে সুখলাভ ঘটে না। যে যত অধিক ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করে সে তত অধিক ক্লেশ পাইয়া থাকে। যাহার একটী মাত্র পুত্র সে একটী পুত্রের জন্য ক্লেশ পায়; কিন্তু যাহার দশটী পুত্র, তাহাকে দশগুণ উদ্বেগ ও ক্লেশ পাইতে হয়। ( ক্রমশঃ )

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

# শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

২১শ বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব-তিথিপূজায়

## ভক্তি-অর্ঘ্য

হা-হা মোর প্রভুবর শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
একদা এ তিথিতে তুমি কৈলে অন্তর্দ্ধান॥
আর কি দেখিতে পাব তোমার চরণ!
আর কি তোমার স্নেহ পা'ব কোনদিন!!
আর কি ভাষণ তব পাইব শুনিতে!
আর কি লিখন তব দেখিব গ্রন্থেতে!!
তব আকর্ষণ কভু ভুলিতে কি পারি?
আঁখি-জলে ভাসি' সদা তব লীলা স্মরি॥
বহু মঠ ঘুরি' শেষে তোমার দর্শনে।
মোর 'ইষ্টদেব' বলি' জেনেছিনু মনে॥
শরণ লইনু ত্বরা তোমার চরণে।
তুমিও করিলে কৃপা হরিনাম দানে॥
আমা সম পাতকী ত' নাহি এ ভুবনে।
দীক্ষা লওয়া হইল না তব সন্নিধানে॥
কাছে পেয়েও হারাইনু মোর ভাগ্যদোষে।
কি ল'য়ে যাপিব দিন শূন্যতা অশেষে॥
সান্ত্বনা পাইনু মনে হেরি' তব প্রেষ্ঠে।
'রাজে যিনি তব দ্বিতীয় বিগ্রহ-ইষ্টে॥
তব সম চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট তাঁহারে।
'গুরু-মহারাজ'রূপে সবে পূজা করে॥

দীক্ষা লইবার তরে তাঁহার চরণে।
প্রার্থনা জানাই যবে ব্যাকুলিত মনে॥
সদয় হইয়া তিনি আমার উপর।
দীক্ষা দিয়া মোরে কৃপা করিলা প্রচুর॥
এবে গুরুমন্ত্র লভি' তব প্রেষ্ঠ-কাছে।
তাঁহার নির্দ্দেশে নিত্য জপ-ইচ্ছা আছে॥
আমার বিশ্বাস—কৃষ্ণসেবক সতত।
কৃষ্ণতুল্য সর্ব্বত্র সদাই বিরাজিত॥
গুরুমন্ত্র জপকালে আমার মানসে।
নিত্য তোমা হেরি' যেন মাতি ভক্তিরসে॥
এ হেন প্রার্থনা করি' তব পাদদ্বন্দ্বে।
বিরহ-ব্যাকুল হৈয়া এ অধম কান্দে॥
অর্ঘ্যরূপে অশ্রু-পুষ্প দিয়া তব পায়।
এ পতিত দাস তোমা প্রণাম জানায়॥

ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম-কৃপাপ্রার্থী পতিতাধম
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী

২৯শে পদ্মনাভ, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ
শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর

( শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল )
বড় বহরকুলি ( বর্দ্ধমান )

---

"জনমতের সংখ্যাধিক্য লইয়া সত্য বিচার্য্য হইলে সত্যের পক্ষেরই—বিশেষজ্ঞগণেরই হার হইবে, একথা ঠিক; তাই বলিয়া সত্যকে কখনও উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। মিথ্যা-পক্ষ সত্যকে চাপা দিবার জন্য কত প্রযত্নই না করিয়া থাকে; কিন্তু পরিশেষে সত্যেরই জয় দেখা যায়।"

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ

# শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর ]

"ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকপূজিতঃ।"—সেই রকম বাঁশী। রহস্য করে বৈষ্ণব কবি বলেছেন,—ওহে গৃহি! কেশীতীর্থে যে গোবিন্দদেব বিরাজিত, তাঁকে দর্শন করতে যেও না। কেন, গেলে কি হবে?—গেলে তুমি আর সংসারে ফিরে আসতে পারবে না। যদি তোমার সংসারে স্পৃহা থাকে, তাহলে তুমি সেই গোবিন্দদেবকে দর্শন করতে যেও না। তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে পিছটান থাকলে হবে না।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরাকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ॥

বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, থাকে অভিলাষ,
থাকে অভিলাষ।
তবে মোর কথা রাখ, যেয়ো নাকো যেয়ো নাকো,
মথুরায় কেশীতীর্থ-ঘাটের সকাশ॥
গোবিন্দবিগ্রহ ধরি, তথায় আছেন হরি,
নয়নে বঙ্কিম-দৃষ্টি, মুখে মন্দহাস।
কিবা ত্রিভঙ্গম ঠাম, বর্ণ সমুজ্জ্বল শ্যাম,
নবকিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ॥
অধরে বংশীটী তার, অনর্থের মূলাধার,
শিখিচূড়াকেও ভাই ক'রো না বিশ্বাস।
সে মূর্ত্তি নয়নে হেরে, কেহ নাহি ঘরে ফিরে,
সংসারী গৃহীর যে গো হয় সর্ব্বনাশ।
তাই মনে বড় ত্রাস।
ঘটিবে বিপদ ভারী, যেয়ো নাকো হে সংসারি,
মথুরায় কেশীতীর্থ-ঘাটের সকাশ॥

সেই যে রূপমাধুরী, সেই যে বেণুমাধুরী, যাঁরা একবার দর্শন করেছেন—উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের থেকে দূরে সরে যেতে পারেন না, পারবেন না।

তাস্তথা ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ॥

সেইসকল দ্বিজপত্নীগণ ভগবানের দর্শনার্থী হয়ে সবকিছু পরিত্যাগ করে হাজির হয়েছেন ভগবানের কাছে। যখন ভগবান্ জিজ্ঞাসা করছেন,—

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥

হে ভাগ্যবতীগণ! তোমাদের সুখে আগমন হয়েছে ত'? বহু বাধা, বহু কষ্ট স্বীকার করে তোমরা এসেছ আমাদের দর্শনাশায়, আমি তোমাদের কি প্রিয় আজ্ঞা পূরণ করতে পারি বল।

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলা স্বার্থদর্শিনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥

কৃষ্ণ বুঝাচ্ছেন তাঁদের, তোমরা যে শত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে আমার দর্শনাশায় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছ, এটা তোমাদের সঙ্গত হয়েছে। এতে তোমাদের ভুল হয় নাই। কারণ, স্বার্থদর্শী-বিবেকী ব্যক্তি আত্মা এবং পরমাত্মারূপী আমার প্রতি ফলানুসন্ধানরহিত নিরন্তরা ভক্তির আচরণ করেন। আমাকে তাঁরা ভালবাসেন, আমাকে না দেখলে তাঁরা থাকতে পারবেন না। তোমরা যে আমাকে দর্শন করতে এসেছ বহু প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে, এটা তোমাদের সদ্‌গুণেরই পরিচায়ক। আমার প্রতি স্নেহ-মমতা আছে, তাই তোমরা এসেছ।

আত্মা এবং পরমাত্মা—দুটো কথা বললেন এখানে। জীবাত্মা ভগবানকে ভালবাসে, তিনিই পরম প্রেমাস্পদ, তিনিই প্রীতির আস্পদ। শাস্ত্রে রয়েছে—তাঁকেই লক্ষ্য করে জগতে ভালবাসাবাসি। এটা যতক্ষণ না বুঝতে পারি, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃত স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রীতি ইত্যাদির মূল্যায়ন হতে পারে না, হয় না। সেইকথাই ভগবান্ এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন। আত্মা পরমাত্মাকে ভালবাসেন—ভগবানকে ভালবাসেন, যেহেতু ভগবান্ প্রেমাস্পদ। 'প্রেম'-শব্দটা ভগবানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে শাস্ত্রে। আপনারা ভুল বুঝবেন না আমাকে, শাস্ত্রে রয়েছে জিনিসটা। 'প্রেম' বিশেষণটা ভগবানের প্রতিই বিশেষক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। যদি এটা মনুষ্যের 'পরে ব্যবহার করা হয়, তাহলে একে Misappropriation বলা হবে; তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের যথাযথ প্রয়োগ বলা যাবে না।

ভক্তের ত্রিবিধ অধিকার বিচার করেছেন শাস্ত্রে—কনিষ্ঠাধিকারী,

মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী ভক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তের কথা বর্ণনা করেছেন,—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজার্চ্চন করছেন, অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহকে, ঠাকুরকে মানেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে; কিন্তু ভগবদ্ ভক্তকে তিনি সেরকম সম্মান করতে পারেন না। কি রকম?—তাঁর গৃহে একজন মহাভাগবত পরমবৈষ্ণব এসে হাজির হয়েছেন। তিনি ঠাকুর ঘর থেকে বলে দিলেন,—বসতে বল। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে—কোন বিশেষ বৈষ্ণব যদি অতিথিরূপে সমাগত হন, তাহলে আগে গৃহস্থের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হবে এবং তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেই পুনরায় পূজার্চ্চনের জন্য ঠাকুর-মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু প্রাকৃত ভক্ত—কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি এ বিচার বুঝে উঠতে পারেন না। মধ্যমাধিকারী ভক্তের কথা বর্ণনা করেছেন ভাগবতে,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

ঈশ্বরে, তদধীন ভক্তে, বালিশে অর্থাৎ অতাত্ত্বিক ব্যক্তি—যার তত্ত্বদর্শন লাভ হয় নাই এবং 'দ্বিষৎসু চ' অর্থাৎ যারা ভগবৎ ও ভাগবত-বিদ্বেষী—এই চার ব্যক্তির প্রতি কিরূপ ব্যবহার সেটা বর্ণনা করেছেন,—ঈশ্বরে—প্রেম, ভক্তে—মৈত্রী, বালিশে—কৃপা এবং বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা—Indifference নীতি। এই হল মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। 'ভগবৎ-প্রেম' শব্দটার সব জায়গায় ব্যবহার আছে। সুতরাং 'প্রেম'-শব্দটা প্রযুক্ত—Applicable হবে শুধু ভগবানের ক্ষেত্রে। এই শব্দটা বিশেষণরূপে যদি অন্য কোন প্রাকৃত বস্তু ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে লাগান হয়, তাহলে ভুল হবে। পশ্চিম দেশে আমরা শুনতে পাই,—'আপ্‌কে সাথ মেরা বহুত প্রেম হ্যায়।' এটা ত' মানুষে মানুষে শ্রদ্ধা-স্নেহ-প্রীতির কথা হল। কিন্তু 'প্রেম'-শব্দের অর্থ এতটা সহজ নয়। শাস্ত্রে যে 'প্রেম'-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

সুতরাং 'প্রেম'-শব্দের অর্থ-সুদূরপ্রসারী। ভগবানকে যদি ভালবাসতে যাই, তাহলে 'প্রেম'-শব্দ এসে যায়। 'প্রেমের ঠাকুর গোরা' কথাটা সাধু-

শাস্ত্র-গুরুবাক্যে পাওয়া যায়। এটা অন্য কোন জাগতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয় নাই। 'মনুষ্য-প্রেম' কথাটা বললে ইহা তত্ত্ব-সিদ্ধান্তসম্মত হয় না। এখানে ভগবান্ বলছেন যে,—জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভালবাসে, তিনি ভালবাসার পাত্র, তিনি প্রেমের পাত্র, সেইজন্য তাঁকে ভালবাসে।

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম-দারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্বপরঃ প্রিয়ঃ॥

কৃষ্ণ আবার সেই যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণকে লক্ষ্য করে বলছেন,—যে আত্মার সম্বন্ধবশতঃ প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মীয়, দেহ-গেহ, ধন-জন প্রভৃতি বস্তুসকল প্রিয় হয়, সেই আত্মার অধিক প্রিয় বস্তু আর কি হতে পারে? আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এখানে। আপনারা অনেকেই উপনিষৎ আলোচনা করেন। উপনিষদের ভিতরে একটী উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যানটী এখানে বলা চলে।—

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রী—মৈত্রেয়ী ও গার্গী। গার্গী হলেন গৃহকর্ম্ম-নিপুণা, আর মৈত্রেয়ী হলেন বৈদিক বিদুষী মহিলা, বেদ পারঙ্গতা। শাস্ত্র-বিচার হচ্ছে মাঝে মাঝে গার্গীর সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের। যাজ্ঞবল্ক্য দুই স্ত্রীকে সংসারের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করবেন। এসে হাজির হলেন মৈত্রেয়ী। জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীকে—এটা কি হচ্ছে? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন,—আমি এখন সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, তাই তোমাদের সব ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছি, পাছে তোমাদের মধ্যে যদি কোনরূপ গণ্ডগোল হয়। তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করছেন,—যা আমাদের দিয়ে যাচ্ছ, এরদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যাবে ত'? না, এরদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। 'যেনাহম্ নামৃতঃ স্যাম্ তেনাহং কিমকুর্য্যাম্।'—যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না—ভগবানকে পাওয়া যায় না—ভক্তিলাভ করা যায় না, সে জিনিস দিয়ে কি করব? তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন,—আমাকে তোমরা স্নেহ কর ত', ভালবাস ত'? বললেন—হ্যাঁ। তোমরা ভগবানকে যদি ভালবাসতে পার তাহলে আমার প্রতি ভালবাসা ঠিক আছে। আর যদি সেই প্রেমাস্পদ ভগবানকে ভালবাসতে না পার, তাহলে আমার প্রতি তোমাদের কোন ভালবাসা টিকবে না। ঐরূপ স্নেহ-মমতার কোন মূল্য নাই। তখন মৈত্রেয়ী বলছেন,—তাহলে তুমি চলে যাচ্ছ কেন? শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে—'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ'। শাস্ত্রের সেই নির্দ্দেশানুসারে আমি ত্যক্তাশ্রমে চলে যাচ্ছি। তোমরা এইখানেই থাকবে। এইখানে গার্হস্থ্যাশ্রমে থেকেই তোমরা সাধনা-

দ্বারা সিদ্ধিলাভ করবে; এই সাধনার ক্ষেত্রই হল প্রধান। আমরা কেউ গৃহীই হই আর কেউ সন্ন্যাসীই হই, সবাইয়ের পক্ষে একই ব্যবস্থা, একটুও তফাৎ নাই। গৃহস্থগণের ভিতরে অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা করেন,—তাঁদের কিছু Special concession পাওয়া দরকার, কিছু Commission মেলা প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্র আলোচনা করে দেখছি দুজনের পক্ষে একই উপদেশ, কোন পার্থক্য নাই।

গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥

একই ব্যবস্থা। তা ওখানে ত' চালাকি-চাতুরী চলবে না। Discipline টা ত্যাগীরও যা, গৃহীরও তা। সেখানে ত' কোন Concession বা Commission-এর কথা নাই। ঈশ্বরের আরাধনা করতে গেলে সেখানে কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উপায় নাই। সকলের জন্য যে Discipline আছে, সেই Discipline পালন করে যেতে হবে। তা না হলে কল্যাণ কোথায়? 'কষ্ট কর্‌লে কেষ্ট পায়'—কথাটা আছে। সাধন-ভজনের যে ক্লেশ আছে সেটা ভগবৎ-সেবানুকূল্যেই স্বীকার করতে হবে আমাদের। ফাঁকি দিয়ে কি কিছু পাওয়া যায়?—না, কিছু হয় না।

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥

কৃষ্ণ বলছেন,—দেখ, তোমরা আমাকে ভালবাস, এ কথাটা ঠিক। কিন্তু যদি আমাকে সত্যই ভালবাস, তাহলে আমার কথা তোমাদের শুনতে হবে। আমি বলছি—আমার দর্শন ত' তোমাদের হল, তোমরা এখন গৃহে ফিরে যাও। কেন? গৃহে ফিরে না গেলে কিছু অসুবিধা আছে। তোমাদের স্বামীরা—অভিভাবকগণ যে যজ্ঞ করছেন, সে যজ্ঞ সমাপন করতে গেলে স্ত্রীগণকেও তথায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। মন্ত্রপাঠ করতে হবে একসঙ্গে। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও। তাঁরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এই কথা শুনে দ্বিজপত্নীগণ কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। শ্রীপত্ন্য ঊচুঃ,—

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥

হে ভগবান্! আগে শুনেছিলাম, তুমি নাকি খুব নিষ্ঠুর। তোমার

ভজন-সাধন যাঁরা করেন, তাঁরা প্রায়ই বলেন—তুমি নাকি খুব নির্দ্দয়। আজ দেখছি, সত্যই তুমি সেই নিঠুর কানাই। আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে এটা আজ উপলব্ধি করছি। তুমি এইরূপ নৃশংস বাক্য বললে! এটা বলা তোমার ঠিক হয় নাই। আমরা ত' তোমার পাদমূলে নিপতিত। তুমিই ত' শাস্ত্রে বলে রেখেছ—যাঁরা আমার দর্শন পান, তাঁদের পুনরায় আর সংসারে ফিরে যেতে হয় না। তাঁদের আর প্রাকৃত সংসার-বন্ধন থাকে না। কিন্তু আজ আমরা তোমার দর্শনাশায় এসেছি, আর তুমি বলছ কিনা—তোমরা সংসারে ফিরে যাও। এ কি কথা তোমার! আমরা ত' সমস্ত বন্ধুবান্ধব, পতি-পুত্র ও আত্মীয়বর্গের কথা অমান্য করে এসেছি—তোমাকে দর্শন করতে। তাঁরা কি আমাদের ঘরে নেবেন? তুলবেন আমাদের ঘরে?

গৃহন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো নান্যা ভবেদ্গতিরবিন্দম্ তদ্বিধেহি॥

হে অরিন্দম! হে শত্রুনিসূদন! হে মধুসূদন! আমরা তোমার পাদমূলে পতিত। আমরা বুঝতে পারছি আমাদের পতি বা স্বামীরা আর আমাদের ঘরে নেবেন না। 'পিতরৌ সুতা বা'—আমাদের পিতা, মাতা, পুত্রগণ ও আত্মীয়স্বজনগণের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছি, একরকম বলতে গেলে। তাঁদের কথা মান্য করি নাই। সেজন্য আমরা সবাই মিলে তোমার চরণে পড়ছি, তুমি আমাদের আশ্রয় দাও। তুমি নিখিলাশ্রয় ভগবান্। শ্রীভগবানুবাচ,—

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥

কৃষ্ণ বলছেন,—তোমরা ত' খুব চিন্তান্বিত হয়েছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু দেখ, আমার দর্শনের জন্য তোমরা এসেছ। এতে কিছু অন্যায় হয় নাই। আমার আশীর্বাদ তোমাদের 'পরে থাকল, তোমাদের স্বামীরা তোমাদের প্রতি কোনরকম কটূক্তি করবেন না। আমার অনুজ্ঞাবশতঃ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু ইত্যাদি আত্মীয়গণ কেহই তোমাদের উপর দোষারোপ করবেন না। দেবতাগণও আমাকে 'পরমেশ্বর' বলে মানেন। তোমরা আমার আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশ শুনবে না?

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥

'ন প্রীতয়েঽনুরাগায়'—যদি সত্যই তোমরা আমাকে ভালবাস, স্নেহ কর, তাহলে আমার কথা শুনতে হবে তোমাদের, আমার আজ্ঞা তোমাদের পালন

করতে হবে। এটাই হল প্রেম-প্রীতির লক্ষণ। অতএব তোমরা গৃহে ফিরে যাও। সেখানে থেকে আমার চিন্তা-ভাবনা করবে, আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাবে তোমরা।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥

তোমরা মনে করছ যে আমার কাছে সবসময় থাকলে বোধ হয় তোমাদের কল্যাণ হবে। অনেক সময় ওটা হয় না। কেন? যাকে বলছেন মিলন এবং বিরহ, সেই দুটো নিয়ে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন এখানে। মিলন যতটা মধুর তার থেকেও অনেক বেশী মধুর বিরহ। সেই জিনিসটা বুঝাতে চাচ্ছেন এখানে। যে ভাব প্রচার করবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র রাধাভাবে এ জগতে প্রকটিত হয়েছেন। "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"—তিনি এ জগতে ইহা প্রচার করতে এসেছেন। ভগবানকে পেতে গেলে চিত্তের কি আকুলতা-ব্যাকুলতার প্রয়োজন সেটা স্বয়ং ভগবান্ জগদ্বাসীকে জানাতে এলেন শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তিতে। এখানে তাই বলছেন। তোমরা মনে করছ আমার কাছে থাকলে বুঝি আমার প্রতি অধিক স্নেহ দেখান হবে, কিন্তু তা নয়। আমার আজ্ঞা যাঁরা পালন করেন, সেইভাবে যাঁরা নিজেদের জীবন পরিচালিত করেন, তাঁরাই ঠিক ঠিক আমাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন। আরও একটা কথা সমাজে প্রচলিত আছে—"Too much familiarity breeds contempts." আপনারা জানেন একথাটা। অধিক মেলামেশি, অধিক মাখামাখি উপেক্ষা, ঘৃণার উদ্রেক করায়। সেটাও ভগবান্ মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে ভুল বুঝবে না তোমরা, আমি ত' স্বয়ং ভগবান্। সাধনার ক্ষেত্রেতে অধিকার অনুসারে সাধক-সাধিকারা আমাকে সেইভাবে লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি অধিকার বিপর্য্যয় হয়ে যায়, তাহলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসেতে আমিই লক্ষ্য। অধিকার কখনও হারিয়ে ফেল না তোমরা, উল্টোপাল্টা কর না কখনও। আমার আজ্ঞা পালন করাটাই সবথেকে বড় কথা। মুনি-ঋষিগণও আমার আজ্ঞা পালন করে এই সংসারে সাধন-ভজন করে যাচ্ছেন, জগতের শিক্ষার জন্য আদর্শ রেখে যাচ্ছেন। তা তোমরা আমার আজ্ঞা নিশ্চয়ই পালন করবে। 'প্রতিযাত ততো গৃহান্'—সুতরাং আমার অনুরোধ, আমার নির্দ্দেশ, উপদেশ—তোমরা তোমাদের বাড়ীতে ফিরে যাও। শ্রীশুক উবাচ,—

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বস্তার্ভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্॥

যখন ভগবান্ বলছেন তখন তাঁরা আর তাঁর আজ্ঞা অমান্য করতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে যজ্ঞভূমিতে গিয়ে স্বামিগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই যজ্ঞ সমাপন করলেন। উপাখ্যান বলতে গিয়ে বেদব্যাস কিছু অংশ বাদ দিয়ে চলে গেছেন। সেই অংশটুকু আবার ঘুরিয়ে আনছেন।

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্॥

যখন যাজ্ঞিক পত্নীগণ ঘর থেকে কৃষ্ণের জন্য খাবার নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন তখন সকলেই এসেছেন, কিন্তু একজনের স্বামী তাঁকে ঘরে দরজা বন্ধ করে আটকে রেখেছিলেন। তাঁর কি গতি হয়েছিল সেটা বর্ণনা করছেন এখানে। 'হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্॥' মনে মনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আমার সঙ্গীসাথীরা সবাই চলে গেলেন, আর আমাকে আটকে রাখলে। এই নশ্বর শরীরের 'পরে তোমার (স্বামীর) অধিকার আছে, কিন্তু আমার যে আত্মা সে আত্মার প্রতি অধিকার তোমার নাই। সেই আত্মার সহিত যদি তোমার পরিচয় হত তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ঘরে আটকাতে পারতে না। তখন তিনি কি করলেন?—ভগবানে তন্ময় হয়ে, তদ্গতচিত্ত হয়ে তিনি দেহ বিসর্জ্জন করলেন এবং অপ্রাকৃত আত্ম-শরীরে ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হলেন। এই ঘটনাটা এখানে বর্ণনা করেছেন। এটা কি হয়? হ্যাঁ, এটা হয়। এটা বাস্তব। বহু উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছি।—

দক্ষযজ্ঞে দক্ষের সভায় শিবঠাকুরের নিমন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু তথাপি উমা সেখানে যাবেন বলে শিবঠাকুরকে অনুরোধ ও পীড়াপিড়ি করতে লাগলেন—আমি যাব, আমি যাব। শিবঠাকুর বললেন,—দেখ, আমি ত' জামাতা হই। তা আমার ত' একটা নিমন্ত্রণ প্রয়োজন। কিন্তু আমি কোন নিমন্ত্রণ পাই নাই। সুতরাং কি করে আমি যাব ওখানে। তখন পার্ব্বতীদেবী বললেন,—না, আমার কোন নিমন্ত্রণ লাগবে না। তদুত্তরে শিব বললেন,—ঠিক আছে, যদি তোমার নিমন্ত্রণ না লাগে তাহলে তুমি যাও, তোমাকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিবানী সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছে। সেই যজ্ঞেতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁর সব ভগ্নীগণ, জামাতাগণ। শুধু শিবঠাকুর নিমন্ত্রিত হন নাই। শিবের কোন যজ্ঞভাগ নাই সেখানে। (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

# শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**
( রেজিষ্টার্ড )
ফোন—২৪৭

**শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )।
৫ই পৌষ, ১৩৯৬ ; ইং ২১।১২।১৯৮৯

**নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।**
**দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥**

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্যারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ২৯শে মাঘ, ১৩৯৬ ( ইং ১২।২।৯০ ) সোমবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ১লা ফাল্গুন ( ইং ১৪।২।৯০ ) বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

**সভ্যবৃন্দ,**
**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**

---

দ্রষ্টব্য ঃ—২৯শে মাঘ, সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমা-সূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

৩০শে, মাঘ, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১লা ফাল্গুন, বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরতন্ত্র।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ৩ মাধব, বাসুদেব, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ
২৯শে পৌষ, রবিবার, ১৩৯৬, ইং ১৪।১।৯০ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীহিন্দোল-লীলা-বর্ণনম্ ( মধ্যাহ্ন-স্মারকম্ )

( শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে চতুর্দ্দশ-সর্গে—৬১-৬৮ )

পুত্রাশ্চর্য্যমভূদেকং রাধাকৃষ্ণৌ পুরঃ স্থিতৌ।
যুগপদ্দদৃশুঃ সর্ব্বাঃ স্ব-স্বাভিমুখতাং গতৌ॥ ৬১॥

সেই হিন্দোলিকায় একটী আশ্চর্য্য বিষয় লক্ষিত হইল এই যে, সকল সখীই এক সময়ে নিজ নিজ সম্মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৬১॥

পুনরান্দোলনাত্তাভির্বৃন্দা-কুন্দলতাদিভিঃ।
দোলায়ামতিলোলায়াং চিত্রমাসীদিদং পরম্॥ ৬২॥

অনন্তর বৃন্দা ও কুন্দলতাদি সখীগণ সেই হিন্দোলাকে পুনর্ব্বার আন্দোলিত করিলে, তাহাতে অপর এই একটী আশ্চর্য্য প্রকাশ হইল যে॥ ৬২॥—

তাসাং দলালীং পরিতঃ স্থিতানাং
পার্শ্বে হরিঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-দম্ভাৎ ॥
তিষ্ঠন্নমূভিঃ সহসোপগূঢ়ঃ
শ্রীরাধয়ান্যাভিরপি ব্যলোকি ॥ ৬৩ ॥

সেই অষ্টদলে অবস্থিত সখীগণের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবিম্বচ্ছলে অবস্থিত হইয়া ঐ সকল সখীগণকর্ত্তৃক সহসা আলিঙ্গিত হইলেন, ইহা দেখিয়া শ্রীরাধা ও অন্যান্য সখীসকল শ্রীকৃষ্ণকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনাচ্ছন্নেঽন্তোদৈর্দিবসকর-বিম্বোপরি স চে-
ন্নবান্তোদব্যূহঃ প্রকট-চপলাভিঃ সুবলিতঃ।
মহাবাত্যোদ্‌ভ্রান্তঃ সততমভবিষ্যত্তত ইত-
স্তদা তস্যাঘারেরুপমিতিমলপ্স্যন্ত কবয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য শোভা এই যে, সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগ যদি মেঘসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত না হয় এবং স্থিরতর বিদ্যুৎসমূহ যদি অভিনব জলধর-মণ্ডল সংযুক্ত ও মহাবায়ু-সমূহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করে, তবে পণ্ডিতগণ তদ্দ্বারা এই সখীবেষ্টিত ও হিন্দোলিকোপবিষ্ট অঘারি শ্রীকৃষ্ণের উপমা লাভ করিতে পারেন ॥ ৬৪ ॥

রাধাদৃগিঙ্গিতনয়াল্ললিতামঘারি-
রাকৃষ্য দক্ষিণ-ভুজং বিনিধায় তস্যাঃ।
কণ্ঠে পরং ভুজমসৌ দয়িতাংস-দেশে
মধ্যে তয়োঃ স বিবভৌ তড়িতোরিবাব্দঃ ॥ ৬৫ ॥

অঘারি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নেত্রভঙ্গীহেতু ললিতাকে আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধোপরি দক্ষিণ বাহু, শ্রীরাধার স্কন্ধে বাম বাহু সমর্পণ করত দুইজনের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দুইটী বিদ্যুতের মধ্যগত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

কৌন্দ্যব্রবীৎ পশ্যতাল্যো জ্যোতিশ্চক্রে চলে পুরঃ।
রাধানুরাধয়োর্মধ্যে পূর্ণোঽয়মুদিতো বিধুঃ ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর কুন্দলতা কহিলেন,—ওহে সখীগণ! সন্দর্শন কর, সম্মুখবর্ত্তী চঞ্চল জ্যোতিশ্চক্রে শ্রীরাধা ও অনুরাধা অর্থাৎ শ্রীরাধা ও ললিতার মধ্যবর্ত্তী এই পূর্ণ ( সমস্ত কেলি-কলাকুশল ) বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

এবং বিশাখিকাদ্যাস্তাঃ ক্রমাদাকৃষ্য মাধবঃ।
আলিঙ্গ্য দক্ষিণাংসেঽমূর্হিন্দোল-সুখমন্বভূৎ ॥ ৬৭ ॥

তৎপর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বিশাখা প্রভৃতি সখীগণকে যথাক্রমে দক্ষিণস্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করত হিন্দোলালীলার সুখ সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ।

থাবরুহ্য হিন্দোলাদ্দাভ্যাং দ্বাভ্যাং বিরাজিতম্।
বিশাখা-ললিতাদিভ্যাং শ্রীরাধান্দোলয়ৎ প্রিয়ম্ ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা হিন্দোলিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই হিন্দোলার উপরি বিশাখা ও ললিতাদি দুই দুইটী সখীর মধ্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

---

# জ্ঞান

## স্মার্ত্ত-কর্ম্মী, যোগী, মায়াবাদী প্রভৃতির জ্ঞান—খণ্ডজ্ঞান

জ্ঞান কি?—এই প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন যে, মানবের ইন্দ্রিয়গণ বিষয় স্পর্শ করিয়া যে অনুভূতি লাভ করে, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির দ্বারা যে-সকল অনুভূতি হয়, তাহাই জ্ঞান। কেহ বলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মানুভূতিই জ্ঞান। বিলাতে কোন কোন পণ্ডিত জ্ঞানকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগকে Knowledge এবং অপর ভাগকে Wisdom বলেন। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ব্যক্তি জ্ঞান-শব্দের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেন না। খণ্ডার্থ লইয়া বাগাড়ম্বরে কালযাপন করেন।

### জ্ঞানের অভাবে জ্ঞেয় নিরর্থক

বস্তুতঃ জ্ঞানই জগতে একমাত্র তত্ত্ব। জ্ঞেয়-বস্তু জ্ঞান হইতে পৃথক হইলেও জ্ঞানাভাবে জ্ঞেয়-বস্তু নিরর্থক হয়। সুতরাং সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বশাস্ত্রেই জ্ঞানের অপরিসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

### জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পরস্পর সম্বন্ধ

'জ্ঞান'-শব্দ উল্লেখ করিতে গেলেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতার পৃথক্ পৃথক্ ভাব উদয় হয়। যিনি অনুভব করেন, তিনি পরিজ্ঞাতা। যে বস্তু অনুভূত

হয়, তাহা জ্ঞেয়। অনুভব-কার্য্যই জ্ঞান। আবার পরিজ্ঞাতা অন্যের দ্বারা অনুভূত হইলে জ্ঞেয়-শ্রেণীভুক্ত হন। অপর জ্ঞানদ্বারা আলোচিত হইলে জ্ঞানও জ্ঞেয়-বস্তু হয়। জ্ঞেয়-বস্তু যখন অন্য বস্তুকে অনুভব করেন, তখন তিনি পরিজ্ঞাতা। সুতরাং জ্ঞান স্বরূপতঃ এক বস্তু এবং সম্বন্ধতঃ তিন বস্তু।

## 'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'স্বরূপে'র বিচারে অনর্থের উৎপত্তি

স্বরূপকে সম্মান করত সম্বন্ধকে হেয়-জ্ঞান করা অন্যায়। কেননা, স্বরূপ মাত্রেরই সম্বন্ধ-ভাব নিত্য। একটী অখণ্ড স্বরূপ মাত্র স্বীকার করিয়া সম্বন্ধ-সকলকে অস্বীকার করিলে তত্ত্বের চরিতার্থতা হয় না। এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিয়াই মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ মহা-অনর্থ জীবের হৃদয়ে উদিত হয়। স্বরূপ ও সম্বন্ধ উভয়েই যুগপৎ নিত্য। সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা স্বরূপতঃ এক অখণ্ড-তত্ত্ব হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে পৃথক্‌রূপে বর্ত্তমান। এবম্বিধ বিপরীত ব্যাপার কেবল ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি হইতেই সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। জীবের পরিসীম জ্ঞানে তাহা উপলব্ধ হয় না।

## জীবে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্ব

পরমেশ্বর পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপ। জীব সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ। পরমেশ্বরের জ্ঞান আমাদের আলোচ্য নয়। জীবের জ্ঞান আমাদের পক্ষে আলোচ্য। অতএব আমরা জীব-জ্ঞানের আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, জীবে জ্ঞান, জ্ঞেয়ত্ব ও পরিজ্ঞাতৃত্ব নিত্য বর্ত্তমান আছে।

## বদ্ধ ও মুক্ত জীবদ্বয়-মধ্যে বদ্ধজীবের জ্ঞানই আলোচ্য

জীব-জ্ঞান ত্রিবিধ। জীব যাহা অনুভব করিতে পারেন, তাহাই জীব-জ্ঞান। জীব মুক্ত-বদ্ধ-ভেদে দুই প্রকার। মুক্তজীব পরমেশ্বর-প্রসাদ লাভ করিয়া কতদূর অনুভব-রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন, তাহা আমরা বিচার করিতে সক্ষম নই। কেবল বদ্ধজীবের অনুভব সম্বন্ধে আমাদের বিচার চলিতে পারে।

## স্থূল-জ্ঞান ও লিঙ্গ-জ্ঞান চিন্ময় নহে

বদ্ধজীবে জীবের স্বরূপ, লিঙ্গরূপ ও স্থূলরূপ—এইপ্রকার তিনটী পৃথক্ পৃথক্ সত্তা আছে। স্থূল-সত্তায় জীবের জ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা সংগৃহীত। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তত্তদ্‌বিষয়-সংস্পর্শের দ্বারা যে জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহাই স্থূল-জ্ঞান। সেই স্থূল-জ্ঞান অন্তরেন্দ্রিয়রূপ মনে নীত হইলে মনের সংকল্প-বিকল্প, গৌরব লাঘব

ইত্যাদি বৃত্তিক্রমে কল্পনা ও বিভাবনাদ্বারা যে একপ্রকার নূতন শ্রেণীর জ্ঞানোদয় হয়, তাহাই **লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান**। যোগসিদ্ধ পুরুষগণ যে লিঙ্গ-জগতের গূঢ়জ্ঞান লাভ করেন, তাহাও জীবের লিঙ্গ-সত্তার জ্ঞান। স্থূল ও লিঙ্গ-স্বরূপগত সমস্ত জ্ঞানই প্রাকৃত। তাহা চিন্ময় নয়। এই কারণেই যোগিগণ চিজ্জগতের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন না। জ্যোতির্ম্ময় 'বিশেষ' সমস্তই লিঙ্গ-জগতের সম্পত্তি। Astral-Phenomena ও বিভূতি অর্থাৎ অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সমস্তই লিঙ্গ-জগতে আবদ্ধ। তাহাদের সহিত চিজ্জগতের কোন নিকট-সম্বন্ধ নাই।

### জীবের স্বরূপ-সত্তাগত জ্ঞানই চিন্ময় ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান

জীবের স্বরূপ-সত্তায় যে জ্ঞান আছে, এবং উদয় হয়, তাহাই চিজ্জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি নামধেয় যোগদ্বারা সে জ্ঞানের কোন উপকার হয় না। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত জ্ঞানই **আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান**। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ জীবের 'স্বভাবজ' ও 'প্রসাদজ'। জীব-সত্তার স্বভাব হইতে যে জ্ঞান উদয় হয়, তাহাই জীবের স্বভাবজ জ্ঞান। লিঙ্গসত্তা বা স্থূলসত্তা হইতে সে জ্ঞান হয় না।

## স্বভাবজ জ্ঞান ঃ—

### ঈশ্বর ও জীব এক জাতীয়, সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব বা ধর্ম্মও একজাতীয়

জীব-সত্তা পরম চৈতন্যবস্তুর কণমাত্র। সুতরাং পরমচৈতন্যের যে স্বভাব, তাহারই কিয়ন্মাত্র পরিচয় জীব-স্বভাবে দেখা যায়। **স্বভাবের অন্য নাম ধর্ম্ম**। পরমচৈতন্যের ধর্ম্ম ও জীবের ধর্ম্মে একতা আছে। ভেদ কেবল পরিমাণে। যে ধর্ম্ম পূর্ণরূপে ও অসীমরূপে পরমচৈতন্যে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই পরমাণু পরিমাণে জীবেও নিত্য বর্ত্তমান। ঈশ্বর ও জীব একজাতীয় বস্তু, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মও একজাতীয়। লিঙ্গ-ধর্ম্ম বা স্থূল-ধর্ম্ম ঈশ্বরে নেই, কাজে-কাজেই জীবেও নাই। স্থূলশরীরগত-ধর্ম্ম বা লিঙ্গ-শরীরগত ধর্ম্ম বদ্ধজীবদিগের ঔপাধিক ধর্ম্মমাত্র,—স্বভাব নয়। চিৎস্বরূপ জীব স্ব-প্রকাশ। লিঙ্গগত মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কারকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় না। স্থূল-দেহের ইন্দ্রিয়, চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নির আলোকে প্রকাশ পায় না। সুতরাং **স্থূল-ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত জ্ঞান বা লৈঙ্গিক মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার উদ্ভূত জ্ঞান**

কখনই জীবকে বা পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে পারে না। জীবের স্বভাবগত জ্ঞানই জীবের স্বরূপ-পরিচয়।

### স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তার অপসরণে স্বরূপ-জ্ঞান

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত ভস্মে পরিচিত নন, ভস্ম অপসৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোকদ্বারা পরিচিত হন, সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তা অপসৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল ও লিঙ্গরূপ ভস্মের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে-পর্য্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে-পর্য্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই ?—হ্যাঁ, আছে। ভস্মাচ্ছাদিতে অগ্নির নিকট বসিলে যেরূপ স্বল্প পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর-আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎপরিমাণে নিজ পরিচয় দিয়া থাকেন। ( ক্রমশঃ )

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

# বৈষ্ণব ও অভৃতক

কামনার বশবর্ত্তী হইয়া জীব পঞ্চোপাসক হন। নিষ্কাম অবস্থায় ব্রহ্মে নির্ভিন্ন হইয়া যান, তখন আর উপাসনা থাকে না। জীব যে কালে কাম-বশযোগ্য হইয়া উপাস্য কল্পিত দেবতার নিকট ভৃতি বা বেতন প্রার্থনা করেন, সেকালে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্মের যাজন হয় না।

ভৃতকগণ কখনই বৈষ্ণবের গুরু হইতে পারেন না। বৈষ্ণবের ভৃতি বা বেতন সংগ্রহের উদ্দেশে বিষ্ণুপূজার ছলনা নাই। পঞ্চোপাসক ভৃতি বা বেতন বা কাম লাভের উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিয়া ছলনা করেন, তখন তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন না।

পঞ্চপ্রকার কামনা পরিতৃপ্তির মানসে অর্থাৎ লৌকিক ইন্দ্রিয়-তর্পণই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তাঁহারা আপনাদিগকে সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা কামনা ব্যতীত ভগবদুপাসনা করিবার কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। তাঁহাদের কামনারহিত গুণোদয়ের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ঔপাধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণ মাত্র

নহে। ইন্দ্রিয়-তর্পণ রহিত হইলে তাহারা জ্ঞানের নিষ্ক্রিয়তাকেই চরম অবস্থা মনে করিয়া আলস্য ও জাড্যে দিনপাত করে এবং মায়ার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্রষ্টা-দৃশ্যদর্শনের সামঞ্জস্য প্রয়াস করে। সেইকালে বোধ-রহিত হইয়া তাঁহারা তমোগুণে অবস্থিত হইয়া কলুষিত আলস্যকেই ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া আত্মজ্ঞান রহিত হয়। গুণচালিত মানব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য কামদুঘ দেবগণের ন্যায় বিষ্ণুকেও সত্ত্বোপাদানে গঠিত মনে করে ও পরিশেষে বিষ্ণুকে বিলুপ্ত করিয়া নিজের নির্ব্বাণ বা অস্মিতারাহিত্য-ভাবকেই চরম কল্যাণ মনে করে। এই পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুর উপাসনা প্রকৃত বিষ্ণুর উপাসনা নহে। ইহা ইন্দ্রিয়তর্পণরত অহঙ্কারী কামিগণের বিষ্ণুবিদ্বেষমাত্র। কামোপহত-চিত্ত হইয়া বিষ্ণু-হনন-স্পৃহাক্রমেই তাঁহারা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই চরম লক্ষ্য মনে করে, উহা বিষ্ণুদীক্ষার অভাব মাত্র।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থে 'বৈষ্ণব'-শব্দের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই,—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

ভূতকবংশ ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহারা যে দীক্ষার ক্রীড়া অভিনয় করে, তদ্দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, উদরভরণ প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয় মাত্র। কিন্তু বিষ্ণুসেবা এবং নিজ শিশ্নোদরপরায়ণতা একতাৎপর্য্যপর নহে। দীক্ষা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে অনুষ্ঠান হইতে ভোগময় ক্ষেত্র প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের লাভ হইলে ভোগময়ী ইন্দ্রিয়-সেবা প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দীক্ষা সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ-কামনায় পঞ্চোপাসনার ক্ষণিক আবাহন করিয়া জড়া প্রকৃতি বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই চরম জ্ঞানের এই পাপ-পিপাসা নিবৃত্তিকারক জ্ঞানলাভই দীক্ষা অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর স্বরূপজ্ঞানক্রমে দ্রষ্টার নিত্য বৈষ্ণবানুভূতিই দীক্ষা। বিষ্ণুদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুসেবাপর না হইলে তাহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না। যাহারা দিব্যজ্ঞান লাভের অভাবে নিজের সামাজিক বন্ধুবান্ধবের নিকট দীক্ষা লাভ হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহারা কখনই বৈষ্ণব হইতে পারে না। ন্যায়রহিত বাক্য কোন সামাজিকের নিকট কর্ম্মফল-

ভোগপ্রাপ্তি বাসনায় গ্রহণ করিয়া উভয়েই জীবদ্দশায় বৈষ্ণববিদ্বেষ ও জীবিতোত্তরকালে অনন্ত নরকভোগে ব্যস্ত হয়, তাহাদের তাদৃশ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নরক-লাভের সোপান মাত্র। অবলিপ্ত, কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানহীন, উৎপথগামী ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে জীবের অপ্রাকৃতোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য শরীরে তাদৃশ গুরুগণ আত্মবুদ্ধি করায় তাঁহারা ভগবানের দয়া হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন মাত্র। তাহাদের শিষ্যের দুর্দ্দশা ও তাহাই হয়। অবৈষ্ণবের নিকট তাহাকে গুরু স্বীকার করিয়া মন্ত্র লইলে নরক লাভ ঘটে, সেজন্য সম্যগ্ দীক্ষাবিধি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইলে জীবের মঙ্গল হয়। বৈষ্ণবগুরু অভৃতক, বৈষ্ণব শিষ্য তাঁহার গুরুকে ভৃত্য বুদ্ধি করেন না। বৈষ্ণব, ভৃতকের নিকট কখনই ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন না। ভৃতক হইলে বৈষ্ণব তাহাকে অবৈষ্ণব জানিয়া গুরুপদ হইতে অপসারিত করিবেন। যে গুরু স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন নাই, কেবল কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণময় কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দিতেছেন, তাহার দীক্ষা হয় নাই। তিনি অন্যকে দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন না। দীক্ষার নামে ভৃতকসূত্রে ভাগবত-পাঠের নামে নিজে অবৈধ গুরুপদে বৃত হইয়াছেন বলিয়া নির্ব্বোধ শিষ্যকে নরকে পাঠাইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তির ছলনায় বা ভাগবত পাঠকালে লীলাগানের ছলনায় নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন মাত্র।

বৈষ্ণব বা গুরু কখনই মন্ত্রের বিনিময়ে, ভাগবত-পাঠের বিনিময়ে, বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশে লোক-প্রতারণাকার্য্য করেন না। বৈষ্ণব গুরু কখনও অন্য চাকরের ন্যায় শিষ্যের কোন চাকরী করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি কুটুম্ব ও উদরের ভরণ-পোষণ করেন না। বৈষ্ণবের ভৃতি বা বেতন-সংগ্রহকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। যাহারা তাহা করে, তাহারা অবৈষ্ণব বা ভৃতক মাত্র। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব কখনও আদর করেন না। অবৈষ্ণব ভৃতককে শাস্ত্রোপদেশ ও মন্ত্রোপদেশই বৈষ্ণবের একমাত্র কার্য্য। তাহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাহার মঙ্গলবিধানই করিয়া থাকেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

# স্বহস্ত-পাচিত ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ সর্ব্বাবস্থায় গ্রহীতব্য ; ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ দণ্ডনীয় অপরাধ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা
পোঃ—চুঁচুড়া (হুগলী)

স্নেহাস্পদেষু— ইং ১৯।৮।৬৩

* * * ! বহুদিন পূর্ব্বে তোমার চাকুরী সম্বন্ধে পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর খারাপ, তজ্জন্য পত্র লিখালিখি বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া গত ঝুলনের সময় * * * প্রভৃতি গোলোকগঞ্জে উৎসব করিতে গিয়াছিল। তাহাদের নিকট হয়ত' পরামর্শ পাইয়া থাকিবে।

আমার মতে তোমার Training-এ ভর্ত্তি হওয়া অন্যায় নহে। তবে বিশেষ কথা এই যে, অন্য কাহারও হাতে খাওয়া চলিবে না। নিজে রান্না করিয়া ভগবানকে ভোগ দিয়া তাঁহার প্রসাদ পাইবে। কুকারে রান্না করিলে অনেক সুবিধা হয়। একবারে দুইবেলার রান্নাও হইতে পারে। তুমি ট্রেনিং-এ ভর্ত্তি হইয়া নিজে রান্না করিয়া খাইবে। তাহাতে বাধা দিলে উপরওয়ালাদের নিকট বিনীতভাবে আবেদন জানাইবে। তাঁহারা নিশ্চয় তোমার ধর্ম্মরক্ষার পরিপন্থী হইবেন না। যদি নিতান্তই তাহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত মুসলমান বা অন্য কাহারও ছোঁয়া খাইবার জন্য জোর-জবরদস্তি করেন, তাহা হইলে ভাল উকিলের পরামর্শ লইয়া দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিয়া দিবে।

কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয়। আমার মনে হয় 295 Indian Penal Code ধারা অনুযায়ী এই সম্পর্কে দেওয়ানী মোকর্দ্দমাও হইতে পারে। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোন আইন পাশ করেন নাই। সুতরাং বে-আইনীভাবে জবরদস্তি দণ্ডনীয় অপরাধ। এই সম্বন্ধে Declaratory Suit হইতে পারে। উকিলদের পরামর্শ লইবে। আবশ্যক হইলে আমার পত্র দেখাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

# ভোগবাদ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৯ পৃষ্ঠার পর ]

ভগবানের মায়ার এমনই প্রভাব যে, জীব প্রতিজন্মেই এই আর্ত্তিদানকারী বস্তুগুলি সংগ্রহ করিয়া সুখচেষ্টা করে, কিন্তু পরিণামে তাহার বিপরীত ফল অর্থাৎ দুঃখক্লেশ লাভ করিয়াও এইপ্রকার বিচার অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। রাজা যযাতির ন্যায় এইপ্রকার ভোগের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয় না। জীবদ্দশাতে তাহার ভোগসাধক অতীব প্রিয়াকে হারাইয়া সে কত না কষ্ট পায়; পরন্তু কিছুকাল পরে সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া অন্য এক প্রিয়াকে সংগ্রহ করে। সেই প্রিয়াও যে অনিত্য, তাহাকেও হারাইতে হইতে পারে, তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ বিত্ত সম্পত্তি, পত্নী, পুত্র বা যাবতীয় ভোগ্য বিষয়গুলি মায়িক বলিয়া অনিত্য ও ধ্বংসশীল; তাহাতে আসক্তি বা ভালবাসা স্থাপন করিয়া ভোগীব্যক্তি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও পরিণামে ধ্বংস বা বিরহজনিত শোকতাপ ও ক্লেশ পাইতেছে। ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতির জন্য তাহার চেষ্টার উদয় হইতেছে না। জীবের এই দশাই মায়াবদ্ধদশা। তত্ত্বদর্শী মহামুক্ত মহাপুরুষ তজ্জন্যই বলিয়াছেন,—

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥

মায়ার এই ছলনায় জীব মোহিত হইয়া হরিণের ন্যায় মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মরুভূমিতে জল অন্বেষণ করিতে গিয়া কত না প্রচণ্ড ক্লেশ পাইতেছে। আহা, তাহার এই ক্লেশ হইতে সে কেমন করিয়া নিস্তার পাইবে! তাহার জন্য মায়িক জগতে তাহার এমন বন্ধু কে আছে? বন্ধুত্বের ছল পাতিয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলেই কি তাহাকে প্রচণ্ড উত্তপ্ত মধ্যমরুভূমির দিকে আকর্ষণ করিতেছে না? অনিত্য বস্তুকে ভালবাসার পরিণাম কি এই দুঃখ নহে? এইজন্যই কবিবর গান করিয়াছেন,—

কতবার আসিয়া কত ভাল বাসিয়া।
গিয়াছি ফিরিয়া সখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

—এই কান্না বা শোকই এই ভোগবাদের পরিণাম—ইহা উপলব্ধি না হইলে বাস্তব কল্যাণ লাভের জন্য তাহার চেষ্টা উদিত হয় না। জীবের পরম বান্ধব শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের নির্ব্বেদ লাভের জন্য লিখিয়াছেন,—

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার॥
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ, শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল করে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়-তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥
মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, করি' কর ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা॥

ভোগাবিষ্ট জীব নিজ স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যায়। তজ্জন্য সে তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করে এবং তাহা পালন করিতে নিরন্তর প্রয়াসী হয়। ইহা যে তাহার ছদ্মমতি তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহাকে কত না কত ভাবে এই ভ্রম অপনোদন করিবার জন্য তাহার প্রকৃত বান্ধবগণ উপদেশ দিতেছেন, তথাপি সে এই ভোগকার্য্যকে পরিত্যাগ করত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হইতেছে না। উপস্থ ও জিহ্বার বেগকে সে কিছুতেই দমন করিতে যত্নবান্ হইতে পারিতেছে না। তাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডবতা চলিতেছে, তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া সে নিজকে রক্ষা করিতে অপারগ হইতেছে। তাহার পরিবেশই প্রধান ক্ষতিকারক—ইহাতে সংশয় নাই। এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৬।২৬ শ্লোকে উপদেশ দিতেছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

দুঃসঙ্গ বা দুষ্টপরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের সঙ্গলাভ করিলে সাধুগণ তাঁহাদের আচরিত মহাবীর্য্যসম্পন্ন শাস্ত্রবাক্যদ্বারা ভোগীর ভোগপ্রবৃত্তিকে ছেদন করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুঃসঙ্গত্যাগ ও সাধুসঙ্গ করিবার বৃত্তির উদয় কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? এতদুত্তরে শাস্ত্র বলেন,—

সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।

অর্থাৎ অনন্ত যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জীবের ভক্তিজনক সুকৃতি হইয়া থাকে। ঐপ্রকার সুকৃতি যে জীবের অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়, সেই জীবই সাধুসঙ্গ করিতে সক্ষম হয়। ঐরূপ সুকৃতি-বিহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভবপর হয় না।

উপনিষদে দেখা যায় যে, একটী ইঁদুর বিষ্ণুমন্দিরে প্রদত্ত প্রদীপের ঘৃত পান করিতে গিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের পলিতাকে নখ দিয়া অগ্রদিকে চালিত করিলে নিষ্প্রভ দীপশিখা পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং ইহাতে ইঁদুরটী ভীত হইয়া পলায়ন করে। তাহার এই কার্য্যদ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারে বিষ্ণুমন্দিরে আলোকপ্রদানরূপ ভক্তিজনক সুকৃতি ঘটিয়া গেল। গৃহস্থপালিত গাভীর দুগ্ধ ঘটনাক্রমে ভগবান্ বা ভক্তের সেবায় লাগিলে গাভীজন্মেও তাহার অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ হয়। দরিদ্র ব্যক্তিকে ভিক্ষা দিতে দিতে কোন ভক্তকেও যদি ভিক্ষা প্রদত্ত হইয়া যায় তাহাতেও অজ্ঞাত সুকৃতির ভাগী হয়। এইরূপে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি ভগবান্ বা

ভগবদ্ভক্তের সেবা হইয়া থাকে তাহাতে ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতিলাভ হয়। যে জীবের এই ভক্তিমূলক সুকৃতি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে, সেই জীবই ঘটনাক্রমে সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়া থাকে। এবং সাধুমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে করিতে ভগবচ্চরণে ভক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা জন্মায় এবং ভোগের প্রতি অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

( ভাঃ ৩।২৫।২৫ )

ভারতবর্ষ সাধু-অধ্যুষিত দেশ বলিয়াই ভারতে ভোগবাদের প্রাধান্য ছিল না। ফলপ্রভাবে ভোগী পাশ্চাত্ত্যদেশাদির দুঃসঙ্গক্রমে বর্ত্তমান ভারত ভোগবাদে উন্মত্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। আর্য্যঋষিগণ সমাজব্যবস্থায় এই ভোগবাদকে প্রশ্রয় না দিয়া তাহাকে বিদমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তজ্জন্য এদেশে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য ছিল না। পর্দ্দাপ্রথা, অবগুণ্ঠন রীতি ও অন্তপুরঃবাস প্রভৃতির উদ্দেশ্যই ছিল ভোগবাদের বিদমন-চেষ্টা। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ভোগ্য বস্তুর সান্নিধ্য লাভ ঘটিলে সে অনায়াসে তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইবে —ইহাই স্বাভাবিক। ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত সামাজিক প্রথার বিলোপসাধন করিয়াই বর্ত্তমান ভারতের ভোগোন্মত্ততা প্রকাশ পাইয়াছে। সেই কারণে ধনীব্যক্তিগণ তাহাদের ধনদ্বারা পরমার্থ অর্জ্জনের চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইয়া ভোগাগার নির্ম্মাণ করিতেছে। পুত্র-কন্যাদির বিবাহে বিপুল অর্থব্যয় করিতেছে; কিন্তু আত্মকল্যাণজনক ভগবৎসেবায় উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্॥

( ভাঃ ১১।৫।১২ )

অনুবাদ—যে ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্ম্মকৃত্য সম্পাদনোপযোগী বনকে যাহারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।

তদানীন্তন কালে কেহ ধনী হইলে ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ করত শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিতেন। পরন্তু বর্ত্তমান ভোগী ধনীকুল বলিতেছেন,—বিগ্রহ নহে গলগ্রহ। কেহ যদি এই বিগ্রহের দায় গ্রহণ করেন, তবে আমরা রক্ষা পাই। ধর্ম্ম বা পরমার্থচেষ্টা অহিফেনের ন্যায় সমাজের ক্ষতিকারক বলিয়া

পাশ্চাত্যাদি দেশের চিন্তাস্রোতে ভারতের এইরূপ পরিবর্ত্তন। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই মনুষ্যজন্মেও তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু ইহা যে পশুবৃত্তি তাহা আর বর্ত্তমানে ভারতের বিবেচ্য হয় না। ঋষিদের বাক্য— আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

ভোগবাদে ভোগ্যবস্তুর মধ্যে স্ত্রীসঙ্গজনিত সুখকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিচারিত হইলেও নিত্যকল্যাণ বা পারমার্থিক বিচারে এই স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বোত্তম ক্ষতিকারক ও একান্ত বর্জ্জনীয়—শাস্ত্রে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় প্রিয় সুহৃদ্ উদ্ধবের নিকট অবধূত-বর্ণিত শিক্ষাটী কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥
যেষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ॥

( ভাঃ ১১।৮।৭-৮ )

ভগবানের মায়াস্বরূপিনী স্ত্রীলোককে এবং তাহার প্রলোভনময়ী বিলাস-চেষ্টাকে মায়ান্ধ মূঢ় ব্যক্তি ভোগবুদ্ধি করিলে রূপাকৃষ্ট পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করত সর্ব্বনাশ সাধিত হয়।—এইপ্রকারসতর্কবাণী ও উপদেশকে অবহেলা ও অমান্য করিয়া সমাজ-সংস্কারক সাজিতে গিয়া ভারত আজ পরমার্থহীন ভোগবাদে নিমগ্ন হইতে চলিয়াছে। ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। ( ক্রমশঃ )

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

---

# মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার

"মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্ ইতি মঠঃ।" যাহাতে পরমার্থ-শিক্ষার্থিগণ আচার্য্যের অনুগত হইয়া বাস করেন, তাহাই মঠ। মঠ ও সাধারণ গৃহের সহিত পার্থক্য এই যে, গৃহ—ভোগাগার আর মঠ—হরিসেবাগার। যেখানে ভোগপ্রাবল্য, সেখানেই স্ব-স্ব-প্রাধান্য-স্থাপনের প্রয়াস; আর যেখানে অকৃত্রিম হরিসেবার পারিপার্শ্বিকতা, সেখানেই পূর্ণ আনুগত্য-ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

মঠ—ভোগিমঠ, ত্যাগিমঠ ও ভক্তিমঠ-ভেদে ত্রিবিধ; বস্তুতঃ ভোগিমঠ 'মঠ' পদ-বাচ্য নহে। দারী-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের যে-সকল ভোগবর্দ্ধনমঠ ভোগের গুপ্তাগাররূপে বিরাজিত, তাহা 'মঠ' শব্দের ব্যভিচার মাত্র। সূক্ষ্মবিচারে ত্যাগিমঠ ও প্রাকৃত নির্গুণমঠের তাৎপর্য্য হইতে ন্যূনাধিক ভ্রষ্ট। আনুগত্য-ধর্ম্মই মঠের প্রাণ; তাহা নির্ভেদ-জ্ঞানচেষ্টার মধ্যে অকৃত্রিমতা ও নিত্যতা রক্ষা করিতে পারে না বলিয়া অনেকে জ্ঞানিমঠকে প্রকৃত 'মঠ' শব্দে অভিহিত করিতে প্রস্তুত নহেন।

অনেকের ধারণা 'মঠ' শব্দটী জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই কোন কোন ভক্ত-সম্প্রদায় ধার করিয়াছেন, বস্তুত তাহা নহে; পারমার্থিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিষ্ণুর সেবালয়কেই অতি প্রাচীনকালে 'মঠ' শব্দে অভিহিত করা হইত। আচার্য্য শঙ্করের চারিটী * মঠস্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণবাচার্য্য আদি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মঠ বিরাজিত ছিল।

আনুগত্যধর্ম্মই ভক্তির মেরুদণ্ড বা ভক্তির নামান্তর। অতএব আচার্য্যানুগত্য ভক্তিমঠেই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হয়।

ভোগাগার সমাজ বা গৃহের মধ্যেও আনুগত্যের একটী বিকৃত প্রতিচ্ছবি আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার কারণ কোনও প্রধানের আনুগত্য না থাকিলে ভোগের সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারে না—সমস্তই লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। এজন্যই গৃহবাসিগণ বিশিষ্ট গৃহপতি বা কর্ত্তার অধীনে ও অনুশাসনে অবস্থিত হইয়া স্ব-স্ব ভোগ আহরণ করিয়া থাকে।

মঠে আচার্য্যের প্রতি আনুগত্যধর্ম্ম যদি সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্য বা আনুগত্যের বিকৃত ছায়া হয়, তাহা হইলে তাহা মঠবাসীকে (?) বহির্ম্মুখ গৃহবাসীরই অন্যতম বা প্রচ্ছন্ন ভোগী গৃহবাসী করিয়া তোলে।

মঠবাসীর অপর নাম—অন্তেবাসী, শিক্ষার্থী বা শিষ্য। তাঁহারা আচার্য্য বা গুরুপাদান্তিকে বাস করিয়া আচার্য্যের অভীষ্ট সেবা শিক্ষা করেন। আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর সন্ন্যাস, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর বনে প্রস্থান, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর প্রকৃত গার্হস্থ্য।

আচার্য্য-সেবায় কৃত্রিমতা প্রবেশ করিলে মঠবাস হয় না,

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটী শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকায়—জ্যোতির্ম্মঠ, পুরুষোত্তমে —ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারকায়—সারদা মঠ এবং দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরি মঠ স্থাপন করেন।

ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্যধর্ম্মও রক্ষিত হইতে পারে না। ফলের দ্বারা যেরূপ কারণ অনুমিত হয়, তদ্রূপ কে কি পরিমাণ মঠবাসী, তাহাও আচার্য্যসেবায় অকৃত্রিমতার কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে। মনুষ্যের চক্ষে ধূলা দেওয়া যায়, ধাপ্পা দিয়া জগতের লোকের মুখও সাময়িকভাবে বন্ধ করা যায়, কিম্বা নানা চাল চালিয়া বাহিরের সাজসজ্জা রক্ষা করা যায়; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনকে ঠকান যায় না, তাঁহাকে ঠকাইতে গেলে কামারকে ইস্পাত ঠকাইবার ন্যায় নিজেই ঠকিতে হয়।

নির্গুণ হরিসেবা-নিকেতন মঠে যে কেবল ব্রহ্মচারিগণই বাস করেন, তাহা নহে; আচার্য্য-সেবা-পরায়ণ সংযত গৃহস্থগণও তথায় অনুক্ষণ বা সাময়িকভাবে বাস করিতে পারেন, তবে গৃহস্থগণ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মঠের দ্বারা তাঁহাদের কেবল সাংসারিক জীবনের সুবিধা বা লাভ উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মঠবাসীর পরিবর্ত্তে মঠভোগী বলা যাইবে। সাংসারিক ব্যয় বাঁচাইবার জন্য মঠে বাস কিংবা মঠের হরিসেবার অর্থের দ্বারা নিজের বা দৈহিক আত্মীয়-স্বজনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধা অথবা আখেরের বন্দোবস্ত করিবার বুদ্ধি উদিত হইলে মঠভোগ হইয়া যায়। হরিসেবা-সম্পর্কে মঠের সহিত যে-সকল জাগতিক সম্মানিত বা আঢ্য ব্যক্তির পরিচয় আছে, মঠবাসের অভিনয়কারী গৃহস্থব্যক্তি যদি সেই সকল পরিচয়ের অবৈধ সুযোগ লইয়া তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত সাংসারিক বা বৈষয়িক জীবনের উন্নতি-সাধনে যত্নবিশিষ্ট হন বা ঘূণাক্ষরেও হৃদয়ের অন্তরালে সেইরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মঠবাসী না বলিয়া মঠভোগী বলা সমীচীন নহে কি? হয়ত' কোন কোন স্থানে এইরূপ দৃষ্টান্তও চক্ষে পতিত হইতে পারে যে, আচার্য্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দ্দেশমতে মঠবাসী গৃহস্থের কেহ কেহ, এমনকি তাঁহাদের স্বজনবর্গও মঠের সাহায্যে ন্যূনাধিক পরিপুষ্ট বা প্রতিপালিত হইতেছে। ঐরূপ দৃষ্টান্ত কোন গভীর ও গুহ্য উদ্দেশ্য-যুক্ত কিনা, তাহা না জানিয়া অপরের পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ বা উহার নজির দেখাইয়া ব্যক্তিগত সাংসারিক বিষয়ে সমৃদ্ধি-লাভের জন্য দাবী করা মঠবাসী হরিসেবকের কর্ত্তব্য নহে। তাহা মঠভোগেরই প্রয়াস।

মঠবাস করিতে করিতে এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসকলও আমাদের চক্ষে

আসিয়া পড়িতে পারে, যাহা হয়ত' আমাদের আধ্যক্ষিকতার নিকট অত্যন্ত বিপ্লবী ও অসহনীয় বলিয়া বোধ হইবে। যদি সে-স্থানে আমাদের আধ্যক্ষিকতা সেবাব্রতের সুদৃঢ় কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া গণগড্ডলিকার সহিত মৎসরতার জহরব্রতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, **তাহা হইলে তথাকথিত ন্যায়পরায়ণতার নামে সেবাময় প্রাণকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে।** এজন্য এরূপ সঙ্কটে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আমার পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত বিপর্য্যস্ত হউক, জগতের সমস্ত লোক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ুক, তথাপি আমি আমার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না। যিনি এইরূপ ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার বহ্নি ব্রহ্মাগ্নির ন্যায় সর্ব্বদা হৃদয়ে জ্বালাইয়া রাখিতে পারেন, তিনিই এই জগতের মায়াযুদ্ধে জয়ী হন, তিনিই সত্য সত্য নিত্য মঠবাসী থাকিতে পারেন ও মঠবাসী থাকিয়া আচার্য্যের কৃপা-কেতন রূপে উড্ডীন হইয়া থাকেন।

মঠবাসীর সহিত নিষ্কিঞ্চন নির্জ্জনবাসী বা বৃক্ষতলবাসীর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য এই যে, মঠবাসী বিধি ও অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য-সেবা করিতে করিতে নিজমঙ্গল লাভ করেন; নির্জ্জনবাসী সেরূপ কোন অনুশাসনের বশবর্ত্তী হন না।

মঠে অসংখ্য অধিকারের অসংখ্য প্রকার ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা হয়ত' অনেকেই অনর্থরোগ উপশমের জন্য পারমার্থিক হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছেন। হাসপাতালের খাতায় তাঁহাদের নাম রেজিষ্ট্রী হইয়াছে বলিয়াই যে তাঁহারা সকলেই সমান অধিকারী, এরূপ কল্পনা করা অযৌক্তিক। বিভিন্ন অধিকারের লোক দেখিয়া শঙ্কাযুক্ত হইলে কখনও আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারিব না।

প্রত্যেকেই আচার্য্যসদ্‌বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার যত্ন করিবেন, নিজের মঙ্গলের প্রতি নিজে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন; অপরের ছিদ্র দর্শন বা অনুসন্ধান করিলে নিজের রোগত' সারিবেই না বরং উহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে নিজের মধ্যে সেই নিন্দিত রোগই সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। অপরের ব্যাধি বা ছিদ্রের নিন্দা না করিয়া যিনি যে বিষয়ে যতটুকু সুস্থ, তিনি ততটুকু সেই বিষয়ে অপরকে সদ্ভাবে, অকপটে ও অকৃপণতার সহিত সাহায্য করিবেন। যদি সাহায্য না করেন, তবে তিনি কিছুতেই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না; তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ছিদ্রানুসন্ধিৎসু, না হয় সেই রোগের রোগী করিয়া ফেলিবে। সঙ্ঘারামে বহুব্যক্তি হরিসেবায়

পরস্পর সাহায্য লাভ করিবার জন্য এক সদ্‌বৈদ্যের অধীনে বাস করিতেছেন, সেখানে যদি পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে একজনের মঙ্গলে আর একজনের মৎসরতার উদয় করাইয়া পরস্পরের মধ্যে কেবল মনোমালিন্য ও প্রচ্ছন্ন শত্রুতার 'নালিষা'র সৃষ্টি করিবে।

অনেক সময় হয়ত' মঠবাসিগণের মধ্যে কোন সতীর্থ অজ্ঞাতক্রমে কোন ত্রুটী বা ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যই করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার ঐরূপ কার্য্যকে কেবলমাত্র প্রতিকূল সমালোচনার পেষণীযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ পিষ্ট-পেষণ করিতে করিতে অতিরিক্ত তিক্ত বা তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে ঐ বিষয়ের গুপ্তসমালোচনায় আনন্দভোগ না করিয়া সদুদ্দেশ্য ও সরলতার সহিত মিষ্টবাক্য অথচ যাঁহাতে তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিতে পারে, এইরূপ সদ্‌যুক্তির সহিত সৎসিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে তাহা কৃপাপূর্ব্বক নিজের আচরণে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পারমার্থিক শিক্ষামন্দিরের শিশুগণের নিসর্গগত ত্রুটী-বিচ্যুতি, এমন কি, অপরাধসমূহের প্রতি সকল সময়ই অসহনীয় লগুড়াঘাত, ব্যঙ্গ-বাক্যবাণ-প্রয়োগ কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের প্রতি অধিকারোচিত দয়া-প্রদর্শনে যে কৃপণতা করা হইবে, তৎফলে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে বিদ্রোহী মঠবাসী হইবার সাহায্য করা হইবে মাত্র।

মঠায়তনরূপ প্রতিষ্ঠানকে একটী পূর্ণাঙ্গ পুরুষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মঠের বিভিন্ন নির্ম্মল ও সুস্থ অঙ্গ লইয়া সম্পূর্ণ মঠায়তনটি রচিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদপদ্ম মঠায়তনের ভুবন-মঙ্গল অতিমর্ত্ত্য মস্তিষ্ক-স্বরূপ। মস্তিষ্কের দ্বারাই সমস্ত অঙ্গ নিয়মিত ও সমস্ত অঙ্গে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করিলে অতীব শোভন অঙ্গেরও কোনই মূল্য বা সার্থকতা থাকে না; আবার মস্তিষ্ককে সংযুক্ত রাখিয়াও অন্যান্য ইতর বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অযথা উপেক্ষা বা অনাদর করিলে মস্তিষ্কের সেবা-সাধক অঙ্গসমূহের অবমাননা করায় মস্তিষ্কেরই সেবায় বিঘ্ন উৎপাদন করা হয়। তাই যাঁহার আচার্য্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও অকৃত্রিম অনুরাগ আছে, তিনি কোন মঠবাসীকেই, অধিকারে যিনি যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হউন, উপেক্ষা, অনাদর, অপ্রীতি, হিংসা, দ্বেষ বা মৎসরতার চক্ষে দেখিতে পারেন না। 'কনিষ্ঠ'কে 'পাপিষ্ঠ' মনে না করিয়া তাঁহাকে স্নেহ ও উপদেশাদিদ্বারা আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক মঠায়তনের শিরঃস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অধিকতর সংলগ্ন ও গরিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কনিষ্ঠকে সাধারণ 'খিদ্‌মদ্‌গার' মনে করিলে কিংবা কার্য্যকলাপে সেই সম্বন্ধটি মাত্র বজায় রাখিলে অথবা সেই সম্বন্ধ সংরক্ষণের জন্য কপটতার সহিত তাঁহাকে তোষামোদ করিলে কনিষ্ঠের প্রতি ( কৃত্রিম ) আদরের নামে যে গুপ্ত হিংসা-বহ্নি ধূমায়িত করা হইবে, তাহা ক্রমে ক্রমে ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্বলিত ব্যাপক অবস্থা লাভ করিতে পারে। কাজেই যাঁহারা লোক-শিক্ষকের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরের শিশুগণকে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা-প্রদানের ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত। হয়ত' এস্থানে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, কনিষ্ঠগণের শিক্ষাভার কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর স্থায়ীভাবে নিযুক্ত না হওয়ায়, অনুক্ষণ পট-পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহা অস্থির হইয়া পড়ায় ও সময় সময় বিভিন্ন মতাবলম্বীর নিয়ামকত্ব অনধিকার-প্রবেশ করায় কনিষ্ঠগণের শিক্ষার গতি উন্মার্গগামী ও যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক তাৎপর্য্যপর ও নির্ম্মল হয়, তবে বিভিন্ন হস্তচালনা, পরিবর্ত্তনশীলতা ও বিভিন্ন নিয়ামকত্বের মধ্যেও আমরা শিক্ষিত ও শিক্ষক হইতে পারি। সেখানে শিক্ষকের অভিমানেও নিত্য শিক্ষার্থীর অভিমান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না—"মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্"—এই কথাটী সর্ব্বদাই হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকে।

'আমি শিক্ষার্থী নহি, অদ্বিতীয় শিক্ষক, আমি সব জানি'—এইরূপ অভিমান মঠবাসীর অভিমান নহে। মঠবাসী এরূপ আদর্শ আচরণ করিবেন, যাহাতে তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণই পরস্পরের শিক্ষার সহায়তা করে, পরস্পরের বাঞ্ছনীয়, পরস্পরের যথাযোগ্য অনুশাসন ও সম্মান অনুক্ষণ প্রার্থনীয় হয়; আর যদি পরস্পরের আচরণ ও ব্যবহার পরস্পরের শিক্ষার আদর্শের উপকরণ প্রদান না করিয়া কেবল প্রতিকূল সমালোচনার ইন্ধন সরবরাহ করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের কামনার বস্তু না হইয়া বিষের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় হয়; পরস্পরের অনুশাসন ও অভিনন্দন আন্তরিক প্রার্থনীয় বিষয় না হইয়া কেবল কপটতা ও কৃত্রিমতাগর্ভ জ্বালাময় দুঃসহনীয় ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, আমরা আচার্য্য-সেবার তাৎপর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; আমরা আর মঠবাসী নহি,—গৃহান্ধ কূপবাসী হইতেও অধিকতর মণ্ডূকতাধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়াছি। আমাদের বাগ্‌বৈখরী কেবল ভেকের কলরবের ন্যায় স্বস্ব-মৃত্যুবরণের পাথেয় মাত্র, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত মানবজীবনের পরম পাথেয় হরিকীর্ত্তনকে হারাইয়া ফেলিয়াছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবক অপর মঠবাসী বা স্বমঠবাসীর প্রতি সর্ব্বতোভাবে

যথাযোগ্য সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। কোন মঠসেবক আমার অধীনস্থ বা আমার সাক্ষাৎ প্রয়োজন-সাধক নহেন বলিয়া তাঁহার দিকে আমি আদৌ তাকাইব না, এমনকি পিপাসায় এক গণ্ডূষ জলও প্রদান করিব না, করিলে আমাকে অনর্থক অতিরিক্ত বোঝা ঘাড়ে লইতে হইবে, হয়ত' সে বোঝা বহনের পারিশ্রমিক প্রতিষ্ঠাটুকু আমি আমার উপরওয়ালাদের নিকট হইতে পাইব না—এইরূপ বিচার করিয়া অপরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইলে প্রত্যেক কার্য্যেই আমাকে সেবার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশা-পারিশ্রমিক চয়ন করিয়া বেড়াইতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যে সেবার পরিমাণের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশার পরিমাণের খতিয়ান খুলে বসেন, তবে মঠবাসীকে (?) ভোগান্ধ গৃহবাসী অপেক্ষাও অধিকতর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষপূর্ণ করিয়া তুলিবে। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গৃহদ্বন্দ্বের দ্বারা ব্যষ্টি বা সমাজের যে অহিতসাধন ও কলঙ্কের প্রচার হয়, মঠবাসিগণের মধ্যে দ্বন্দ্বোৎপত্তিতে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। অহৈতুক সেবাব্রত-গ্রহণকারিগণের মধ্যেও যদি প্রতিষ্ঠা-ঘুষ না পাইলে কেহই তৃণভঙ্গ না করেন, তবে সেরূপ ঘুষের রাজ্যে চরমে পরস্পর ঘুষাঘুষি করিতে করিতে যদুবংশ ধ্বংস হইয়া যায়। ( ক্রমশঃ )

---

# ব্যাঙের সর্দ্দি

ইহ জগতে "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" করিবার মত লোকের মোটেই অভাব নাই। "নিজের যতই ক্ষতি হউক না কেন, তথাপি জগতের কাহারও মঙ্গল হইতে দিব না"—এই সর্ব্বনাশা চিন্তাস্রোতে তাহারা গা ভাসাইয়া জগতের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। "প্রাকৃতে অপ্রাকৃত ও অপ্রাকৃতে প্রাকৃত" দৃষ্টিসম্পন্ন সেই আত্মবঞ্চকেরা জীবগণকে বিবর্ত্তের ফাঁদে নিক্ষেপের জন্য কতই না ছল-চাতুরী করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভগবান্ ও ভক্ত কাল-বশবর্ত্তী ও মায়াধীন বলিয়া বিবেচিত হন। এমন কি, তাঁহারা ইহ জগৎকেই প্রকৃত সুখের আগার বলিয়া মনে করেন। "ধরাকে সরা জ্ঞান" করিয়া অলীক সুখের স্বর্গে বসবাস করিলে প্রকৃতপক্ষে মঙ্গললাভের আশা সুদূরপরাহত। যেরূপ লাল চশমা চক্ষে দিয়া সমগ্র জগৎকে দর্শন করিলে তাহা লাল বলিয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রাকৃতদৃষ্টি লইয়া ভক্ত ও ভগবানকে দর্শন

করিলে তাঁহাদিগকে মায়াগ্রস্ত জীবের ন্যায় কালাধীন ও মায়াধীন বলিয়া অনুভূত হয়। বাস্তবিকপক্ষে ভক্ত ও ভগবান্ কালাতীত—মায়াতীত, জড় জগতের কোন প্রাকৃত গুণই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অনেকক্ষেত্রে আত্মপ্রবঞ্চকগণের অবরোহ যুক্তি শ্রেয়ের মত শুনাইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে আরোহ যুক্তি অর্থাৎ প্রেয়েরই সমর্থক। একইসঙ্গে 'রথ দেখিতে ও কলা বেচিতে' গেলে যেমন কেবলমাত্র কলাই বিক্রি করা হয়, রথ দেখা কিছুতেই হয় না, তদ্রূপ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকিয়া মুখে ধর্ম্মের বড় বড় বুলি আওড়াইলে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মজীবন যাপন করা হয় না, কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণই সার হয়। ক্রিমি-কীটাদি আশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পরে অত্যন্ত দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবদ্বিমুখতার জন্য "পুনর্মূষিকো ভব" অভিসম্পাতের ন্যায় আত্মপ্রবঞ্চকেরা কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বাবস্থাই অর্থাৎ অত্যন্ত নিকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হন। "কামারকে ইস্পাত ফাঁকি" দিতে গিয়া ফাঁকিবাজ যেমন নিজেই প্রতারিত হন, তদ্রূপ ভক্ত, ভগবান্ ও অজ্ঞ জীবগণের চক্ষে ধুলি দিতে গিয়া তাহারা "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্" বাক্যানুসারে অধঃপতিত ও নিরয়গামী হন। "ভূতের নিকট রামনাম" করিলে ভূত যেমন তথা হইতে পলায়ন করে, তদ্রূপ উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকৃত আত্ম-কল্যাণের কথা বলিলে তাহা 'ধামাচাপা' দিয়া তাঁহারা প্রাকৃত গ্রাম্যকথাতেই প্রমত্ত থাকেন। অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা জীবগণ তাহাদের ছলচাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সঙ্গপ্রভাবে ইহ-পরকালের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয়ে উদাসীন থাকেন। "পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্" অর্থাৎ খল-সর্পকে দুগ্ধ-কদলীদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলেও যেরূপ কেবল তাহার বিষবর্দ্ধনই করা হয় ও তাহার বিষদংশনই প্রতিপালকের মৃত্যুর কারণ হয়, তদ্রূপ আত্ম-প্রবঞ্চকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিলেও উহা শ্রদ্ধাকারীর মৃত্যুর—অধঃপতনের কারণ হয়। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহারা "যঃ পলায়তি স জীবতি" পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক, দুর্জ্জনের মিষ্টকথায় মূর্খের ন্যায় মোহিত না হইয়া, তাঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনপূর্ব্বক সতত দূরে অবস্থান করেন।

যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় কালক্ষোভ্যধর্ম্ম—জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্ত কালপ্রভাবে কখনই বিনষ্ট হন না, ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বকালেই হরিসেবা করেন। দেবগণেরও প্রভু কালের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাত্মক প্রবলচক্র তাঁহার ভক্তি-প্রভাব দেখিয়া ভীত হন; ভীষণ কালচক্র কৃষ্ণবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবকে নানা দেহে ভ্রমণ ও জন্মগ্রহণ

করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত আত্মবিৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কালচক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। অন্ধকার ও আলোক যেরূপ একত্র থাকিতে পারে না, তদ্রূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একই সঙ্গে অবস্থান সম্ভবপর নয়। তাই ভক্তকবি তুলসীদাস গাহিয়াছেন,—

যাঁহা রাম, তাহা নহি কাম।
রবি রজনী দোনো নহি মিলে এক ঠাম॥

ইহজগতে কৃষ্ণবিমুখ ও ভগবদ্‌বিস্মৃত জীবসকল জন্ম-মরণমালা বেষ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাসকালে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্ভক্তগণ মাতৃজঠরে বাসহেতু কোন ঘৃণা বা ক্লেশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্ব্বেও তাঁহারা গর্ভবাস ক্লেশাদিতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্ম-মৃত্যুজনিত কোনপ্রকার দুঃখক্লেশাদি অনুভব করেন না, সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মাতা কয়াধুর গর্ভে অবস্থানকালে মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণ-স্মরণই এ বিষয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২০০-২০১ )

অনাদিকালবদ্ধ জীবের অবিদ্যা দূরীভূত করাইয়া তাহাদিগকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করানই কৃষ্ণভক্তের অহৈতুকী দয়ার পরিচয়। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব-মহাজনই কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ দুর্দ্দৈবের হাত হইতে জীবগণকে রক্ষা করিতে সক্ষম। এই সংসারে কৃষ্ণভক্তই জীবের আপনজন ও পরম বান্ধব। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাবলে মায়াবদ্ধ জীবেব ভব-ব্যাধি নাশ হইয়া আত্ম-স্বাস্থ্য ও নিত্য-শান্তি লাভ হয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

# শ্রীরাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৭ পৃষ্ঠার পর ]

## বৃষভানুরাজের মহামন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণান্তর তপস্যাচরণ

গোকুলাধিপতি গোপগণের শ্রেষ্ঠ মহাভানু নামে এক রাজা ছিলেন। বৃষভানু, রত্নভানু, সুভানু, প্রতিভানু নামে তাঁহার মহাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ও বৈষ্ণব চারিপুত্র। ইহাঁদের মধ্যে বৃষভানুই রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি ভগবৎপ্রীত্যর্থে রাজসূয়াদি শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তিনি যদিও বৈশ্যকুলোদ্ভূত, তথাপি স্বীয় বাহুবলে বহু রাজ্য শাসন করত রাজর্ষিতুল্য রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন; তিনি ব্রহ্মর্ষিতুল্য দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, পরম দাতা, সর্ব্বরাজপূজিত ও সর্ব্বধর্ম্ম-প্রতিপালক ছিলেন। ঐ ব্রজধামে ধনাঢ্য বিষ্ণুভক্ত 'বিন্দু' নামে এক গোপপ্রবর বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী মুখরার গর্ভে ভদ্রকীর্ত্তি, চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবল, শ্রীদাম ও মহাকীর্ত্তি—এই পাঁচ পুত্র এবং ভানুমুদ্রা, কীর্ত্তিমতী ও কনিষ্ঠা কীর্ত্তিদা—কন্যাত্রয় জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণান্তরে কীর্ত্তিদার অপর নাম কলাবতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৃষভানুরাজ যথাবিধানে কীর্ত্তিদার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয়ে পুত্রলাভাশায় বহুকাল অতিবাহিত করিয়া দুশ্চিন্তা ও শোকাভিভূত হইয়া শ্রেষ্ঠ তীর্থাদি পর্য্যটনে বহির্গত হন। বহুবিধ যজ্ঞ, দান, অর্চ্চন-পূজাদি করিয়া তাহাতেও বিফল-মনোরথ হইলে দুঃখিতান্তঃকরণে ভূতলে মূর্চ্ছিত হন। পরে কীর্ত্তিদার ইচ্ছানুসারে গিরিবর গোবর্দ্ধনপার্শ্বস্থ স্বচ্ছসলিলা যমুনা-তীরস্থ উত্তমস্থানে শুভদায়িনী কাত্যায়নী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিতেন্দ্রিয় বৃষভানু নিরাহারী হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সহস্রদলকমলে পরমাত্মার সহিত চিত্তকে সংযুক্ত করিয়া ঘোরতর তপস্যায় রত হইলেন।

এইরূপে শতবর্ষ অতীত হইলে আকাশ হইতে বাগ্‌দেবী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর শব্দে কহিতে লাগিলেন,—"হে বৎস! হরিনাম বিনা জীবের কর্ণশুদ্ধি হয় না; একারণ তুমি গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া যথাক্রমানুসারে তাহার অনুকীর্ত্তন কর।" আকাশবাণী শ্রবণান্তে বৃষভানু বিনয়-সহকারে দেবীকে কহিলেন,—"হে মাতঃ! আপনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্রী; আপনি যে আমাকে হরিনাম গ্রহণের আদেশ করিলেন, তাহার মহিমা ও যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা যথাযথ বর্ণনা করুন।" অতঃপর বৃষভানুরাজ দেবীর পরামর্শানুসারে বিরজানদী-তীরস্থ পুলিনে মহামুনি ক্রতুর

আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীনাম গ্রহণ-পদ্ধতিও অবগত হইলেন। ক্রতুমুনি এই মহামন্ত্র হরিনাম প্রদান করিয়া * পুনর্ব্বার বৃষভানুরাজকে বলিলেন,—"বৎস! বৈষ্ণব, বিশেষতঃ শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য—ইহাদের দীক্ষাবিষয়ে হরিনামানুকীর্ত্তনে কর্ণশুদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ কর্ণের অশুদ্ধতার জন্য সর্ব্বাগ্রে হরিনাম-দীক্ষা ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না। যাহার কর্ণপুটে হরিনাম প্রবিষ্ট না হয়, তাহার সেই কর্ণযুগল শবকর্ণের ন্যায় অপবিত্র অর্থাৎ যতদিন হরিনাম দীক্ষা না হয়, ততদিন কর্ণ অপবিত্র থাকে; পুনঃ হরিনাম প্রবেশে পবিত্রতা লাভ হয়। হে মহাবাহো! তোমাকে এই হরিনাম প্রদান করিলাম, অতঃপর তুমি সুসমাহিতচিত্তে ইহার অনুষ্ঠান কর।"

অনন্তর বৃষভানুরাজ ক্রতুমুনিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তদনুজ্ঞা লইয়া ভক্ত্যাপ্লুতচিত্তে হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে করিতে তথা হইতে যমুনাতীরে সমাগত হইলেন। বহু তপস্যার পর জগন্মাতা কাত্যায়নী রাজার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলে বৃষভানু মহাদেবীকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। কাত্যায়নীদেবী কহিলেন,—"হে বৎস! তোমার তপস্যা, পূজা, স্তুতিবাক্য ও ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" বৃষভানুরাজ দেবীর সানুকম্পিত বাক্য শ্রবণে আনন্দোৎফুল্ললোচনে বলিতে লাগিলেন,—"হে দেবি! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমার হৃদ্গত অভিলাষ আপনি অবগত আছেন; যদি দেয় হয় অভিলষিত বর আমাকে প্রদান করুন।" জগজ্জননী কাত্যায়নী দেবী বৃষভানুর ভক্তিভাবযুক্ত বাক্য শ্রবণান্তর সহস্রাদিত্যতুল্য প্রভাযুক্ত একটী ডিম্ব তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা বৃষভানু ঐ ডিম্বপ্রাপ্তিতে পরমানন্দিত হইয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

## ভৌম-ব্রজে শ্রীরাধিকার আবির্ভাব

মহারাজা বৃষভানুর মহিষী মৃগনয়নী, নানা অলঙ্কার-ভূষিতা, দিব্যবস্ত্রপরিধায়িনী, দিব্যগন্ধানুলেপিতা কীর্ত্তিদা রত্নপালঙ্কে অসংখ্য সখী-দাসী-

* এস্থলে ঋষি হরিনাম-রূপ পরমার্থ-সাধক ভক্তিপ্রদ যে শ্রীনাম উপদেশ করিলেন, তাহা "হরে কৃষ্ণ" সংজ্ঞক ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র। ইহা সূতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে 'কীর্ত্তিত' হইয়াছে এবং এই অনুষ্ঠানের কথা লোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া অঙ্গিরা ঋষিকে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে ইহা কেবলমাত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপোদ্দেশেই কর্ণে প্রদত্ত হয় নাই।—প্রকাশক

পরিবৃতা হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৃষভানুরাজ দেবীদত্ত অণ্ড-হস্তে স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঘোর তপস্যাক্লিষ্ট, ধূলিধূসরিত-কলেবর অথচ সহর্ষচিত্ত পতিকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অধোবদনে তৎসম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। রাজা বৃষভানু প্রিয়তমা কীর্ত্তিদার হস্তে দেবীদত্ত সেই উত্তম ডিম্বটী প্রদান করিলে তিনি সর্ব্বশক্তিময় কোটী-সূর্য্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটীকে অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ডিম্ব দুইখণ্ড হইল। উহা দ্বিধা বিভক্ত হইবামাত্র পবিত্র মনোহর গন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল; দশদিক্, জলাশয়-হ্রদ-নদী-সমুদ্র এবং জীবের হৃদয় সহসা প্রফুল্লিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, সিদ্ধ, সাধ্য, কিন্নর সকলে আকাশমার্গে সমাগত হইলেন। সেই সময়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গ্রহ, নক্ষত্র, উনপঞ্চাশৎ বায়ু এবং পিতৃগণ, ঋষিগণ, মনুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন, অপ্সরাসমূহ গান করিতে লাগিল, সমচিত্ত সাধুগণের মন প্রসন্ন হইল, মুনিগণ ও সাধুগণ স্তব করিতে লাগিলেন, আকাশ হইতে দেবতাবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী-তিথিতে শোভনদিনে শুভযোগে জগজ্জননী অযোনিসম্ভবা হরিপ্রিয়া শ্রীরাধা কলাবতী অর্থাৎ কীর্ত্তিদার ক্রোড়ে স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ নিখিল জীবের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ মূলপ্রকৃতির আবির্ভাবে সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।

## শ্রীরাধার জাতকর্ম্মাদি

বিদ্যুল্লতার ন্যায় কলেবর অর্থাৎ প্রতপ্ত কাঞ্চনবর্ণা কেয়ূর-হার-মুকুটাদি-শোভিতা সর্ব্বসৌভাগ্য-বৃদ্ধিকারিণী দেবী রাধা জননী-ক্রোড়ে বিরাজমানা হইলেন। কীর্ত্তিদা-তনয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রভবা সনাতনী মহাদেবী জন্মিবামাত্র তদঙ্গ-জ্যোতিতে পুরীসকল দীপ্তিমতী হইল; মাতা-কীর্ত্তিদা সেই অযোনি-সম্ভবা বরারোহা কন্যাকে অবলোকন করত এই অনুমান করিলেন যে, ইনি প্রাকৃত কন্যা নহেন। বৃষভানুকর্ত্তৃক আরাধিতা হইয়া জগদীশ্বরী স্বরূপশক্তিই তাঁহার পুত্রীরূপে আবির্ভূতা হন। কীর্ত্তিদাদেবী স্বক্রোড়ে সুশোভনা সর্ব্বাবয়ববিশিষ্টা স্বীয়া তনয়ার জন্মবৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলেন। মহাযশস্বী রাজা বৃষভানু সেই অমৃততুল্য বাক্যে পরম হর্ষযুক্ত হইয়া ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নানাবিধ বহুমূল্য ধন-রত্ন-বস্ত্রাদি দান করিতে লাগিলেন। সংবাদদাতা দাসদাসীগণকে উক্তদানের পর ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম বসন, গো, গ্রাম, শত শত

দধি-দুগ্ধপূরিত কুম্ভসকল এবং শালিতণ্ডুলাদি শস্যসকল এবং দরিদ্র-দীন-দুঃখী, পঙ্গু, জড়ান্ধ, অনাথ, বৃদ্ধ ও বালকদিগকেও প্রচুর দান করিলেন। মহারাজার কন্যার সংবাদে গায়ক-গায়িকা, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, বাদ্যকারগণ, স্তুতিপাঠকগণ, সূত, মাগধ, বন্দীগণ তথায় আগমন করিলে রাজা তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য ধনাদি প্রদান করিলেন। মহারাজার সুলক্ষণা কন্যা জন্মিয়াছে সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-চতুষ্টয়, প্রধান প্রধান শিল্পকরগণ, জনপদবাসী, পুরবাসীগণ কন্যাদর্শন-মানসে রাজভবনে আগমন করিতে লাগিলেন।

বৃষভানু আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়া উৎফুল্লমনে আপনার তপস্যা ও জন্মের সফলতা জানিতে পারিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া কন্যামুখ দর্শনাশায় কীর্ত্তিদার নিকট গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদ্বারা জাতকর্ম্মাদি স্বস্তিবাচন করিলেন। পুরোহিত বিধিবৎ বহ্নি স্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাহুতিদানে অগ্নির অর্চ্চনা করিলেন। বন্ধু-বান্ধব-পরিবেষ্টিত রাজাকে সমাসীন দেখিয়া কীর্ত্তিদা হর্ষভরে গদগদস্বরে বৃষভানুকে কহিলেন,—"হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের হিতের নিমিত্ত সনাতনী পরমেশ্বরী আমাদের গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন।" তখন মহারাজা কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে-ভূমিতে পতিত হইয়া দেবীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। তিনি মহাদেবীকে কহিলেন,—"আমি তত্ত্বতঃ আপনাকে জানিতে অক্ষম, অতএব কৃপাপূর্ব্বক আপনার স্ব-স্বরূপ অবগত করান।" তখন পরমেশ্বরী বলিলেন,—"হে পিতঃ! তুমি আমাকে নারায়ণী সনাতনী মূলশক্তি বলিয়া জানিবে। ভগবান্‌কর্ত্তৃক আমি সম্যক্‌রূপে আরাধিতা। আমি পরাশক্তি, চতুর্ব্বেদের দুরধিগম্য, অবাঙ্‌-মনস-গোচর। হে তাত! মাতা কীর্ত্তিদার সহিত তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছিলে; তজ্জন্যই আমি তোমাদের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছি।"

পিতা বৃষভানুকে ইহা বলিয়া দেবী পুনরায় মায়াদ্বারা সকলকে আচ্ছন্ন করত প্রাকৃত বালিকার ন্যায় স্বীয় চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি বদনে দিয়া স্তন্যার্থিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রস্ফুটিত দাড়িম্ব কুসুমের ন্যায় আরক্তবর্ণা, সহস্র সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমতী, অতি কমনীয়রূপা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীরূপে পরমাদেবী প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সৌভাগ্যবান্ রাজা বৃষভানু ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা কন্যার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরমারাধ্যা দেবী উগ্র তপস্যাদ্বারা আরাধিতা হইয়াছিলেন, তজ্জন্য পিতা বৃষভানু তাঁহার 'রাধা' বলিয়া নামকরণ করেন। ( ক্রমশঃ )

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

# শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১-ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর ]

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন শিবানী। সেইখানে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,— বাবা! আমার স্বামী শিবঠাকুর ত' যে সে ব্যক্তি নন। তিনি যে জগদ্‌গুরু শিব। তুমি তোমার জামাতাকে অবমাননা কর নাই, জগদ্‌গুরু শিবকে অবমাননা করেছ। এর ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। আমি এই দেহটা তোমার থেকে পেয়েছিলাম। 'এই দেহ আমি এখানেই ছাড়লাম' বলে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন সেটা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—'আগ্নেয়ী যোগধারণা'। আগ্নেয়ী যোগধারণা পদ্ধতিতে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। সতীর দেহত্যাগের পর শিবহীন যজ্ঞ আর হল না। শিবঠাকুর খবর পেয়ে এসে গেছেন। আর সতীকে কাঁধে নিয়ে মহাকালমূর্ত্তিতে ভীষণ নৃত্য আরম্ভ করলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ভগবৎ চক্রের দ্বারা সতীর দেহ ৫২ টুকরা হয়ে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পতিত হয়ে পীঠস্থানে পরিণত হল।

এখানে এই যে ব্রাহ্মণী—যাঁকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল, তিনিও ঐরূপ ভাবে দেহত্যাগ করে আত্মশরীরে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্ব্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ॥

যত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ছিল সব সখাগণকে ভাগ করে দিয়ে কৃষ্ণ-বলদেবও সেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন।

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্‌কৃতৈঃ॥

নরলীলা প্রকটকারী ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজে বহুপ্রকার লীলা প্রকট করেছেন। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" বসুদেব-দেবকীর ঘরে ভগবান্ আবির্ভূত হলেন, আর নন্দ-মহারাজের ঘরে মা-যশোদার কুক্ষিতে যখন প্রবেশ করছেন এবং সেখান থেকে যখন আবির্ভূত হচ্ছেন, তখন বলা হল তিনি জন্মগ্রহণ করলেন। দুটো শব্দের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এক ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যপর ব্যাপার, অন্য ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বাৎসল্য—মাধুর্য্যপর ব্যাপার। আবির্ভাব ও জন্মগ্রহণ—দুটো শব্দের দ্বারা ওটার বৈশিষ্ট্য

বুঝান হয়েছে। সেই ভগবান্ তিনি মাধুর্য্য-রসময় বিগ্রহ, তিনিই বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাবে মা-যশোদার কুক্ষি থেকে জন্মগ্রহণ করলেন। সুতরাং গোকুলে ভগবানের জন্মলীলাটা অতি স্বাভাবিক অবস্থা।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনের কাছে বলেছেন,—আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, সকলের নিকট ধরা দেই না। আমি কার কাছে ধরা দেই?—ভক্তের কাছে। ভক্তের বিশেষ ভাবের কাছে আমি ধরা দেই। 'যোগমায়াসমাবৃতঃ'—আমার যা কিছু লীলা, সবই যোগমায়ার ইচ্ছাকৃত। আমার যে অপ্রাকৃত ভাব সেটা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের ব্যাপার নয়। 'যোগমায়া'-শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে। 'যোগমায়ামুপাশ্রিত্য'-শব্দ ভাগবতের বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ জগতে শ্রীভগবানের লীলাবিস্তারিণী শক্তি হলেন যোগমায়া। যিনি ভগবানের লীলার সাক্ষাৎ সহায়িকা, তাঁকে 'যোগমায়া' বলা হচ্ছে। আর মহামায়া কে?—যিনি জগচ্চক্রে পরিভ্রামিত করছেন বহু আশাবাদী, মূর্খ, হতভাগা আমাদিগকে, তিনিই হলেন 'মহামায়া'। মূর্ত্তি একই, কিন্তু ক্রিয়াকলাপ—Function আলাদা।

ব্রজের যত গোপ-গোপীগণ, তাঁরা ত' যোগমায়াকে স্তব করেছেন। ব্রজবালিকাগণ, ব্রজকন্যাগণ স্তব করেছেন,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

সানন্দে তিনি সেটা মেনে নিলেন। আপনারা ভাগবতে বর্ণিত দশভাই প্রচেতার কথা জানেন। দশভাই প্রচেতা একসঙ্গে কৈলাসে গিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁদের সকলের ধারণা ছিল যে, শিবঠাকুরই হলেন নিখিল বিশ্বাধার। সেই চিন্তা নিয়ে তাঁরা কৈলাসে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন—শিব-শিবানী দুজনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। অপেক্ষা করলেন। যখন ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে তখন প্রণাম জানালেন শিব-শিবানীকে। শিবঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,—বাছা! তোমাদের কি প্রয়োজন? প্রচেতাগণ বললেন,—এসেছিলাম আপনার কাছে। তা একটা সংশয় কেটে গেল। কি সংশয়? আমরা বুঝেছিলাম—আপনিই নিখিল বিশ্বাধার, সর্ব্বোপরি মালিক। কিন্তু এখন দেখছি আপনারা আবার দুজনে মিলে কার ধ্যান করছিলেন? শিবঠাকুর বললেন,—তোমাদের ধারণা ঠিক হয়েছে। উত্তরটা পেয়েছ ত'। হ্যাঁ,

আমরা বুঝতে পেরেছি। তাহলে আমাদের কি গতি? আমরা যে এসেছিলাম আপনার কাছে তত্ত্বদর্শন জানতে। শিবঠাকুর বললেন,—ঠিক আছে, আমার যে পরমোপাস্য ভগবান্—যাঁর গুণগান আমরা সবসময় করি, সেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবানের নাম তোমরাও কর। এস, আমি তোমাদের দীক্ষা প্রদান করব। কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করলেন সেখানে শিবঠাকুর দশভাই প্রচেতাকে। তোমরা এই কৃষ্ণ মন্ত্র জপ কর, আর এই মহামন্ত্র, তারকব্রহ্মনাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন কর। তোমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে, কল্যাণ হবে। যাঁর যেরূপ চাহিদা, প্রাপ্তিও তদনুরূপ। এ ঘটনা বহুবার ঘটেছে শিব-শিবানীর ক্ষেত্রে। আমার আন্তরিক প্রার্থনা অনুসারেই ফললাভ ঘটে।

আমি যদি না জানি, না বুঝি কি চাইতে হবে আমাকে। জানি না ত'। পাড়ায় কৃষ্ণমন্দির রয়েছে। প্রণাম করছি অনেকক্ষণ ধরে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন,—মশায়! কি করছেন এতক্ষণ বসে বসে। কি বললেন?—আমার বাড়ীতে সকলের অসুখ-বিসুখ, ঠাকুর তুমি সারিয়ে দাও। মামলা-মোকর্দ্দমা অনেক আছে, ঐগুলো নিষ্পত্তি করে দাও। জমিজমা কম আছে, একটু বাড়িয়ে দাও—এইসব প্রার্থনা করলাম। ওগুলো কি চাইতে হয়?—না, ওগুলো চাইবার বিষয় নয়। 'ধনং দেহি, জনং দেহি, যশো দেহি'—এটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় না, চাইতে হয় না। আমার জন্য যে Ration কথা আছে আমি সেটা পাবই পাব। আমার মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিতে পারে না, পারবে না। আমার হিসাবের বাইরে যেটা আছে, সেটা বেরিয়ে যায়। আমরা ওটা বুঝে উঠতে পারি না। তাহলে কি চাইতে হবে ভগবানের কাছে?—হে ভগবান্! যেন তোমার চরণে আমার রতি-মতি থাকে, আমি যেন তোমার নাম না ভুলি। তোমার ভক্তের সঙ্গ যেন আমি লাভ করি। আমার কর্ম্মফল খণ্ডনের জন্য তোমার কাছে আসি নাই। ঠাকুর! দুঃখ-কষ্ট যা কিছু পাওয়ার আমার, সব আমি সহ্য করব, 'আমাকে সহিবার শক্তি দাও, ক্ষমতা দাও।' এই আমার প্রার্থনা হওয়া উচিত। এর থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা নাই। আমার কর্ম্মফলে আমার জীবাত্মা যদি ক্রিমি-কীট কুলেও চলে যায়, সেও আচ্ছা; আমি তোমার কাছে পার্থিব জড়বস্তুর মধ্যে অন্য কিছুই চাই না। তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিই আমি প্রার্থনা করি।—

যদি গমনমধস্তাদ্ কর্ম্ম পাশানুবদ্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।

ক্রিমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥

হে ভগবান্! তোমার চরণে যেন আমার ভক্তি থাকে—এই আশীর্ব্বাদ চাই। এই ত' ভক্তের প্রার্থনা। তিনি ও ছাড়া অন্য কোন প্রার্থনা করবেন না। একেই বলে নিষ্কাম ভক্ত, নিষ্কিঞ্চন ভক্ত। তিনি ভগবদ্ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু চাচ্ছেন না। এইরূপ ভক্তের সমস্ত দায়দায়িত্ব ভগবান্ নিয়ে বসে আছেন।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

এক ব্রাহ্মণের গীতা পাঠ করতে করতে সন্দেহ হয়েছে। এই শ্লোক পড়তে গিয়ে তাঁর সংশয় দেখা দিল। কে তিনি?—অর্জ্জুন মিশ্র। লাল কালির দাগ মারলেন শ্লোকের নীচে। দূর, এই কথা হয় নাকি!—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।' ভিক্ষায় বেরিয়ে গেছেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একমুষ্টিও চাল পান নাই। বেলা নয়টা বাজতে না বাজতে একটা ছোট সুন্দর ছেলে মাথায় ধামাভর্ত্তি করে সিদাপত্র নিয়ে ব্রাহ্মণীর কাছে পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। যখন চলে যাচ্ছেন তখন ব্রাহ্মণীকে বলছেন,—দেখ, তোমার স্বামী আমাকে কেমন মেরেছে। 'আমার স্বামী তোমাকে মেরেছে!' হ্যাঁ, জামাটা খুলে দেখাল, পিঠ চিরে রক্ত ঝর ঝর করে পড়ছে! আচ্ছা আমার স্বামী আসুন, আমি বলব।

এদিকে সেই ব্রাহ্মণী রান্নাবান্না করে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে বসে আছেন। ব্রাহ্মণ দিবাবসানে গৃহে ফিরলেন। বাড়ীতে এসে বললেন,—ব্রাহ্মণী! আজ একমুষ্টিও ভিক্ষা পাই নাই। ঠাকুরের উপবাস, আর আমাদেরও উপবাস। স্ত্রী বললেন,—সে কি! তুমি একটা ছেলের মাথায় প্রচুর সব সিদাপত্র পাঠিয়েছ, আর এ কি কথা বলছ! আচ্ছা, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কি বলত'? ঐ ছোট ছেলেটী মাথায় করে এত সব জিনিস দিয়ে গেল, আর তুমি কিনা তাকে নির্দ্দয়, নৃশংসভাবে মেরেছে। যখন ব্রাহ্মণী এই কথা বলছেন তখন ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুকরিণী থেকে স্নান

করে এসে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। গীতা খুলে দেখেন—ঐ যে শ্লোকটী সালকালি দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন, সেটা আর নাই। সেইটী ভগবান্ গায়ে নিয়ে নিয়েছেন। ভগবদ্‌বাক্যের প্রতি যদি আমরা সন্দেহ পোষণ করি, তাহলে আমাদের কল্যাণ হয় না। সেইটাই গীতায় কৃষ্ণ বললেন অর্জ্জুনকে—অর্জ্জুন! তিন রকমের লোক আমাকে পায় না। তারা কে কে?—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

অজ্ঞ যারা—তত্ত্ববিষয়ে যারা অজ্ঞান তারা আমাকে পেতে পারে না। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিও আমাকে পায় না। 'সংশয়াত্মনঃ'—ভগবান্ আছেন কি নাই, ভগবান্ তাঁর ভক্তকে খাওয়ান, পরান কি না—এই জাতীয় সন্দেহ করছি যারা আমরা, তাদের ঐ অবস্থা। ভগবানকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের সব সংশয় মিটে গেছে। সেইটাই শাস্ত্রে বর্ণনা করেছেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

ভগবানকে বিশ্বাস করলে তাঁর সর্ব্বসংশয় কেটে যায়। তিনি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ অন্তর্যামিসূত্রে তাঁর হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে থাকেন এবং তিনি কখনও ভুল করেন না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর পূর্ণ নির্ভরতা। তাই বলেছেন,—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। যোগ এবং ক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ চেষ্টা। ভগবান্ এ দুটোই করে থাকেন একসঙ্গে। ভক্ত প্রেমবিভাবিত অবস্থায় আছেন। ভগবান্ তাঁর দেওয়া জিনিসটা রক্ষাও করছেন। অনন্যভক্তের পূর্ণ দায়িত্বই নিচ্ছেন। ভগবান্ কি না করেন? তিনি ত' আশ্রিতবৎসল, তিনি ভক্তবৎসল, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু।

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ॥
দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।
আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্॥

বিপ্রপত্নীগণ ভগবানকে দর্শন করে এলেন এবং তাঁকে খাইয়ে এলেন। এই চিন্তা করে তাঁদের স্বামীরা গৃহে অত্যন্ত অনুতপ্ত হচ্ছেন। ছিঃ! ছিঃ! ভগবান্ আমাদের কাছে এক মুষ্টি অন্ন চেয়েছিলেন। আমরা তাঁকে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারি নাই। আর আমাদের স্ত্রীগণ তাঁকে দর্শন করে এলেন এবং

খাইয়ে এলেন সাক্ষাদ্‌ভাবে। তাই অত্যন্ত অনুতপ্ত হচ্ছেন তাঁরা। দুঃখিত হয়ে তাঁরা বলছেন কি ?—

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্‌বহুযজ্ঞতাম্।
ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥

'ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্'—আমাদের তিনটে জন্ম বৃথা হয়েছে, এতে ধিক্। তিনটে জন্ম কি কি ?—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ ॥

—এই তিনটে জন্ম। মাতৃকুক্ষি থেকে প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় জন্ম হল যখন উপনয়ন হচ্ছে, আর তৃতীয় জন্ম হল বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা লাভ হচ্ছে যখন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বললেন,—এই তিন জন্মই আমাদের বৃথা হয়েছে। 'ধিগ্ ব্রতং'—আমরা যে ব্রত নিয়েছি, তাতে ধিক্। 'ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্'—আমরা অনেক কিছু জেনে ফেলেছি, বুঝে ফেলেছি বলে যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারে ধিক্। 'ধিক্‌কুলং'—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের সাধন-ভজন করতে পারলাম না, ভগবানের সেবা করতে পারলাম না, তাঁর অনুজ্ঞা পালন করতে পারলাম না। অতএব আমাদের কুলে ধিক্। 'ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং'—আমরা যে যাগযজ্ঞ—ক্রিয়াকলাপাদি করতে বসেছি, এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডেও ধিক্। 'বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে'—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি যে ভগবান্ তাঁর প্রতি আমরা সেবা-বিমুখ হয়েছি, তাঁকে ভালবাসতে পারি নাই, তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারি নাই। সেজন্য আমাদের সবকিছুতেই ধিক্।

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥

হে ভগবান্! তোমার মোহিনী মায়া যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করে। আমরা আমাদের স্বার্থ বুঝতে পারলাম না। স্বার্থ, স্বার্থপর শব্দগুলো খুব খারাপ কথা। কিন্তু এখানে 'স্বার্থ' শব্দটী ভাল অর্থে ব্যবহার হয়েছে। স্ব—আত্মা, আত্মার কল্যাণচিন্তাকামী ব্যক্তি হলেন স্বার্থী, স্বার্থপর। ভাগবতে এরূপ ব্যবহার আছে। "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং, দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।" স্বার্থগতি হলেন ভগবান্ বিষ্ণু। আত্মকল্যাণচিন্তা আমরা ঠিক ঠিকভাবে, যথাযথভাবে করতে পারি, যদি ভগবানকে ভালবাসতে পারি। ভগবানই হলেন আমাদের স্বার্থগতি।

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্॥

দেখ, দেখ, আমাদের এই যে নারীগণ এরা জগদ্‌গুরু কৃষ্ণের প্রতি কিরূপ ভক্তিভাব লাভ করেছে। এদের ঘর থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, কত আইনকানুনে শৃঙ্খলিত করে রেখেছি এদের, কিন্তু আজ এরা কোন কথা মানল না। আমাদের সব কথা অবহেলা, অবজ্ঞা করে ভগবানকে দর্শন করে এসেছে। 'নাদাং দ্বিজাতিসংস্কারো'—এদের দ্বিজাতি সংস্কার নাই। স্ত্রী-জাতির পৈতা হয় কি কখনও? আপনারা কি শুনেছেন কখনও? ব্রাহ্মণীগণের পৈতা হয় কি?—না, হয় না। কিন্তু আজকাল একটা Section বেরিয়েছে, তারা ব্রাহ্মণীগণকেও পৈতা দিচ্ছেন! কালে কালে অনেক কিছু হবে জগতে। কলির প্রাবল্যে বহু কিছু ঘটনা ঘটছে। আপনারা খবরটা শুনে রাখুন। 'ন নিবাসো গুরাবপি'—আমাদের এই স্ত্রীগণ গুরুগৃহেও বাস করে নাই। 'ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥'—এরা তপস্যা ইত্যাদিও কোনদিন করে নাই।

তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥

তথাপি মহাযোগেশ্বরেশ্বর উত্তমঃশ্লোক, পুণ্যশ্লোক সেই ভগবান্ কৃষ্ণে এদের ভক্তি দৃঢ়া—উপনয়ন-সংস্কার ব্যতীতই।

নন্বু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ।

আমরা গৃহকার্য্যে নিপুণ হয়ে এই গৃহকর্ম্মেই সকল সময়ে ব্যস্ত রয়েছি। আমরা অত্যন্ত বিমূঢ়। ভগবান্ আমাদের কর্ত্তব্য-দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এক মুষ্টি অন্ন যাচ্ঞা করেছিলেন। আমরা তখন বুঝতে পারি নাই।

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্॥

যদি তাই না হবে তাহলে আপ্তকাম, পূর্ণকাম যদুপতি ভগবান্ তাঁর ত' কোন অভাব নাই। তিনি স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট। "অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।" সেই স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট পরিপূর্ণতম বস্তু ভগবান্, তাঁর আবার অভাব কিসের? তথাপিও সেই ভগবান্ একমুষ্টি অন্ন যাচ্ঞা করেছিলেন আমাদের কাছে। আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি নাই, অকৃতকার্য্য হয়েছি। ( ক্রমশঃ )

---

# বিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ

দয়াল গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল,—
"নাথ তেয়াগিলা" বলি, আবেশে পড়য় ঢলি,
কভু "ওই নাথ" বলি হয়েন বিকল।
দু'নয়নে বহে ধারা, আবেশে আপনাহারা,
হরি হ'য়ে হরিবলে প্রেমেতে পাগল ॥ ১ ॥
যথা কৃষ্ণনাম শুনে তথা ছুটে যায়,—
বিরহে সুতনু ক্ষীণ, নয়ন পলকহীন,
"কোথা কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু" স্বরূপে সুধায়।
রামানন্দ কণ্ঠ ধরি, কহেন মিনতি করি,—
এনে দেহ প্রাণসখে মোর বঁধুয়ায় ॥ ২ ॥
অবিরত ঝর ঝর ঝরিছে নয়নে,—
মুদিয়া নয়নদ্বয়, ডাকে "এস দয়াময়,
একবার দেখা দিয়া বাঁচাও জীবন।"
কভুবা বিরহে হায়, জীবন ত্যজিতে চায়,
(কভু)—কৃষ্ণজ্ঞানে তমালেরে দেন আলিঙ্গন ॥ ৩ ॥
স্বীয় ভাগ্য নিন্দি' কভু করে হায় হায়,
কভু ভিতে ঘসে মুখ, নখে বিদারয় বুক,
ভাসিছে কোমল কায় শোণিত-ধারায়।
কভুবা বিহ্বল প্রাণে, ছুটিছে সাগর পানে,
মনে আশা "বঁধুয়ারে ধরিব তথায়" ॥ ৪ ॥
কভুবা গেয়ান-হারা ধরণী লুটায়,—
কভু গোবিন্দেরে কন, গিয়াছিনু বৃন্দাবন,
বাধা দিলে কৃষ্ণসঙ্গ কি সুখ-আশায় ?
দারুণ জীবের দায়, প্রভুর এ দশা হায়,
প্রভুর এ ভাব হেরি হিয়া বিদরায় ॥ ৫ ॥
কবে বা লইবে জীব স্মরণ তাঁহার,—
গোরা-অনুরাগে কবে, জগৎ মগন হ'বে,
কবে বা সে-ভাবে হৃদি ভরিবে বালার ॥ ৬ ॥

—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী

———

# শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বলিয়া লক্ষিত হন। বৈয়াসিক সম্প্রদায়ানুগত্য বা শ্রৌতপন্থাবলম্বনে যিনি আচার্য্য-আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নিরন্তকুহক পরমসত্য ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়া থাকেন, ব্যাসাসনে উপবিষ্ট সেই শ্রীগুরুদেবের পূজাই—শ্রীব্যাসপূজা।

শ্রীব্যাসপূজার প্রথা আধুনিক বৈষ্ণবব্রুব-সমাজে প্রচলিত না থাকিলেও, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আচার্য্যাধিরাজ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাসপূজা-প্রথা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে।

বর্ত্তমানে কিছু কিছু গুরুপ্রেষ্ঠ-সেবক নিজ গুরুদেব ব্যতীত অন্যান্য আচার্য্যগণকে শ্রীগুরু-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন। তাহারা কেবল স্বীয় গুরুদেবকে শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ বলিয়া বহুমানন করেন এবং তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথি পালনে তৎপর হন। অন্য কোন সেবক যখন তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করিতে যত্নপ্রকাশ করেন, তখন উক্ত গুরুপ্রেষ্ঠ-সম্প্রদায় অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের আরোপ করেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত সম্প্রদায় শ্রীগুরুতত্ত্বানভিজ্ঞ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংগৃহীত, শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূল-ভগীরথ শ্রীগদাধরাভিন্নতনু শ্রীগৌরনিজজন জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংশোধিত ও সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ানুমোদিত "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" অনুসারে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের পূজা করাই বিধি।

গত ৫ই পৌষ ১৩৯৬, ইং ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-নবমী-তিথিতে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ানুগত শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীসমিতির পুরুষোত্তমধামস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

শ্রীল গুরু-মহারাজ মাসাধিককাল শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ থাকায়

জন্য তদীয় আবির্ভাব-তিথির কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই মঠবাসী সেবকগণকে তাঁহার প্রকট-বাসরে কোনপ্রকার উৎসবাদির ধূমধাম করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কোন কিছুর আয়োজন না থাকা সত্ত্বেও আমরা এক পরম সৌভাগ্য লাভ করি। যদৃচ্ছাক্রমে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং শিলং, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, কলিকাতা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, খড়্গপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের শ্রদ্ধালু ও দীক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তগণকে লইয়া পুরুষোত্তম ধামস্থ শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। সমিতির শাখামঠ শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র ( কোরষ্ট ) হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ হরিজন মহারাজ ও পুরীর স্থানীয় মঠ-মন্দিরের পূজ্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া আমাদের গুরুপূজায় পরম উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে যথাবিধি শ্রীগুরুপূজা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়।

এই শুভবাসরে জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত প্রিয়জন ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী প্রাঞ্জল ভাষায় "গুরুতত্ত্ব" সম্বন্ধে এক সুন্দর ভাবগম্ভীর ভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ শ্রবণে উপস্থিত সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন। উক্ত ভাষণটী যথাযথ পরবর্ত্তী সময়ে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মধ্যাহ্ন ভোগরাগের পর উপস্থিত সকলেই বৈচিত্র্যময় প্রসাদ সেবনে পরম তৃপ্তি লাভ করেন। প্রসাদ সেবনান্তে সমস্ত বৈষ্ণবগণ গুরুপূজার সুন্দর বন্দোবস্তের জন্য শ্রীপাদ নন্দনন্দন ব্রহ্মচারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ক্রমে ক্রমে সাধন-ভজনপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। এই শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবে শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টা সত্যই খুব প্রশংসনীয়।

## শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি ( দার্জ্জিলিং )

শ্রীগুরুপূজা শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক উৎসব হিসাবে পালিত হইতেছে। এই তিথিকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত মঠে প্রতি বৎসর বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত শ্রীগুরুপূজার আয়োজন করা হয়।

এই বৎসরও যথারীতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীমঠের প্রবেশদ্বার ও শ্রীমন্দির কদলীবৃক্ষ, পুষ্পরাজি ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীগুরুবর্গের অর্চ্চালেখ্যসমূহকে সুন্দররূপে নব সাজে সজ্জিত করা হয়। শ্রীগুরুপূজার পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ৪ঠা পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্ণে নগর-সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তনে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ যোগদান করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপূজা-তিথিতে বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি অন্তে শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন ভোগ ও আরতি সম্পন্ন হয়। তৎপরে আহূত-অনাহূত উপস্থিত প্রায় সহস্রাধিক ভক্তকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীনৃসিংহদেবের জয়দান-পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিগণ শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীগুরুমহিমাসূচক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে মঠরক্ষক শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

## বাদলায় শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

বিগত ৫ই পৌষ, ( ইং ২১।১২।১৯৮৯ ) ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাদলা নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে শ্রীভজনকৃষ্ণ ( ভক্তদাস ) ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীব্যাসপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীপাদ চৈতন্যকৃষ্ণ ( চিত্তরঞ্জন কবিভূষণ ) দাসাধিকারী প্রভু জীবতত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠ জীব—মানবের গুরু পাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দার্শনিক যুক্তি-প্রদর্শনমুখে মনোহারিণী বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেন এবং তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীগুরু-প্রশস্তি'ও পাঠ করেন। তৎপর সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বিবিধ গুণগ্রাম কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার সতীর্থ ও বয়োবৃদ্ধ হইলেও মদীয় গুরুপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্যরূপ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। "হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥"—ইত্যাদি বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তর সমাগত ভক্তবৃন্দকে যথোচিত মহাপ্রসাদদানে আপ্যায়িত ও পরিতৃপ্ত করা হয়।

এই শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব শ্রীসমিতির সমস্ত শাখামঠসমূহেও মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।　　—নিজস্ব সংবাদদাতা

# বাদলা-গ্রামে শ্রীগুরুপূজা-বাসরে
# শ্রীগুরু-প্রশস্তি

জয় জয় গুরুদেব পতিত পাবন।
জয় শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-অন্তরঙ্গ-জন ॥
একদা পৌষ মাসে কৃষ্ণ-নবমী তিথিতে।
আবির্ভূত হৈলা প্রভু এই ধরণীতে ॥
নবধা ভকতি মধ্যে আত্মনিবেদন।
নবমী ভকতি বলি' শাস্ত্রেতে বর্ণন ॥
কৃষ্ণে শরণ লঞা কৈলে আত্মনিবেদন।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তি করিতে প্রচার।
কৃষ্ণ-নবমী তিথি যাঁ'র প্রকট-বাসর ॥
যিনি মোর দীক্ষাদাতা পতিতপাবন।
সেই গুরুপাদপদ্ম বন্দি অনুক্ষণ ॥

( ২ )

অঙ্গে যাঁ'র বিরাজিত সর্ব্ব সুলক্ষণ।
সদা হরিকথায় যাঁ'র আনন্দিত মন ॥
দুঃসঙ্গ ত্যাগে যিনি সতত তৎপর।
বেদান্ত-সিদ্ধান্তে যিনি অভিজ্ঞ বিস্তর ॥
গুরু-মনোঽভীষ্ট সদা করিতে পালন।
নানাকার্য্যে ব্যস্ত যিনি রহে অনুক্ষণ ॥
অক্রোধ, পরমানন্দ, মানদ, অমানী।
সুলেখক, বাগ্মিপ্রবর, গুণী-শিরোমণি ॥
ভক্ত-সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যান-কালেতে।
ক্লান্তি নাহি আসে যাঁ'র দেহে ও মনেতে ॥
হেন গুরুপদে মুঞি লইয়া শরণ।
প্রণমি' প্রার্থনা করি শুধু কৃপাকণ ॥

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী—
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী
( শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল )

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

## শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব


শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
( রেজিষ্টার্ড )
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া ( পশ্চিমবঙ্গ )।


সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা ( ফাল্গুনী-পূর্ণিমা ) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ২১শে ফাল্গুন, ১৩৯৬ ( ইং ৬।৩।৯০ ) মঙ্গলবার হইতে ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৯৬ ( ইং ১২।৩।৯০ ) সোমবার পর্য্যন্ত একসপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টী ( ৯টী ) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২রা পৌষ, ১৩৯৬

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

# শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২১ ফাল্গুন ( ইং ৬।৩।৯০ ), মঙ্গলবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** ( কীর্ত্তনাখ্য )—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং ( ২ ) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** ( স্মরণাখ্য )—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২২ ফাল্গুন ( ইং ৭।৩।৯০ ), বুধবার ;—( ৩ ) **শ্রীকোলদ্বীপ** ( পাদসেবনাখ্য )—গদখালির কোল, তেঁধরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি, এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** ( অর্চ্চনাখ্য )—রাতুপুর।

৩। ২৩ ফাল্গুন ( ইং ৮।৩।৯০ ), বৃহস্পতিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** ( বন্দনাখ্য )—জান্নগর ( জহ্নুমুনিস্থান ), বিদ্যানগর ( সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট ) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** ( দাস্যাখ্য )—**মামগাছি** ( শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট ), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর ( পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস )।

৪। ২৪ ফাল্গুন ( ইং ৯।৩।৯০ ), শুক্রবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** ( সখ্যাখ্য )—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** ( শ্রবণাখ্য )—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা ( প্রৌঢ়া-মায়াস্থান )।

৫। ২৫ ফাল্গুন ( ইং ১০।৩।৯০ ), শনিবার ;—(৯) **অন্তর্দ্বীপ** ( আত্মনিবেদনাখ্য )—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ ( শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন ), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২৬ ফাল্গুন ( ইং ১১।৩।৯০ ), রবিবার ;—**শ্রীগৌরজন্মোৎসব**।

৭। ২৭ ফাল্গুন ( ইং ১২।৩।৯০ ), সোমবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব ( মহাপ্রসাদ বিতরণ )**।

---

**জ্ঞাতব্য** ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ মশারীসহ বিছানা এবং হাল্কা থালা ও ঘটি অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও ২০শে ফাল্গুন ( ইং ৫।৩।৯০ ) সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥




সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪১শ বর্ষ | ৪ গোবিন্দ, প্রদ্যুম্ন, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ ৩০শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৯৬, ইং ১৩।২।৯০ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

# শ্রীহিন্দোলন-লীলা-বর্ণনম্ ( মধ্যাহ্ন-স্মারকম্ )

( শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃতে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থরাজে চতুর্দ্দশ-সর্গে—৬৯-৭৬ )

ততোঽবরূঢ়া ললিতাদয়স্তদা
রাধেঙ্গিতৈঃ কাঞ্চন-বল্লিকাদিকাঃ।
আরোহয়ামাসুরধঃস্থিতাঃ সখী-
র্হিন্দোলিকাং তাং ক্রমশো বলাচ্ছলৈঃ॥ ৬৯॥

তদনন্তর শ্রীরাধার ইঙ্গিতে ললিতাদি সখীগণ হিন্দোলিকা হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক কাঞ্চন-লতাদি সখীগণকে অধঃস্থিত দেখিয়া সামর্থ্য প্রদর্শনচ্ছলে ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে হিন্দোলার উপরি আরোহণ করাইতে লাগিলেন॥ ৬৯॥

তাসাং দ্বয়ী-দ্বয়ী-পূর্ণ-পার্শ্বং তং ক্রমশো মুদা।
গোবিন্দং দোলয়ামাসুর্গায়ন্ত্যস্তাঃ সরাধিকাঃ ॥ ৭০ ॥

তৎপরে শ্রীরাধার সহিত ললিতা প্রভৃতি সখীগণ গান করিতে করিতে ক্রমশঃ ঐ সকল কাঞ্চন-লতাদির দুই দুইটী সখীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাম ও দক্ষিণ-দিক্ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে দোলাইতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

রাধায়াঃ শ্রুতি-লগ্নায়াং ললিতায়াং হসন্ত্যসৌ।
আরুহ্য দোলামালীনাং চকার বহুমণ্ডলীঃ ॥ ৭১ ॥

অনন্তর ললিতা শ্রীরাধার কর্ণে সংলগ্ন হইয়া সঙ্কেত করায় শ্রীরাধা হাস্য করিতে করিতে দোলারোহণপূর্ব্বক সখীসকলের বহুতর মণ্ডলী রচনা করিলেন ॥ ৭১ ॥

তস্যাং স্থিতায়াং প্রিয়বাম-পার্শ্বে
প্রান্দোলয়ন্তীষু সখীষু দোলাম্।
একং পুনশ্চিত্রমভূদমূষাং
দ্বয়োর্দ্বয়োরাস হরিঃ স মধ্যে ॥ ৭২ ॥

তদনন্তর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে অবস্থিত হইলে, সখীসকল দোলা আন্দোলিত করায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সকল সখীদিগের দুই দুইটীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

তাপিঞ্ছশ্চেৎ খচর-কনকক্ষ্মাভৃদুত্থোঽভবিষ্যৎ
প্রোৎফুল্লাঙ্গ্যা পুরট-লতয়া বেষ্টিতাঙ্গঃ পরীতঃ।
তাপিঞ্ছানাং কনক-কদলী-সংযুজাং মণ্ডলীভিঃ
সাম্যং শৌরের্জগতি স তদা তাদৃশস্যাপ্যবাপ্স্যৎ ॥ ৭৩ ॥ *

সে যাহা হউক, জগন্মধ্যে যদি প্রফুল্ল স্বর্ণলতাদ্বারা বেষ্টিতাঙ্গ তমালতরু আকাশগামী স্বর্ণপর্ব্বতের উপরিভাগে উৎপন্ন হয় এবং স্বর্ণকদলী-সংযুক্ত তমালবৃক্ষের মণ্ডলীসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত কনকবেষ্টিত তমালবৃক্ষ হয়, তাহা হইলে দোলারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য হইতে পারে ॥ ৭৩ ॥

---

* এই শ্লোকে আকাশগামী পর্ব্বতের সহিত দোলার, স্বর্ণলতার সহিত শ্রীরাধার, তমালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং স্বর্ণকদলী-সংযুক্ত তমালবৃক্ষসকলের সহিত সখীগণসহ শ্রীমূর্ত্তিসকলের তুলনা করা হইয়াছে।

অথাবরূঢ়াসু বিশাখিকেঙ্গিতৈঃ
সখীষু সখ্যৌ ললিতাদয়ো মুদা।
রাধাচ্যুতৌ সংভ্রময়ন্ত্য উচ্চকৈঃ
প্রেঙ্খোলিকান্দোলনমাশু চক্রিরে ॥ ৭৪ ॥

অতঃপর বিশাখার ইঙ্গিতে সখীসকল দোলা হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলে, ললিতা প্রভৃতি সখীগণ আনন্দ-সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে হিন্দোলায় ঘূর্ণিত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রেঙ্খোলিকায় ( ঝুলনায় ) আন্দোলন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

ব্যাকুলাং রাধিকাং প্রেক্ষ্য গাঢ়ালিঙ্গিত-বল্লভাম্।
স্মেরাস্বালীষু গৃহ্ণংস্তাং হসন্নবরুরোহ সঃ ॥ ৭৫ ॥

তখন সখীসকল হাস্য করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তরভাবে আলিঙ্গিতা বল্লভা শ্রীরাধাকে ব্যাকুল দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক দোলা হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ৭৫ ॥

আভীরীভিঃ সচ্ছম্পাভিঃ সম্বীতাঙ্গঃ কৃষ্ণাব্দঃ
কৌন্দী-বৃন্দাদীনাং চক্ষুর্বাপীহালী-তৃষ্ণাহ্লৎ।
লীলা-কীলালালী-ধারাপাতৈঃ সিঞ্চন্ বিশ্বংশ্রী-
বৃন্দারণ্যেঽসৌ জীয়াদেবং 'দোলা-লীলাখেলঃ' * ॥ ৭৬ ॥

আহা, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আর কি বর্ণনা করিব? দোলা-লীলায় তৎপর শ্রীকৃষ্ণরূপী নবজলধর গোপাঙ্গনারূপ সৌদামিনী-সমূহে বেষ্টিতাঙ্গ হইয়া কুন্দলতা প্রভৃতির নেত্ররূপ চাতকীগণের তৃষ্ণা হরণপূর্ব্বক লীলারূপ সলিলসমূহের ধারাপাতে বিশ্বকে সেচন করত বৃন্দাবনে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৭৬ ॥

---

* এই শ্লোক "লীলাখেল"-নামক ছন্দে গ্রথিত। তাহার লক্ষণ, যথা—
"একন্যূনৌ বিদ্যুন্মালাপাদৌ চেল্লীলাখেলঃ ॥"
অর্থাৎ আটটী গুরুবর্ণে বিদ্যুন্মালা হয়, তাহার দুই পাদে এক বর্ণ-বিহীন অর্থাৎ সমষ্টিতে ১৫টী গুরুবর্ণ হইলে "লীলাখেল" ছন্দ হয়। এই ছন্দটী অবিশ্রামে ৬০ বার পাঠ করিলে এক দণ্ড সময় হইয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

# জ্ঞান

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৬ পৃষ্ঠার পর ]

## বদ্ধাবস্থায় জীবের নিজ শুদ্ধ পরিচয়-জ্ঞান

সেই পরিচয় এইরূপ ;—

১। আমি স্থূল ও লিঙ্গ-জগৎ হইতে একটী পৃথক্ ব্যক্তি।

২। আমার সম্বন্ধ, আশা, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা—এই স্থূল ও লিঙ্গ-জগতের অতীত কোন অবস্থায় আছে।

৩। আমি স্বতন্ত্র-সত্তা হইয়াও কোন বৃহৎ স্বতন্ত্র-সত্তার পরতন্ত্র।

৪। আমি স্বভাবতঃ সেই বৃহৎ স্বতন্ত্র-সত্তা-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আকৃষ্ট।

৫। আমি কোন অপরাধে এই অস্বচ্ছন্দ অবস্থায় নীত হইয়া আছি।

৬। সেই অপরাধ ক্ষয়পূর্ব্বক আমার শুদ্ধ-অবস্থা লাভ করা আবশ্যক।

৭। একমাত্র বিশুদ্ধ প্রীতি-সুখই সেই অবস্থার পরিচয়।

৮। আমি স্বয়ং ক্ষুদ্র, সুতরাং শক্তিহীন। আমার পরম কান্তের অনুগত থাকিয়া তাঁহার সহায়তায় বল লাভ করিব।

৯। আমি দূরে পড়িয়াছি, কিন্তু আমার কান্ত স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে আমা হইতে অনতিদূরে আছেন।

১০। আমার বর্ত্তমান অবস্থা—স্থূল ও লিঙ্গাবরণ-সত্তা-জনিত যন্ত্রণা-বিশেষ।

স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তাগত বিতর্করূপ জ্ঞান স্বীয় বল প্রকাশপূর্ব্বক স্বভাবগত আত্ম-প্রত্যয়কে পরের ন্যায় অনাদৃত করিয়া রাখিয়া থাকে। সাধুসঙ্গ এবং অন্য সুকৃতিবলে যখন আত্মজ্ঞান বলবান্ হয়, তখন স্থূল ও লৈঙ্গিক জ্ঞান দুর্ব্বল হইয়া নিরস্ত হয়। স্বভাবজ জ্ঞান এইরূপ।

## প্রসাদজ জ্ঞান দ্বিবিধ ঃ—

### (১) ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান

প্রসাদজ জ্ঞান দুইপ্রকার অর্থাৎ ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান এবং ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান। শুদ্ধভক্তি-সাধনদ্বারা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তিনি কৃপা করিয়া জীবকে অনন্ত জ্ঞান প্রদান করেন। যোগবলে বা ইন্দ্রিয়-চালন-বলে অনন্তকালে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা প্রসাদজ-জ্ঞানের এক কণের সমতা

লাভ করে না। সমস্ত অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার ভগবৎকৃপা-বলে ভক্ত লাভ করিয়া থাকেন। যোগিগণ ও প্রাকৃত পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রমে যত প্রকার জ্ঞানই লাভ করুন, সে-সমস্তই প্রাকৃত। **যোগিগণের চরম প্রাপ্য—কৈবল্য। তাহাতে প্রাকৃত জ্ঞানের অন্ত নির্দ্দিষ্ট হইলেও কিছুমাত্র অপ্রাকৃত জ্ঞান নাই।** সেই কৈবল্য ভেদ করিয়া চিদ্‌বিচিত্রতা দেখিতে পাইলে অপ্রাকৃত জ্ঞানের আস্বাদ পাওয়া যায়। কৈবল্য ভেদ করা—জীবের নিজ-চেষ্টার অসম্ভব। ভগবৎ-ভাগবত-কৃপা ব্যতীত কৈবল্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

### (২) ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান

ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞানও দুর্ল্লভ। যে ভক্ত ভগবৎ-প্রসাদে স্বীয় স্বভাবজ জ্ঞানকে ভগবৎ-কৃপায় সমৃদ্ধ করিয়া সমস্ত ভগবৎ-প্রসাদজ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বীয় শক্তি-সঞ্চারদ্বারা তাঁহার কৃপা-পাত্রকে সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী করিতে পারেন। এবম্বিধ ভাগবত-সঙ্গ জীবের পক্ষে বিরল, **সুতরাং ভক্ত-প্রসাদজ জ্ঞান লাভ করা সর্ব্বত্র সুসাধ্য নয়।**

### জ্ঞান ত্রিবিধ :—স্থূল, লিঙ্গ ও অপ্রাকৃত

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞান তিন প্রকার :—

১। ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত **স্থূল-জ্ঞান।**

২। যোগদ্বারা প্রাপ্ত **লিঙ্গ-জ্ঞান।**

৩। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত **অপ্রাকৃত-জ্ঞান।**

(১) **ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত স্থূলজ্ঞান** এই স্থূল শরীরের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনষ্ট হয়। পদার্থ-তত্ত্ববিদ্যা যে-সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সে সমস্ত জ্ঞানেরই ঐ একপ্রকার গতি। স্থূলজ্ঞানী যতই অহঙ্কার করুন, মরণের সহিত তাঁহার অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয় দূরীভূত হইবে। এই ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে অপ্রাকৃত জ্ঞানের অবমাননা করেন, সে কেবল তাঁহার যথার্থ জ্ঞানাভাব-জনিত উপদ্রব-বিশেষ।

(২) **যোগদ্বারা প্রাপ্ত লিঙ্গজ্ঞানের** সীমা, লিঙ্গ-জগতের সীমার সহিত এক। কর্ম্মফলে যে-পর্য্যন্ত জীব লিঙ্গ-শরীরের বশবর্ত্তী, সে-কাল পর্য্যন্ত সেই জ্ঞানের বল। লিঙ্গ ভঙ্গ হইলে অর্থাৎ মুক্তি উপস্থিত হইলে, আর যোগাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কোথায় থাকে? সুতরাং যোগ-প্রাপ্ত জ্ঞানেরও আনন্ত্য-ধর্ম্ম নাই। তাহার একটী সীমা আছে।

(৩) **জীবের স্বরূপ-সত্তাগত** অপ্রাকৃত জ্ঞানই নিত্য, অসীম ও অনন্ত। সেই জ্ঞানের যত্ন করাই জীবের কর্ত্তব্য।

## শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের জ্ঞানোপদেশ

অতএব শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং, কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

(ভাঃ ১।৫।১৮)

অতএব হে ব্যাস! বিবেকী লোক সেই তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্যই যত্ন করেন, যাহা এই প্রাকৃত জগতে উচ্চ-নীচ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াও পাওয়া যায় না। প্রাকৃত জগতে যে সুখ আছে, তাহা গভীর বলযুক্ত কালদ্বারা চালিত হইয়া দুঃখের ন্যায় বিনা চেষ্টাতেও লাভ করা যায়।

## শ্রীমদ্ভাগবতই অপ্রাকৃত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই সেই স্বানুভূত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থ। অতএব তাহা সর্ব্বশ্রুতি-গণের সার-শিক্ষা। জীবের স্বরূপ-সত্তাগত অপ্রাকৃত জ্ঞান পাইবার যদি বাসনা থাকে, তবে ঐ গ্রন্থে যে সমস্ত অপ্রাকৃত বিচিত্রতা বর্ণন আছে, তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার অন্বেষণ করুন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

## ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১০ম সংখ্যার ৩৯৮ পৃষ্ঠায় ১৭শ পঙ্‌ক্তিতে 'contempts' স্থলে 'contempt' এবং ১৮শ পঙ্‌ক্তিতে 'মেলামেশি' স্থলে 'মেলামেশা' হইবে।

# অযোগ্য সন্তান

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত ঐতিহ্য পাঠে জানা যায় যে, শ্রীরূপ কবিরাজ নামক অতিবাড়ী মহাশয়ের মতের প্রতিকূলে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিবার যোগ্যতা নাই এবং আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণ বৈষ্ণবগৃহস্থ হইলে আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন প্রচার করিয়াছেন। এস্থলে অযোগ্যতাসমূহের তালিকা না পাওয়া গেলে গৃহস্থ সন্তানগণ আপনাদিগকে ভ্রমক্রমে যোগ্যজ্ঞানে আচার্য্যের পরিচয় দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের উদ্দেশ্যসমূহ ধ্বংস করিতে পারেন, এরূপ আশঙ্কার উদয় হয়। অযোগ্যতা বিষয়ে কয়েকটী কথা নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

নিজে নিজে নামের পার্শ্বে যিনি স্বয়ং 'গোস্বামী' শব্দ লিখেন, তাঁহাতে তৃণাদপি সুনীচতা, তরুসদৃশ সহিষ্ণুতা, অভিমানশূন্যতা ও জগৎকে সম্মান প্রদানের অভাব লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ 'উপদেশামৃত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আদান্ত-গো বা গৃহব্রত বলিয়া আপনাদের জানিয়াও লোক প্রবঞ্চনার জন্য নিজ নামের সহিত 'গোস্বামী' শব্দ যোজনা করেন, এই আত্মবঞ্চনাপরাধে তাঁহাদের কিরূপ দণ্ড স্বীকার করা আবশ্যক, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। কায়মনোবাগ্রূপ ত্রি-বেগ দমন জন্য বৈদিক ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিয়া বলপূর্ব্বক গোস্বামী হইবার অবৈধ বাসনা কিরূপে তাহাদিগকে গ্রাস করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার ব্রজবাসী গোস্বামীষট্‌কের পারমহংস্য বেষ দর্শন করিয়া তাঁহারা শ্রীপাদ সরস্বতী প্রবোধানন্দ যতীশ্বরের ন্যায় ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন নাই দেখিয়া ত্রিদণ্ডবর্জ্জন করিতে পারিলেই যে কোন ব্যক্তি বৈষ্ণব পারমহংস্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, এরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করেন। যাঁহারা শূদ্রতা বা গৃহব্রত ধর্ম্মপরকেই পারমহংস্য বেশবিশিষ্ট গোস্বামী বলিয়া ভ্রম করেন, তাঁহারাই অযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণবাচার্য্যকুলে জাত ব্যক্তির বৈষ্ণব হইতে হইলে কলির পাঁচটী আবাসস্থল পরিত্যাগ করিতে হয় 'শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই সেই কথার প্রসঙ্গ আছে। সংক্ষেপতঃ উহা আর কিছু নহে, কেবল দেবল ভৃতকাদির মন্ত্রবিগ্রহ ব্যবসা নামে কৌশলে অবৈধ উপায়ে অশুল্ক অর্থসংগ্রহের ক্রীড়া; নস্য, তাম্বুল, ধূম্রযাত্রা, সুরাপানাদি মাদকদ্রব্যাদি গ্রহণ, কামপরবশ হইয়া

নিজেন্দ্রিয় তর্পণমানসে শৌক্রবংশ-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন বাসনা, জীবহিংসা এবং অনৃত, মদ, কাম, রজোবৈরিধর্ম্ম প্রসবকারী জাতরূপ বা স্বুবর্ণসঞ্চয়ই অযোগ্যতার পরিচয়।

তৃতীয়তঃ—প্রাপঞ্চিকতা বুদ্ধিবলে হরিসম্বন্ধি বস্তুকে পার্থিব ভোগ্যবস্তুসদৃশ জ্ঞান করিলে অর্চ্চ্যবস্তুতে শিলাজ্ঞান, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে শৌক্রজন্ম বিচার, বিষ্ণু-বৈষ্ণবচরণামৃতে সামান্যোদক বিচার, বাচক ভগবন্নামমন্ত্রাদিরূপ বাচ্যে ইতর ভোগ্যজ্ঞান, নানা দেবাদিতে বিষ্ণুসদৃশ বুদ্ধি, প্রসাদাদিতে ভোগ্যবুদ্ধি ও বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রায় দুরাচার-জ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার অযোগ্যতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

চতুর্থতঃ—প্রতিকূলমতের অবৈষ্ণব ধারণা-পোষণকারী আচার্য্যদাস্য। মায়াবাদীকে গুরুজ্ঞান, কর্ম্মী স্মার্ত্তাচার্য্যকে সমাজনিয়ন্তা বিচার, পরমার্থদ্বারা পার্থিব স্বার্থ পোষণ, ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্ম ও জ্ঞানের নানাপ্রকারে বহুমানন প্রভৃতি বিচার অবলম্বনে বৈষ্ণববিদ্বেষ ও সামাজিক ক্রিয়ার উদ্দেশে পরমার্থ বিসর্জ্জন ও আচার্য্যপথ ত্যাগ।

পঞ্চমতঃ—আপনাকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধবৈষ্ণব জ্ঞানে জড়রসলুব্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণাদিকে পারমার্থিক সাধনজ্ঞানে অনর্থযুক্তাবস্থায় অনর্থমুক্তের শ্রবণযোগ্য, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণার্হ হরিরূপগুণলীলাকে জড়ভোগ্য প্রকারভেদ মনে করিলে অযোগ্যতা অবশ্যম্ভাবী। বংশগৌরব-পারম্পর্য্যদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পরিমাণ নিরূপণ অযোগ্যতার প্রধান লক্ষণ।

ষষ্ঠতঃ—আপনাকে বৈষ্ণবের গুরু হইবার যোগ্য মনে করিলে তাহাই মূল অযোগ্যতা। বৈষ্ণবের সেবক সূত্রে তদীয় সেবা বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণবকে ভৃত্য ও আপনাকে গুরু জানিলে জীব অযোগ্য হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবগুরুর নিকট উপদেশ না পাইয়া স্বকপোলকল্পিত অযোগ্য বিচারকেই নিজ যোগ্যতা মনে করিলে কখনই নিজের বা অপরের কাহারও মঙ্গল হয় না। ভগবান্ ও ভক্তগণ আমার ভোগ চরিতার্থতার যন্ত্র হইবেন—ইহাই অযোগ্যতা।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

# স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেয়ঃ ; শ্রীনামাশ্রয়েই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন-কৃপালাভ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা
পোঃ মথুরা ( মথুরা ) ইউ. পি.
ইং ৩০।১।৬২

স্নেহাস্পদেষু—

* * * ! সাংসারিক জীবনে মায়ামোহ অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসারে থাকিয়াই ভগবানের প্রতি আসক্তি সমর্পণ করিতে হয়। মহাজনগণ বলিয়াছেন,— বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

এই শিক্ষাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র-কন্যাই প্রধান আসক্তি ও প্রীতির স্থল। সাধারণতঃ ভাবী সুখ-শান্তির জন্য পুত্রের প্রতি প্রচুর আশা-আকাঙ্ক্ষা করা হইয়া থাকে। তুমি পুত্র-কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য-বোধে তাহাদিগকে যত্নাদি করিবে, যাহাতে তাহারাও ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে তাহাদের প্রতি কোনপ্রকার আসক্তি, মমতা রাখিবে না। তাহাদের প্রতি যেরূপ আসক্তি আছে মনে করিবে, সেই আসক্তি ভগবানেতে সমর্পণ করিবে।

তুমি একটী খুব ভাল কথা লিখিয়াছ,—'যত দুঃখ কষ্ট আছে সব এ জন্মেই দিয়ে দিন।' এই কথাটী সর্ব্বদা ভগবানের নিকট জানাইবে। তোমার এই বিচারটী আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। তুমি অন্তিম সময়ে আমার দর্শন প্রার্থনা করিয়াছ। দিবারাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপার করুণার কথা চিন্তা করিলে অন্তিম সময় কেন সর্ব্বদাই তাঁহাদের দর্শন হৃদয়েতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সর্ব্বদা অন্ততঃ অবসর সময়ে শ্রীহরিনাম করিবে। শ্রীনামের নিকট তোমার ভজন বাধা দূর করিবার জন্য নিবেদন জানাইবে। শ্রীনাম সমস্ত জীবের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা দূর করিয়া থাকেন। তোমার পুত্র-কন্যাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

# শ্রীরাধার আবির্ভাব-বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৬ পৃষ্ঠার পর ]

## বাল্যাবস্থায় শ্রীরাধার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ

(১) বৃষভানুপুরে শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় শ্রীরাধিকা দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শ্রীরাধাদেবী প্রাকৃত বালিকার ন্যায় সুললিত আধ আধ মধুর বাক্যদ্বারা এবং হস্ত-পদাদি সঞ্চালনদ্বারা গমন, মনোহর নৃত্য, অসামান্য রূপ-লাবণ্য ও সুমধুর হাস্যদ্বারা মাতা-পিতাকে আনন্দপ্রদান করিতে লাগিলেন। একদা অতি প্রত্যূষকালে মাতা কীর্ত্তিদা অবগাহনার্থ স্বীয়া কন্যা রাধাকে ক্রোড়ে লইয়া সখীগণসহ যমুনার তটে উপস্থিত হন। সখীক্রোড়ে রাধাকে রাখিয়া যমুনার স্বচ্ছ সলিলে গাত্র মার্জ্জন করিতে থাকিলে দুর্ব্বাসা-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত রম্ভা এক ভয়ঙ্করী মকরীমূর্ত্তিতে কীর্ত্তিদাকে গ্রাস করিল। মহারাজ্ঞীর আর্ত্তনাদে তীরস্থ সখীগণও সন্ত্রস্তহৃদয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া হাহাকার ও রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শিশুরূপিণী মহাদেবী রাধিকা সখীক্রোড় হইতে যমুনার অগাধ জলে নিপতিতা হইয়া ভয়ঙ্করী মকরীর কবল হইতে মাতাকে উদ্ধার করিলে অন্তরীক্ষ হইতে দেবতাবৃন্দ পরাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সখীগণ এসকল অদ্ভুত বৃত্তান্ত বৃষভানু-রাজাকে জানাইলেও তিনি পরাৎপরা পরমারাধ্যা দেবীর গোপনীয় তত্ত্ব কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার স্বরূপশক্তিতত্ত্ব গোপন করিয়া, প্রাকৃত ভীতিযুক্ত শিশুকে যেরূপ মাতা-পিতা আশ্বাস প্রদান করেন, তদ্রূপ পিতা বৃষভানু রাধাকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

(২) একদিন মাতা কলাবতী শিশু রাধিকাকে নিভৃত গৃহে শায়িত রাখিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে আপন উদ্যানশোভা দর্শনের নিমিত্ত রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন মনোরম উপবনে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ভারতীর সহিত ব্রহ্মা, পার্ব্বতীসহ শিব, অনন্তদেব, দেবগুরু বৃহস্পতি, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধরগণ শ্রীরাধার শয়ন-গৃহে সমাগত হইয়া নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।—"হে মহাদেবি! আপনাকে নমস্কার। আপনি নিখিল দেবগণ-বন্দিত-পাদপদ্ম, আপনি পারাবার-স্বরূপা ও জগদীশ্বরী, আপনাকে প্রণাম। আপনি সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্ত্তি, বিশ্বধারিণী, বিশ্বপালিনী, দেবগণের আশ্রয়ভূতা, শরণাগত-বৎসলা, আপনাকে প্রণাম করি।

হ্লাদিনীশক্তি বৃষভানুনন্দিনী রাধা তখন ঈষৎ হাস্যমুখে দেবতাগণের কুশল জিজ্ঞাসার পর আত্মহিতকর কল্যাণদায়ক বাক্যে দেবাসুর সংগ্রামে তাঁহারা জয়ী হইবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কালক্রমে দেবতাবৃন্দ দানব-কালনেমির পুত্রদ্বয় অজেয় রোষণ ও মর্ষণের সহিত ঘোর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পরাজিত হইতে থাকেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে মাধব-দয়িতা শ্রীমতী রাধিকার স্মরণ করিলে তিনি বিষ্ণুহস্তস্থিত সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন। কোটীসূর্য্যপ্রভ কামগামী অমোঘাস্ত্রকে স্মরণ করিতেই সুদর্শন-চক্র মূর্ত্তিমানরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া রাধাদেবীর আদেশে দৈত্য-দানবগণসহ সকলকে ভস্মীভূত করত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এইরূপে পরমেশ্বরীর কৃপায় দেবতাবৃন্দ জয়লাভ করিলেন।

(৩) কোন একদিন পঞ্চমবর্ষীয়া বার্ষভানবী শ্রীরাধা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া সুশীতল যমুনা-জলে স্নানার্থ গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে কামগামী গর্দ্দভরূপী ধুন্ধুমার-নামে এক নিশাচর যমুনাতটস্থ বনস্থল প্রকম্পিত করত তাঁহাদের পথ অবরোধ করিল। সেই ভয়ঙ্কর নিশাচরের গর্জ্জনে পশু-পক্ষী মনুষ্যসকল ত্রাসযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ মহাকায় রাক্ষসকর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিয়া শ্রীরাধিকার সহিত সখীগণ ভয়বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে থাকিলে সর্ব্বেশ্বরী শ্রীরাধা ঐ রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—"ওরে নিশাচর! আমি নিখিল জীবের ঈশ্বরী, পৃথিবীর ভার হরণার্থ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বৃষভানুরাজার গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছি। তুই আমাকে কালরূপী পরমেশ্বরী বলিয়া জানিবি।" পরাৎপরা রাধার বাক্যে ঐ নিশাচর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সখীগণসহ শ্রীরাধিকাকে গ্রাস করিলে তিনি উহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহকে শতযোজন পরিমাণ বৃদ্ধি করত সকলেই উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবগণ শ্রীরাধিকার অদ্ভুত কর্ম্ম সন্দর্শনে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি ও স্তব-স্তুতি করিলেন।

## শ্রীরাধার বিবাহোদ্যোগ ও শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাণী

কালক্রমে মহারাজা বৃষভানু কন্যার যৌবন দর্শনে তাঁহার জন্য উপযুক্ত বরান্বেষণার্থ স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বারাণসী, অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, হস্তিনা, কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, মথুরা প্রভৃতি প্রদেশে অন্বেষণ করিয়াও তাহারা শ্রীরাধিকার যোগ্য ক্ষত্রিয়কুলজাত উত্তম বর পাইলেন না। বহু অনুসন্ধানের পর অবশেষে কোশলদেশ-নিবাসী মাল্যক-

নামক গোপরাজের কনিষ্ঠ পুত্র আয়ানের সহিত শ্রীরাধিকার বিবাহ স্থির হয়। মাল্যকের পত্নীর নাম জটিলা ; মদন, দুর্ম্মদ দম ও আয়ান—এই চারি রূপবান্ পুত্র এবং যশোদা, কুটিলা ও প্রভাকরী—অসামান্য রূপসী এই তিন কন্যা। তন্মধ্যে কন্যা যশোদার সহিত গোপরাজ নন্দের শুভ পরিণয় হয়।

এদিকে আয়ানের সহিত শ্রীরাধিকার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হওয়ায় বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া স্নান-ভোজনাদিতেও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব অভিশাপ 'প্রাকৃত মনুষ্যের পাণি গ্রহণ' বিষয় স্মরণ করিয়া প্রিয়তম অধোক্ষজ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সখীগণ-পরিবৃত হইয়া কাত্যায়নী-ব্রতের ছলে তরুচ্ছায়া-মণ্ডিত মধুকর-গুঞ্জিত কালিন্দীতীরে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় তৎপরা হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ একদিন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত বলিলেন, —"হে প্রিয়ে! তুমি এই কঠোর তপস্যা হইতে বিরত হও, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" শ্রীরাধাদেবী ভগবানকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"হে ভগবন্! তুমি সকলের ভয়ছেত্তা, আমি তোমার দাসী, আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। পিতা আমাকে আয়ানের নিকট প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। হে মধুসূদন! আমি তৎপরায়ণা, তোমা ভিন্ন অন্য ক্ষুদ্রমানব আমাকে কি-প্রকারে গ্রহণ করিতে পারে? তুমি আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ না করিলে আমার প্রাণ ধারণ বৃথা।"

অশ্রুমুখী শ্রীমতী রাধিকার এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে স্বীয় পীতাম্বরের অঞ্চলদ্বারা শ্রীরাধার নয়ন মার্জ্জনপূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—"হে সুমুখি! তুমি কেন এত ভীত হইতেছ? তুমি যাহার জন্য ভয় করিতেছ, সেই আয়ান আমারই অংশ, ক্ষুদ্র মানব নহে।" রাধা তথাপি তাহাতে অসম্মত হইলে ভগবান্ তাহাকে পুনরায় কহিলেন,—"হে রাধে! পূর্ব্ব-বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না ; তবে এ বিষয়ে আমি এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মাতুল আয়ানের বিবাহোৎসব দর্শনে মাতা মাতুলালয়ে গমন করিলে আমি মাতার ক্রোড় হইতে আয়ানের ক্রোড়গত হইব এবং এইরূপে বিবাহ-অনুষ্ঠানকালে আমি অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইব। লোকে জানিবে—রাধার সহিত আয়ানের বিবাহ হইল ; কিন্তু তোমার আমার পরম গোপনীয় তত্ত্ব কেহই জানিতে পারিবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন,—"হে প্রিয়তমে! শ্রীরাধে! তোমার প্রতি

প্রীতিযুক্ত হইয়া আরও এক বর প্রদান করিতেছি। অদ্য হইতে আমার ভক্তবৃন্দ তোমার 'রাধা'-নাম পূর্ব্বে সংযুক্ত করত আমার 'কৃষ্ণ'-নাম স্মরণ করিবে। যে-সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অগ্রে 'রাধা'-শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক পশ্চাৎ 'কৃষ্ণ'-শব্দ উচ্চারণ করিবেন তাহারা নিশ্চিত আমার পরমধামে গমনে সমর্থ হইবেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে 'রাধা-কৃষ্ণ' যুগলনাম জপ করেন, তাহার নিখিল পাপরাশি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-গো-বালকঘাতী, সুরাপায়ী, স্বর্ণাপহারী, বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিও এই যুগল নামোচ্চারণে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমামুক্তি লাভ করিবে। হে রাধে! 'রাধাকৃষ্ণ' এই নামদ্বয় নিয়ত অনুস্মরণ করিলে পাতক, অতিপাতক, মহাপাতকাদিও বিনষ্ট হয় এবং দেহাবসানে আমার নিত্যধামে পরমানন্দে বাস হয়। কেহ মোহগ্রস্ত হইয়া বা ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা পরিহাসচ্ছলে আমার নাম অগ্রে উচ্চারণের পর তোমার নাম স্মরণ করিলে তাহাকে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে। 'কৃষ্ণ-রাধা' বিপরীতক্রমে এই নাম যে উচ্চারণ করিবে, তাহার কোটী-জন্মকৃত পুণ্যরাশি বিনষ্ট এবং ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণ হইতে বর লাভ করত শ্রীরাধিকা সানন্দচিত্তে পিতৃগৃহে সমাগতা হইলেন। বৃষভানুরাজও অমাত্য-পুরবাসী-নগরবাসী-রাজন্যবর্গ, পুরোহিত-গণকে স্বভবনে অনাইয়া সাড়ম্বরে রাধার বিবাহোৎসব সম্পাদন করিলেন। বৃষভানুরাজা আয়ানকে কন্যা সম্প্রদানকালে মাতুল-ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ পরমরোষে তাহার পুরুষার্থ হরণপূর্ব্বক নপুংসকত্ব প্রদান করিলেন। যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তাও তদাজ্ঞা-পালনে ব্যস্তসমস্ত হন, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অকরণীয় কার্য্য জগতে কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনোভিলষিত প্রার্থনা পূরণার্থ আয়ানকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কন্যারত্নের পাণিগ্রহণপূর্ব্বক 'বাঢ়ং' এই প্রতিগ্রহসূচক বাক্য বলিলেন। বৃষভানুরাজা কন্যাদানের দক্ষিণাস্বরূপ কতকগুলি রত্ন শ্রীকৃষ্ণহস্তে প্রদান করিলে তিনি তাহাও 'স্বস্তি' বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এতাদৃশ বৃত্তান্ত রাজা বৃষভানু কিঞ্চিৎমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

অনন্তর যথাসময়ে বিবিধ লতা-পুষ্প মণ্ডিত, পুষ্প-সুরভিত, মধুকর-গুঞ্জিত কালিন্দী-তটস্থ, মনোরম কুঞ্জময় উপবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়। গোপীজনবল্লভ রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলী-ধ্বনিদ্বারা সখীগণসহ শ্রীমতী রাধিকাকে বনমধ্যে আহ্বান করেন। বেণুসঙ্কেত শ্রবণাবধি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণগত-

প্রাণা হইয়া তন্ময়তা লাভ করিলেন। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে তিনি সখীগণ-সমভিব্যহারে প্রিয়তম কান্ত মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, —"হে বিভো! আমি তোমার পাদপদ্মের ক্রীতদাসী। হে নাথ! হে শরণাগত-পালক! তুমি নির্দ্দয় হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" অনন্তর রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাধার সহিত অপ্রাকৃত রাস-লীলায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর জটিলা বধূ-শ্রীরাধিকার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইয়া আয়ানকে সকল কথা বলিলে আয়ান যমুনাতীরস্থ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেস্থানে সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ হৈমবতী কালিকার রূপ ধারণ করিলেন এবং শ্রীরাধা তাঁহার আরাধনায় তন্ময়া হইলেন। আয়ান শ্রীরাধার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মাতা-ভগিনী প্রভৃতি সহ তথায় কাত্যায়নীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তাহারা রাধিকাকে পরমতপস্বিনী জানিয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং বার্ষভানবীকে স্নেহালিঙ্গনপূর্ব্বক হর্ষাশ্রুতে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রহ্ম-শিবাদি মুখ্যদেবতাবৃন্দও যাঁহার মায়ায় মোহিত সেই মহাযোগেশ্বর হরির পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশে আয়ানাদি গোপগণ মুগ্ধ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আয়ান-জটিলাদি গোপ-গোপীগণ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বার্ষভানবী শ্রীমতী রাধিকা অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণসহিত পুনরায় রাসলীলায় প্রমত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমস্বরে রাগ প্রকটিত করত বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিলেন এবং এইরূপে তাহাদের মনোভিলাষ পূরণ করিলেন। লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকার সহিত নিত্যলীলায় অনুরক্ত। লীলা-মাধুর্য্য বিস্তারের নিমিত্তই সখা-সখীগণসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোলোক হইতে ভৌম-ব্রজে আগমন এবং লীলান্তে গণসহ পুনরায় তাঁহাদের স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন অপ্রাকৃত নিত্যলীলারই পরিচায়ক। শ্রীরাধিকার বরান্বেষণ, বরাগমন, বিবাহ, শ্রীকৃষ্ণসহ প্রথম মিলন, রাসক্রীড়া, শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মানভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের আরোগ্যপ্রাপ্তি ও শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা চিল্লীলামিথুনের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যই স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে প্রাকৃত চিন্তার কোন অবকাশ নাই।

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

# ভোগবাদ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৫ পৃষ্ঠার পর ]

পারমার্থিক শিক্ষাকেন্দ্র মঠ-মন্দিরাদিও এই প্রকার ঔদাসীন্য ও অবমাননা হেতু অধঃপতিত হইতেছে। অনর্থযুক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকেও অল্প-বয়স্কা গুরুভগ্নী প্রভৃতিকে পারমার্থিক সাহায্যপ্রদান করিতে গিয়া মায়াগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করত আত্মনাশ করিতে দেখা যাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার প্রতিও অবমাননা হেতু এবম্প্রকার পরিণতি নহে কি? মহাপ্রভু নিজপার্ষদের প্রতিও অতীব কঠোর আচরণদ্বারা আমাদের যে শিক্ষা প্রদান করিলেন, অতি অল্পকালমধ্যেই আমরা তাহা বিস্মৃত হইলাম! ইহাপেক্ষা দুঃখজনক কিছুই নাই। প্রভু হরিদাস শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই সেবার জন্য উৎকৃষ্ট চাউল ভিক্ষা করিতে গিয়া কোনও যুবতীর প্রতি কুদর্শন করায় অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদ্রূপ গুরুবৈষ্ণব বা প্রচারকেন্দ্রের সেবা ও পরিচালনার জন্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে গিয়া মায়াগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে। সুতরাং অনর্থযুক্তাবস্থায় অনধিকারীর ঐ প্রকার প্রচার বা ভিক্ষা সংগ্রহ মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলজনক হইয়া পড়িতেছে। অতএব সাধু সাবধান! অধিকার অনুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। অনধিকার কার্য্য কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত হইলে পারমার্থিক এবং জাগতিক ব্যাপারে যোগ্যতা লাভ হয়। তজ্জন্য ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় আদিতে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। বেদাধ্যয়নজন্য বালক গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই বেদাদির সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিষয় অনুধাবন করিবার যোগ্যতা জন্মিত। গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী—সমাজের ৩ ভাগ মনুষ্যই এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। এতদ্বারা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই শারীরিক বল ও মেধাশক্তিতে উচ্চস্থল অধিকার করিতেন। গৃহস্থগণের প্রতি মাত্র সন্তান-উৎপাদন কার্য্যের জন্য রেতঃস্খলনের অনুমতি, অন্যত্র ইহা নিষিদ্ধ থাকায় তাঁহারাও ব্রহ্মচর্য্য পালনের সদ্‌গুণের ভাগী থাকিতেন। এতদ্ধেতুই কামিনীকুলকেই অন্তরালে রক্ষার ব্যবস্থা তৎকালিক ভারতীয় বিধান ছিল। কিন্তু হায় অযোগ্য ও অদূরদর্শী, ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ কালপ্রভাবে প্রবল হইয়া ঋষি-ব্যবস্থার বিলোপ করত

তদ্বিপরীত ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ-সুবিধার প্রাধান্য দিতে গিয়া সর্ব্বাধিক অনিষ্টকারক ভোগবাদেরই প্রশ্রয় প্রদান করিতেছেন। ইহা ভারতের পক্ষে অতীব দুঃখজনক। কিন্তু এই কার্য্যের বিষময় পরিণতি বর্ত্তমানে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিলেও মরীচিকার অনুগামী পিপাসার্ত্ত ও ক্লান্ত হরিণের ন্যায় মধ্যমরু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য কোথায়!

স্ত্রীজাতির স্বার্থ ও পরমমঙ্গল বিচার করিলেও পরমার্থই সর্ব্ববিধ জীবের পরমমঙ্গল। সেই পরমার্থের প্রতিকূল ব্যবস্থা তাঁহাদেরও পরম অনিষ্টকারক —ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আপাতঃ সুখই বাস্তব সুখ নহে। যাহা চরমে সুখাবহ তাহাই বাস্তব সুখ। গীতার বাক্য—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ (১৮।৩৭-৩৮)

সুতরাং ঋষিদের ব্যবস্থা স্বার্থপরতা ও নির্ম্মম নহে। আপাতঃ সুখ বর্জ্জন করাইয়া পরিণামে নিত্য বাস্তব সুখের ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সকলের বান্ধব; অনিত্য ও চরমে শোকার্ত্তিপ্রদ সুখ প্রদাতাগণ প্রকৃত বান্ধব নহেন। স্ত্রীজাতির প্রতি সতীত্ব সংরক্ষণ, একবিবাহ, পর্দ্দানসীনতা, অবগুণ্ঠনপ্রথা প্রভৃতি স্ত্রীজাতির পরম মঙ্গল পরমার্থের অনুকূল ও একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই ঋষিগণ ভারতবর্ষে এই প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন। কামান্ধ ব্যক্তিগণ কামচরিতার্থকেই পরম সুখ ও পরম কল্যাণ বলিয়া ধারণা করে বলিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও পরমার্থের অনুকূল এই সমস্ত প্রথাকে স্ত্রীজাতির প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্দ্দয়তা বলিয়া বিচার করত এই প্রথার বিলোপসাধন করিয়া স্ত্রীজাতিকে পরম অনিষ্টজনক ভোগবাদে প্রচালিত ও নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পরম অমঙ্গল সাধন করিতেছে—ইহা কামুক অযোগ্য সমাজ-সংস্কারকগণ কখনই বুঝিতে এবং স্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান ভারতের হিতকামী ব্যক্তিগণ প্রকৃত হিত কি তাহা নিজেরা না বুঝিয়া হিতসাধন করিতে গিয়া কেবল ভোগবাদই প্রসারিত করিয়া ভারতের মঙ্গল বিধানের পরিবর্ত্তে কেবল অমঙ্গলই করিতেছেন—ইহা তাহারা কিছুতেই বুঝিতে সক্ষম নহেন।

উদরোপস্থ সুখাত্মক ভোগবাদ কিরূপ ভয়ানক অনিষ্টকারক তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তদীয় প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে বলিতে গিয়া উর্ব্বশীর ন্যায় পরমাসুন্দরী

রমণীতে আসক্তচিত্ত মহারাজ পুরূরবার দুর্দ্দশা ও অনুতাপের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তিগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥ ( ভাঃ ১১।২৬।৩ )

অনুবাদ—পুরুষ কখনও শিশ্নোদরতর্পণরত অসদ্‌গণের সহিত সঙ্গ করিবেন না, যেহেতু তাদৃশ একজনের অনুবর্ত্তন করিলেই অন্ধানুবর্ত্তী অন্ধের ন্যায় নরকে পতিত হইতে হয়।

উর্ব্বশীর প্রেমে বিশ্বাসী ও সুখাভিমানী মহারাজ পুরূরবা সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক উর্ব্বশীতে আসক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এইরূপ অনুগত ও আসক্ত সর্ব্বগুণ-যুক্ত মহারাজকেও উর্ব্বশী তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করত স্ত্রীজাতির চরিত্রের ও তাহাতে আসক্তচিত্তের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ তাহা কি শিক্ষা দেন নাই? ভোগীকুলের কি এই শিক্ষণীয় বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে? কিন্তু হায়! শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ এই শিক্ষায় কর্ণপাত করে না। তজ্জন্য সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া শিশ্নোদর তৃপ্তির অনুকূলে সমাজকে গঠিত করিতেছেন। ইহা কি ভারতের চরম দুর্দ্দশা নহে?

মহাকীর্ত্তি সম্রাট্ পুরূরবা খেদ করত বলিয়াছেন,—অহো! এতকাল উর্ব্বশীকর্ত্তৃক কণ্ঠদেশে আলিঙ্গনাবদ্ধ ও কামমোহিত হওয়ায় আমার মোহ এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে, আমার পরমায়ুর অংশস্বরূপ এই সকল অহোরাত্র অতীত হইলেও আমি তাহা জানিতে পারি নাই। এতকাল আমার রমণকালে সূর্য্যদেব কতবার অস্তগমন করিয়াছেন, কতবার উদিত হইয়াছেন, কত বার্ষিক দিবস অতীত হইয়াছে, উর্ব্বশীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমি তাহা জানিতে পারি নাই। আমি রাজকুলচূড়ামণি সম্রাট্ হইয়াও এই দেহকে কামিনীগণের ক্রীড়াসাধন মৃগের ন্যায় পরিণত করিয়াছি। অহো! আমার আত্মবিস্মৃতি অতীব বিচিত্র। উর্ব্বশী যেকালে রাজ্যাদিপরিচ্ছদের সহিত রাজ্যেশ্বর-স্বরূপ আমাকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তৎকালে আমি নগ্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিলাম। গর্দ্দভীপদতাড়িত গর্দ্দভের ন্যায় উর্ব্বশীর অনুগমনকারী আমার প্রভাব, বল বা প্রভুত্বের গৌরব করা বৃথা! যাহার মন স্ত্রীজন-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাহার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, শাস্ত্রশ্রবণ, বিজনসেবা অথবা মৌনাদি গুণের কি ফল? হায় হায়! আমি নিখিল মানবগণের

প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াও স্ত্রীজন-কর্ত্তৃক গো এবং গর্দ্দভের ন্যায় বশীভূত হইয়াছি, স্বার্থবিষয়ে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী মাদৃশ মূর্খকে ধিক্। অগ্নি যেরূপ পুনঃ পুনঃ আহুতি লাভ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ বহু বৎসর উর্ব্বশীর বদনসুধা পান করিয়াও আমার চিত্তজাত কাম পরিতৃপ্ত হয় নাই। বেশ্যাকর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত আমার চিত্তের পরিত্রাণ করিতে আত্মারাম পুরুষদিগের উপাস্য ভগবান্ শ্রীহরি ব্যতীত কেহই সমর্থ নহেন। সুতরাং আমি এখন হইতে পরমেশ্বরেরই আরাধনা করিব।

উর্ব্বশী বিদায়কালে যথাযথ বাক্যদ্বারা আমাকে হিততত্ত্ব জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও আমি অজিতেন্দ্রিয় দুর্ম্মতিগ্রস্ত বলিয়া আমার চিত্তগত মহামোহ দূরীভূত হইতেছে না। কোন ব্যক্তি স্বীয় ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া যদি ভীত হয়, তাহা হইলে রজ্জুর কোন দোষ হয় না। সেইরূপ আমিও অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া নিজেই অপরাধী; উর্ব্বশী আমার কোন অপকার করে নাই।

দৌর্গন্ধ প্রভৃতি দুর্গুণযুক্ত অতি মলিন এই অশুচি দেহই বা কোথায় এবং কুসুমের ন্যায় সৌগন্ধ ও সৌকুমার্য্য প্রভৃতি সগুণই বা কোথায়! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ উর্ব্বশীর শরীরে যাবতীয় সদ্‌গুণসমূহের আরোপ করিয়াছিলাম। আমি উর্ব্বশীর দেহকে অযথা মমত্ববুদ্ধি করিয়াছিলাম; কিন্তু দেহ কোন পিতামাতা, পতি বা পত্নী, আত্মীয় অথবা কঙ্কুর-শকুনাদি বা অগ্নির সম্পত্তি কিনা তাহা নিশ্চয় করা যায় না। ভোগী মানবগণ এইরূপ অনিশ্চিত তুচ্ছ ও পরিণামশীল অশুচি শরীরে—"অহো এই রমণীর মুখ অতীব রমণীয়, নাসিকা অতিসুন্দর, হাস্য অতিমনোরম ইত্যাদি কল্পনা করত আসক্ত হইয়া থাকে, ত্বক্-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা-অস্থি প্রভৃতির সমষ্টিভূত বিষ্ঠামূত্রপরিপূর্ণ এই প্রকার দেহে যাহারা রমণ করেন তাদৃশ পুরুষগণ এবং কৃমিগণের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? বিবেকী পুরুষগণ এই সকল বিচার করিয়া স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণ জনগণের সহিত কোনরূপেই সঙ্গ করিবেন না; যেহেতু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংযোগবশতঃই মন চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া থাকে, নচেৎ চঞ্চল হয় না। যাহা কখনও দেখা যায় নাই বা যাহা কখনও শ্রবণ করা যায় নাই এমন বিষয়ের জন্য কখনও চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না। অতএব যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া থাকেন তাঁহাদের মন অচঞ্চল ও শান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সহিত কোনরূপ সঙ্গ কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু কামাদি ষড়্‌রিপু পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও পাতিত করিয়া থাকে।—

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাং চাপ্যবিশ্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্॥ ( ভাঃ১১।২৬।২৪ )

ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ তজ্জন্য পরমার্থের সর্ব্বাধিক ক্ষতিকারক স্ত্রীসঙ্গজনিত ভোগ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপাদি বিষয়কে গোপন করিবার জন্য রমণীগণের বদনকমল অবগুণ্ঠিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুবতীগণের কামোদ্দীপক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আচ্ছাদিত থাকিলে যুবকগণ ভোগদৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া রমণীগণকে গাত্র উন্মুক্ত না রাখার ব্যবস্থা। ভোগীকুল সর্ব্বকালই ভোগোন্মত্ত থাকিতে চায়। তাহারা পরস্পরের রূপ চক্ষুদ্বারা পান করিতে অত্যন্ত লোলুপ। তজ্জন্যই ঋষিগণের মঙ্গলজনক ব্যবস্থাকে তাহাদের ভাল লাগে না এবং স্ত্রীজাতির প্রতি অবিচার ও নিষ্ঠুরতার অজুহাত দিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধন করিবার জন্য অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ রমণীগণের সঙ্গজনিত ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদের রূপাদি ভোগ করিবার জন্য রমণীগণের উন্মুক্ত মুখমণ্ডল ও কামোদ্দীপক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনাচ্ছাদিতকরণকে বহুমানন ও সমাজের উন্নতি বলিয়া অনুমোদন করিতেছে। পাঠ্যাবস্থায় স্কুল-কলেজে, অর্থোপার্জ্জনকালে কার্য্যালয়াদিতে, রাস্তাঘাটে এবং প্রেক্ষাগৃহে সর্ব্বত্রই সহাবস্থানের সুযোগের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় যুবকযুবতীগণের মনে সর্ব্বদাই ভোগপ্রবৃত্তি প্রকাশিত হইতেছে। এবম্বিধ বিপথগামী মনে পরমার্থ বস্তুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান ভারত পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে ভারতের একমাত্র বৈশিষ্ট্যকে আজ বিসর্জ্জন দিয়া ভোগবাদের চরম শিখরে আরোহণ করিতে চলিয়াছে। পারমার্থিক ভারত আজ তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী হারাইতে বসিয়াছে। ইহার বিষময় ফল সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ( ২।৬২-৬৩ )

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের রূপাদি বিষয়ের সান্নিধ্য ঘটিলে তত্তৎ ভোগ্য বিষয় রূপাদিতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ হইয়া থাকে; ঐপ্রকার বিষয়ের গভীর চিন্তা বা ধ্যান হইতে তাহাতে সঙ্গ বা প্রবলা আসক্তি জন্মে এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ কাম উদিত হওয়ায় কোন বাধা বা নিষেধবাক্যে তাহার ক্রোধের

উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রোধহেতু জীব হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতারূপ মোহগ্রস্ত হইয়া মঙ্গলজনক সাধু-শাস্ত্রবাক্যের অনুশাসন বিস্মৃত হয়, ইহা হইতে তাহার বুদ্ধি নাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ ভোগকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তৎপরিণাম-স্বরূপে তাহার প্রকৃষ্টরূপ বিনাশ বা ধ্বংস সাধিত হইয়া থাকে।

অতএব গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থায় ভারত উন্নতির পরিবর্ত্তে ধ্বংসের দিকে অগ্রগতি লাভ করিতেছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

---

# মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২০ পৃষ্ঠার পর ]

অনেক সময় মঠবাসীর অভিমান করিয়া যদি আমরা প্রাকৃত পরার্থিতা বা altruism এর নিন্দা করিতে করিতে উহাকে মঠবাসিগণের প্রতি অতিব্যাপ্ত করিয়া ফেলি অর্থাৎ মঠ-সেবকগণের সেবা করিলে কর্ম্মমার্গ হইয়া যাইবে বিচার করি, আবার যাঁহার প্রতি সেবার ভান দেখাইলে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা ঘুষ পাওয়া যাইবে, তাঁহাকে এরূপভাবে সেবা (?) করিতে আরম্ভ করি যে, তিনি যুগপৎ সকলের সেবাভারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ঐরূপ উভয় প্রকার ভোগবুদ্ধি ও কৃত্রিমতার নিকট হইতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদেবী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আনুগত্য ধর্ম্ম মঠবাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ। মঠবাসীর দৈনন্দিন আচরণের কোনটিই আনুগত্য-ধর্ম্মকে পরিহার করিবে না। কি প্রসাদ-সম্মান-কালে, কি হরিকথা-শ্রবণ-সময়ে, কি হরিকথা প্রচারের কালে—সকল সময়ই আনুগত্য-ধর্ম্ম মঠবাসিগণের চরিত্রের ভূষণরূপে প্রকাশিত থাকিবে। মঠবাসী বৈধীভক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া স্বস্ব-ভোগ-প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিলে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে মঠায়তনকে স্বেচ্ছাচারিতার ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিবে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগের পরেই মঠবাসিগণ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণকালে প্রত্যেকেই অহংপূর্ব্বিকা নীতি (অর্থাৎ 'আমাকে অগ্রে দাও', 'আমাকে অগ্রে দাও' এইরূপ ব্যগ্রতা) প্রকাশ করিলে কিম্বা 'আমাকে উৎকৃষ্ট

দ্রব্যাদি দাও' এইরূপ উৎকণ্ঠা বা স্বেচ্ছাপূর্ণা নীতি প্রকাশ করিলে প্রত্যেকেই পরস্পর ঐরূপ অনুকরণ করিতে করিতে এক মহাহট্টগোলের সৃষ্টি করিবে। কাহারও কাহারও হয়ত' 'বুক ফাটে ত' মুখ ফুটে না' এই নীতি-জাত হৃদয়-উদ্বেগ হৃদয়েই থাকিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে গুপ্ত-বিদ্রোহ বাহিরে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করিতে থাকিবে এবং ঐরূপ বিদ্রোহী আগ্নেয় গিরিমালার পরস্পর সহৃদয় সম্মিলনে মঠায়তনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে নানাপ্রকারে শিথিল করিয়া তুলিবে।

হরিকথা-শ্রবণকালেও আমাদের আনুগত্যধর্ম্ম বিশেষ আবশ্যক। হয় ত' শ্রোতার কৃত্রিম সজ্জায় কাহারও নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু অন্তরে তাহার প্রতি অন্যরূপভাব পোষণ করি বা কাহারও হরিকথা কীর্ত্তন-কালে ঐসকল কথা আমার জানা আছে মনে করিয়া ঐসময় অন্য কোন হরিসেবার কার্য্যে সদ্ব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে গুল্‌তানিতে বা আরাম-প্রিয়তায় কাটাইয়া দেই, আমার এইরূপ আদর্শ অচিরেই সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়া বহু দুর্ব্বল মঠবাসীকে সহজেই আক্রমণ করিয়া বসিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আনুগত্যধর্ম্মের অভাবেই এইরূপ গুল্‌তানিপ্রিয়তা আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই হরিকথা বা আত্মমঙ্গলের প্রতি অনাদর ঘটাইয়া থাকে।

অনেক সময় মঠবাসিসূত্রে যাহা প্রচার করি, তাহা শুনিতে আমার ব্যক্তিগতও আগ্রহ নাই, অন্যান্য তথাকথিত মঠবাসিগণের ও রুচি নাই, প্রচার-কার্য্যটি যেন বাহিরের লোকের জন্য, মঠবাসীর ব্যক্তিগত জীবন বা ব্যষ্টিগত জীবনের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ যে কথা আমি নিজে শুনি না অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করি না বা আমার সতীর্থগণকে শুনাইতে পারি না, তাহা বাহিরের লোক শুনিবে কেন? বাহিরের লোকের অজ্ঞতা, বোকামী বা সরলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে যে সাময়িকভাবে আমার কীর্ত্তনবাক্যে আস্থাবান্ করিবার চেষ্টা, তাহা যদি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রে স্থায়িভাবে জীবন্ত আদর্শ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বাহিরের লোক আমার দ্বারাই কিছুদিন পরে চতুর হইয়া আমার বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ যদি আমি গুরুপাদপদ্মের বাস্তবসত্যকীর্ত্তনে একান্ত অকৃত্রিম আনুগত্য-ধর্ম্ম বিশিষ্ট হই, তাহা হইলে তাহাতে জগতে প্রত্যেক সরল, নিষ্কপট ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা মর্য্যাদার সংরক্ষণ মঠবাসীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। মঠবাসিগণ পরস্পর যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অনুক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। মর্য্যাদা কেবল যে উচ্চগামিনী তাহা নহে, তাহা নিম্ন ও উচ্চ উভয়দিক্‌গামিনী। ইহা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ যেরূপ ব্রহ্মচারিবৃন্দকে অথবা কনিষ্ঠগণকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সম্বন্ধে প্রীতি, স্নেহ, আদর ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যানের দ্বারা তাহাদের মঙ্গল-কামনাময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন, কনিষ্ঠগণও সেইরূপ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ প্রভৃতি মঠবাসিগণকে অকৃত্রিম-শ্রদ্ধা ও প্রীতিময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রতি স্বস্ব-অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন।

অনেক সময় সামান্য বিষয় লইয়াই হউক বা কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়াই হউক, মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য করেন, তবে তদ্দ্বারা কেবল যে মঠবাসিগণের পরস্পরের প্রতি মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, তাহা নহে; শ্রীগুরুপাদপদ্মকেও অবহেলা করা হয়। সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য 'অপরাধ'রূপে গণিত হইয়াছে; সুতরাং মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে পরস্পর উচ্চবাচ্য বা বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, তবে তাঁহারাও সেইরূপ অপরাধের ধুর বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অনেক সময় শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎভাবে সম্মুখে উপস্থিত নাই মনে করিয়া আমরা যদি মঠবাসিগণের অনুশাসন-সমূহ উল্লঙ্ঘন করি বা পরস্পর মতভেদ, সঙ্ঘর্ষ, স্বতন্ত্রতা, যথেচ্ছাচার প্রভৃতির প্রশ্রয় দেই, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে মর্ত্ত্য ও খণ্ডিত বস্তু কল্পনার অপরাধে আমাদিগকে পতিত হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভেদজ্ঞান কিংবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত মঠায়তনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুক্ষণ অস্তিত্ব নাই—এই মর্ত্ত্যবিচার হইতেই এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়।

"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" এই বিচারে মঠবাসিগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মানু-কম্পিত ও মঠের সম্পর্কে সম্পর্কিত গৃহস্থগণকেও যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও তাঁহাদের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন। মঠবাসিগণ গৃহস্থের ছিদ্রানুসন্ধান কিংবা গৃহস্থগণ মঠবাসীর ছিদ্রানুসন্ধান করিলে পরস্পরের কাহারও হিত হইবে না, অপিচ পরস্পরের মধ্যে অপ্রীতির মাত্রাই ক্রমে ক্রমে গোপনে বর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে তাহা এক ভীষণ বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরণ করিবে। পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া পরস্পরের কোন্ কোন্ বিষয় উপলব্ধির পক্ষে

অসুবিধা হইয়াছে, তাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলেই মঙ্গলময় ফল ফলিবে। তাহা না করিয়া স্বস্ব কায়িক, বাচিক বা মানসিক প্রাধান্য স্থাপন বা প্রতিষ্ঠাশায় পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। গৃহস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড়; ব্রহ্মচারী বড়, না সন্ন্যাসী বড়; সন্ন্যাসী বড়, না বানপ্রস্থ বড়; বানপ্রস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড় এইরূপ বন্ধ্যা বিতণ্ডা করিয়া পরস্পর মারামারি করা অভক্তিপর তথাকথিত মঠবাসিগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইলেও ভক্তিমঠায়তনের কোনও অধিবাসীরই উহা কর্ত্তব্য নহে। হরিসেবা-বৃত্তি যাঁহার যতটা অধিক, তিনিই ততটা নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে পারিবেন। যাঁহার হরিসেবা-বৃত্তি কোন কারণে ততদূর প্রকাশিত নয়, তাঁহাকেও অকপট হরিসেবক অকপটভাবে সাহায্য করিবে। কে ছোট, কে বড়—এইরূপ বৃথা তর্ক করিয়া হরিসেবার অমূল্য সময় নষ্ট করিবেন না।

মঠবাসিগণ পৃথিবীর সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিবেন। ঔদ্ধত্য-প্রকাশ বা আত্ম-অহমিকাদ্বারা আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গল কোনটিই সাধন করা যায় না। 'তৃণাদাপ সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ' হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের প্রণালী কেবল যে বৈষ্ণবতা অর্জ্জনের পরম পাথেয়, তাহা নহে, ইহা অহমিকাপূর্ণ বিমুখ মানব-সমাজকে হরিকথা শুনাইবার পক্ষে একটী পরম কৌশল। যে মানব-সমাজ প্রাকৃত অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া অনুক্ষণ ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করিতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া অহমিকা প্রকাশ করিলে কখনই মানবকে হরিকথা শুনান যাইবে না, তাহাদের গতির বিপরীত দিকে অভিযান দেখাইলে তাহাদের অহমিকা নূতন প্রতিযোগী ইন্ধন না পাইয়া মাথা নত করিবে। কোন লোকোত্তর আচার্য্যের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করিয়া অপরে সেই ব্যক্তিত্বময় জীবনীশক্তিবিহীন ঔদ্ধত্যমাত্র প্রকাশ করিলে তাহার ফল বিপরীত হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা সহ্য করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু বহির্ম্মুখগণের সহিত এমন কৌশলপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে যে, তাহাদের জিহ্বা যেন অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দায় কলঙ্কিত না হয়, আর আমাদের সেইরূপ নিন্দাপূর্ণ বাক্য শ্রবণের দুর্ভাগ্য না হয়।

মঠবাসী প্রচারকগণ অকপটে নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু সত্য কথাকে এরূপ 'চাঁচা ছোলা' করিয়া বলিতে হইবে না, যেন অনধিকারী ব্যক্তি তাহা বুঝিতে ভুল করে, তাহা হইলে ফল বিষময় হইবে।

সত্যকথা বলিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতেও কৌশল চাই। শ্রোতার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যে সভা-সমিতিতে সকল প্রকারের অধিকারের শ্রোতা বর্ত্তমান, সেস্থানে সত্য কথা বলিলেও এরূপ কৌশলে বলিতে হইবে যে, যাঁহারা একান্ত অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা যেন তৎপ্রতি অনুরাগী ও অধিকতর অনুসন্ধিৎসা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারেন এবং যাঁহারা অন্যাভিলাষের অধিকারী, তাঁহারাও যেন সত্য জানিবার পরিপ্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন। যখন তাঁহারা ঐরূপ পরিপ্রশ্ন করিয়া সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌতবাণী শুনিতে শুনিতে ক্রমে ক্রমে অন্যাভিলাষের মলগুলিকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন, তখন তাঁহারা নিজেরাই অকৈতব-সত্যের উপলক্ষণ-সমূহকে বাছিয়া লইতে পারিবেন; তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের নিকট একেবারে 'চাঁচা ছোলা' করিয়া সত্যকথা বলিলে তাঁহারা চিরতরে সত্যের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবেন। হরিকীর্ত্তনকারী শ্রোতৃ-বৃন্দের ক্রম-মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবেন না, তাঁহাদিগের যোগ্যতা পরিবর্দ্ধন ও পরিপ্রশ্নমূলে শ্রবণের সুযোগ দিবেন।

অনেক সময় হয়ত' অনর্থরোগে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া কেহ কেহ সদ্বৈদ্য বা ভুবনমঙ্গল মঠায়তন প্রভৃতির প্রতিও নানা কুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। অজ্ঞশিশু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতাপিতার প্রতিও কুবাক্য প্রয়োগ এবং হিংস্র জন্তু-ভ্রমক্রমে বা নিসর্গতা-নিবন্ধন উপকারীরও অপকার করিয়া থাকে। বিজ্ঞ মঠবাসী বা প্রচারকগণ জগতের ঐরূপ দুইশ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার অবিচার ও অত্যাচারের ডালি উপহার পাইলেও তাহাদিগের প্রতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ কুবাক্য প্রয়োগ করিবেন না। রোগীর সহিত চিকিৎসকের প্রতিযোগিতা নাই, ছলে বলে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে দয়া প্রকাশের অবকাশ আছে। কিন্তু রোগীকে দয়া করিতেছি, একথাও তাহাকে শুনাইতে হইবে না, কার্য্যের দ্বারা অনুভব করাইতে হইবে। কেবলমাত্র কথায় শুনাইলে রোগী আপনাকে নিম্নস্থানে অবস্থিত দেখিয়া চিকিৎসকের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে, রোগীর সহিত কৌশলপূর্ণ অথচ অকৃত্রিম শুভেচ্ছাময় প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাহার মঙ্গল করিতে হইবে।

অনেক সময় হয়ত' কোন কোন অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তি মঠবাসিগণকে নানা-ভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে পারে। হাতী যখন রাজপথ দিয়া গমন করে, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। ইহাই উহাদের নৈসর্গিকধর্ম্ম; কিন্তু গজপৃষ্ঠে আরূঢ় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই হস্তিপৃষ্ঠের উচ্চাসন

হইতে অবতরণ করিয়া কুকুরের সহিত পাল্লা দিবার জন্য কুকুরকে কামড়াইতে যান না। অতএব মঠবাসী বা প্রচারকগণ খল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের চীৎকারের সহিত কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা না করিয়া উহার প্রতি বধির থাকিবেন এবং সুধীরের ন্যায় হরিকীর্ত্তনের জন্যই কর্ণবেধ সম্পাদন করিবেন।

মোটকথা, মঠবাসিগণের আচরণ যেন কখনও এরূপ না হয়, যাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত ত্রুটী কখনও পরোক্ষভাবেও গুরুপাদপদ্মে কলঙ্কারোপ করিতে পারে। অকৃত্রিম আচার্য্যসেবা, অকপট গুরুবৈষ্ণবানুগত্য, সহিষ্ণুতা, পরস্পর প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ, প্রেম, সরলতা, অনুক্ষণ হরিসেবা-তৎপরতা, মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, মানদান, হরিসেবার্থ সর্ব্বদা ভোগ-ত্যাগ, অন্তরে-বাহিরে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও সমব্যবহার, অদম্য হরিসেবানুরাগ, সত্যগর্ভ বিনয়বাক্য, অবিশ্রান্ত প্রাণবন্ত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, বহির্ম্মুখ আলোচনারও সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গের বর্জ্জন, অনিন্দা অথচ নিজের অনর্থময় নিন্দিত জীবনকে গর্হণ ও তাহা সংশোধনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা প্রভৃতি সদনুশীলনের দ্বারা মঠবাসী সর্ব্বদা গুরুপাদান্তিকবাসী হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিবেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতরূপ যে মহৌষধি প্রকট করিয়াছেন, তাহা গুরুপাদান্তিকবাসী হইয়া অকপটে অবিশ্রান্ত পানকরিতে করিতে আমাদের অপ্রাকৃত গোবিন্দ-সেবায় অধিকার লাভ হইবে। ইহারই নাম মঠবাসী।

---

# শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৩ পৃষ্ঠার পর ]

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াঽসকৃৎ।
স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্‌যাচ্ঞা জনমোহিনী॥

যে ভগবানের গৃহিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী—যাঁর সামান্য কৃপাকটাক্ষে মানুষের ঘর ধনেধান্যে পূর্ণ হয়ে যায়, সেই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কৃষ্ণের কি কোন অভাব আছে?—তাঁর কোন অভাব নাই। তথাপি তিনি যে যাচ্ঞা করলেন—'তদ্‌যাচ্ঞা জনমোহিনী'—সেটা জগৎকে শিক্ষার জন্য। তাঁর এই প্রার্থনা—তিনি জগৎকে শিখাচ্ছেন বা পরীক্ষা নিচ্ছেন—ওগো! দাও, দাও, দাও।

এ জগতে আপনারা দেখতে পান—পিতা বা মাতা কোন জিনিস এনে দিয়েছেন বাচ্চার হাতে, দিয়েই আবার তার কাছে চাইছেন—আমাকে একটু দাও। পরীক্ষা করে দেখেন—ওই শিশুর উদারতা কতটুকু। তদ্রূপ ভগবানের কোন অভাব নাই। স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট পরিপূর্ণ সেই ভগবান্ আমাদের প্রার্থিত বস্তু দিয়ে আবার চেয়ে দেখেন—দেখি কি করে বাচ্চা—সেইকথাই বলা আছে শাস্ত্রে।—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

এই জগতে যা কিছু আছে সব ভগবানেরই দেওয়া। সুতরাং ভগবানের জিনিস তুমি ভগবানকে দিয়ে খাও, গ্রহণ কর। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা কর, তোমার কোন বাহাদুরি নাই। এটা মেনে নিতে হচ্ছে আমাদের। আমাদের কি আছে?—কিছুই নাই, সবই ভগবানের দান। এটা যখন আমরা বুঝে উঠতে পারি না, হালে পানি পাই না, তখন বলি,—হে ভগবান্! সব গেল! আর যতক্ষণ আমি রক্ষা করতে পারছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমিই মালিক। সেজন্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বললেন,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অর্জ্জুন তুমি ওরকম দাম্ভিক, অহঙ্কারী হয়ো না, জগতের মালিক আমি বসে আছি। আমার শুভেচ্ছায়, শুভাশীর্ব্বাদে তোমার সব চলছে, এটা বুঝে রাখ। সেখানে কোন অহঙ্কার নাই।

স এব ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥

সেই যে ভগবান্, তিনিই আমাদিগকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর যে নীতি-আদর্শ তিনি জগতে প্রচার করেছেন, তার আমরা কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, তার পরীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর কাছে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারি নাই।

সেই বিষ্ণুরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্ যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন আমরা জেনেছি, তিনি কাছে এসেছেন এটাও শুনেছি। তথাপিও অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাঁকে চিনেও চিনলাম না, জেনেও জানলাম না। আমাদের মত হতভাগা, দুর্ভাগা আর কে আছে! তাই তাঁরা সেই অন্তর্যামী ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইছেন।

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥
স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥

আমরা যাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে এই যাগাদি কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করছি সেই অলুপ্ত-জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা প্রণাম জানাই। হে ভগবান্! তুমি স্বীয়লাভে সন্তুষ্ট হও। আমরা ত' অন্যায় করছি, জানতে পারছি না, বুঝতে পারছি না—অজ্ঞ-শিশুতুল্য। শিশুকে পিতামাতা, Guardian যেমন ক্ষমা করেন, তুমিও আমাদের সেইরকম ক্ষমা কর। তুমি ত' আমাদের নিখিল বিশ্বের উপরওয়ালা মালিক, তুমি ক্ষমা না করলে আমাদের উপায় নাই। "হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম। তোমা স্থানে অপরাধের নাহিক এড়ান।" ভগবান্ যদি কাকেও ক্ষমা করেন তাহলে নবটা ক্ষমা হয়ে যায়, তা না হলে কোন উপায় নাই। দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি-প্রার্থনাগুলো ঐরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। পূজার্চ্চন করার শেষে আমাদের দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি পাঠ করতে হয়ঃ—

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥

বাচ্চা শিশু হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেলে ভীষণ রেগে যায়। রেগে গিয়ে সে দুম দুম করে লাথি মারে। লাথি মারছে কাকে?—পৃথ্বী দেবীকে—সর্ব্বংসহা মা বসুন্ধরাকে। বুঝতে পারে না সে—কাকে অবমাননা করছে। 'ভূমৌ স্খলিতপাদানাং'—চলতে চলতে যদি কেউ মাটিতে পদস্খলিত হয়ে পড়ে যায় 'ভূমিরেবাবলম্বনম্'—সেই ভূমি তার অবলম্বন। "ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।"—হে ভগবান্! তোমার চরণে অপরাধ হয়েছে, তুমি ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করলে আমাদের কোন উপায় নাই। সেইভাবে ক্ষমা চাইছেন। ক্ষমা চাইবার প্রবৃত্তিটা ত' আমাদের হৃদয়ে থাকা দরকার। মানুষ অন্যায় করে, পাপাচরণ করে, অপরাধ করে, কিন্তু ক্ষমা চাইবার প্রবৃত্তি—দোষ-ত্রুটী স্বীকারের সৎসাহস তার থাকা দরকার। অনুশোচনা, অনুতাপ—Repentance আসা চাই। উহাই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।

এই অধ্যায় থেকে আমাদের শিক্ষা কি?—ভগবচ্চিন্তা আমাদের সবসময় রাখতে হবে, তাঁর সেবা-পূজা ইত্যাদি রাখতে হবে, সেই ভগবানের নাম আমরা অনুশীলন করব সুখে-দুঃখে। দুঃখের সময় ভগবানকে ডাকব আমরা,

সুখের সময় নয়—ওটা করলে ভুল হবে। দুঃখের সময় যেমন আমরা ভগবানকে ডাকি, সুখের সময়ও তদ্রূপ তাঁকে ডাকতে হবে। ভগবান্ বলেছেন,—তাহলে বুঝব আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ-মমতা ঠিক ঠিক আছে।

সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে॥

শুদ্ধভক্তের ত' এইরূপ শরণাগতিরূপ প্রার্থনা আছে। আমাদের এখানকার প্রাকৃত জগতের একজন কবি বলেছেন,—

হাস্য শুধু আমার সখা, অশ্রু আমার কেহই নয়।
হাস্য করে অর্দ্ধজীবন করেছি ত' অপচয়॥
চলে যারে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়।
গলা ধরে কাঁদতে শিখি গভীর সহবেদনায়॥
নিয়ে আয় রে সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার।
শকুন্তলার পতিশোক, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার।

তাহলে সেখানে কবি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?—সুখে ত' আমার দিন চলে গেছে, এখন দুঃখটাকে স্মরণ করে আমি আমার চিত্তটাকে শোধন করার চেষ্টা করি। এটাই অনুশোচনা—Repentance। এরদ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, সেকথাই শিখাচ্ছেন। দুঃখ জিনিসটা খারাপ নয়, ভাল। পরাশান্তি লাভের পক্ষে উপযোগী। সেইজন্য কবি ঐরূপ দুঃখ-কষ্টই প্রার্থনা করছেন। সুখ যেটুকু আসার সেটুকু ত' আসবেই। এ সংসারে আমরা কেউ দুঃখ চাই না, সবাই চাই—সুখ আর শান্তি। শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে বুঝালেন,—যখন আমরা কেহ দুঃখ-কষ্ট চাই না, সুখ-শান্তি চাই, তখন যেটুকু সুখ পাওয়ার সেটুকু আপনা থেকেই আসবে—ওকে আসতে হবেই। দুঃখ না চাইতেও যেমন আপনা হতে দুঃখ আসে, ঠিক তদ্রূপ সুখ যেটুকু আমার প্রাপ্য, সেটুকু আপনা হতে আসবে। এরূপ নিরপেক্ষ বিচারে আমাদের মানসিক শান্তি আসে। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"—ভাগবতের এই বাক্যটী বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কোন্ আশা?—জড় আশা বা প্রাকৃত আশা? অপ্রাকৃত আশা—ভগবানকে লাভ করবার জন্য বসে থাকতে হবে। তজ্জন্য ধৈর্য্য চাই, অধ্যবসায় চাই, অপেক্ষা চাই, উৎসাহ চাই।—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥

আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥

ভাবের অঙ্কুর উদ্গম হয়েছে যে ভক্তের মধ্যে, তাঁর ভিতরে এই ভাবগুলো পর পর আসে। তিনি ত' অসীম ধৈর্য্যসহকারে বসে আছেন—হিমালয়ের মত ধৈর্য্য নিয়ে বসে আছেন সাধন ক্ষেত্রে। তবে না সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ঠিক সেইরকম ধৈর্য্য আমাদের প্রয়োজন।

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথঃ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্॥

কৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকারী সেই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পূর্ব্বোক্ত পাপ স্মরণ করে দর্শনাভিলাষী হলেও তাঁরা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পান নাই। কিন্তু তাঁরা পরোক্ষভাবে ভগবানের প্রতি শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং ভগবানের কৃপালাভ করেছিলেন।

প্রত্যক্ষ দর্শন এবং পরোক্ষ দর্শন—দুটো জিনিস আছে। এ দুটোর মধ্যে সাধক-সাধিকার ক্ষেত্রে কোন্‌টা মঙ্গলজনক, সেটা প্রেমময় ভক্তবৎসল ভগবানই বিচার করেন। সাধারণের বিচার্য্য বিষয় নয় এটা। বহুক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা ভক্ত বিমূঢ়চিত্ত হয়ে যান, আবার বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরোক্ষ দর্শনের দ্বারা ভক্তের কল্যাণ হয়েছে। এখন কোন দর্শনের দ্বারা কিরূপ কল্যাণ হবে—সেটা স্বয়ং ভগবানেরই বিচার্য্য, আমাদের বিচার্য্য নয়। প্রত্যক্ষ দর্শন ও পরোক্ষ দর্শন স্থান-কাল-পাত্রবিচারে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে। আমাদের কথা হচ্ছে—শাস্ত্রের কথা হচ্ছে—মুনি-ঋষিগণের কথা হচ্ছে—"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"—যে কোন উপায়েই হোক, সেই ভগবানে আমাদের তদ্গতচিত্ত হতে হবে, তাঁকে চিত্ত সমর্পণ করতে হবে, তাঁর চিন্তা-ভাবনায় রত হতে হবে, তাঁর ভজন-সাধনে আমাদের আবিষ্ট হতে হবে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

# শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে দীনের

# শ্রদ্ধাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব অধম-তারণ।
আবির্ভাব-তিথি তব কৈল আগমন॥
বর্ণিতে মহিমা তব সাধ জাগে মনে।
বামন ধরিতে চাহে চাঁদ যে গগনে॥
উড়ন্ত পক্ষী আকাশের নাহি পায় সীমা।
কেমনে জানিবে অজ্ঞ তোমার মহিমা॥
সূর্য্যরশ্মি দ্বারা হয় সূর্য্যের দর্শন।
তোমার কৃপাতে তব মহিমা বর্ণন॥
ভক্তগত-প্রাণ তুমি শিষ্য-প্রাণধন।
শ্রীকৃষ্ণের হও যে গো অতি প্রিয়জন॥
কৃষ্ণসেবা বিনা তব নাহি অন্য কাম।
এ জীবনের কিবা দাম, তুমি হলে বাম॥
সেবা-সৌন্দর্য্যের দ্বারা শ্রীরাধিকার মন।
হরণ করিছে প্রভু সদা সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য আনন্দ-বর্দ্ধনে।
নিভৃতে যুকতি করে সখীগণ-সনে॥
গুরুসেবা বিনা কেহ কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভবসিন্ধু তরে জীব করি তোমাশ্রয়॥
গুরু কভু নাহি হন কর্ম্ম-উপদেষ্টা।
বন্ধ কর জীবের যে অসৎপ্রচেষ্টা॥
ষড়্‌বেগ জিনিবার যাহা প্রয়োজন।
তাহার যে তুমি ওগো হও মহাজন॥
দিকে দিকে গুঞ্জরিত তব মধুনাম।
গুণ-কৃপাসিন্ধু তুমি ওহে গুণধাম॥
"তোমার করুণা বিনা ভব-পারাবার।
কভু নহে",—জানিয়াছি এই শাস্ত্র-সার॥

সহিতে পারি না প্রভু ত্রিতাপের জ্বালা।
কৃপা করি' ছিন্ন কর জন্ম-মৃত্যুমালা॥
করুণার বারি তব পিয়িবার তরে।
চাতকের ন্যায় বসি বহুকাল ধরে॥
গুরুপূজা-তিথিকালে করি নিবেদন।
জন্মে জন্মে সেবি যেন ও দু'টী চরণ॥

সেবকাধম—
—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

---

# স্বধামে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ( রেজিষ্টার্ড ) মূলকেন্দ্র নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিগত ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮ই নভেম্বর ১৯৮৯, শনিবার প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের সমক্ষে দেহরক্ষা করেন। কয়েকমাস যাবৎ তিনি অসুস্থ-লীলাভিনয় করিতেছিলেন। তাহার মধ্যেই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শ্রীনাম সেবায় বিশেষ নিষ্ঠা ও রুচি পরিলক্ষিত হইত। গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরল অমায়িক ব্যবহার ও শ্রদ্ধা-স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ সম্বোধন মঠবাসী সেবক ও গৃহস্থগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

১৩১০ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিছল্‌দা-নামক গ্রামে তিনি প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাত্রাকালে ছত্রভোগ, পিছল্‌দা ইত্যাদি স্থান অতিক্রম করেন। তজ্জন্য এই পিছল্‌দা শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থানরূপে চিহ্নিত হইয়া আছে। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে শ্রীপিছল্‌দা পাদপীঠের সন্নিহিত ভূখণ্ডে শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠ স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীর নিত্যসেবা প্রকাশ করেন। উক্ত মঠস্থাপনে ও সেবা প্রকাশের মূলে ছিলেন এই বাবাজী মহারাজ, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

গার্হস্থ্য-জীবনে তিনি মেদিনীপুর জেলার কুলবাড়ীর শ্রীবিহারীদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। পরে বাবাজী মহাশয়ও শ্রীবেদান্ত সমিতির আশ্রিত হন। কিছুকাল পরে শ্রীবেদান্ত সমিতির হরিকথা প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠাতা - সভাপতি - মহারাজের নিকট হইতে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক "শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ দাসাধিকারী" নামে পরিচিত হইয়া শুদ্ধভাবে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে থাকেন। পরে তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থায়িভাবে নবদ্বীপ-সহরস্থ শ্রীমঠে যোগদান করিয়া দৃঢ়ভাবে হরি-ভজনে রত হন।



শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে তিনি মিশনের অধীনস্থ ভারতের বিভিন্ন প্রচারকেন্দ্র—শাখামঠসমূহে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-শাসন সেবকগণ আদর-যত্নের সহিত মানিয়া লইতেন।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে মঠ-মন্দিরে বাস করিয়া হরিভজনে মনোনিবেশ করিতে গেলে কাহাকেও নূতন যোগ্যতা ও অধিকার লাভের প্রয়োজন হয় না। যাঁহার যে বিষয়ে যতটুকু যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, তাহার দ্বারাই তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিবিধানে সামর্থ্যলাভ করিতে পারেন। আমাদের শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ দাসাধিকারী প্রভুও সাধ্যানুসারে তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসানুসারে বিভিন্ন মঠের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কাষ্ঠশিল্প-সেবায় মনোনিবেশ করেন। বিশেষতঃ নবদ্বীপস্থ মূল কেন্দ্রীয় মঠের প্রয়োজনীয় টেবিল, চেয়ার, টুল, বেঞ্চ, আলমারী, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া প্রচুর সেবা করিয়াছেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি সেবাকাজে কোনপ্রকার উচ্চাবচ জাগতিক অভিমানের প্রশ্রয় দেন নাই।

তাঁহার একনিষ্ঠ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার ঈপ্সিত ডোর-কৌপীন-উত্তরীয়-বহির্ব্বাসাদিসহ বাবাজী-বেষ ২২শে ভাদ্র ১৩৭৩, ইং ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে প্রদান করেন। বেষ-গ্রহণান্তে তিনি "শ্রীমৎ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ" নামে পরিচিত হন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার ভজন-নিষ্ঠা ও শ্রীনাম-সেবায় রুচি সকল বৈষ্ণবগণের আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি অনধিকারীর পক্ষে লীলা-স্মরণ, উন্নতোজ্জ্বলরসের যত্রতত্র আলোচনাদি প্রাকৃত-সাহজিক বিচার কোনদিনই বহুমানন করেন নাই। তাঁহার ন্যায় একজন ভজনশীল শুভানুধ্যায়ীকে হারাইয়া আমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যের বিষয়ই চিন্তা করিতেছি। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমাদিগকে সুষ্ঠুভাবে হরিভজনে সামর্থ্য দান করুন্—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীনামভজন-পরায়ণ আচারবান্ ভক্তগণের প্রপঞ্চ হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সাধনোচিত ধামে শুভবিজয়কে 'বিচ্ছেদ বা বিরহ-দশা' বলিয়া বৈষ্ণব-দার্শনিক জগৎ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের অভাবে গুরু-বৈষ্ণবগণ যে দুঃখপ্রকাশ করেন, তাহা সাধারণের শোক-প্রকাশ মাত্র নহে। যেহেতু তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা যে ভক্তিলাভের উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করি, তাহার অভাবেই আমাদের ক্লেশবোধ ও দুঃখপ্রকাশ করা স্বাভাবিক। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ বিরহ-বার্ত্তা—ভগবৎসেবা-বিমুখ আমাদের পক্ষে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-অন্যাভিলাষাদি হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। তাঁহাদের ভজন-প্রকার আলোচনার দ্বারা আমাদের সাধন-ভজনে উন্নতিলাভই শিক্ষার বিষয়। তাঁহাদের সেবা-সৌন্দর্য্য—সেবা প্রাণতা-সেবাদর্শের অনুগমন করিতে পারিলে সেবাবৃত্তি উন্মেষে যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া যায়। ভক্তগণের অপ্রাকৃত বিরহ অনুভব বা উপলব্ধির বিষয় হইলে আমরা অধিকভাবে ভগবৎসেবায় উন্নতিলাভ করিতে পারি, যাহা আমাদের পরমপ্রয়োজন-লাভে--সেবাধিকারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য বিষয়।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমাদিগকে স্বীয় ধাম হইতে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন্—যাহাতে আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যসত্যই আত্মমঙ্গল লাভান্তে নিজ ভজনময় জীবন পরিচালিত করিতে পারি।

—নিজস্ব সংবাদ

---

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে

# প্রার্থনা

বৈষ্ণব চরণে ধরি, কাতরে প্রার্থনা করি,
ভ্রমিয়া চৌরাশিলক্ষ যোনি।
শ্রীহরির কৃপাবলে, পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফলে,
নরবপু লভেছি ইদানী॥
সাধুসঙ্গ না হইল, এ জনম বৃথা গেল,
মত্ত হয়ে বিষয় মদেতে।
বৈষ্ণবের পদতলে, কবে রাধাকৃষ্ণ বলে,
পড়ে রব মাতিয়া প্রেমেতে॥
যথায় পাষণ্ডগণে, নিন্দয়ে বৈষ্ণব জনে,
না যাব তথায় গেলে প্রাণ।
বৈষ্ণবের দোষ-গুণ, না করিয়া অন্বেষণ,
করিব শ্রীপাদোদক পান॥
পদরজ শিরে ধরি, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করি,
শীতল করিব পাপপ্রাণ।
সর্ব্বজীবে সম দেখি, হইব পরম সুখী,
ছোট-বড় না করিব জ্ঞান॥
চাহি না কামের রতি, ইন্দ্রের অমরাবতী,
কুবেরের ধনে আশা নাই।
বৈষ্ণবদাসের দাস, তাঁর যেবা অনুদাস,
সদা যেন তাঁর সঙ্গ পাই॥
এ পাপ জীবন ছাড়ি, পশু-পক্ষী আদি করি,
জন্মান্তরে যেই দেহ পাই।
শ্রীহরির ভক্তসঙ্গে, মাতিয়া প্রেমতরঙ্গে,
সদা যেন হরি গুণ গাই॥

বৈষ্ণব-পদরেণু ভিখারী—
—শ্রীতারিণীচরণ হালদার, ভক্তি

# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২০'০০ টাকা ও ষান্মাসিক ১২'০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১'০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি. তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন।** পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।

৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড), ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈববর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৯। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২০। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্, ২২। উদ্ধারের পথ, ২৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমন:-শিক্ষা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ)। ২৭। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৮। The Bhagavat, ২৯। Nam-Bhajan, ৩০। The Vedanta, ৩১। Vaishnavism, ৩২। Rai Ramananda. ৩৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd No. W. B/NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

## শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ ( নদীয়া )।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ ( হুগলী )।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, ( মথুরা ), ইউ. পি.।
৪। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৫। শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ—রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ, (মথুরা) ইউ. পি.।
৬। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ—সন্ন্যাস রোড্, কঙ্খল পোঃ, (হরিদ্বার) ইউ. পি.
৭। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, ( পুরী ), উড়িষ্যা।
৮। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলি-৪।
৯। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ ( ধুবড়ী ), আসাম।
১০। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
১২। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১৩। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আন্তুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, ( বর্দ্ধমান )।
১৫। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, ( কোকড়াঝাড় ) আসাম।
১৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, ( ওয়েষ্ট গারো হিলস্ ) মেঘালয়।
১৭। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, ( দার্জ্জিলিং )।
১৮। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—মাথাভাঙ্গা পোঃ ( কোচবিহার )।
১৯। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, ( নদীয়া )।
২০। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, ( নদীয়া )।
২১। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST Sl. No.

To

*From*—

Shri Goudiya-Patrika Office Ph : 55-7227
SHRI RINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta 700004